আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

গ্রাহাম ব্রাউন

দ্য মায়ান কনস্পিরেসি

অনুবাদ: অসীম পিয়াস

গ্রাহাম ব্রাউনের বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রে হলেও তাঁর দাদা বাড়ি লন্ডনে। নানা বাড়িও যুক্তরাজ্যের সাসেক্সে। তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে পশ্চিম আমেরিকার অ্যারিজোনায়। সেখানেই তিনি ছোট বিমান চালানো শেখেন। তারপর তিনি আইন কলেজে ভর্তি হন এবং পাস করে কয়েক বছর প্র্যাকটিস করার পর উপলব্ধি করেন যে, তিনি অন্য কোনো দিকে তেমন একটা চেষ্টা করেন নি। ভেবেচিন্তে শেষমেশ ঠিক করেন তিনি লেখক হবেন।

মাইকেল ক্রিচটন, স্টিফেন কিং আর এক্স-ফাইল কিংবা লস্ট এর মতো টিভি সিরিয়ালের দারুণ ভক্ত গ্রাহাম ব্রাউন। তাই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মায়ান কনস্পিরেসি'ও রহস্য আর রোমাঞ্চ দিয়ে ভরপুর। সাথে আছে আমাজনের গহীনে শীতল ফিউশনের খোঁজে শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান।

যদি ২০১২ হয় শেষ, তাহলে মায়ান কনস্পিরেসি হলো শুরু।

গ্রাহাম এখন বাস করেন অ্যারিজোনায়। বর্তমানে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস আর কিছু ছোটগল্প লিখছেন। লেখালেখির ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রিয় শখ হলো-শীতকালে স্কিইং, গ্রীষ্মে মোটর সাইকেল চালানো অথবা সুযোগ পেলে গলফ খেলা। এতো কিছু করেও সে কখনো নিজেকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত মনে করেন না। তাই নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। তারই ধারাবাহিকতায় একবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরিকল্পনাও আছে তাঁর। তাঁর বাবাকে সাথে করে মাঠে বসে চেলসি ফুটবল ক্লাবের খেলা দেখার কথা দিয়েছেন।

অনুবাদক,
অসীম পিয়াসের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায়, তবে বেড়ে ওঠা গাজীপুরে। আনসার ভিডিপি হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি আর নটরডেম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করে বর্তমানে এম বি.বি.এস কোর্সে পড়াশোনা করছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে।

গ্রাহাম ব্রাউনের সাথে পরিচয় তাঁর এই উপন্যাসটা দিয়েই। এটাই তাঁর পড়া গ্রাহাম ব্রাউনের প্রথম উপন্যাস; আর কোনো উপন্যাস পড়া না থাকায় বাকিগুলোর সাথে তুলনামূলক কিছু বলতে পারছি না।
তবে পাঠক হিসেবে বইটা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। লেখক বর্ণনা দিতে পছন্দ করেন। তবে তাতে আপনি মজা কম পাবেন না, বরং রহস্যময় মায়া সভ্যতা আর তাদের প্রাচীন বিশ্বাস লোককাহিনি সম্পর্কে ভালোই একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। আর তারপর থেকেই শুরু হবে চমকের, বেশ বড় একটা চমক আছে বইটাতে। আমার মনে হয় না কেউ আগে থেকে সেটা ধরতে পারবেন। সেই সাথে উপন্যাস শেষে পাবেন চমৎকার একটা মেসেজ। ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছে, আপনাকেও ভাবাবে বলেই আমার বিশ্বাস। থ্রিলার বা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসে সাধারণত এটা দেখা যায় না।
অনুবাদক হিসেবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি উপন্যাসের ভাষাকে যথেষ্ট সাবলীল রাখার জন্য। কতটা পেরেছি জানিনা।
আপনার পাঠও আনন্দময় হোক এই কামনা করছি।

দ্য মায়ান কনস্পিরেসি

দ্য মায়ান কনস্পিরেসি

মূল : গ্রাহাম ব্রাউন

অনুবাদ : অসীম পিয়াস

দ্য মায়ান কনস্পিরেসি
মূলঃ গ্রাহাম ব্রাউন
অনুবাদ : অসীম পিয়াস

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৬

রোদেলা ৩৯৩

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
৬৮-৬৯, প্যারীদাস রোড (বাংলাবাজার) ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বই অবলম্বনে রাকিবুল হাসান

বর্ণবিন্যাস
ঈশিন কম্পিউটার

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

The Mayan Conspiracy By Graham Brown
Translated by Oseem Peeas
First Published Ekushe Boimela 2016
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69 Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 450.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-91336-8-1 Code : 393

ধ্বংসলীলার দেবতা তাদের উপড়ে নিলো আখি,
আরেকজনে করলো সাবাড়, ছিলো যেটুক বাকি!
তারা বৃক্ষপানে ধায়, তারা গুহার পানে ধায়
বৃক্ষ, গুহা কোথাও তারা পেলো না আশ্রয়।
তারপরে এক বৃষ্টি এলো, কালো রঙের জল
জলের সাথে ঝরলো আরো টগবগে অনল!
দিনেও বৃষ্টি, রাতেও বৃষ্টি, বৃষ্টি সর্বক্ষণ
আগুন বৃষ্টি করলো কালো-মানুষ, পশু, বন।

—কাঠমানবের পতন,
মায়ান লিপি 'পপুল ভাহ' হতে সংগৃহীত।

// কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একজন লেখক মাত্রই জানেন, তাঁর লেখার পিছনে অন্যদের ভূমিকা কতখানি। অন্তত আমার কাছে, লেখা শেষ করার জন্য কয়েক মাস ক্রমাগত টাইপ করে যাওয়ার চেয়ে, পাশে প্রিয়জনের উপস্থিতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আর তাই প্রথমেই কৃতজ্ঞতা আমার স্ত্রী ট্রেসিকে–সবকিছুর পরও আশার সাথে থাকার জন্য। আমাকে এতো কিছু শেখানোর জন্য। তোমাকে ছাড়া বইটা হয়তো একটা পাণ্ডুলিপি হয়েই ড্রয়ারের এক কোণে ধুলি মলিন হয়ে পড়ে থাকতো। কৃতজ্ঞতা পরিবারের বাকি সদস্য এবং বন্ধুদের প্রতি যাদেরকে পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে পড়িয়ে বিরক্ত করেছি। বিশেষ করে ল্যারি এবং শেলি ফক্স। কৃতজ্ঞতা ক্রিস্টোফার গাঞ্জির প্রতি, ভাইয়ের চেয়ে কোনো অংশেই তুমি কম না। কৃতজ্ঞতা আমার ভাইদের প্রতি, এবং অবশ্যই বাবা-মার প্রতি, যারা আমাকে কখনোই লেখালেখিতে নিরুৎসাহিত করেনি।

এবং অবশ্যই, বই প্রকাশ না হলে লেখক কখনো নিজেকে লেখক ভাবতে পারেন না। আর আমার বই প্রকাশ কখনোই আমার এজেন্ট, একজন চমৎকার মানুষ বারবারা পোরেলের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। আপনার টেবিলের সামনে যেদিন প্রথম বসেছিলাম, সেদিন আমি জানতাম না যে আমার ভাগ্য খুলতে চলেছে।

একই কথা আইরিন গুডম্যান, ভ্যানি ব্যারোর আর ব্যানটাম ডেল-এর সবার জন্য প্রযোজ্য। কৃতজ্ঞতা আমার লেখার সম্পাদক ড্যানিয়েলি পেরেজ এর প্রতি। তার পরামর্শ শুনে মাঝে মাঝে মনে হতো আমার চেয়ে উনিই বোধহয় এই চরিত্রগুলোকে ভালো চেনেন।

কৃতজ্ঞতা মারিসা ভিজিলান্টকে তাঁর সদয় সহযোগিতার জন্য।

কৃতজ্ঞতা সকল না উল্লেখ করতে পারা ব্যক্তিদের প্রতি যাদের দানে আমার আজকের এই সাফল্য।

পূর্বকথা

দ্য রেইনফরেস্ট (বর্ষণ মুখর বন)

ধীরে ধীরে আঁধার নামল বনে। গাঢ়, প্রশস্ত। বিশাল বিশাল গাছগুলো থেকে ঠিক যেন সার্কাসের তাঁবুর মত ঢেউ খেলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার। নিয়মিত বৃষ্টির আশীর্বাদে এই বন এতটাই ঘন যে গাছপালার প্রাচুর্যে একে একেবারে নিশ্ছিদ্র মনে হয়। হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণীর বাস এখানে, যাদের প্রায় পুরো জীবনটাই কেটে যায় এই বনের সস্নেহ প্রতিপালনে। তবে বেশিরভাগেরই বসবাস উঁচু তলায়, মানে গাছের ডালে। মাটি শুধু ছায়া, মৃতদেহ আর কিছু সরীসৃপদের জন্য।

জন ডিক্সন দীর্ঘক্ষণ এসব দেখে-টেখে এবার মাটির দিকে নজর দিল। একজোড়া ছাপের উপর চোখ আটকে গেল, মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়ে পরীক্ষা করলো ওগুলো। ভারী বুটের ছাপগুলো সহজেই আলাদা করা যাচ্ছে। তবে একটু আগে পাওয়া ছাপগুলোর সাথে এটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এগুলোর গোড়ালির দিকে বেশি চাপ পড়েছে। ফলে এই ছাপগুলো আরও গভীর আর দূরত্বও বেশি। তার মানে লোকটা (যাকে ওরা খুঁজছে) এখানে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু কেন?

ডিক্সন চারিদিকে তাকালো। লোকটা কি ওদেরকে দেখেই দৌড়ে পালিয়েছে? তেমনটা অবশ্য হওয়ার কথা না। যতদূর চোখ যায় তার নিচের দিকটা পুরোটাই ঝোপ-জঙ্গল দিয়ে ভরা আর উপরের ফাঁকা জায়গাটা পুরোটাই ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশাচ্ছন্ন। দেখে মনে হয় এর পিছনে আর কোনো জগৎ নেই, এটাই পৃথিবীর শেষ সীমানা। যেন এরপর আর কোনো ফাঁকা জায়গা নহে, শুধু সারি সারি গাছ, তার ফাঁকের আগাছা আর ফাঁসির রশির মতো ঝুলন্ত পরগাছা। তাছাড়া ঐ শয়তানগুলো যদি লোকটাকে দেখে, তাহলে তার আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ডিক্সন তার পিছনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিছু একটা দেখে ও ভয় পেয়েছিলো।'

দ্বিতীয় লোকটার নাম ম্যাকক্রিয়া। সেও ছাপদুটো পরীক্ষা করে বললো, 'হুম, তবে আমাদেরকে দেখে না।'

ডিক্সন মাথা ঝাঁকাল, 'না, আমাদেরকে দেখে না।'

দূরে কোথাও সিকাডাস (ঘুগরা) পোকার ভনভনানি শোনা গেল। ম্যাকক্রিয়ার মুখের পেশি তাতে হালকা কেঁপে উঠলো। তারপর দুজনের কেউই কোনো কথা না বাড়িয়ে সামনে এগুতে লাগলো। তবে এবার হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। আগের চেয়েও আস্তে আস্তে ।

কিছুক্ষণ পরেই ডিক্সনের ধারণার সত্যতা পাওয়া গেল। সামনে পড়ে আছে আরেকটা লাশ, এখনও গন্ধ ছড়ায়নি। তবে শকুনেরা ঠিকই খবর পেয়ে গেছে। ডিক্সন এগিয়ে যেতেই চিৎকার করতে করতে পাখা ঝাপটে দূরে সরে গেল। ছিন্নভিন্ন দেহটা একজন মানুষের। ডিক্সন আর ম্যাকক্রিয়ার মতোই জঙ্গলের পোশাক পরা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে কাদার মধ্যে। পিঠে একটা ভাঙ্গা বর্শা গাঁথা। হাত, পা, কাঁধ থেকে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে শকুনরা। এখানে সেখানে ছোপ-ছোপ রক্ত আর চকচকে হাড্ডি বেরিয়ে আছে।

'এটা কি হল?' লাশটার দিকে তাকিয়ে ম্যাকক্রিয়া বললো।

'এটা হল আমাকে ছেড়ে আসার পরিণতি।' মৃতদেহটাকে উদ্দেশ্য করে ডিক্সন বললো।

ম্যাকক্রিয়া বহু কষ্টে নিজেকে সামলালো। 'হারামজাদারা অনেকে মিলে ওকে আক্রমণ করেছিল।'

হারামজাদারা মানে 'চোলোকোয়ান' নামের একদল স্থানীয় উপজাতি; যারা এই অভিযানে আসার পর থেকেই ওদেরকে বিরক্ত করে চলেছে। সপ্তাহখানেক আগে ডিক্সন আর ওর লোকেরা কয়েকটাকে গুলি করে মেরেছিল। কিন্তু একটা শিক্ষা দেওয়াই যে যথেষ্ট ছিল না, তা বোঝাই যাচ্ছে।

'আমাদের ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে। এখন ওকে সার্চ কর।' ম্যাকক্রিয়াকে বললো ডিক্সন ।

ম্যাকক্রিয়া ভালমতো তল্লাশি করেও কিছু পেল না। তারপর পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে চালু করল। শুরুতে আস্তে হলেও কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রটা জোরেশোরে গুঞ্জন করতে লাগলো।

'আমি আগেই বলেছিলাম যে ওর কাছে ওগুলো আছে।' শব্দটা শুনে ডিক্সন বললো।

ম্যাকক্রিয়া কিছু না বলে গাইগার কাউন্টারটা দূরে সরিয়ে মাটি খোঁড়া আরম্ভ করল।

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে কলজে কাঁপানো এক অট্টহাসি ভেসে এল। ডিক্সন আর ম্যাকক্রিয়া দুজনেই জমে গেল জায়গায়। তারপর যেমন শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনি থেমে গেল শব্দটা। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারিপাশ।

'পাখির ডাক।' ডিক্সন বলে উঠলো কিছুক্ষণ পর।

'আমার তো মনে হল...' ম্যাকক্রিয়া বলতে গেল কিন্তু ডিক্সনের দিকে তাকিয়ে আবার থেমে গেল।

'এখনো অনেক কাজ বাকি। তাড়াতাড়ি কর।' ক্রুদ্ধ স্বরে আদেশ করল ডিক্সন। 'পাথর দুটো দ্রুত খুঁজে বের কর। তারপরেই ভাগবো এখান থেকে।'

ডিক্সনের রক্তচক্ষুর কবলে পড়ে ম্যাকক্রিয়া আবার খুঁড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবর্জনার ভেতর থেকে স্যাঁতস্যাঁতে একটুকরো ভাঁজ করা কাপড় উদ্ধার করল সে। খুলতেই দেখা গেল ওর ভেতর একগাদা পাথর। সুগার কিউবের চেয়ে একটু বড় ওগুলো, বারোটা তলবিশিষ্ট, আলো পড়তে হালকা ঝিকমিকিয়ে উঠল। আর ওগুলোর সাথেই পড়ে আছে একটা দাগপড়া, বর্ণহীন স্ফটিক।

ডিক্সন শান্তমুখে পাথর আর স্ফটিকটা দেখল। তার মুখ আবার কঠোর হয়ে গেল। চেহারায় সমস্ত ঘৃণা একত্রিত করে লাশটার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'চোর কোথাকার।'

ম্যাকক্রিয়া পাথরগুলো আবার কাপড়ে মুড়ে ডিক্সনের হাতে দিয়ে দিল।

'ওর সাথের কাগজপত্রও নিয়ে নাও,' ডিক্সন আদেশ করল।

ম্যাকক্রিয়া ইতস্তত করে মৃতদেহটা হাতড়ে পাসপোর্টটা বের করে নিল। ডিক্সন ওটা হাতে নিতেই আবারও দূর থেকে সেই অট্টহাসি ভেসে এলো। কিন্তু এবার প্রত্যুত্তরে কাছাকাছি আরও একটা হাসি শোনা গেল; হাসিটা এতই তীক্ষ্ণ যে মনে হল কান দিয়ে ঢুকে মগজ চিরে ফেলছে।

'এটা জীবনেও পাখির ডাক না,' ম্যাকক্রিয়া বললো।

ডিক্সন জবাব দিল না, কিন্তু চুপচাপ সত্যটা মেনে নিল। এই ডাকটা ওরা এর আগেও শুনেছে, মন্দিরের কাছাকাছি। এর পর থেকেই ওদের সব দুর্দশার শুরু। এখন আবার সেই একই শব্দ তাই ওকে মোটেও স্বস্তি দিচ্ছে না।

পাথরের টুকরোগুলো পকেটে চালান করে দিয়ে শক্ত করে হাতের রাইফেল চেপে ধরলো ডিক্সন। এতো জোরে যে, ওর হাতের শিরা-উপশিরা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর ওর চোখ আতিপাতি করে দুর্ভেদ্য কুয়াশা আর গাছের ফাঁক দিয়ে খুঁজতে লাগলো শব্দটার উৎস। কিন্তু রহস্যময় কুয়াশার ওপাশে কিছুই নেই।

হঠাৎ ওর সদ্যমৃত সহযাত্রীর কথা খেয়াল হল। লুকিয়ে চোখ রাখার জন্য জায়গাটা বেশি ভাল না। ম্যাকক্রিয়া বোকার মতো কি কি বিড়বিড় করলো তারপর বললো, 'আমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানেই পড়ে আছি।' ডিক্সন কোনো জবাব না দিয়ে বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। কয়েকটা ঝোপ পেরিয়ে থামলো তারপর। রক্তমাখা একটা ছাপের পাশেই আরেকজোড়া ছাপ দেখতে পেয়েছে ও। লম্বা দুই কাঁটাওয়ালা একটা ছাপ। কেউ যেন একটা টিউনিং

ফর্ককে মাটিতে গেঁথে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। ডিক্সন বহু চিন্তা করেও ছাপটা কিসের তা বের করতে পারল না। ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য আরো কাছে যেতেই আরেকটা পরিচিত গন্ধ এসে নাকে লাগল। ঝাঁঝালো, অনেকটা অ্যামোনিয়ার মতো। তখুনি আবারো সেই কানফাটানো অট্টহাসি আবারো শুরু হয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে গেল বনে। এবার আরো কাছাকাছি।

'আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত,' ম্যাকক্রিয়া বললো।

'চুপ থাকো।' ছাপগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললো ডিক্সন ।

'আপনার কি মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি? চলুন কেটে পড়ি।'

'শাট আপ।' চাপা সুরে গর্জে উঠলো ডিক্সন। এখন পালাতে গেলেই মরতে হবে। বরং পড়ে থাকলেই কিছুটা সম্ভাবনা আছে বাঁচার... তবে জায়গাটার কিছু একটা সমস্যা আছে। মানুষ এখানে শিকারি নয়, বরং নিজেই শিকার! ডিক্সন ব্যাপারটা ধরতে পারলো, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দূরে কোথাও একটা হালকা নড়াচড়া টের পেল ডিক্সন। ঠিক প্যাঁচার পাখা ঝাপটানোর মতো মৃদু, কিন্তু মাটির কাছাকাছি। ডিক্সন ওর রাইফেল কাঁধের সাথে চেপে ধরল।

'ডিক্সন!' ম্যাকক্রিয়ার কণ্ঠে অনুনয়।

শব্দটা ওদের দিকেই আসছে। আগের চেয়ে দ্রুত। দৌড়ে আসছে কিন্তু পদধ্বনি শোনা যায় না বললেই চলে।

'ডিক্সন, প্লিজ!'

ডিক্সন উঠে দাঁড়ালো। গুলি করতে প্রস্তুত। কিন্তু শব্দটা ওকে ফাঁকি দিয়ে বা পাশ দিয়ে চলে গেল। ডিক্সন সেদিকে ঘুরেই গুলি চালালো। ম্যাকক্রিয়া চিৎকার দিয়ে উঠল। গুলির আওয়াজ নীরব জায়গায় বিস্ফোরণের মতো শোনাল। তাতে কিছুটা কুয়াশা সরে গেল কিন্তু আরেকবার গুলি করার মতো কিছুই দেখা গেল না। না রহস্যময় জীব, না ম্যাকক্রিয়া, কিছুই নেই। শুধু কিছু ছিন্নভিন্ন আগাছার ঝোপ। আর তার উপরে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা।

রক্তের দিকে তাকিয়ে ডিক্সন ডাক দিয়ে উঠল, 'ম্যাকক্রিয়া?'

গোঙানির আওয়াজ শুনবে আশা করেছিল কিন্তু চারিপাশ আগের মতোই অসহ্য নীরব। অন্য আর সবার মতো ম্যাকক্রিয়াও তাহলে মরে গেছে। পার্থক্য শুধু এটাই যে ম্যাকক্রিয়া মরলো তার নিজের সামনে। ডিক্সন পিছু হটতে লাগল। ভয় পেয়েছে। অন্ধের মতো হাতড়ে চলা শুরু করল ও। শত চেষ্টা করেও শব্দ না করে এগুতে পারছে না। ততক্ষণে বুকের ভেতর হাতুড়িপেটা শুরু হয়ে গেছে ওর। তখনি হঠাৎ আবার সেই কলজে কাঁপানো হাসিটা শোনা গেল। ডিক্সন আর পারলো না। সমস্ত শক্তি এক করে দিলো দৌড়। আতঙ্কগ্রস্ত

ডিক্সনের অবস্থা দাঁড়ালো অনেকটা খ্যাপা ষাঁড়ের মতো। কাঁটা ঝোপ-ঝাড় সব মাড়িয়েই দৌড়াতে লাগলো। আশেপাশে সেই পদধ্বনি শুনতে পেলেই সেদিকে গুলি করতে লাগলো আর সাথে অকথ্য গালাগালি তো আছেই। কিন্তু শব্দটা দূরে না সরে বরং আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আরও কাছে ।

আর সহ্য হল না ডিক্সনের। হাঁটু গেড়ে বসে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগলো শুধু। হঠাৎ আঁধারের একটা ঝলক ওকে আঘাত করলো; আঘাতটা এতোই জোরে যে, প্রায় কয়েক হাত উড়ে গিয়ে পড়লো ও। উড়ন্ত অবস্থায়ই ডিক্সন আক্রমণকারীর চেহারা খানিকটা দেখতে পেয়েছে। জিনিসটা ওর সাথের আটজন লোককে খুন করেছে আর এই প্রথম ও খুনিটাকে দেখতে পেল। পড়ে পায়ে ব্যথা পেলেও ডিক্সন সেটাকে অগ্রাহ্য করে রাইফেল বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু ব্যথা ক্রমেই অসহ্য হয়ে ওঠায় ওদিকে নজর না দিয়ে পারলো না। পায়ের হাড্ডি ভেঙে একদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দৌড়ানো দূরে থাক, এখন তো হাঁটতেও পারবে না। ব্যথা চেপেই হেঁচড়ে হেঁচড়ে একটা গাছের গুড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলো কোনোমতে। তারপর কাঁপাকাঁপা হাতে রাইফেল লোড করে চরম নিয়তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ওর পুরো শরীর জুড়েই শুরু হল কাঁপুনি। মাথাটা তাই আর সোজা রাখতে পারলো না। গাছের দুর্ভেদ্য পাতা ভেদ করে সরু সরু কিছু আলোকরশ্মি এসে মাটিতে পড়ছে। এতোক্ষণ ছায়ায় থাকায় এইটুকু আলোতেই ওর চোখ জ্বলে উঠল। হঠাৎ মনে হলো আলো ঝাপসা হয়ে আসছে। সেটা কি সত্যিই নাকি চোখের ভুল, তা সে জানে না।

নিস্তরঙ্গ, নিস্তব্ধ সময় কাটতে লাগল। আশেপাশে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ বাদে আর কোনো আওয়াজ নেই। জ্যাক ডিক্সনের মনে একটাই প্রার্থনা, এখানেই একাকী একটা শান্তিময় মৃত্যু হোক তার।

আরও কিছু সময় কেটে গেল। ঠিক যে মুহূর্তে মনে হল যে তার প্রার্থনা কবুল হয়েছে, তখনই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চারিদিকে আবার শোনা গেলো সেই রহস্যময় অট্টহাসি!

অধ্যায় : ১
মানাউস, ব্রাজিল।

একটা ছোট্ট ক্যাফেতে বসে বাইরের নদীটার দিকে তাকিয়ে আছে ড্যানিয়েলি লেইডল। বিকেল পড়ে এসেছে। নদীর বুকে ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আঁকিবুঁকি। মোহনীয় এক দৃশ্য। দীর্ঘক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থেকেও দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না।

ড্যানিয়েলি তবুও ক্যাফের দিকে নজর ফেরালো। বিকেলের গরমের কারণে জায়গাটা মোটামুটি খালিই বলা যায়। ও যার জন্য অপেক্ষা করছে তাকে অবশ্য কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু লোকটার তো দেরি হওয়ার কথা না। ড্যানিয়েলি ওর ব্ল্যাকবেরি ফোনটা চেক করল, না, কোনো মেসেজ আসেনি। শেষে নিজেই একটা মেসেজ লিখল, 'কোথায় মরলেন আপনি?' কিন্তু সেন্ড বাটন চাপার আগেই চোখের কোণায় দেখা গেল লোকটাকে । ক্যাফের এক ওয়েটারের সাথে কথা বলছে।

এখান থেকে অবশ্য শুধু লোকটার রূপালি চুলই দেখা যাচ্ছে। ড্যানিয়েলির দিকে ফিরতেই ভাঙ্গাচোরা চেহারাটাও চোখে পড়ল। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে এলো লোকটা। যথারীতি ফিটফাট পোশাক পরনে। আজ পরেছে কালো প্যান্ট, বুক খোলা শার্ট আর নীল ডিনার জ্যাকেট। ব্রাজিলের এই ভয়ানক গরমে লোকটা কিভাবে এসব পরেছে ড্যানিয়েলি ভেবে পায় না। তবে সেই সাথে মনে পড়লো আরনল্ড মুর কোনো কিছুর সাথেই কম্প্রোমাইজ করে না, তা সে প্রাকৃতিক কিছু হোক বা অন্য কিছু।

'আপনি লেট। জায়গাটা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়েছে নাকি?' বলে লাস্যময়ী ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকালো ড্যানিয়েলি।

'আরে নাহ্।' মুর জবাব দিলেন। 'আসার পথে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় গেলে এক কালো চুলের মহিলাকে পাওয়া যাবে, যে রেগেমেগে প্রতি মিনিটে একশবার নিজের ব্ল্যাকবেরি চেক করছে? আশ্চর্যের ব্যাপার, সাত সাতজন লোক এই জায়গাটাই দেখিয়ে দিলো!'

ড্যানিয়েলি হেসে দিল। সেই ফাঁকেই খেয়াল হল একজন ওয়েটার ওদের দিকে লক্ষ করছে। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু না। ড্যানিয়েলির বয়স একত্রিশ।

লম্বা, একহারা গড়ন, ঝকঝকে চুল। আর মুরের বয়স প্রায় তার দ্বিগুণ, বেশির ভাগ চামড়া কুঁচকে এসেছে, ভাবসাবও ইউরোপিয়ানদের মতো।

লোকজন ওদের দুজনকে একত্রে দেখলেই ভ্রু কুঁচকায়, ড্যানিয়েলিকে মুরের রক্ষিতা টাইপই ভাবে বেশিরভাগ সময়। আর ভাগ্য ভাল হলে ভাতিজী বা মেয়ে ভাবে। তবে সত্যিটা জানলে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে নিশ্চিত। ওরা একে অপরের পার্টনার। ড্যানিয়েলি মুরের সন্তানসম আর দুনিয়াতে মুর যে কয়জনকে বিশ্বাস করে, ড্যানিয়েলি তাদেরই একজন।

আমেরিকান সংগঠন 'ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের' (NRI) ফিল্ড অপারেটিভ হিসেবে ওরা দু'জন প্রায়ই দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়ায়। গত বছরই এগারোটা দেশ ঘুরেছে। বাল্টিকের তেলক্ষেত্র পুনরুদ্ধার থেকে টোকিওর ন্যানো-টিউব উৎপাদন সব কিছুতেই ওদের চরম আগ্রহ। এমনকি ইতালিয়ান সরকার আর NRI-এর যৌথ উদ্যোগে ভেনিসেও অভিযান চালিয়ে এসেছে। NRI-এর ভেতরের কাজ হলো বিভিন্ন প্রজেক্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তার উপযোগিতা নির্ণয় করা। তারপর সম্পর্কোন্নয়ন, ঘুষ বা চুরি করে হলেও তা হাসিল করা।

ড্যানিয়েলি আর মুরের দিন কাটে তাই বিভিন্ন ল্যাব বা সেমিনারে, আর রাত কাটে কখনো জেট বিমানে, কখনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, কখনো বা ধনাঢ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পার্টিতে। এখন পর্যন্ত সবকটি প্রজেক্ট থেকেই ফায়দা হাসিল করেছে ওরা। কিন্তু ব্রাজিলে ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হচ্ছে। এদেশে NRI-র আগ্রহ আসলে বর্তমান যুগের কোনো প্রযুক্তিতে নয়। বরং আগ্রহটা অতীত নিয়ে, আরও ভালভাবে বললে বলতে হয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ব্যাপারটার শুরু হয় ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিন নামে এক আমেরিকান অভিযাত্রীর আমাজানের গভীর থেকে কিছু হাতিয়ার উদ্ধার করার পর থেকে। স্রেফ ভাগ্যান্বেষণে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন তার অভিযান শুরু করে। লক্ষ্য ছিলো শুধু খ্যাতি অর্জন। কিন্তু বছরখানিক বাদে প্রায় খালি হাতেই ফিরে আসে সে। সবাই ওর কাহিনি অতিরঞ্জিত আর মিথ্যা বলেই উড়িয়ে দেয়। ওর উদ্ধারকৃত হাতিয়ারগুলোতেও কেউ খুব বেশি আগ্রহ দেখায়নি। ফলে ওগুলোর জায়গা হয় বিভিন্ন জাদুঘরের কোণে। কিছুদিন পর ভুলেও যায় সবাই। কিন্তু সম্প্রতি NRI আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করার পরই এগুলো আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এরপর থেকেই ড্যানিয়েলি আর মুর ব্রাজিলে এসে মার্টিনের অভিযান সম্পর্কে খোঁজখবর করছে। কিন্তু কয়েক মাস পরেও যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই পড়ে আছে ওরা। তবে ড্যানিয়েলি একটা খবর পেয়েছে যেটা কাজে লাগতে পারে।

'একটা ভাল খবর আছে,' ড্যানিয়েলি বললো। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখানো দরকার।'

মুর একটা কাপড়ের টিস্যু টেনে নিল।

'আর আমার একটা খারাপ খবর আছে। একেবারে ডিরেক্টরের কাছ থেকে।' বিরক্তির সুরে বললো ও।

ড্যানিয়েলি মুরের মুখের ভাব দেখেই বুঝলো ডিরেক্টরের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে অথবা ডিরেক্টর ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজগুবি কোনো নির্দেশ দিয়েছে। এবারের অ্যাসাইনমেন্টে এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়।

'আবার কি হয়েছে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করল।

মুর মাথা ঝাঁকালেন।

'আগে তোমারটা বল। ভাল খবর শুনে মনটা ভাল করি।'

'আচ্ছা।' বলে ড্যানিয়েলি ওর পায়ের কাছ থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ টেনে উঠালো। তারপর ওর মধ্যে থেকে একটা চ্যাপ্টা ধূসর পাথর বের করে মুরের সামনে তুলে ধরলো। 'এগুলো একটু দেখুন।'

পাথরটা দু'ইঞ্চির মতো পুরু, মোটামুটি চতুর্ভুজাকার বলা যায়। তিন পাশ খাঁজকাটা এবং অমসৃণ। একটা পোস্টকার্ডের চেয়ে সামান্য বড়। খণ্ডটার একপাশে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা। একটা দেখতে খুলির মতো। বাকিগুলো বিভিন্ন পশুপাখি। মুর ড্যানিয়েলির হাত থেকে ওটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথমে এক হাত দূরে রেখে তারপর পকেট থেকে চশমা নিয়ে একেবারে নাকের সামনে বরাবর।

'এটা তো হায়ারোগ্লিফিক,' মুর বিড়বিড় করলেন।

'এবং অবশ্যই মায়ান।' ড্যানিয়েলি যোগ করল।

মুর তাতে সায় দিলেন। ঘুরিয়ে আলোতে নিয়ে আরেকবার দেখতেই বিড়বিড় করে বললেন, 'আরিব্বাপ, এটাতো সেই জিনিস!'

ড্যানিয়েলি বলল, 'ডান কোণার দিকটা দেখুন। চিনতে পারছেন?'

মুর আরো ভালোভাবে সংকেতটা দেখলেন। এই চিহ্নটাইতো ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের হাতিয়ারটায় ছিল। এটার অর্থ হলো জিবালবা বা যমপুরী। মুরের ভ্রু কপালে উঠে গেল। মার্টিনের বর্ণনার প্রথম প্রমাণ ওরা খুঁজে পেয়েছে।

'বিশ্বাস করা শক্ত, তাই না?' ড্যানিয়েলি বললো।

'হ্যাঁ।' মুরের জবাব, 'খুবই শক্ত। কোথায় পেলে তুমি এটা?'

'এক কাঠুরের কাছ থেকে কিনেছি। লোকটা মেহগনির কাঠের ব্যবসা করে।'

মেহগনি আমাজনের অন্যতম অর্থকরী বৃক্ষ। কিন্তু এরা জন্মায় খুবই ধীরে ধীরে। আর আশেপাশের বেশিরভাগ মেহগনি গাছই কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। যেগুলো এখনও আছে সেগুলো সংরক্ষিত। ফলে অবৈধ পাচারকারীর সংখ্যা গেছে বেড়ে। এরা মেহগনির সন্ধানে জঙ্গলের ভেতরে পর্যন্ত চলে যায়।

‘কত ভেতরে পেয়েছে এটা?’ মুরের জিজ্ঞাসা।

‘এখান থেকে আটদিনের দূরত্ব। আমরা গেলে চার-পাঁচদিনেই হয়ে যাবে।’

মুরের সাথে আলাপের পর থেকেই ড্যানিয়েলি নিজের মধ্যে এক নতুন উদ্যম অনুভব করছে। পাথরটা প্রথম আবিষ্কারের পরও এরকম লেগেছিলো। এই মুহূর্তে জিনিসটা ওদের দুজনেরই দরকার।

‘এটা কি জিনিস তা কি লোকটা জানে?’ পাথরটা নাড়তে নাড়তে মুর জিজ্ঞাসা করলেন।

‘অত ভালোভাবে না। তবে ও জানে এটা কোথায় পেয়েছে, আর এর কাছেই নাকি আরো বড় একটা পাথর দেখেছে, একই রকম নকশাওয়ালা। বেশি ভারী বলে নাকি ওটা আনেনি।’

পাথরটার তীক্ষ্ণ ধারগুলোতে হাত বুলিয়ে মুর বললেন, ‘ইদানীং ভাঙ্গা হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে ঐ ব্যাটাই বড় পাথরটা থেকে ভেঙ্গেছে।’

‘আমারো সেরকমই মনে হয়েছে।’

‘আর কি বলেছে লোকটা?’

‘লোকটা নূরী উপজাতির কিছু লোককে গাইড হিসেবে ভাড়া করেছিল। ওদের-ই একজন পাথরটা খুঁজে পায়। স্থানীয় লোকজন এর পরের জায়গাটাকে অভিশপ্ত বলে মনে করে। ওখানে নাকি ভয়ানক সব জিনিসের বাস। রাতের চেয়েও গাঢ় ছায়া ওখানে। এমন একদল জাতি বাস করে যারা নাকি নিজেদের আত্মার পরিণত করতে পারে। আরও পারে বন্য পশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আর সেখানে আছে মানুষের মাথার খুলির তৈরি একটা দেয়াল।’

এসব স্থানীয় গল্পগাঁথা বা কাহিনি সাধারণত ভুয়াই হয়, কিন্তু এই গল্পটা বিশ্বাস করার যথাযোগ্য কারণ আছে। মার্টিনের বর্ণনার এক জায়গায় ‘খুলির দেয়াল’ এর উল্লেখ আছে। ওরা যদি এটা খুঁজে বের করতে পারে তাহলে মার্টিনের পরবর্তী পদক্ষেপ কি ছিল সে সম্পর্কেও ধারণা করতে পারবে আর তার উদ্ধার করা হাতিয়ারগুলোর উৎসও আবিষ্কার করতে পারবে। আর তা পারলেই....

‘খুলির দেয়াল?’ মুর স্বগোক্তি করলেন।

ড্যানিয়েলিও মাথা ঝাঁকালো।

‘ওটা খুঁজে বের করতে পারলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে,’ বলে চেয়ারে হেলান দিলো মুর। ‘আর এবার সম্ভবত তোমাকে একাই কাজটা করতে হবে।’

‘মানে?’ কথাটা শুনতে পায়নি, এমন ভঙ্গিতে বললো ড্যানিয়েলি।

‘একটু ঝামেলা হয়েছে। গিবস আমাকে ওয়াশিংটন ফিরে যেতে বলেছে। অনেক চেষ্টা করেও মত বদলাতে পারিনি।’

গিবস NRI-এর ডিরেক্টর অব অপারেশনস্। সে-ই ওদেরকে এখানে পাঠিয়েছে। কেন যেন এই প্রজেক্টের প্রতি গিবসের ব্যক্তিগত আগ্রহ খুব বেশি। এদিকে আবার সে আরনল্ড মুরকেও খুব অপছন্দ করে। তাই দু'জনের মধ্যে সামান্যতেই খিটিমিটি বেধে যায়।

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! তাই না?'

মুর মাথা নাড়লেন, 'নাহ্! আমাকে যেতেই হবে। প্রজেক্টের কাজ শেষ করবে তুমি। আর এখন থেকে তুমিই হবে বস।'

আকস্মিক ধাক্কায় ড্যানিয়েলির চোখ বড়বড় হয়ে গেল। NRI-তে ঢোকার পর থেকে মুর ওর গুরুর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। NRI-এর রহস্যময় আর কুটিল জগতে বিশ্বাসভাজন কয়েকজনের মধ্যে মুর অন্যতম। এজন্যই এই জটিল অভিযানের মধ্যে মুরের ছায়া মাথার উপর পাবে না ভাবতেই ড্যানিয়েলি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলো।

'কেন? এতদিন পরে এখন কেন? এত কষ্টের পর মাত্র একটা সূত্র পাওয়া গেছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুর মুখ থেকে চশমা নামালেন। 'আমার বয়স তেষট্টি।' ড্যানিয়েলিকে মনে করিয়ে দিলেন। 'জঙ্গলে হারানো নগরী পুনরুদ্ধারে যাওয়ার জন্যে একটু বেশিই বুড়ো আমি। এসব কাজ করে রক্তগরম তরুণরা অথবা মাথামোটা বেকুবরা। আর তোমার দুটোর একটার সাথে মিলে যাচ্ছে। কোনটা, সেটা তুমি বুঝে নাও। আর তাছাড়া গিবস নিশ্চয়ই জঙ্গলের সাপ, মশা আর বিষাক্ত ব্যাঙ সম্পর্কে জানে। আমি নিশ্চিত ও আমাকে এসবের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই চেষ্টা করছে।'

'বলেছে আপনাকে! এখানে আসার পর থেকেই তো ওই সাপ আর ব্যাঙের মধ্যে যাওয়ার জন্যে গিবস-এর কাছে অনুরোধ করছেন।' তারপর চোখ সরু করে বললো, 'আসল কারণটা বলুন।'

মুর একটা কাষ্ঠহাসি হাসলেন। 'দুটো কারণ। প্রথমত, গিবস মনে করে তুমি একাই পারবে। ওর ধারণা সত্যি–তুমি পারবে। এতদিন তো আসলে তুমিই সব করেছ। আমি বসে বসে শুধু তোমাকে গাইড করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়ত, ও খুব চিন্তিত। ওর ধারণা, শুধু আমরা না, অন্য কেউও এটার পিছনে লেগেছে। আর সম্ভবত ওরাও মাঠে নেমে গেছে। এমনকি আমাদের চেয়েও এগিয়ে গেলে অবাক হব না।'

গিবস আর ওর ফালতু ধারণা শুনতে শুনতে ড্যানিয়েলি পুরোই বিরক্ত। এবারের অভিযান এতটাই গোপনে চালানো হয়েছে যে ওদের সাথে আর কোনো লোকও দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা, এমনকি যোগাযোগ বা খোঁজাখুঁজির জন্য কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতিও পায়নি ওরা।

'অসম্ভব। এই অভিযানের পুরো ব্যাপারটা শুধু আমি, আপনি আর গিবস জানে। আর কেউ না।'

হঠাৎই ব্যাপারটা ধরতে পারল ড্যানিয়েলি। সোজাসুজি না বললেও গিবস মুরকে সন্দেহ করে।

'আমি ওর কথা শুনবো না। ও যদি মনে করে...'

মুর ওকে থামিয়ে দিলেন।

'সে এসব মুখে বলেনি। হয়তো শুধু সন্দেহ। ও আসলে আমার উপর আর ভরসা করতে পারছে না। আমাদের মধ্যে সারাক্ষণ লেগেই আছে। তাছাড়া তুমি হচ্ছো যাকে বলে তাজাদম ঘোড়া। উদ্যমে ভরপুর। গিবস জানে এই অভিযান তুমি যেভাবেই হোক সফল করবে। আর আমি বুড়ো, আলসেমি বাসা বেঁধেছে হাড্ডিতে। আমার কোনো শখ নেই এই বয়সে বোকামি করে গর্দান ওড়ানোর। এরচেয়ে বসে বসে পেনশনের টাকা ওড়ানোটাই আমার কাছে বেশি উপভোগ্য হবে।'

'এসব ফালতু কথা,' ড্যানিয়েলি বললো।

'মোটেও না। আর তাছাড়া তোমার সামনে আরও একটা মুলো ঝুলছে–প্রমোশন। এই অভিযান সফল হলেই তুমি ফুল ডাইরেক্টরের পদ পেয়ে যাবে।'

মুর থামলেন, কিন্তু ড্যানিয়েলি কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'আমি জানি তুমি ব্যাপারটা এভাবে চাওনি। কিন্তু ভেবে দেখ–নিজেকে প্রমাণ করার এটাই তোমার সবচেয়ে বড় সুযোগ।'

'কিসের সুযোগ? একটা প্রমোশনের জন্য কারো এত কিছু করা লাগে না।' ড্যানিয়েলির কণ্ঠে রাগ ঝরে পড়লো।

শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে মুর বললেন, 'অন্যান্য মাঠকর্মীর চেয়ে তোমার বয়স কম। আর তুমিই একমাত্র যে সরাসরি এজেন্সি থেকে আসেনি। তোমার অযোগ্যতা এই দুটোই। এ কারণেই তোমাকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি খাটতে হবে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি অন্যদের চেয়ে কম নও।'

ড্যানিয়েলির এসব শুনতে মোটেও ইচ্ছে করছে না। এতদিন ধরে NRI-তে থাকার পরেও ওর নিজেকে বহিরাগত মনে হয়। কেনই বা হবে না, পুরো সংগঠনটাই গিবস নিজের বাপের সম্পত্তির মতো চালায়। গিবসের চামচা যেগুলো, সেগুলোর সাতখুন মাফ। কিন্তু যারা চাটুকারিতা কম করে, সংগঠনের ভালো চায়, তাদের ঘাড়েই কাঁঠাল ভাঙ্গা হয়। এর মধ্যে এক নাম্বারে হলো মুর, আর ড্যানিয়েলি তো আছেই।

'অবশ্য তুমি আরো একটা কাজ করতে পারো। কাজটা তুমি ছেড়ে দাও। দেশে ফিরে যাও আর গিবসের কাছে প্রমাণ করো যে, তুমি সহযোগী হিসেবে ফার্স্ট ক্লাস হলেও অভিযানের প্রধান হবার যোগ্যতা তোমার নেই।'

ড্যানিয়েলি দাঁতে দাঁত চাপলো। এই অভিযান ব্যর্থ হবে নিশ্চিত। পর্যাপ্ত টাকা নেই, কোনো ব্যাকআপ নেই, নেই এগুনোর মত ভাল কোনো সূত্র। যে সূত্র পেয়েছে, তাতে কিছু পেতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু না পেলে সব দোষ হবে ড্যানিয়েলির, বাকি দিকটা কেউ পুছবেও না।

ড্যানিয়েলি হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অবাক করা ব্যাপার হল, এই রাগ আর হতাশার মাঝেও ও কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করছে বুকের মধ্যে। দলের প্রধান হিসেবে কোনো অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার বাসনা ওর NRI-তে ঢোকার পর থেকেই। গত কয়েক বছর মুর আর ও নামে মাত্রই বস-সহযোগী ছিল। সব কাজ দুজনে সমানভাবেই করত। কিন্তু কৃতিত্বের বেশিরভাগটাই পেত মুর। ড্যানিয়েলির কৃতিত্ব মুরের ছায়াতেই ঢাকা পড়ে যেত। মুরের কথাই ঠিক। ওর যোগ্যতা প্রমাণের এই সুযোগ। এই অভিযানটা সফল করতে পারলেই গিবস আর ওর দলবলের মুখে ঝামা ঘষে দেয়া হবে।

'আপনি খুব ভালমতোই জানেন যে আমি কাজটা ছাড়ব না। তবে একবার অভিযানটা শেষ হোক। ওয়াশিংটন ফিরে সোজা গিবসের অফিসে ঢুকে ওর গলা দিয়ে পাথরগুলো ঢুকিয়ে দেব।'

মুর হাসলো, 'সে সময় আমাকে ডাক দিতে ভুলো না যেন।'

যতই মুখে হাসি ধরে রাখুক, মুরের ভেতরের রাগ আর হতাশাটা ড্যানিয়েলি ঠিকই টের পাচ্ছে। এই বয়সেও অ্যাডভেঞ্চার মুরের কত প্রিয়, তা ও জানে। এটা তো সবে শুরু। মুর বেশি তেড়িবেড়ি করলে হয়ত ওকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে দেবে। সংগঠনে মুরের পক্ষে শুধু ড্যানিয়েলিই আছে। ওকে এই অভিযান সফল করতেই হবে।

হঠাৎই মুর সিরিয়াস হয়ে গেলেন। 'অভিযান প্রধান হিসেবে এখন তোমার আরো কিছু জিনিস জানা দরকার। মাঠে কিন্তু তুমি একা নও। আরেকটা পার্টিও একই অভিযানে নেমেছে।'

ড্যানিয়েলি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মুর বলে চললেন, 'আজ সকালে আমাদের পাইলট চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ও নাকি আরেকটা কোথায় চাকরি পেয়েছে। ওখানে যা পাবে, তার চেয়ে বেশি দেব বললাম, কিন্তু রাজি হলো না। আমাদের সাথেই আর থাকতে রাজি না। এক সপ্তাহের মধ্যে কুলি আর পাইলট দুজনেই চাকরি ছেড়ে দিল।'

ড্যানিয়েলির মনে পড়লো। ওদের একজন কুলিকে কারা যেন পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছিল। সেই ভয়ে বাকিরা ভেগেছে।

'আমার কাছে কাকতালীয় মনে হচ্ছে না।' ড্যানিয়েলি বললো।

'আমার কাছেও না।' চশমাটা জ্যাকেটের পকেটে ভরতে ভরতে বললেন মুর। 'অবশ্য খুব বেশি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। গিবস এমনিতেও ওদেরকে চেঞ্জ

করতো। ও নিজে বাছাই করে লোকজন পাঠাচ্ছে। ওদের একজনও স্থানীয় না।'

'কারা?' ড্যানিয়েলির প্রশ্ন।

'একদল প্রাইভেট সিকিউরিটি। প্রধান হিসেবে থাকবে ভেরহোভেন নামে এক লোক। সাউথ আফ্রিকান ভাড়াটে সৈনিক। আমি যদ্দূর শুনেছি, ভালোই দক্ষ। কালকের মাঝেই ওর লোকবলসহ চলে আসবে। আর একজন পাইলটের সাথে গিবস তোমাকে দেখা করতে বলেছে। সে একজন আমেরিকান, "হকার" নামে পরিচিত। মানাউসেই থাকতো। কিন্তু এখন এক কফি ক্ষেতে কাজ করে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।'

'ওখানে কি করে ও?'

'প্রাক্তন CIA, বরখাস্ত করা হয়েছে,' মুর বললেন।

'তাহলে আমরা কেন ওকে ভাড়া করব?'

মুর শিয়ালের মত হাসলেন, কিন্তু কোনো জবাব দিলো না।

'আমাদের লোকজনের কি এতই অভাব?' ড্যানিয়েলিই আবার বললো।

'গিবস আর কাউকেই বিশ্বাস করে না। ও নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যের কেউ তথ্য পাচার করছে, তাই ও এমন লোক চায় যাদের সাথে NRI-এর কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে পাচারের ব্যাপারটা সামাল দেওয়া যাবে। আমার ধারণা ও ঠিকই করছে। এমন না যে সব জানার পরে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু অন্তত অভিযানের শুরুতে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে,' বলতে বলতে মুর পানির গ্লাসে চুমুক দিলেন। হঠাৎ ড্যানিয়েলি অনুভব করল, গুরু হিসেবে এটাই মুরের শেষ উপদেশ। এরপর থেকেই সে একা, সব সিদ্ধান্ত ওকে একাই নিতে হবে।

'ওদেরকে কতটুকু বলা যাবে?'

মুর মাথা নাড়লেন, 'তুমি যা জানো, তা ওদেরকে মোটেও বলা যাবে না। ওরা বা আর কাউকেই না। একটা হারানো নগরী বা পাথর উদ্ধারে যাচ্ছ এটা বলতে পারো। তবে এর বেশি কিছু না।'

এই হলো নেতৃত্বের চিরন্তন বিড়ম্বনা। ওরা সবাইকে বলবে যে ওরা ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের বর্ণনা মতো আমাজনের গহীনে প্রাচীন মায়ান নগরী খুঁজতে যাচ্ছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য ওটা না; যেটা কাউকেই জানানো যাবে না।

'কোনো ঝামেলায় পড়লে কি করব?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করল।

'ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে ভুলেও যোগাযোগ করা যাবে না,' মুর সিরিয়াসভাবে বললেন। 'যদি খুব বেশি ঝামেলা হয়ই, তাহলে দরকার হলে সবাই মরবে কিন্তু কাউকে কিছু জানানো যাবে না। এটা একেবারে লিখিত নির্দেশ। কিছু হলে নিজের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করবে। আর যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের

বাইরে চলে যায়, তাহলে যেভাবেই হোক নিজে বেঁচে ফিরে আসবে। বাকিরা জাহান্নামে যাক।' মুর আরো পরিষ্কার করে বললেন।

ড্যানিয়েলি এসব কথা জানতো। তবুও মন দিয়েই আরেকবার শুনলো। ওদের সাথে সিভিলিয়ানরা অভিযানে যাবে। ঝামেলা তো বাধবেই নিশ্চিত। মুর জানে, ড্যানিয়েলির 'নির্দেশ' জিনিসটা একদমই পছন্দ না। কিন্তু এসব কাজ সফল করতে গেলে এরকম হয়ই। ড্যানিয়েলির ইতস্তত ভাব লক্ষ করেই মুর বললেন, 'তুমিতো জানোই কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ।'

'হুম, গিবস মনে করে কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ। আসলেই কিনা কে জানে।' ড্যানিয়েলি ব্যঙ্গ করল।

'যেভাবেই হোক, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন ধরে তুমি নির্দেশ পালন করে এসেছো, কিন্তু এখন থেকে তুমি নিজেই দায়িত্বে... মার্টিনের উদ্ধার করা স্ফটিকগুলোর টেস্টের রেজাল্ট কিন্তু নির্ভুল। কোয়ার্টজে পাথরের গায়ে ট্রিসিয়াম গ্যাসের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। ট্রিসিয়াম এক ধরনের তেজস্ক্রিয় উপজাত। শুধু পারমাণবিক বিক্রিয়ার সময়ই এটা উৎপন্ন হয়। এটার অস্তিত্ব একটা জিনিসের দিকেই ইঙ্গিত করে। তা হলো, যেভাবেই হোক ওই স্ফটিকগুলো একটা নিম্ন মাত্রার পারমাণবিক বিক্রিয়ার অংশ। মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই সেটা বলা যায়।' মুর ব্যাখ্যা করলেন।

'আর সেই বিক্রিয়ার উৎস? এ ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?' ড্যানিয়েলির জিজ্ঞাসা।

মুর আড়চোখে ডুবন্ত সূর্যটা দেখার চেষ্টা করলেন। 'না। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা যা খুঁজছি, তা ওখানেই পাওয়া যাবে। কেন বা কিভাবে, তা বোঝাতে পারব না। তবে আমি বিশ্বাস করি, জিনিসা আছেই। যদি আমরা ওটা খুঁজে পাই–মানে যদি তুমি ওটা খুঁজে পাও–তাহলে আক্ষরিক অর্থেই আমরা দুনিয়াটা বদলে দিতে পারব।'

অধ্যায় : ২

বিমানের হ্যাঙ্গারটা পরিত্যক্ত। পার্বত্য শহর মাহেরোর বাইরের একটা প্রায় পরিত্যক্ত বিমান বন্দরে এটার অবস্থান । আগাছা আর পাখির বাসা দিয়ে ভরা। দেখে অব্যবহৃত মালবাহী জাহাজ মনে হয়। অবশ্য বিমান নামার জায়গাটা এখনও অক্ষত আছে। কেউ কেউ ব্যবহারও করে। এদেরই একজন, চল্লিশের কোটার এক আমেরিকান। একটা পোড় খাওয়া জলপাই রঙের বেল UH-1 হেলিকপ্টারের মালিক সে। তবে ইদানীং এটার কদর নেই বললেই চলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক শ্রম দেয়ার পর কপ্টারটা ওড়ার উপযোগী করা গেল। কপ্টারটা যে এখনও উড়ছে এটাই এক তাজ্জব করা ব্যাপার। লোকটা কপ্টারটার আগাগোড়া আরেকবার চোখ বুলিয়ে আর কোথায় কোথায় তালি মারতে হবে সে ব্যাপারে পরখ করে নিল। এভাবে আর কতদিন চলবে কে জানে। দেখা যাক!

যন্ত্রপাতি গোছানোর ফাঁকে হঠাৎ হ্যাঙ্গারের খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজই বলে দেয়, দামি গাড়ি। এই শহরের কারো যে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত। ছেঁড়া ত্যানায় হাত মুছতে মুছতে দরজার দিকে এগোলো লোকটা। টারমাকের উপর একটা ধুলোয়পূর্ণ ল্যান্ড রোভার দেখা গেল। এদিকেই আসছে। সম্ভবত কাল রাতে যাদের ফোন পেয়েছিল, এরা তারাই।

একটা কাজের প্রস্তাব ছিলো ওটা। শোনা মাত্রই না করে দিয়েছে। এখন সম্ভবত সামনাসামনি পটাতে এসেছে। তার মানে ওর ব্যাপারে ভালই সিরিয়াস।

কালো SUV-টা ওকে ছাড়িয়ে টারমাকের শেষ মাথায় গিয়ে থামলো। ওকে অবাক করে দিয়ে দরজা খুলে নামলো এক সুদর্শনা মহিলা। স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা জোরেই গাড়ির দরজাটা লাগালো সে, তারপর গটগট করে সোজা হ্যাঙ্গারের দিকেই এগিয়ে এলো। চোখ জোড়া ঢাকা বিশাল সানগ্লাসের আড়ালে। হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন একটা যুদ্ধংদেহী ভাব, যেন এক বাঘিনী শিকারের খোঁজে বের হয়েছে। হঠাৎ লোকটার নিজের দুরবস্থার কথা খেয়াল

হল। তেল, কালি আর ঘামে ভেজা শরীর, তিনদিন হয় শেভও করা হয়নি। 'ভালোই,' মনে মনে তিক্ত একটা হাসি হেসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল ও। অন্তত হাতে-মুখে একটু পানি দেওয়া দরকার। বেসিনের উপর ঝোঁকা অবস্থাতেই পেছনে বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'কম লিসেনসা (Com licenca)' পর্তুগীজ ভাষায় বলে উঠলো মহিলাটা, যার অর্থ, 'মাফ করবেন।' 'আমি আসলে হকার নামে এক পাইলটের খোঁজ করছি। এখানেই নাকি থাকেন। উনি কি আছেন আশেপাশে?'

লোকটা ঘুরে বললো, 'আপনি তো ভালোই পর্তুগীজ বলেন।'

'আরে, আপনি দেখি ইংরেজি জানেন,' মহিলাটি বললো, কথায় আমেরিকান টান। 'আপনিই নিশ্চয় হকার? আমার নাম ড্যানিয়েলি লেইডল।' হাত বাড়িয়ে দিল ড্যানিয়েলি। 'আমি NRI, মানে আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর হয়ে কাজ করি।'

হকার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞাসু স্বরে বললো, 'NRI?'

'আমরা একটা সরকারি অনুদানে পরিচালিত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোম্পানির সাথে অংশীদারি ভিত্তিতে বিভিন্ন উচ্চ প্রযুক্তির গবেষণা করি। তবে সেজন্য আমি এখানে আসিনি।'

NRI-এর ব্যাপারে বিভিন্ন গুজব এর আগে হকার শুনেছে। গুজবগুলো যতই ভিত্তিহীন হোক না কেন, এদের কর্মকাণ্ড যে এতটা সাধাসিধে না–এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত।

'আপনারা দেখছি একেবারে নাছোড়বান্দা।'

'শুনে খুশি হলাম,' মুচকি হেসে ড্যানিয়েলি বললো।

হকারও হাসলো। 'আমি ফোনেই না করে দিয়েছিলাম। সে খবর বোধহয় পাননি।'

ড্যানিয়েলি চোখ থেকে সানগ্লাস নামালো। 'পেয়েছি। তবে শুনলাম আপনি নাকি পুরোটা না শুনেই ফোন রেখে দিয়েছিলেন।'

'তার যথেষ্ট কারণ আছে,' হাতের তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে হকার বললো।

'দেখুন, আমিও যে এখানে স্বেচ্ছায় এসেছি, তা কিন্তু নয়। চার ঘণ্টা ধুলোর মধ্যে বসে গাড়ি চালিয়ে বিকেলটা নষ্ট করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু তারপরও আমি এসেছি। অন্তত আমার কথাগুলো শুনতে তো পারেন। তাতে কি খুব বেশি কষ্ট হবে?' কিছুটা কড়াস্বরেই বললো ড্যানিয়েলি।

হকার ড্যানিয়েলির দিকে তাকাল। মহিলাটা সাহসী, আকর্ষণীয়া, কিন্তু কাজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সন্দেহজনক সংস্থায়। সে যে প্রস্তাব দেবে তাতে অবশ্যই অবৈধ বা বিপজ্জনক কিছু জড়িত থাকবে। আর সমস্যাটা কি

সেটা জানতে চাচ্ছে? পারেও বটে। তবে ড্যানিয়েলিকে সরাসরি নাকচ করে দিলো না হকার।

'তেষ্টা পেয়েছে নাকি? ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। হকার হ্যাঙ্গারের এক কোণের দিকে এগিয়ে গেল। একটা ভাঙ্গাচোরা ফ্রিজ আর একটা কফিপট আছে ওখানে। ফ্রিজ থেকে কিছু বরফ নিয়ে তার মধ্যে ব্ল্যাক কফি ঢেলে জিজ্ঞেস করলো, 'সাথে পানি দেব?'

ড্যানিয়েলি সরু চোখে একবার দাগপড়া গ্লাসটা দেখে বললো, 'কফিতেই চলবে।'

'আপনি বেশ সাহসী,' কফির গ্লাসটা ড্যানিয়েলির দিকে ঠেলে দিয়ে বললো হকার। নিজে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিলো।

'সেই মানাউস থেকে এতদূর চলে এসেছেন। তার মানে কাজটা খুবই সিরিয়াস কিছু। রোজগারপাতি ভালোই হবে বোধহয়। বলুন শুনি, কি সেই মহার্ঘ্য কাজ?' বলে ড্যানিয়েলিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। নিজেও বসলো একটায়।

ড্যানিয়েলি মুখ বাঁকিয়ে চুমুক দিল কফিতে। খাওয়ার পরেও মুখভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হল না। হকার মনে মনে হাসলো। কফিটা জঘন্য, তা সে জানে।

'NRI পশ্চিম আমাজনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা অভিযান চালাতে চায়।' ড্যানিয়েলি বলা শুরু করল। 'ঠিক কোন জায়গায় তা বের করা যায়নি, তবে এটুকু নিশ্চিত যে সেখানে কোনো প্লেন বা নদীপথ বাদে পৌছানোর কোনো উপায় নেই। আমাদের সপ্তাহ বিশেকের জন্য একজন পাইলট আর হেলিকপ্টার দরকার। আরও বেশিও লাগতে পারে। আপনাকে হেলিকপ্টারের জন্য, স্থানীয় এলাকায় গাইডগিরির জন্য আর আপনার ইচ্ছা ও আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্য যে কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হবে।'

হকার ভ্রু উপরে তুলে বললো, 'আপনাদের প্রয়োজন আর আমার ইচ্ছার ভিত্তিতে? শুনতে বেশ ভালোই লাগছে।'

'আমি জানতাম আপনার ভালো লাগবে।'

'তা, ওখানে কি কি নিয়ে যেতে হবে?'

'এই টুকটাক যন্ত্রপাতি, আমাদের গবেষণা বিভাগের লোকজন আর কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ।'

হকার বহু কষ্টে হাসি চাপলো। 'ভালোই তো শোনাচ্ছে। আর কিছু?'

'না, দরকারি জিনিসের মধ্যে এগুলোই।'

'তাহলে আপনি এখানে কি করছেন?'

ড্যানিয়েলি একটু থমকে গেলো, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

হকার অবশ্য জানে ড্যানিয়েলি ওর কথা ঠিকই ধরতে পেরেছে। না বোঝার ভান করছে শুধু। তবুও বললো, 'আপনি তো মানাউসেই পাইলট ভাড়া পেতেন, কষ্ট করে এতদূর কেন আসা? অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি থেকে রাত-বিরেতে ফোন। কেন?'

ষড়যন্ত্রীর মতো গলা খাদে নামালো ড্যানিয়েলি। ফিসফিস করে বললো, 'আমরা চাচ্ছি না খুব বেশি লোক অভিযানটা সম্পর্কে জানুক। স্থানীয় লোকজন পেটে কথা রাখতে জানে না। আমরা এমন একজনকে চাই যে শোনে বেশি, প্রশ্ন করে কম।' তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'আর ফোন করার কারণ হল, আপনিই যে হকার, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল।'

ফোনটাতে অসংখ্য প্রশ্ন করা হয়েছিল। এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হকার কখনোই চায় না। অবশ্য গত দশ বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবারই টেলিফোনে বা সরাসরি এমন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে CIA ছেড়ে যখন আফ্রিকায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলো তখন। বিদ্রোহী যোদ্ধা দল, বিদেশি সরকার, বিভিন্ন সংস্থা কত জায়গা থেকেই না ওর সাথে যোগাযোগ করা হত। নিজের দেশেই সে অবাঞ্ছিত অথচ বাকি সবারই ওর জন্য কত দরদ! কে জিজ্ঞাসা করছে তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের ধরনও পাল্টাতো। স্বৈরাচারী বা জেনারেল বা নেতা টাইপ কেউ হলে ভনিতা কম করতো, যা বলতো সরাসরি। কিন্তু বিভিন্ন পশ্চিমা সরকারের দালালগুলো স্পষ্ট করে কিছু বলতো না, কেমন ভাসা ভাসা ছিলো সব কথা।

'অমুক ব্যাটা উধাও হলে তমুক এলাকার খুনোখুনি বন্ধ হবে। ব্যাটাকে যদি বাগে আনতে পারতাম...' 'অমুক গ্রুপ যদি অস্ত্রগুলো হাতে পায়... তাহলে এই অ্যাকাউন্টে এত টাকা জমা হবে।'

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল আর এশিয়ার কিছু অংশে যেসব কাজের প্রস্তাব পেত, সেসবই সাধারণত ও নিতো। যেসব কাজ ছিল একেবারে পুরোপুরি জঘন্য এবং শত্রুতামূলক, সেসব কাজ ও নিতো না। তবে এটা এমন একটা জগৎ, যেখানে কে ভালো আর কে শয়তান তার পার্থক্য করা মুশকিল। এখানে গুলির জবাব দেয়া হয় গুলি দিয়ে। এক সন্ত্রাসী মরে তো দুজন তার জায়গা দখল করা নিয়ে মারামারি করে। এক স্বৈরাচারী একটা তেলক্ষেত্র দখল করলো। তাতে ঐ ব্যাটার যেমন লাভ, তেমনি ওর বদৌলতে কিছু লোকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়। এখন শুধু স্বৈরাচারীর জন্য ঐ তেলখনিটা উড়িয়ে দেয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? শেষ পর্যন্ত এসব দোলাচালে টিকতে না পেরে আফ্রিকা ছেড়ে ও ব্রাজিলে চলে আসে। ইচ্ছা ছিল পুরোপুরি লাপাত্তা হয়ে

যাওয়ার। কিন্তু সেটা যে সম্ভব হয়নি তা কাল রাতের ফোনেই বোঝা গেছে। কারো কারো ভাগ্যে হয়ত লাপাত্তা হওয়াটাই নেই।

হকার ড্যানিয়েলির দিকে আরেকবার তাকালো। মহিলার প্রস্তাবটা অন্তত ধোঁয়াশা কিছু না। সরাসরিই বলা যায়।

'আপনাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কি অবস্থা?'

'অজ্ঞাতনামা হুমকি পেয়েছি কয়েকবার আর একবার আমাদের হোটেল রুমে চুরি হয়েছে। কিছু জিনিস নিয়েছে কিছু ভেঙ্গে রেখে গেছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। কেউ একজন চাচ্ছে না, আমরা ওখানে যাই।'

'কাউকে সন্দেহ করেন?'

'অনেকেই আছে।' ড্যানিয়েলি বললো। 'কিছু বেকুব পরিবেশবাদী আছে যারা ভাবছে যে আমরা ওখানে জঙ্গল ধ্বংস করতে যাচ্ছি, আবার কিছু আছে খনি ব্যবসায়ী আর কাঠুরে। যারা ভাবছে আমরা তাদের কাজে বাগড়া দিতে যাচ্ছি। তবে আমাদের বিশ্বাস আরো গভীর কোনো ষড়যন্ত্র চলছে।'

হকার বুঝলো যে ড্যানিয়েলি তাকে অনেক কিছুই বলছে না। শুধু অভিযানটায় যে হুমকি আছে এটা জানানো দরকার, তাই জানালো। আবার এমনও হতে পারে, এই মহিলাই আসলে কিছু জানে না। এমন একটা অভিযানের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এর বয়স কিছুটা কম।

'আচ্ছা, আপনি আমার সম্পর্কে কি জানেন?' হকার জিজ্ঞেস করল।

'যথেষ্ট জানি।'

'যথেষ্ট?'

'হুম! জানি বলেই অবাক হচ্ছি যে আপনার মতো বিখ্যাত লোক এই মরার দেশে কি করছেন!'

'আমাকে যারাই বিশ্বাস করেছে, তারা সবাই মরেছে। আপনার কথাটা জানা থাকার কথা। এরপরেও আমাকে দলে নিতে চান?'

'আমি চাই না, আমি যাদের হয়ে কাজ করি, তারা চায়। শর্ট লিস্টে শুধু আপনারই নাম ছিল। একজন ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই সিলেক্ট করেছে।'

'কে সে?'

ড্যানিয়েলি কফিতে আরেক চুমুক দিয়ে সাবধানে কাপটা নামিয়ে রাখল। হকার ভেবেছিল ড্যানিয়েলি বোধহয় তার প্রশ্নের জবাব দেবে না। কিন্তু তখনই ড্যানিয়েলি হঠাৎ ওর দিকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো, 'স্টুয়ার্ট গিবস, NRI-র ডিরেক্টর অব অপারেশনস্।'

হকার লোকটাকে চেনে না, তবে নাম শুনেছে। হকার যখন CIA ছেড়ে আসে, ততদিনেই গিবস অনেকদূর এগিয়েছে। একগুঁয়েমি আর নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত ছিল। ভবিষ্যতে এজেন্সির হর্তাকর্তা যে হবে, তা তখনই বোঝাই যাচ্ছিল। তা-ই হয়েছে। CIA না হোক, NRI-র পরিচালক তো হয়েছে!

হকার যতই চিন্তা করছিলো, ততই ওর মন প্রস্তাবটা নাকচ করার জন্য আনচান করছিলো। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল ড্যানিয়েলির মুখের উপর বলে দেয় যে ও আর ওর বস দুজনেই চুলোয় যাক; সাথে নিয়ে যাক ওদের এই ফালতু প্রস্তাব। ও যেমন আছে তেমনি থাকতে চায়। কিন্তু আরেকটা সম্ভাবনা মনে উঁকি দিল। একটা সম্ভাবনার দরজা, যেটার কথা ও ভেবেছিল চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যখন ডিরেক্টর গিবস ব্যক্তিগতভাবে ওর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে, তার মানে একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

'কতদিন ধরে আপনি এখানে কাজ করছেন?' হকার জিজ্ঞেস করল।

'সাত বছর।'

'একদম শুরু থেকেই দেখি।' হকারও যে NRI সম্পর্কে কিছু জানে সেটা প্রমাণ করতে চাইলো। 'আর গিবস?'

'একেবারে প্রথম দিন থেকে,' কিছুটা বিরক্ত হয়ে ড্যানিয়েলি জবাব দিল। 'আপনি যা ভেবেছেন, তা-ই।'

নিজের ধারণা ঠিক হওয়ায় হকার আশ্বস্ত হলো না, বরং না বলার ইচ্ছেটাই প্রবল হল। কিন্তু ড্যানিয়েলি ওকে সে সুযোগ দিল না। কথা চালাচালির খেলায় ও ক্লান্ত হয়ে গেছে।

'দেখুন, এত কথা বলে তো কোনো লাভ হচ্ছে না। আমি এখানে আপনার সময় নষ্ট করতে আসিনি। একটা আমেরিকান অভিযাত্রী দলের জন্য একজন আমেরিকান পাইলট দরকার। সেজন্যেই আসা। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে আপনি রাজি নন।' তারপর চারিপাশে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললো, 'অবশ্য এমন পরিবেশ ছেড়ে কে-ই বা যেতে চায় বলুন?' তারপর হকারকে একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার সমস্যা হল আমার হাতে একদমই সময় নেই। এখানে আমার নাম্বার আছে। আপনার সিদ্ধান্ত বদল হলে আগামীকাল দুপুরের আগে ফোন দেবেন। এরপরে হলে আমি আর কাউকে নিয়ে নেব।'

ড্যানিয়েলির রাগ দেখে হকার এতক্ষণ মজা নিচ্ছিলো, কিন্তু ড্যানিয়েলি এসব বলেই যাওয়ার জন্য হাঁটা দিল। হকার একবার ওর বুড়ো হেলিকপ্টারের দিকে তাকালো। যত যা-ই হোক কাজটায় টাকা ভালোই পাওয়া যাবে। মাহেরোর মতো জায়গায় আগামী দু বছরেও সে এত কামাতে পারবে না। তালি মারতে মারতে বুড়ো কপ্টারটার আয়ুও আর বেশি দিন নেই। সমাধান এখন একটাই। ওর এই জীবনের শুরুটাও হয়েছিল এভাবে।

'আরে থামুন, থামুন।' হকার ডাক দিলো। 'আমি রাজি। তবে আমি কিন্তু চেক নেই না।'

ড্যানিয়েলি ঘুরে সোজা হকারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিভাবে যেন আমরা আগেই জানতাম যে আপনি সেটা নেবেন না।'

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট ওরা সময়, টাকাপয়সা, বেতন ইত্যাদি ঠিকঠাক করল। হুকার ড্যানিয়েলিকে ল্যান্ড রোভার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বললো, 'আমি কাল রাতের মধ্যে মানাউস পৌঁছে যাব।'

'তাতেই চলবে।' তারপর একটা ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে ড্যানিয়েলি বললো, 'কাল দেখা হবে তাহলে।'

হুকার দরজাটা লাগাতেই ইঞ্জিনটা জীবন ফিরে পেল আবার । গাড়িটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই হুকার এতক্ষণকার কথোপকথন আর ওর সিদ্ধান্তটা নিয়ে আবার ভাবতে বসলো। এটা যে নিছক কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান নয় এ ব্যাপারে ও পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু আসলে কি সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারছে না। এদিকে সিভিলিয়ানরা যাবে। তার মানে খুব বেশি বিপজ্জনক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু অপারেশন ডিরেক্টর ওকে ব্যক্তিগতভাবে সিলেক্ট করেছে, এই ব্যাপারটা আবার উল্টো দিকে নির্দেশ করছে। ওর মন বলছে বিপদ একটা হবে, কিন্তু বিপদটা আসবে কোত্থেকে সেটাই হল কথা। ল্যান্ড রোভারটা মেইন রোডে পড়তেই আরেকটা চিন্তা মাথায় উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেল। কেউ যেন ওর অবচেতন মনে ফিস ফিস করে বলে গেল কিছু ।

হঠাৎ হুকার বুঝতে পারলো কেন ওরা একটা ব্রাজিলিয়ান পাইলট নেবে না। ওর মতো একজন দলে থাকা মানে অভিযানের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু NRI-তো মোটামুটি বড় একটা সংগঠন। ওদের নিজেদেরই তো অনেক পাইলট থাকার কথা। তাহলে ওরা এতো ঝামেলা করে নিজেদের লোক বাদ দিয়ে ওকে সিলেক্ট করল কেন? প্রশ্নটা মাথায় জেঁকে বসতে বসতেই ল্যান্ড রোভারটা ডুবন্ত সূর্যের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব যে পাওয়া যাবে না, সেটা ও জানে।

অধ্যায় : ৩

কালো জ্যাকেট পরা লোকটা তার সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালো। ধুলাবালি আর নুড়ি পাথরে রাস্তাটা পূর্ণ। এখানে সেখানে কিছু কাদা শুকিয়ে আছে। মানাউসের বেশিরভাগ এলাকাই আধুনিক নগরের আওতায় এসেছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পর থেকেই উন্নয়ন চলছে। কিন্তু বাতির নিচে অন্ধকারের মতোই প্রতিটা বড় শহরেই কিছু বস্তি এলাকা থাকে। মানাউসেও আছে। এই নামহীন রাস্তাটাও সেরকমই একটা এলাকায়। লোকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করতেই অনুভব করলো অসংখ্য লোকের দৃষ্টি তার উপর সেঁটে আছে। ওর নাম ভোগেল। একজনের সাথে দেখা করার জন্যে এখানে তার আগমন। দুধারে পলেস্তারা খসা সব বিল্ডিং তাদের বয়সের সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাস্তাটা মাঝামাঝি সামান্য ডানে বেঁকে গেছে। দুটো মুরগি ওখানে মাটিতে খুঁটে খাচ্ছে। একটা হাড় জির-জিরে কুকুরও দেখা গেল–জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। তার পেছনেই দেখা গেলো চিপা পোশাক পরা এক লোক। একটা পাঁচ গ্যালনি বালতি উল্টে তার উপর বসে সিগারেট ফুঁকছে। ভোগেলকে লোকটা এগুতে দেখলো, কিন্তু একবার মৃদু চাহনি বাদে আর কোনো নাড়াচাড়ার লক্ষণ দেখা গেলো না।

'আপনি কি রেমো?' ভোগেল জিজ্ঞেস করল। বহু চেষ্টা করেও জার্মান উচ্চারণ ঢাকতে পারেনি।

'হতেও পারি, নাও হতে পারি। আগে বলুন, আপনি কে?' সিগারেট দাঁতে চেপেই জবাব দিলো লোকটা।

ভোগেল কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলো। দেখা না হলেও ওদের ফোনে কথা হয়েছে আগে। 'আপনি জানেন আমি কে! ধানাইপানাই বাদ দিয়ে ঘটনা কি হয়েছে, সেটা বলুন।'

রেমো উঠে দাঁড়ালো, আঙুলের ডগা দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে হ্যাটটা একটু ঠিক করলো।

'আপনি যা বলেছিলেন, আমি তা-ই করেছি। যত টাকাই দিক পাইলট ব্যাটা আর ওদের হয়ে কাজ করবে না।'

'গুড, আর কিছু?'

রেমো কাঁধ ঝাঁকালো। 'আর কি! ওরা আরো কিছু ব্যবসায়ীর সাথে আলাপ করেছে, আরো কিছু হাবিজাবি কিনেছে। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ট্যুরিস্ট, সুভেনিয়ার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে গতকাল মেয়েটাকে দেখলাম পাহাড়ের দিকে যেতে...একা।'

ভোগেল সেটা জানে। আসলে NRI-র এজেন্টরা কিছু করার আগেই তার কাছে খবর পৌঁছে যায়। 'মুর আমেরিকা ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই না। তুমি মেয়েটার একটা ব্যবস্থা কর, যাতে মুর এখানে থেকে যেতে বাধ্য হয়।' ভোগেল বললো।

রেমো এমনভাবে ভোগেলের দিকে তাকালো যেন ও পাগলের প্রলাপ শুরু করেছে।

'আপনি এটা আগে বলেননি কেন? গতকালই এটা করা যেত, বরং কাল করাটাই সহজ হত।'

ভোগেল সেটা বুঝতে পেরেছে। আসলেই গতকাল মেয়েটাকে সরিয়ে দেয়ার একটা মোক্ষম মওকা ছিল। কিন্তু ওর বসেরা-ই সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করেছে। কেন, তা সে জানে না।

'সিদ্ধান্ত হয়েছে আজকে, গতকাল নয়,' ভোগেল ব্যাখ্যা করল। 'আপনি কি কাজটা করবেন, নাকি না?'

বলতে বলতেই ভোগেল জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করে রেমোর দিকে ছুঁড়ে দিল। বাতাসে থাকতেই রেমো দক্ষতার সাথে তা ধরে ফেলল।

খামটা খুলে অবশ্য রেমো একটু বেজার হল। 'কাউকে কিডন্যাপ করে খুন করতে হলে আপনাকে এরচে বেশি খরচ করতে হবে।'

'মেয়েটা নতুন একজন নাবিক ভাড়া করতে যাবে,' রেমোর ঘ্যান ঘ্যান উপেক্ষা করে ভোগেল বললো। 'কোথায় যাবে তা আমরা জানি। গতবারের মতোই ট্রলারটা পরীক্ষা করবে। তখনই কাজটা সারা যাবে। অতিরিক্ত খরচের কোনো জায়গা নেই। যা দিয়েছি তাতেই হবে।'

রেমো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বললো, 'না, আমার এতে পোষাবে না।' তারপর আঙুল দিয়ে জানালায় টোকা দিতেই দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজনের কাঁধে একটা শটগান, আরেকজনের হাতে একটা রামদা, কোমরে পিস্তল। ভোগেল রেমোর দিকে তাকালো। ওর হাতেও একটা কালো নাইন মিলিমিটার দেখা যাচ্ছে। নলটা মাটির দিকে তাক করা কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

উল্টানো বালতিটার উপর একটা পা তুলে দিয়ে দেঁতো হাসি হেসে রেমো বললো, 'আমাদের মনে হয় আরেকবার আলোচনা করা উচিত, কি বলেন?'

ভোগেল স্থির দৃষ্টিতে তিনজনকে দেখল, তারপর একটা কাষ্ঠহাসি হেসে বললো, 'আমার তা মনে হয় না।'

বলা মাত্রই রাইফেলের গুলিতে রেমোর পায়ের তলার বালতি বিস্ফোরিত হলো আর ও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে বসতেই আতঙ্কিত চোখ দেখলো ওর সারা শরীর জুড়ে একটা লাল বিন্দু ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষমেষ সেটা ওর বুক বরাবর এসে থামলো। শটগান কাঁধের ব্যাটা লাফ দিয়ে বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকে গেলো কিন্তু আরেকজনকে দেখে মনে হল যেন জমে গেছে জায়গায়। রেমোরও একই অবস্থা। ওদের দিকে কে রাইফেল তাক করে আছে সেটা দেখারও সাহস হলো না।

'ইসসো বুম (*Isso bom*), ঠিক আছে, ঠিক আছে।' হাত তুলে বললো রেমো।

'শালারা, নিজেকে খুব বড় বাহাদুর ভাবে। পাতি শিয়াল কোথাকার।' মনে মনে ভাবল ভোগেল । মুখে বললো, 'গুড, সবাই একমত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

অধ্যায় : ৪

প্রফেসর ম্যাককার্টারের জন্য দিন শুরু হয়েছে আরো ১৫ ঘণ্টা আগে। নিউ ইয়র্কের অন্ধকার আর ঠাণ্ডা সকালে। এরপর এক নীল ডানার বোয়িং-এ চড়ে প্রায় দুটো মহাদেশ আর একটা মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। পাক্কা ন'হাজার মাইল। এর মাঝে অবশ্য তিনবার প্লেন বদলেছেন। গিলেছেন প্রচুর ফ্রি খাবার। গন্তব্য পৌঁছুতে এখন বাকি আর কয়েক মিনিট। এই শেষ মুহূর্তে মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠলো, এতদূর এসে কোনো ভুল করে ফেললেন না তো!

প্লেন থেকে নেমে ম্যাককার্টার উঠেছেন হকারের হেলিকপ্টারে। পিছনের দিকে একটা ক্যানভাসের স্তূপের উপর জায়গা হয়েছে তার। মাথার উপর ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে ইঞ্জিন। রোটরে বাতাস কেটে এমন বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করছে যে উনার সারাদেহ একটা ব্যাস স্পিকারের মতো কাঁপতে লাগলো । তবে কপ্টারের ভেতর শুধু উনি না বরং প্রতিটা জিনিস-ই কাঁপছে, ফলে প্রায় প্রতিটা নাট-বল্টুর গোড়ায়-ই সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে। ম্যাককার্টার বাইরে নজর দিলেন। মালপত্রের ফাঁক দিয়ে উষ্ণ বাতাস লাগছে গায়ে। হঠাৎ হঠাৎ এখানে সেখানে সবুজ সবুজ আকৃতি ঝলসে উঠছে। ওগুলো গাছ, বুঝলেন ম্যাককার্টার।

'কোন চুলোয় যে মরতে এলাম!' জোরে জোরেই বললেন উনি।

গত পনের বছর ধরে মাইকেল ম্যাককার্টার নিউইয়র্কের এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। বয়স পঞ্চাশের শেষে। আফ্রিকান-আমেরিকান উভয় দেশের নাগরিক তিনি। কপালের কোণে রূপালি চুলের গোছা আর গলায় ঝোলানো চশমা সহজেই বলে দেয় লোকটা একজন অধ্যাপক। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তিনি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। আর এখনতো আরো বেশি জনপ্রিয়। প্রায়ই তাকে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান বা কনফারেন্সের প্রধান বক্তা হিসেবে দেখা যায়। তার গাঢ়, ভরাট কণ্ঠ যে এজন্য অনেকটাই দায়ী–এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গত ছ'মাস ধরে NRI তার পেছনে লেগে আছে। দু'বার তিনি বিনয়ের সাথে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের পাঠানো চিঠিপত্র বা

ই-মেইলের জবাবও দিতেন না। কিন্তু কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে ড্যানিয়েলি লেইডল' নামের এক মেয়ে উনাকে রাজি করিয়ে ফেলেছে। অবশ্য মুখে না করলেও ভেতরে ভেতরে এই অভিযানে আসার জন্যে তিনি আগ্রহীই ছিলেন। কারণ এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। তবে এই মুহূর্তে এই ঝরঝরে হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছে, তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সামনে ঝোলানো একটা বোর্ডে কথা বলার সুইচ টিপে ককপিটের সাথে যোগাযোগ করলেন, 'আমাদের কি আরেকটু উঁচু দিয়ে ওড়া উচিত না?'

পাইলট ঘুরে সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে ম্যাককার্টারকে এক নজর দেখলো। তারপর তাকে আরো ঘাবড়ে দিয়ে বললো, 'স্যরি ডক্টর, যে কোনো মুহূর্তে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তা হলেই পাথরের মতো টুপ করে খসে পড়বো আমরা! তাই মাটির কাছাকাছি থাকাই ভালো। বাই দ্য ওয়ে, আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

কথাটা মিথ্যা। যত উপরে থাকে হেলিকপ্টারের জন্য ওড়া ততোই সহজ হয়। কিন্তু পাইলটদের এই বদ-স্বভাব, এরা সাধারণ মানুষদের ভয় দেখিয়ে মজা পায়।

'যদি বলি সমস্যা হচ্ছে?' ম্যাককার্টার বললেন।

হুকার কিছু না বলে হাসলো। হেলিকপ্টারের উচ্চতারও কোনো পরিবর্তন হলো না। গাছের মাথা প্রায় ছুঁয়েই চলতে লাগলো। অগত্যা ম্যাককার্টার বাইরে দেখা বাদ দিয়ে আবারো কেবিনটার ভেতরে নজর দিলেন। হেলিকপ্টারে আরো তিনজন যাত্রী আছে। এর মধ্যে দুজন NRI-র লোক।

মার্ক পোলাস্কি–রেডিও টেকনিশিয়ান আর উইলিয়াম ডেভারস–একজন ভাষাবিদ; বিশেষ করে আদিবাসী ভাষায় দক্ষ।

তৃতীয়জন একজন ছাত্রী, নাম সুসান ব্রিগস। বিশ্ববিদ্যালয় ডীনের অনুরোধে ম্যাককার্টার একে সাথে নিয়ে এসেছেন। সুসানের বয়স মাত্র একুশ। প্রত্নতত্ত্বের উপর মাস্টার্স কোর্সে ঢুকবে। ম্যাককার্টার ওদের দুটো ক্লাস নিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, সুসান মারাত্মক মেধাবী। তবে বেশ অন্তর্মুখী। ভেতরে কোনো ন্যাকামো নেই। অন্য মেয়েদের মতো মেক-আপ দেয় না বা স্টাইলিশ পোশাকও পরে না। কথা বলে নার্ভাস ভঙ্গিতে। তবে মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যার অর্থ আজকালকার ছোকড়ারাই জানে, প্রফেসর ম্যাককার্টার জানেন না। সুসান সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানেন না ম্যাককার্টার, শুধু এটুকু জানেন যে ধনী বাবা-মায়ের আদরের দুলালী সুসান। ডীনের খুব কাছের লোক তারা। সুসানকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন, ঠিক সেভাবেই ফেরত দিতে না পারলে যে তার খবর আছে সেটা উনি জানেন। আসার পথে সুসান বলেছে ওর বাবা-মার ইচ্ছা ছিল ও ছুটিটা ইউরোপে কাটাক। তারা ভেবেই পাচ্ছিলেন না

এই ফালতু অভিযানে কোন রসগোল্লা আছে! সুসানকে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তাদের রাজি করাতে হয়েছে। তবে ওর মা বলেছেন ওর জন্য ইউরোপ ভ্রমণের সব ব্যবস্থাই করা থাকবে। কারণ উনার ধারণা সুসান এই জঙ্গলে এক সপ্তাও টিকবে না!

চারজনের ভেতর কেবল সুসানের মুখটাই ঝলমল করছে। ও বসেছে একেবারে দরজার কাছে। বাইরের দৃশ্য দেখায় মগ্ন।

ম্যাককার্টার ওর কাঁধে টোকা দিয়ে বললেন, 'ভালো-ই মজা পাচ্ছো দেখছি।'

'কেন? আপনার ভালো লাগছে না?' চোখ বড় বড় করে বললো সুসান।

ম্যাককার্টার দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

'ভেতরে তো ভালো লাগবেই না, বাইরে দেখুন।' সুসান ম্যাককার্টারকে ইশারায় ওর পাশে বসতে বললো।

সুসানের কথা শেষ হতেই মার্ক পোলাস্কি ম্যাককার্টারকে বলে উঠলো, 'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু যেতাম না।'

লোকটার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় টাক। সারাক্ষণই মুখ গোমড়া করে আছে।

বিজয়ীর হাসি হাসলেন ম্যাককার্টার, 'দেখলে তো, আমি একাই বলছি না।' তারপর পোলাস্কির দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাদের কী আরো উপর দিয়ে যাওয়া উচিত না?'

পোলাস্কি মাথা ঝাঁকালো। 'সবচে ভালো হত আর সবার মতো বাসে করে গেলে।'

ম্যাককার্টার আর সুসান দুজনেই হেসে উঠলো। ওদের সাথে উইলিয়াম ডেভারসও যোগ দিল। ডেভারস এর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। অবশ্য যোগ্যতার দিক থেকে অনেক এগিয়ে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় উপজাতিদের ভাষার উপর বেশ দক্ষ সে। এছাড়াও পারে রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ আর ল্যাটিন ভাষা। রূপান্তরের উপরে দুটো বইও লিখেছে। জিনিসটা যে আসলে কি, তা ম্যাককার্টার একবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না।

ডেভারস সামনে ঝুঁকে এলো, 'আমরা হচ্ছি NRI,' শব্দের মধ্যে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে ওর।

'অন্যরা যেভাবে করে, আমরা সেভাবে করি না। লোক দেখানো কাজ-কারবার না করলে আমাদের চলে না।' তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বললো, 'গতবার যেটায় চড়েছিলাম, তার তুলনায় এটা একেবারেই নিম্নমানের। নাম ছিলো সিকোরস্কি না যেন কি। চামড়ায় মোড়ানো গদি, এসি আরো ছিল একটা মিনি বার।' তারপর উঁচিয়ে ম্যাককার্টারকে বললো, 'NRI, মানে আসলে Nice Rides Incorporated.' তারপর সম্মতির আশায় পোলাস্কির দিকে ফিরলো।

পোলাস্কি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'কি জানি, আমি এর আগে মাঠ পর্যায়ে কাজ করিনি।'

ডেভারস এর কপালে ভাঁজ পড়লো, 'আমিতো জানতাম আপনি পাঁচ বছর ধরে NRI-তে আছেন।'

'ঠিকই জানেন। তবে আমি STI-(Systems Testing and Implementations) -এর হয়ে কাজ করি। অফিসের বাইরে আমাদের তেমন কোনো কাজ নেই।'

ডেভারস এর কপাল সোজা হলো। ম্যাককার্টার আর সুসান না বুঝে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো শুধু। প্রশ্নটা ম্যাককার্টারের মুখ থেকেই বেরুলো, 'STI কি?'

'Systems Testing and Implementations,' (কোনো পদ্ধতি পরীক্ষা এবং তা বাস্তবায়ন) পোলাস্কির হয়ে জবাব দিল ডেভারস, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে STI-ছেড়ে NRI-এর অভিযানে কেন?'

'আমরা একটা নতুন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।' পোলাস্কি বললো।

'আমি জানি এটা আপনার প্রতি ঈশ্বর কর্তৃক পাঁচ নম্বর নরকদণ্ড!' ডেভারস বললো।

ম্যাককার্টার সুসানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ও তার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'পাঁচ নম্বর মানে কি?' আবারও প্রশ্নকর্তা ম্যাককার্টার।

এবারও জবাবদাতা ডেভারস, 'এটাকে সামরিক বিভাগের কার্যক্রমের সবচে নিকৃষ্ট পন্থা বলতে পারতেন। খরচ কমানোর জন্য প্রায়ই দেখা যায় একটা মূল অপারেশনের সাথে লেজ হিসেবে একটা পরীক্ষামূলক অপারেশন জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ফল হয় উল্টোটা। আসল অপারেশনটাই দেখা যায় ভেস্তে গেছে।'

'আমাদেরটা অত খারাপ না,' পোলাস্কি নিজেই পক্ষে সাফাই গাইল।

ডেভারস পোলাস্কির কথাকে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো। 'আমাকে ওসব শোনাবেন না। একটা পাইপলাইন প্রজেক্টে গত গ্রীষ্মে সাইবেরিয়া গিয়েছিলাম। প্রতিবারের ফোর বাই ফোর গাড়ির বদলে আমাদেরকে দেওয়া হলো নতুন একপদের গাড়ি, যা নাকি বরফের উপর ভালো চলে। এমনকি রাস্তা না থাকলেও এটার চলতে সমস্যা হয় না। একদিন বের হয়েছি, দেখি এক জায়গায় বরফ গলে পানি হয়ে গেছে। এই জিনিসের তো অনায়াসে এসব পার হতে পারার কথা। কিন্তু হারামি গাড়ি মাঝপথে গিয়ে গেলো আটকে । তিন মাসে ন'বার এরকম হয়েছিলো। প্রতিবার পানিতে চুবানি খেয়ে গাড়ির ছাদে বসে খোদাকে ডাকতাম যাতে ডুবে না মরি আর অপেক্ষায় থাকতাম কখন খুশকভ থেকে ট্রাক এসে আমাদেরকে উদ্ধার করবে। রাশিয়ান শালারা অবশ্য

খুব মজা পেয়েছিলো। ওরা গাড়িগুলোকে ডাকতো ইয়ুগো (Yougo), এর মানে তোমরা যাও, আমরা আসছি তোমাদের উদ্ধার করতে।'

পোলাস্কি ওর টাকমাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'হুম। ব্যাপারটা আমিও শুনেছি। সেবার প্রজেক্টটা একেবারেই পণ্ড হয়ে গিয়েছিলো।'

'জ্বি, আমি সেটা খুব ভালোভাবেই জানি। আপনার এই স্যাটেলাইটের ব্যাকআপ সাথে এনেছেন তো নাকি?'

'হুম। স্ট্যান্ডার্ড শর্ট ওয়েভ রেডিও সাথে আছে।' পোলাস্কি বললো।

ডেভারসকে কিছুটা আশ্বস্ত লাগলো। 'যাক, তাও ভালো। আমিও এসব পুরাতন মডেলের রেডিও চালাতে পারি।' তারপর ম্যাককার্টার আর সুসানের দিকে ফিরে বললো, 'আপনারা পারেন নাকি?'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। সুসান গর্ব করে বলে উঠলো, 'চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি একটা রেডিও বানিয়েছিলাম।'

ডেভারস কচকচিয়ে বললো, 'তাই নাকি? ওটা দিয়ে তো ছেলেদের সাথে ভালোই খাতির জমাতে পারার কথা।'

সুসানকে দেখে মনে হল লজ্জা পেয়েছে। তারপর বললো, 'খাতির হয়েছিল, তবে অস্ট্রেলিয়ান কয়েকটার সাথে।'

সবাই ওর কথায় হেসে উঠলো। তারপর ডেভারস পোলাস্কির দিকে ফিরে বললো, 'একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না। এই জঙ্গলের মধ্যে আপনাকে পাঠালো কেন? বসের কুনজরে পড়েছেন নাকি?'

'আরে না। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। জঙ্গল ব্যাপারটায় কেমন রোমাঞ্চ কাজ করে আমার ভেতর। আর তাছাড়া আমার ছোট মেয়েটা বাড়ি ছেড়ে এখন কলেজে। ও যাওয়ার আগে ওয়াদা করিয়েছে যে এখন থেকে লাইফে মজার কোনো বিষয় আর মিস করবো না,' পোলাস্কি জানালো।

'মজা?' ডেভারস জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে মজার কী পেলেন আপনি?' তারপর ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'বলুন তো প্রফেসর, আপনি মজা পাচ্ছেন?'

ম্যাককার্টার কিছু না বলে মুখ শক্ত করে বসে রইলেন। হেলিকপ্টারটা হঠাৎ ডানে একটা মোড় নিলো। খেয়াল না করায় খোলা দরজা দিয়ে ম্যাককার্টার প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। সর্বশক্তি দিয়ে কোনোমতে সিটের সাথে নিজেকে চেপে রাখলেন। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো যে কোনো সময় ছিটকে বাইরে পড়ে যাবেন।

সামলে নিয়ে বললেন, 'শুধু এই হেলিকপ্টার যাত্রা দেখেইতো আসলে বলা যাচ্ছে না। আশা করি সামনে ভালোই মজা হবে।'

'আসলেই, ১০০ ডিগ্রি গরমে পুড়ে ঘামে সিদ্ধ যখন হবেন, তখনই বুঝবেন মজা কাকে বলে।' বললো ডেভারস। তারপর নিজেই হো হো করে হাসতে লাগলো।

'মোটেও না, গরম এখন পঁচানব্বই ডিগ্রীর বেশি হবে না। সর্বোচ্চ ছিয়ানব্বই, সাতানব্বই।' ম্যাককার্টার বললেন।

আবারও হাসির একটা হল্কা বেয়ে গেল সবার মধ্যে। ম্যাককার্টার তার নিজের এ অভিযানে আসার কারণটা মনে করার চেষ্টা করলেন। ভাবতেই আবারও মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেলো। তখনই হেলিকপ্টারের গতি কমে এলো। গাছপালার জায়গায় দেখা গেলো সুন্দর করে ছাঁটা ঘাস।

হেলিকপ্টারটা আস্তে বামে ঘুরতেই দেখা গেলো হোটেল সান ক্রিস্টোর মূল ভবন। কয়েক মুহূর্ত পরেই কপ্টার হেলিপ্যাড স্পর্শ করলো।

ম্যাককার্টার লাফিয়ে নামলেন। হাত পা খোলান দিতে পেরে খুবই খুশি। কালো পাজামা আর হাতা ছাড়া খাকি জামা পরা এক মহিলাকে দেখা গেলো হোটেল থেকে ওদের দিকেই আসতে।

'ওয়েলকাম টু ব্রাজিল,' মহিলা সম্ভাষণ জানালো। 'আমি ড্যানিয়েলি লেইডল।'

অধ্যায় : ৫

ঐদিন রাতেই ড্যানিয়েলি সবাইকে হোটেলের একটা প্রাইভেট ডাইনিং রুমে ডিনার করালো। চমৎকার পরিবেশ আর সুস্বাদু খাবার সহযোগে সবার মধ্যে একটা সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক হতে বেশি সময় লাগলো না। প্রফেসর ম্যাককার্টার ছাড়া বাকি সবাইকেই দেখা গেল বেশ হাসিখুশি।

পুরো সময়টাই ড্যানিয়েলি তাঁকে চোখে চোখে রেখেছে। ডেজার্টের আগেই উনি ঘুম পাওয়ার অজুহাতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। ড্যানিয়েলিও গেলো পিছু পিছু। কিন্তু প্রফেসরকে নিজের রুমের পরিবর্তে প্রধান বারের দিকে নিয়ে এগুলেন।

'ঘুমের আগে সুরাপান। খারাপ না।' ড্যানিয়েলি মনে মনে ভাবলো। ও ম্যাককার্টারের কাছে পৌঁছুতেই দেখা গেলো উনি ততক্ষণে অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন।

'এটার দাম কিন্তু আমি দেবো,' ড্যানিয়েলি পিছন থেকে বলে উঠলো। 'এসব জায়গায় জিনিসপত্রের গলাকাটা দাম।'

ম্যাককার্টার ঘুরে ড্যানিয়েলির দিকে তাকালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না, আপনার মত একজন ভালো মেয়ের এখানে আগমনের কারণ কী?' এটি বহুবার শোনা প্রশ্ন। ড্যানিয়েলি তাই একটু হাসলো। তবে কথাবার্তা শুরু করার জন্য প্রশ্নটা দারুণ যুৎসই।

'আপনাকে কে বললো আমি ভালো মেয়ে? '

'গুজব রটেছে।' ম্যাককার্টার বললেন।

'তাই নাকি?' চিন্তার সাথে কথাটা বলে মনে মনে ভাবলো, 'আমার আসল পরিচয় যদি আপনি জানতেন!' তারপর হাসি মুখে বললো, 'গুজবটা ভুয়া। আমি এখানে এসেছি আসলে ঘুম আনার জন্যে। শোয়ার আগে এক চুমুক পেটে না পড়লে ঘুম আসে না। আপনারও দেখছি একই অবস্থা।'

ম্যাককার্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'একাকীত্বে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করছি। আর কিছু না।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। ম্যাককার্টারের ভেতরের শূন্যতাটা সে ধরতে পারছে। NRI ম্যাককার্টার সম্পর্কে অনেক তথ্যই বের করেছে। গত পাঁচ বছর

ধরেই উনার জীবন একটা সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। উনার স্ত্রীর ক্যান্সার। হাসপাতালে যাওয়া-আসার ভেতরেই আছে শুধু। আর বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না। এসব শুনে মুর অবশ্য নিষেধ করেছিলেন ওকে দলে নিতে। কিন্তু ড্যানিয়েলির ধারণা অন্যরকম। ও বিশ্বাস করে, একবার যদি ম্যাককার্টার ধকলটা সামলে উঠতে পারেন, তবে এ কাজের জন্য ওনার চেয়ে নিবেদিতপ্রাণ আর কাউকেই পাওয়া যাবে না। এটা উনার জন্যেই বেশি ভালো, আর NRI-এর জন্যে তো ভালো অবশ্যই।

'আমি আপনার ওয়াইফের ব্যাপারটা জানি, আর এমন অবস্থায় কেমন লাগে সেটাও আমি বুঝি।' মৃদু স্বরে ড্যানিয়েলি বললো ।

'তাই নাকি?' বলে ম্যাককার্টার একটা তিক্ত হাসি হাসলেন। কারণ, সবাই এ কথা বলে সান্ত্বনা দেয় কিন্তু বেশিরভাগেরই এই বিশাল শূন্যতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

'বিশ বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান,' ড্যানিয়েলি বললো। 'ফুসফুসের ক্যান্সারে। দিনে দু প্যাকেট করে সিগারেট খেতেন। মারা যাওয়ার আগে প্রায় দেড় বছর উনি হাসপাতালে ছিলেন। আমার মা উনার বেশি যত্ন নিতেন না। তাই আমাকেই সব করতে হত।'

এবার ম্যাককার্টারের চেহারা কিছুটা নরম হলো। 'আমি দুঃখিত। আমি আসলে বুঝতে পারিনি। আপনি বাবাকে খুব ভাল বাসতেন, তাই না?'

প্রশ্নটা ড্যানিয়েলি নিজেকেও হাজার বার করেছে। কোনো সদুত্তর পায়নি।

'হ্যাঁ, আবার না। ছোট থাকতে আমাদের ভালোই সম্পর্ক ছিলো। তবে আমার ধারণা সন্তান হিসেবে উনার একটা ছেলের খুব শখ ছিলো। তাই আমাকে দিয়েই সেসব মেটাতে চাইতেন। দশ বছর বয়সেই আমি বেসবল খেলা শিখে গিয়েছিলাম। বারো বছর বয়সেই ড্রাইভিং-এ হাতে খড়ি। কিন্তু বয়স পনেরো হওয়ার পর থেকেই আমি আর ছেলে সেজে থাকতে পারছিলাম না। মেকাপ টেকাপ দেওয়া শুরু করলাম, চুলে রঙ করতাম...ডেটিং করা শুরু করলাম। এরপর আসলে উনার সাথে আর আগের মত সময় কাটানো হতো না। তবে মারা যাওয়ার আগে অনেকদিন আমরা একসাথেই ছিলাম।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন, 'আপনার বাবা তাতে খুব খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো, 'আসলে, উনি ভাবতেন আমি স্কুল ফাঁকি দেওয়ার জন্যে উনার অসুস্থতাকে অজুহাত হিসেবে নিয়েছি। স্কলারশিপ মিস দেওয়া, প্রায় বছরখানেক স্কুলে না যাওয়া সবকিছুই উনাকে আরো বেশি ক্ষেপিয়ে দেয়। কিন্তু আমাকে জোর করার মতো গায়ের জোর উনার ছিলো না।' বলতে বলতে ড্যানিয়েলি যেন অতীতের সেই দিনগুলোতে ফিরে গেল।

কোনো কাজ শুরু করে শেষ না করা ছিলো ওর বাবার সব চেয়ে অপছন্দের কাজ। ব্যর্থতা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু কাজের মাঝখানে ছেড়ে চলে যাওয়া চূড়ান্ত রকমের অসম্মানজনক। তার বাবা কখনই এটা সহ্য করতে পারতেন না।

'উনি হয়ত ভাবতেন....' ম্যাককার্টার বলতে গেলেন কিন্তু ড্যানিয়েলি হাত তুলে উনাকে থামালো।

'বাবার ছিলো অনেকটা উল্টাপাল্টা রাগ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য উনার রাগ করার অধিকার ছিলো। তবে সেখানেও দেখা যেতো, যে কারণে রাগ করার কথা সেটা না করে করছেন অন্য কারণে। যা-ই হোক, আপন মানুষ তো। আমার আপনার তাই দুঃখ পাওয়াই স্বাভাবিক। কি আর করবেন.... মেনে নিতেই হবে।'

ম্যাককার্টার গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন, 'আমি একজন কাউন্সিলর দেখিয়েছিলাম। উনিও বলতেন সবকিছু মেনে নিতে। বয়স বাড়বেই, মৃত্যু হবেই, সব মেনে নিতে হবে। পারলে নিয়তিকে আলিঙ্গন করতে হবে। কথাটা আমার কাছে একদম ভূয়া ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। আমি তাই আর সেদিকে কান দেইনি। কিন্তু এখন সবকিছুতেই কেমন অবাঞ্ছিত লাগে নিজেকে।

আপনার বয়স কম, আপনার জীবনের অনেক কিছুই আপনি এখনও চাইলে আদায় করতে পারবেন। কিন্তু আমার কথা ভাবুন। সারাজীবন কাছের মানুষগুলোর জন্য কষ্ট করলাম। বৌ-ছেলেমেয়েদের ভালো রাখতে কী-না করেছি। ছেলে-মেয়েরা এখন বড় হয়েছে, এখন আর আমাকে তাদের দরকার নেই। আমি কি বললাম বা চাইলাম তাদের তাতে কিছুই যায় আসে না। মৃতপ্রায় স্ত্রী...' ম্যাককার্টার সরাসরি ড্যানিয়েলির দিকে চাইলেন, 'এখন আমি মুক্ত। যা খুশি তাই করতে পারি; আক্ষরিক অর্থেই। কিন্তু এখন আর আগের মতো কোনো উৎসাহ পাই না। মৃত্যুভয় আমাকে ঘিরে ধরছে। এ চিন্তাটা আমার জীবনকে আরো বেশি ভালোবাসতে বা উপভোগ করার বদলে জীবনের সব আনন্দ চুষে নিচ্ছে। এ যেন প্রাণহীন অবস্থায় বেঁচে থাকা।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। আবার ফিরে গেলো অতীতে। বাবা মারা যাওয়ার পর সে আবার পড়াশোনা শুরু করে এবং আড়াই বছরের মধ্যে দুটো ডিগ্রী অর্জন করে প্রমাণ করে হাল ছাড়ার পাত্রী সে নয়। ও যা শুরু করে, তার শেষ দেখেই ছাড়ে। তারপর গ্র্যাজুয়েশন শেষে এমন একটা পেশায় ঢুকে পড়ে, যার সাথে ওর এতদিনের পড়াশোনার কোনো সম্পর্কই নেই।

'আনন্দ আসলে নিজে থেকে কখনো ধরা দেয় না। আপনাকে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি তা পাবেন। আর তার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে একটু সাহায্য করবেন,' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার এবার হাসলেন। তারপর অবাক চোখে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বয়স কত যেন?'

'দেখে যেমনটা মনে হয় তারচে আমার বয়স বেশি। তবে আমার শরীরের চেয়ে মনের বয়স আরও বেশি।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

ম্যাককার্টার আবারও হাসলেন, 'তেমনটাই ভেবেছিলাম।'

বারটেন্ডার ততক্ষণে ড্যানিয়েলির ড্রিংকস নিয়ে এসেছে। ম্যাককার্টার টস করার জন্য গ্লাস উঁচু করলেন, 'আমাদের অভিযানের সাফল্য কামনায়। আশা করি, সত্য উদঘাটন করেই ফিরতে পারবো।'

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের গ্লাসে টোকা দিয়ে মনে মনে ভাবলো, 'সত্যটা আপনাকে কখনোই জানানো যাবে না।' গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো কথা, আসলে আমরা ঠিক কোন জিনিসটা খুঁজতে যাচ্ছি?'

ড্যানিয়েলি এখনও ম্যাককার্টারকে সব বলেনি। ঐ সেই তথ্য পাচারের ভয়ে।

'ভেবেছিলাম সবাইকে একসাথে ব্রিফ করবো। আপনার আর ত্বর সইছে না, তাই না?'

'না, তবে আপনি বলতে না চাইলে সমস্যা নেই।'

ড্যানিয়েলির ভ্রু একটু কুঁচকালো, তারপর বললো, 'সামান্য একটু বললে ক্ষতি নেই।' তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফের শুরু করলো, 'আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা কিছু প্রাচীন নথিপত্র পেয়েছি যাতে একটা সুসংগঠিত সভ্যতার হদিস পাওয়া গেছে। এদের বসবাস ছিলো প্রায় দু'হাজার বছর আগে। এই আমাজনের ভেতরেই। এরা হাতিয়ার ব্যবহার করতে জানতো, ধাতু আর পাথরের ব্যবহার জানতো। এমনকি এরা স্বর্ণও আহরণ করতে শিখেছিলো। আর সম্ভবত এরা প্রাচীন মায়ান জাতিরই একটা শাখা।'

'আমাজনের ভেতর মায়ান জাতি? বিশ্বাস হয় না।' ম্যাককার্টার বললো।

'জানি, বেশিরভাগ মায়ান বিশেষজ্ঞই একথা বলেছে। একজন তো বলেছে আমাদের যন্ত্রপাতিতে গণ্ডগোল আছে, তাই এমন আজগুবি ফলাফল এসেছে। কিন্তু আমাদের কাছে শক্ত প্রমাণ আছে। তাছাড়া এই এলাকায় কিছু লোককাহিনিও প্রচলিত আছে এ ব্যাপারে। যা রটে, তা কিছুটা তো বটে, তাই না? এ থেকেও বোঝা যায় আমরা যা খুঁজছি, তা এখানে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।'

ম্যাককার্টার ভ্রু কপালে তুলে বললেন, 'আমরা কী খুঁজছি?'

'একটা খুবই প্রাচীন জায়গা, এমনকি মায়ান সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। নামটা আপনার জানার কথা–সিটাডেল। এটার আরেকটা নাম আছে, তুলান জুয়ুয়া।'

ম্যাককার্টারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মায়ান মিথোলজিতে তুলান জুয়ুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা হলো মায়ান জাতির জন্মস্থান। ওদের

বেহেশত আর কি। বিভিন্ন গোত্রে ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ার আগে সমস্ত মায়ান লোকজন এখানেই বাস করতো।

'হুম! এতো দেখছি ছোটোখাটো কোনো ব্যাপার না।' ম্যাককার্টার প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন।

'অবশ্যই না।' ড্যানিয়েলি মুখে বললো আর মনে মনে ভাবলো, 'এটাতো মাত্র অর্ধেক ব্যাপার, আসল ব্যাপার শুনলে তো হার্ট অ্যাটাক করবেন!'

'আপনাদের কাছে কি প্রমাণ আছে যে এখানেই তুলান জুয়ুয়া?'

'আমাদের কাছে বেশ কিছু হাতিয়ার আছে। এটা দিয়েই অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। এগুলার গায়ে মায়ান ভাষায় কি কি লেখা। ভাষাটা অবশ্য মধ্য আমেরিকার মায়ান হায়ারোগ্লিফিকের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন আর প্রাচীন। তার মানে এ সভ্যতাটা আরো প্রাচীন। সেই সূত্র ধরেই আমরা এখানে।'

ড্যানিয়েলি খেয়াল করলো ভালো করে শোনার জন্যে ম্যাককার্টার ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে লোকটার আগ্রহ এখন চূড়ায় উঠে গেছে।

'বিস্তারিত কাল বলব, এখনই সব বলে সারপ্রাইজটা নষ্ট করতে চাই না।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার কিছুটা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিলেন। তারপর খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে। আমিও আর জোরাজুরি করবো না তাহলে। তবে সব শোনার জন্য অধীর হয়ে থাকবো।'

'ভদ্রলোকের এমনই হয়।' ড্যানিয়েলি বললো।

'বলতে দ্বিধা নেই, আমার মতো যে কারো কাছে ব্যাপারটা চরম ইন্টারেস্টিং!' ম্যাককার্টার স্বীকার করলেন। 'কিন্তু এ ব্যাপারে আপনারা এতো আগ্রহী কেন? আমি ভেবেছিলাম NRI বোধহয় একটা বিশাল ল্যাবরেটরি। বড় বড় কোম্পানির সাথে মিলে শুধু গবেষণা করে।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। 'আমরা সবই করি। আমাদের মেইন কাজ হলো শিল্প প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও আমরা আগ্রহী। এর বাইরে আমরা প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করি। আর সেজন্যে আমাদের আলাদা বেশ কয়েকটা সংস্থাও আছে।' কথাগুলো ড্যানিয়েলির মুখ থেকে এমনভাবে বেরুলো যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এই কথাগুলো সে আরো অনেক জায়গায় বিভিন্নভাবে বলে বলে অভ্যস্ত। কিন্তু ম্যাককার্টার বা আর কেউই কখনো সত্য কথাগুলো জানবে না।

'এটাও তাহলে জনকল্যাণমূলক কাজ? এসব কাজতো আবার স্পন্সর ছাড়া হয় না। তার মানে তো আমাদের যন্ত্রপাতিতে নাইকির লোগো (মনোগ্রাম) লাগাতে হবে আর থাকার জায়গায় একটা বুডওয়েজারের পতাকা।'

'অতকিছু না করলেও হবে। তবে বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আপনাকে একটা বড়সড় চীজবার্গার (প্রধান বক্তা) সাজতে হতে পারে।'

ম্যাককার্টার হাসলেন।

'সত্যি কথা হলো, কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। আপনার সেরাটা আপনি দেবেন, আমাদের এই একটাই প্রত্যাশা। আমার যা যা জানা আছে, আমি কাল সব জানাবো আপনাকে।' ড্যানিয়েলি বললো মৃদু স্বরে।

বেশি দেরি করবেন না, ম্যাককার্টারের কাছ থেকে এই কথা আদায় করে ড্যানিয়েলি উঠে গেল। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে ম্যাককার্টার অনুভব করলেন মেয়েটা উনার মধ্যে এক আজব উদ্যম সঞ্চারিত করেছে। ওনার ধারণা ছিলো এই জিনিসটা ওনার ভেতর আর একদমই অবশিষ্ট নেই। তারপর আবার নিজের গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিলেন। উনি অবশ্য নিশ্চিত যে NRI-এর এই পাগলাটে ধারণা ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি। যেটাই হোক, মজা তো পাওয়া যাবে।

ম্যাককার্টারের কাছ থেকে আসার পর ড্যানিয়েলি ওর হোটেল রুমে ফিরে এলো। আলো জ্বালার আগে অন্ধকারেই ওর ফোনের স্ক্রিনের আলো জ্বলতে নিভতে লাগলো। মেদিনা নামের একজনের ফোন। আরনল্ড মুরের মাধ্যমে পরিচয়। মেদিনার ছোট্ট একটা ইঞ্জিনচালিত ট্রলার আছে। ওয়াশিংটন যাওয়ার আগেই মুর ঠিক করেছিলো নিজেই ট্রলারটা দেখে ভাড়া করা যায় কিনা। তবে মেদিনার গড়িমসিতে তা করার আগেই মুর চলে গেছে।

ফোন ধরতেই শোনা গেল, 'হ্যালো, মেদিনা বলছি।'

'মি. মেদিনা, আমি ড্যানিয়েলি লেইডল। মি. মুরের সাথে আমি কাজ করি।'

'জ্বি জ্বি, আমাকে আপনার সাথেই যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিলো। মি. মুর তো আমেরিকা চলে গেছেন, তাই না?' মেদিনার কথায় আঞ্চলিক টান স্পষ্ট।

'জ্বি, এখন থেকে আমার সাথেই যোগাযোগ করবেন।'

'ওকে, কোনো সমস্যা নেই। যাওয়ার আগে মি. মুর একবার আমার ট্রলারটা দেখতে চেয়েছিলেন। তা আপনি কি দেখতে আসবেন?'

'অবশ্যই। কখন আসলে ভাল হবে?'

'আজ রাতেই আসতে পারেন।'

ড্যানিয়েলি হেসেই দিলো, এখন মধ্যরাত প্রায়। 'আজ পারবো না। কাল দুপুরের দিকে পারা যাবে না?'

'জ্বি না, আমরা খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বো। এখন আসাই সবচে ভালো।'

সারাদিনের এ ধকলের পর আবার বেরুনোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ড্যানিয়েলির নেই। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই মেদিনা বললো, 'আর আজ না পারলে তিনদিন পরে আসতে পারেন। আমরা তিনদিন পর ফিরবো।'

সেটা সম্ভব না। মেদিনার ট্রলার পছন্দ না হলে অন্য ট্রলার দেখতে হবে। তিনদিন পর সেটা করতে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। হতাশ কণ্ঠে তাই ড্যানিয়েলি বললো, 'ঠিক আছে, আসছি তাহলে।'

'আচ্ছা। আমরা জেটির পশ্চিম দিকে আছি। পুয়ের্তো ফ্লুশান্তের ঠিক পিছনে। এত রাতে খুঁজে পেতে কষ্ট হতে পারে। আপনি ১৯ নাম্বার ঘাটের কাছে আসুন। আমি ওখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে। আমার আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত লাগবে।'

'কোনো সমস্যা নেই, আমরা সারারাত জেগে থাকব, আজকের মধ্যেই মালপত্র সব নামাতে হবে।'

'আচ্ছা, ওখানেই দেখা হবে তাহলে।'

'বুয়েনা, সিয়াও।' মেদিনা বললো।

'সিয়াও।' বলে ড্যানিয়েলি লাইনটা কেটে দিলো। এখন আবার বেরুতে হবে বলে যারপরনাই বিরক্ত। ফোনটা রেখে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। লাল, নীল বাতিতে মানাউস শহরটা ঝলমল করছে। কেন যেন ড্যানিয়েলির বেরুতে ইচ্ছে করছে না। একবার ভাবলো মেদিনাকে ফোন করে না করে দেয়। কিন্তু পরেই মনে হলো গিবসের কানে কথাটা অবশ্যই পৌঁছুবে। সে এ ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না। ধুর ছাই, যাওয়াই লাগবে। তবে সাহস আর বোকামি দুটো দুই জিনিস। ও একা যাবে না। ভেরহোভেন বা ওর একটা লোককে নিয়ে গেলেই হবে। কিন্তু ওরা এখন শহরের উত্তরে একটা এয়ারস্ট্রিপে আস্তানা গেড়েছে। সময়মত আসতে পারবে না। হঠাৎই আরেকটা নাম মাথায় আসলো। ঘরে ঢুকে তাকেই ফোন দিলো। এক আমেরিকান গলা শোনা গেল অপর প্রান্তে, 'হকার বলছি।'

'হকার, আমি ড্যানিয়েলি। আপনি কতক্ষণের মধ্যে হোটেলে আসতে পারবেন?'

'দশ মিনিট। কেন? কি হয়েছে? কোনো সমস্যা?'

'এখনও হয়নি। আমার একজনের সাথে দেখা করতে যাওয়া দরকার। এত রাতে একা যেতে চাচ্ছি না। আপনি একটু সাথে যেতে পারবেন?'

'ঠিক আছে। আসছি।'

ড্যানিয়েলি ফোনটা কেটে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে আরেকবার বাইরের দিকে তাকালো, তারপর কাপড় বদলাতে লেগে গেলো। একটা কালো পাজামা আর একটা কালো সোয়েটার গায়ে চাপালো। তারপর আলমিরার দেরাজটা খুলে বের করলো একটা স্মিথ এন্ড ওয়েসন রিভলবার। গুলি আছে কি না পরীক্ষা করে ডান পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা হোলস্টারে গুঁজে দিলো। যদি কোনো ঝামেলা হয়ই, ব্যাটারা টের পাবে দরকারের সময় ভালোমানুষিটা ঝেড়ে ফেলতে ড্যানিয়েলি লেইডল কোনো দ্বিধা করে না।

অধ্যায় : ৬

ইতিমধ্যে হকার পৌছে গেছে। ড্যানিয়েলির মতো হকারকেও দেখা গেলো আপাদমস্তক কালো পোশাক পরা।

'আমি তো ভেবেছিলাম আমরা কোনো পার্টিতে যাচ্ছি,' হকার মজা করলো।

ড্যানিয়েলি ওকে এক নজর দেখলো। আহামরি না লাগলেও সেদিন মাহেরোতে যে অবস্থা ছিলো তারচে হাজারগুণ ভালো দেখাচ্ছে আজ হকারকে।

গাড়ি ছাড়তেই ড্যানিয়েলির মাথায় আবার মেদিনা ফিরে এলো। মেদিনা সম্পর্কে মুরের বক্তব্য হলো, 'এক বন্ধুর বন্ধু, যার কাছে আমি একভাবে ঋণী।' কথাটা মনে হতেই ওর হাসি পেলো। সম্ভবত দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মুর কোনো বন্ধুর বন্ধুর কাছে ঋণী নয়।

ও হকারের দিকে ফিরলো, 'জেটি এলাকাটা আপনি কেমন চেনেন?'

'ওদিকেই যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'হ্যাঁ, আমি একটা ট্রলার চেক করতে ওখানে যাচ্ছি। ট্রলারটা ভাড়া করব।'

'ঝামেলা হবে বলে মনে করছেন?'

'সাবধানের মার নেই। ট্রলারটা পুরাতন জেটির কাছে কোথাও নোঙ্গর করা। তবে আমরা ওর সাথে দেখা করবো ১৯ নাম্বার ঘাটে। ওখান থেকে ও-ই আমাদেরকে নিয়ে যাবে।'

হকার কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। '১৯ নাম্বার তো অনেক বড় ঘাট। বেশিরভাগ মালামাল ওঠানামা হয় ওখানে। এমনিতে খোলামেলা তবে মালামালে ঠাসা থাকে সবসময়। ফলে গলি ঘুপচি অনেক। ছোট ছোট দু'-একটা বিল্ডিংও আছে। আশেপাশের লোকজন সবসময়ই আড্ডাবাজি করে ওখানে। এলাকার লোক হলে ওখানেই থাকার কথা।'

ড্যানিয়েলিও তাই ভেবেছিলো।

হোটেল থেকে জেটিতে পৌছুতে লাগলো বিশ মিনিট, আরো পাঁচ মিনিট লাগলো ১৯ নাম্বার ঘাট খুঁজে বের করতে। তারপরও দশ মিনিট আগেই পৌছেছে ওরা। নদীর কূলেই একটা বিশাল গুদামের পাশে গাড়ি থামালো

ড্যানিয়েলি। মাঝরাত পার হয়েছে। আশেপাশে লোকজন তেমন নেই। কাছেই এক লাইবেরিয়ান তেলবাহী জাহাজ দেখা গেলো। তেল নামাচ্ছে লোকজন। একটু দূরেই একটা নীল রঙা মালবাহী জাহাজ। বিভিন্ন রঙের কন্টেইনার দিয়ে ভরা। অনুমতি পেলেই ঘাটে ভিড়বে। আর কিছু নেই।

হকার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললো, 'কিছু মনে করবেন না, এই ব্যাটার সাথে ভালো কোনো সময়ে দেখা করা যেত না?'

'জানাজানি যাতে কম হয়, তাই এই ব্যবস্থা,' ড্যানিয়েলি বললো।

আরো কয়েক মিনিট কেটে গেলো কিন্তু মেদিনার কোনো নামগন্ধ নেই। হকার ওর দিকের আয়নাটা ঠিকঠাক করে নিলো যাতে পিছনে ভালভাবে দেখতে পায়, তারপর সিটটা একটু পিছনে নিয়ে হেলান দিলো। ও একেবারেই ধীর স্থির। দেখে মনে হয় যেন এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ড্যানিয়েলি অস্থির। হাতে একটা টিপকলম, ক্রমাগত টিপেই যাচ্ছে। কিছু একটা অস্বাভাবিক লাগছে ওর কাছে। 'আপনার সাথে কোনো অস্ত্র আছে?' হকারকে জিজ্ঞেস করলো।

'না, কিন্তু আপনার সাথে তো আছে।' শান্তভাবেই হকার বললো।

'কে বললো?'

হকার হাসলো, 'কেউ না, আপনার আরো ছোট পিস্তল ব্যবহার করা উচিত, না হয় আরো ঢোলা পাজামা পরা উচিত।'

'এই লোকটাকে আমি চিনি না। আমার আগের বস চিনতো। আমি তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না।'

হকার মাথা ঝাঁকালো। তারপর আবারো দুজনে চুপচাপ বাইরে দেখতে লাগলো। কিন্তু মেদিনা বা অন্য কোনো ঝামেলা কোনোটারই টিকিটা দেখা গেলো না। আরো কয়েকমিনিট পর নদীর তীর ঘেঁষে একজোড়া হেডলাইট এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। একটা সেডান।

হকার সোজা হয়ে বসলো।

নব্বই ফুটের মতো দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে সেডানটা থামলো। একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে হাত নাড়লো। কিন্তু ওরা কোনো সাড়া না দেওয়ায় লোকটা নিজের গাড়ির জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে হেডলাইট জ্বাললো নিভালো। কয়েকবার অধৈর্য হয়ে হর্ণও দিলো।

'এরকম চলতে থাকলে কিন্তু লোক জানাজানির আর বাকি থাকবে না।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি হাসলো। তারপর নিজেও গাড়ির হেডলাইট কয়েকবার জ্বাললো নিভালো। তা দেখে লোকটা ওদের দিকে এগিয়ে এলো। ড্যানিয়েলি জানালার কাচ নামালো।

‘সেনোরা লেইডল? আমি মেদিনা।’

ড্যানিয়েলি নিজের পরিচয় দিলো, তারপর হুকারকে দেখিয়ে বললো, ‘উনি হলেন আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন বিশেষজ্ঞ। উনিই আপনার ট্রলার চেক করবেন।’

মেদিনাকে একটু দ্বিধান্বিত দেখালো। তারপর বললো, ‘ইসসো বুম! আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। আমার গাড়িতে আসুন। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।’

‘কিভাবে যাব বলে দিন, আমরা-ই যেতে পারবো,’ ড্যানিয়েলি বললো।

‘ওকে, আমার পিছন পিছন আসুন তাহলে। তবে কাছাকাছি থাকবেন। গলি টলি অনেক বেশি। হারিয়ে যেতে পারেন।’

ড্যানিয়েলি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই মেদিনা নিজের সেডানে ফিরে গেলো।

‘আমি আবার কখন থেকে ট্রান্সপোর্টেশন বিশেষজ্ঞ?’ হুকার জিজ্ঞেস করলো।

‘এখন থেকে, আপনাকে প্রমোশন দেয়া হলো। ট্রলার-নৌকা সম্পর্কে কিছু জানেন তো, নাকি?’ ড্যানিয়েলি বললো।

‘নৌকা পানিতে চলে, এটুকু জানা আছে।’ হুকার বললো।

ড্যানিয়েলি হেসে ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিলো।

হুকার মেদিনার দিকে তাকিয়ে ছিলো এতক্ষণ। ও গাড়িতে ঢুকতেই কিছুটা রাগের স্বরে বললো, ‘মেদিনা একা আসেনি।’

ড্যানিয়েলি গাড়িটার দিকে তাকালো। কালো কাচের ওপাশে কিছুই দেখা গেলো না। ‘আপনি সিওর?’

‘দরজা খুলে ও গাড়ির পিছনের সীটে তাকালো। যেন কারো সাথে চোখে চোখে কথা বললো।’ হুকার জানালো।

মেদিনার গাড়িও স্টার্ট নিলো। তারপর একটা বৃত্ত রচনা করে ড্যানিয়েলির গাড়ি ঘেঁষে চলে গেলো যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

‘ব্যাটার মতলব কি মনে হচ্ছে আপনার?’ ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করল।

‘ভালো মনে হচ্ছে না। তবে আপনিও কিন্তু একা আসেননি। ও হয়তো আপনাকে ভয় পাচ্ছে।’

বহু অলিগলি পেরিয়ে তারপর ওরা পুয়ের্তো ফ্লুশান্তের কাছে পৌঁছুলো। এটা একটা ভাসমান জেটি। ১৯০২ সালে ব্রিটিশরা বানিয়েছিলো। পানি কমা বাড়ার সাথে সাথে এটাও ওঠে নামে। বর্ষা শেষ হয়েছে একমাস আগে। ওটা তাই এখন খানিকটা নিচে। আরেকটু এগিয়ে তীরের সবচে পুরনো জায়গায় চলে এলো ওরা। এই জেটিটা দেখতে অনেকটা একটা ভাঙ্গাচোরা বিশাল হাতের মতো। একগাদা ট্রলার এদিক সেদিক মুখ করে আছে, যেন রাণী মৌমাছিকে ঘিরে এক দল কর্মী মৌমাছি। সারি সারি দড়ি দেখা যাচ্ছে, এত

বেশি যে নতুন কোনো রশি রাখারও জায়গা নেই আর। সকাল বেলা এই জায়গাটার কি অবস্থা হয়, ড্যানিয়েলি তা চিন্তা করেও ঠাহর করতে পারলো না। মেদিনা ওখান থেকে ডান দিকে ঘুরে একটা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেলো। তারপর সেদিকে আধা মাইল যাওয়ার পর একটা কালো গেটের সামনে গিয়ে থামলো। কিছুক্ষণ পর দরজাটা সরে যেতেই ঢুকে গেলো ভেতরে।

ড্যানিয়েলিও গেটের সামনে এসে থামলো, তবে ঢুকলো না। গাড়ি আর নির্মাণসামগ্রী দিয়ে ভরপুর জায়গাটা। বেশ কিছু তেলের কন্টেইনারও দেখা যাচ্ছে।

'যা ভেবেছিলাম, এরা দেখি তার চেয়েও বড় ব্যবসায়ী।'

নিচে পানির কাছেই একদল লোক একটা ছোট ট্রলারের পাশে কাজ করছে দেখা গেলো। রাতের বেলাতেও ফ্লাডলাইটের কারণে সেখানে দিনের মত ঝকঝকে।

'ওটাই সম্ভবত আপনার ট্রলার,' হুকার বললো।

'হুম, আর ওটাই আমাদের চেক করতে হবে,' বলে ড্যানিয়েলি ব্রেক থেকে পা সরালো। ধীরে গাড়িটা ভেতরে ঢুকতেই পিছনের গেটটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মেদিনা গাড়ি থেকে নেমে ওদেরকে একটা সাদা পিক আপের পাশে পার্ক করতে দেখিয়ে দিলো। ড্যানিয়েলি গাড়ি থামিয়ে হুকারকে কিছু বলতে গেলো কিন্তু সে সুযোগ পেলো না। তার আগেই হুকার বাম হাতে ওকে সীটের সাথে চেপে ধরলো আর ডান হাতে দেখা গেলো একটা পিস্তলের নল চেপে ধরে ওর মুখের দিক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ড্যানিয়েলি শিউরে চোখ বন্ধ করে ফেললো। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পরেই শোনা গেলো গুলির আওয়াজ আর ওর চোখে মুখে একটা গরম হল্কা বয়ে গেলো। চোখ খুলতেই দেখলো এক লোক গাড়ির পাশেই টুপ করে পড়ে যাচ্ছে। হাতে একটা উজি পিস্তল। পাশেই পড়ে আছে একটা ফেডোরা হ্যাট। বিহ্বল অবস্থাতেই খেয়াল হলো হুকার চিৎকার করে ওকে কিছু একটা বলছে। হুকার আবারো কারো দিকে গুলি ছুঁড়তেই ওর সম্বিৎ ফিরলো। দ্রুত হাতে গাড়ি রিভার্স গিয়ারে দিয়ে গ্যাস পেডালে পা চেপে ধরতেই রোভারটা গর্জে উঠে পিছু হটলো।

'তাড়াতাড়ি চালান।' গুলি করতে করতে আবার চিৎকার করলো হুকার।

পিছন ফিরে ড্যানিয়েলি সোজা বন্ধ গেট বরাবরই গাড়ি চালিয়ে দিলো। ইঞ্জিন একেবারে খ্যাপা ষাঁড়ের মতই গিয়ে আছড়ে পড়লো গেটের উপর। ইস্পাতের গেট ভাঙ্গলো না, তবে উপরের দিকের দেয়াল ভেঙ্গে তিরিশ ডিগ্রীর মত বেঁকে গেলো। ড্যানিয়েলি অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরায়নি। তবে ইঞ্জিন

বন্ধ হয়ে গেছে। গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে আবার চালু করলো গাড়ি। সেই মুহূর্তেই বুলেটের আঘাতে সামনের কাচ ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে বৃষ্টির মত আছড়ে পড়লো ওদের গায়ে। সাথে সাথেই মাথা নামিয়ে নিলো ওরা। ঐ অবস্থাতেই হকার ড্যাশবোর্ডের উপর হাত তুলে অন্ধভাবে কয়েক রাউন্ড গুলি করলো। তাতেই কাজ হলো কিছুটা। ওদিকের গুলিবর্ষণ থেমে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। সুযোগটা ড্যানিয়েলি ছাড়লো না। সোজা হয়েই আবারো চেপে ধরলো অ্যাক্সিলারেটর। গাড়িটা খানিকটা সামনে এগুতেই আবার রিভার্স গিয়ারে দিয়ে আবারো দরজার দিকে গোঁ গোঁ করতে করতে এগুলো। ইতোমধ্যে হকারও মাথা তুলেছে। অন্ধকারেই আততায়ীর অবস্থান বুঝতে পারলো সে। ঝটপট গুলি করলো সেদিকে। দু'জন ধরাশায়ী হলেও তৃতীয় একজন লাফ দিয়ে গুলিটা এড়িয়ে গেল। সর্বশক্তি দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো গাড়িটা গেটের উপর আছড়ে পড়লো। এবার আর কোনো প্রতিরোধই টিকলো না। সোজা উড়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে পড়লো গেটটা। ড্যানিয়েলি দ্রুত গাড়ির নাক বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিলো। গেট ছাড়াতেই এক পশলা গুলি বৃষ্টি ভেসে এলো ভাঙ্গা গেটের ওদিক থেকে। গাড়ির এখানে সেখানে ফুটো করে আর কাচ ভেঙ্গে বেরিয়ে গেলো অন্যদিক দিয়ে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো মেদিনার গাড়ি ওদের পিছু নিয়েছে। তবে ড্রাইভিং সিটে অন্য কেউ।

হকার ড্রাইভারের দিকে তাক করে গুলি করলো। গুলিটা সামনের কাচে লাগতেই গাড়িটা একপাশে ঘুরে গিয়ে সোজা পাশের দেয়ালে গিয়ে গুঁতো দিলো। ড্রাইভার কি বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা গেলো না। তবে সেডানটাও আর নড়লো না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা ঘটনাস্থল ছাড়িয়ে চলে গেল দূরে।

মাত্র কয়েক মিনিট আগেই যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলো, সেটা ধরেই এখন আবার ফুল স্পিডে ওরা পালাচ্ছে। প্রথম মোড়টাতে পৌঁছতেই ড্যানিয়েলি সর্বশক্তি দিয়ে গাড়ি ঘোরালো। SUV-টা সামনের দিকে গর্জাতে গর্জাতে একটা অচেনা রাস্তায় উঠে এলো। একটা অন্ধকার খাদের মধ্য দিয়ে যেন এগুচ্ছে ওরা। একপাশে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো সারি সারি দালান, অন্যপাশে গুদাম ঘরের দেয়াল। ভূতুড়ে গলির কোথাও কোনো আলো নেই। সামনেই একটা চৌরাস্তা দেখা গেলো। সম্ভবত এখানে গাড়ি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যা-ই থাকুক, ড্যানিয়েলি ঠিক করলো গাড়ি থামাবে না।

ওদের ঠিক পেছনেই দুটো গাড়ির হেডলাইট দেখা গেলো।

'শালারা পিছু নিয়েছে।' চিৎকার করে বললো হকার।

ড্যানিয়েলি শুনলো কিন্তু কিছু বললো না। সামনের কাচ ভাঙ্গা, বাতাসের ঝাপটায় ওর চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। এদিকে ধুলোর কারণে চোখে পানি

জমে দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেছে। এর ফাঁকেও দূরে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়লো। 'এড দ্য সেটেমব্রো', জেটি থেকে বের হওয়ার মেইন রোড।

দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিং ঘুরালো ড্যানিয়েলি। টায়ারগুলো আর্তনাদ করে উঠলো। কিন্তু মুহূর্ত পরেই ওরা মেইন রোডে উঠে এলো। ড্যানিয়েলি আবারও অ্যাক্সিলারেটর ফ্লোরবোর্ডের সাথে চেপে ধরলো। কিন্তু এবার আর খুব বেশি স্পিড বাড়লো না, উল্টো ইঞ্জিন গোঙ্গাতে শুরু করলো। স্পিডোমিটারের কাঁটা একশো বিশ কি.মি থেকে নামতে শুরু হলো।

'তেল না বাতাস?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'আমার মনে হয় বাতাস।' চিৎকার করে জবাব দিলো ড্যানিয়েলি। 'ভাগ্য ভালো যে আগুন লাগেনি।'

'লাগতে আর কতক্ষণ।' হকার বললো।

রোভারটা হঠাৎ শ্যালো মেশিনের মত ভটভট করা শুরু করলো। স্পিড এক কাঁটা বাড়ে তো দুই কাঁটা কমে। মাইল খানেক দূরে সেই গাড়ি দুটোকেও দেখা গেলো। পেডাল চাপাচাপি করে গাড়িতে আরো কিছু স্পিড তোলার চেষ্টা করলো ড্যানিয়েলি, কিন্তু ওগুলোর সাথে দূরত্ব কমতেই থাকলো।

'কি করা যায়?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো ড্যানিয়েলি।

'শহরের দিকে যান। লোকজনের ভেতর কিছু করার সাহস করবে না ওরা।'

ড্যানিয়েলি গাড়ি ঘুরিয়ে শহরের কেন্দ্রের দিকে চালাতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে আবার মোড় নিলো। এতে দুটো সুবিধা হলো। রোভারের গতি কিছুটা কমলেও আগের চেয়ে মসৃণভাবে চলতে লাগলো। আর কিছু সময়ের জন্যে হলেও পিছনের গাড়ি দুটোকে ধোঁকা দেয়া গেলো। মিনিটখানেকের মধ্যেই সে শহরের কেন্দ্রের কাছে চলে এল। হালকা গাড়ি চলছে এখানে।

'ওগুলোকে খসাতে হবে।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি এদিক ওদিক চেয়ে একটা আড়াল খুঁজলো তারপর দুটো রাস্তা পেরিয়ে একটা সরু গলিতে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলো। গলিটা ভাঙ্গাড়ি আর আবর্জনা দিয়ে ভরা। গলির অর্ধেক যেতেই ড্যানিয়েলি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো।

গাড়ি পুরো থামার আগেই হকার লাফ দিয়ে নেমে গেলো। চিৎকার করে ড্যানিয়েলিকেও নামতে বললো। ড্যানিয়েলিও লাফ দিলো, কিন্তু সে গাড়ির অন্যপাশে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই গাড়ি দুটোকে দেখা গেলো।

অন্ধকার গলিতে ইঞ্জিনের গম গম আওয়াজ আর হেড লাইটের আলোয় এক ভূতুড়ে অপচ্ছায়ার সৃষ্টি হলো যেন। বিশাল রোভারটা পুরো গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে, গাড়ি দুটোকে তাই ওখানেই থামতে হলো। এখন যদি ওরা হকার আর ড্যানিয়েলির পিছু নিতে চায় তাহলে পদব্রজেই নিতে হবে। এদিকে ড্যানিয়েলি পিছনে না তাকিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটলো।

'এদিক দিয়ে আসুন।' হকার ডাকলো ওকে।

গলি ছেড়ে মেইন রোডে উঠে এলো ওরা। ফুটপাতে ভালোই মানুষ। আজ শুক্রবার রাত। তাই বার আর ক্যাফেতে উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু ড্যানিয়েলি আর হকারের পোশাক এদের চাইতে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সবাই পরে আছে গ্রীষ্মকালীন রঙচঙে পোশাক। ফলে ওদেরকে সহজেই আলাদা করা যাচ্ছে।

'যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদেরকে রাস্তা থেকে সরে যেতে হবে।' ড্যানিয়েলি বললো।

'জানি। তাড়াতাড়ি পা চালান। আমি একটা জায়গা চিনি।' বলে হকার ড্যানিয়েলিকে সামনে ঠেলে দিলো।

হকার ড্যানিয়েলিকে একটা নাইটক্লাবে নিয়ে এলো। লোকজন লাইন দিয়ে ঢোকার অপেক্ষা করছে। দুই ষণ্ডামার্কা ছোকড়া গেইট পাহারা দিচ্ছে আর একজন লিস্ট দেখে দেখে লোক ঢুকাচ্ছে। হকারকে দেখে লোকটা দাঁত বের করে হাসলো আর দুই ষণ্ডার একজনতো হ্যান্ডশেকও করে ফেললো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ড্যানিয়েলি আর হকারকে দেখা গেলো ক্লাবের একটা প্রাইভেট রুমের ব্যালকনিতে। ক্লাবের ভেতরকার চিৎকার চেঁচামেচি এখানে কম শোনা যায়, তবে বড় ব্যাপার এখান থেকে বাইরের রাস্তার পুরোটাই দেখা যায়।

ড্যানিয়েলি চুপচাপ কয়েক মিনিট রাস্তা দেখতে লাগলো। আশা করছে যে কোনো মুহূর্তে অস্ত্রধারী মানুষসহ কয়েকটা গাড়ি ক্লাবের গেটে এসে থামবে। ও নিশ্চুপে একবার নিজের গোড়ালি স্পর্শ করে নিশ্চিত হয়ে নিলো যে অস্ত্রটা জায়গামতো আছে। তারপর টেবিলের তলায় পা-টা লুকিয়ে ফেললো।

হকার শব্দ করে শ্বাস ফেললো। তারপর ড্যানিয়েলির মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, 'আপনি এখনো বলতে চান যে এটা স্রেফ একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান?'

অধ্যায় : ৭

ড্যানিয়েলি প্রশ্নটার কোনো জবাব না দিয়ে আবারও চারিপাশ দেখায় মনোযোগ দিলো। ক্লাবটায় এখনও ভিড় অতটা বাড়েনি। তবে বাইরের রাস্তার ভিড় বাড়ছেই। এর মাঝে তাই ঐ লোকগুলোকে বের করা গেলো না।

'আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?' হকারকে জিজ্ঞেস করলো ড্যানিয়েলি।

'এরা আমার বন্ধু।'

ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলো।

'এখানকার মালিকের একটা উপকার করেছিলাম একবার।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাখ্যা করলো হকার।

'কি উপকার?'

'উনার মেয়ে কিডন্যাপড হয়েছিলো, আমি উদ্ধার করেছিলাম।'

ড্যানিয়েলি একটু চুপ থেকে বললো, 'আর যাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তারা?'

'আরে টেনশনের কিছু নেই। কেউ আসার আগেই আমরা টের পাবো।' হকার আশ্বস্ত করলো।

ড্যানিয়েলির দৃষ্টি আবারো রাস্তার দিকে ফিরে গেলো। ওদের আক্রমণকারীরা ওদেরকে খুঁজে পেলেও, এই ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই গুলি করার সাহস করবে না। ও হোটেলে ফোন করে NRI-র প্রাইভেট ফ্লোরের নিরাপত্তা আরো বাড়াতে বললো। মনে মনে ঠিক করলো কাল সকালের মধ্যেই ভেরহোভেন আর ওর লোকদেরকে হোটেলের ধারেকাছেই নিয়ে আসবে। হঠাৎই ওর খেয়াল হলো হকার ওকে মিথ্যে বলেছে।

'আপনি না বললেন আপনার কাছে অস্ত্র নেই? তাহলে পিস্তল পেলেন কোথায়?'

হকার হাসলো, 'আপনার কোথাও লাগেনি তো?'

'এক কান বয়রা হয়ে গেছে। তবে তাতে সমস্যা নেই, এখনই মরব না।'

হকার হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলো, 'কেউ আপনাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলো। আপনার পুরানো বস না তো?'

আরনল্ড মুর কখনোই এ কাজ করতে পারে না। 'আমার তা মনে হয় না। এটা কোনো দুর্ঘটনা না, তবে ফাঁদটা আমাদের কেউ পাতেনি, এটা আমি সিওর।'

'তাহলে কে?'

'হতে পারে শুধু ভয় দেখানোর জন্য অথবা কিডন্যাপিং এর চেষ্টা। একজন আমেরিকানকে আটকাতে পারলে মুক্তিপণ ভালোই পাওয়া যাবে। আপনার বন্ধুর মেয়ের মতো। এমন ঘটনা এখানে হরহামেশা-ই ঘটে।' ড্যানিয়েলি বললো।

'আমার সেটা জানা আছে,' হকার বললো। 'ওরকম কিছুও হতে পারে, তবে আমার ধারণা এটা ওসব কিছু না, আজকের আক্রমণ পুরোপুরি আপনার অভিযানের কারণেই।'

ড্যানিয়েলির এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে মোটেও ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু হকারের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে, না করে উপায় নেই।

'আপনার এমনটা মনে হচ্ছে কেন?'

হকার একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললো, 'এজেন্সি ছাড়লেও ওখানে এখনও আমার কিছু পরিচিত লোকজন আছে। আমি আপনার সম্পর্কে খোঁজ খবর করেছি। সবাই অবশ্য আপনার সুনাম-ই করেছে। রিজিওনাল ডিরেক্টর হওয়ার আগে সারা দুনিয়া চষে এসেছেন।'

ড্যানিয়েলি অবশ্য নামেই রিজিওনাল ডিরেক্টর । সবকিছুই নির্ভর করছে এই অভিযানের উপর। সফল হলে তবেই প্রমোশনটা স্থায়ী হবে।

'আপনার কথা অর্ধেক সত্য।'

'যথেষ্টের চেয়ে বেশি। আর সেজন্যই যতই ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি। এজেন্সির বড় কর্তারা তো মাঠে কাজ করে না, এরা ডেস্কের ওপাশে বসে শুধু রিপোর্ট পড়ে আর অর্ডার দেয়।' বলতে বলতে হকার পিছনে হেলান দিলো। 'কিন্তু আপনি এখানে নিজে কাজ করছেন। কয়েকদিন আগ পর্যন্ত আপনার বসও এখানে ছিলো। দু'জন উচ্চপদস্থ ডিরেক্টর একসাথে কয়েকজন সিভিলিয়ানকে সাথে নিয়ে কি যে করতে যাচ্ছেন তা ঈশ্বর-ই জানেন।'

ড্যানিয়েলি রাগান্বিত চোখে হকারের দিকে তাকালো, 'এখানে আসার আমার খুব বেশি ইচ্ছা ছিলো না।'

'তার মানে আজকের ঘটনাটা যদি আমি সবাইকে বলে দেই, তাহলে ভালোই ঝামেলা হবে।'

'আপনারই সমস্যা হবে বেশি।' ড্যানিয়েলি বললো ঠাণ্ডা স্বরে।

হকার কিছুক্ষণ ড্যানিয়েলির কথাটা ভাবলো । তারপর একমত হওয়ার ছলে বলতে লাগলো, 'আরও একবার আমি এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম,

জানেন? এক চাইনিজ বিদ্রোহীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেবার। ব্যাটার সাথে ছিলো ওর নিজস্ব কিছু লোক। আর ছিলো একটা সাইফার কোডের অর্ধেক। দুনিয়াতে সে একটা মানুষকেই বিশ্বাস করতো। ম্যাকাউ এর এক ব্যাংক কর্মচারী। মেয়েটাকে বহু কষ্টে দলে ভেড়ালাম। তারপর তার মাধ্যমে ব্যাটাকে আসতে বলা হলো। সিকিউরিটি এতটাই কড়া ছিলো যে, মিটিং-এর জায়গায় সাত দিক থেকে পাহারা বসিয়েছিলাম। আমাদের এশিয়ান ডিরেক্টর নিজে এসে লোকটার সাথে দেখা করেন। কিন্তু কাগজে কলমে এই মেয়েটা আর ডিরেক্টরের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব-ই নেই।'

ড্যানিয়েলি শুনলো কিন্তু কিছু বললো না। হকার বলে চললো, 'দেখুন, আমি জানি না আপনারা এখানে কি জন্য এসেছেন। সত্যি কথা হলো, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। তবে এটুকু বুঝতে পারছি ব্যাপারটা বড়সড় আর খুবই গোপনীয়। তা না হলে আপনি বা আপনার বস এখানে আসতেন না। একই কারণে আমাকে ভাড়া করেছেন। কাজটা গোপন না হলে আমার মতো কাউকে দরকার পড়তো না।'

'আমার মতো বলতে কি আপনি ফেরারি আসামী বুঝাচ্ছেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

হকারকে কিছুটা আহত মনে হলো। 'ফালতু চোর ছ্যাঁচড়ের মতো দাগী ফেরারি আসামী আমি না।'

'তাই! দেশে যে আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে, তা আপনি জানেন? ইন্টারপোলেও আছে। NSA, CIA, FBI সবাই টর্চার সেলে আপনার সাথে একটু বাতচিত করতে পারলে খুশি হবে। আর কতখানি ফেরারি আপনি হতে চান?'

'আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু ওরা কি জানে না আমি কোথায়? আপনার কি মনে হয় না ওরা চাইলেই আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে? আপনি তো পেরেছেন।' হকার মাথা নাড়তে লাগলো। 'ওরাই আমাকে ধরতে চায় না। আমি কোথায় কি অবস্থায় আছি এটুকু জানতে পারলেই খুশি।'

এটা অবশ্য ড্যানিয়েলি জানে, তবে এমনটা করার কারণ সে জানে না।

হকার বলে চললো, 'তাছাড়া তাতে কিন্তু আমার কথাই প্রমাণ হয়। আমি ফেরারি জেনেই কিন্তু আমাকে ভাড়া করেছেন। চারঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে আপনি আমাকে রাজি করাতে গিয়েছিলেন, যেখানে আপনাদের নিজেদেরই অনেক পাইলটকে একটা ফোন দিলেই চলে আসতো। এতে একটা কথাই বোঝা যায়, এই অপারেশনটা শুধু গোপন হলেই হবে না, একেবারে অস্তিত্বহীন হতে হবে। আপনাদের নিজেদের লোকজনও জানতে পারবে না। সে কারণেই এমন একজনকে ভাড়া করেছেন যে কাউকে কিচ্ছুটি বলতে পারবে না বা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'হুমম! আমাদের কারো বুদ্ধিই কম নয় দেখা যাচ্ছে।' ড্যানিয়েলি বললো।

'আশা করছি এই জিনিসটা আপনার ঘটে প্রচুর পরিমাণেই আছে। কারণ আপনার কর্তারা আপনাকে খুব নাজুক একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। বন্দুক ছাড়াই আপনাকে বনে পাঠিয়ে বলে দিয়েছে বাঘ না মেরে ফেরা যাবে না। তবে আপনার সম্ভবত তাতে কোনো আপত্তি নেই। আপনাকেই কাজটা করার জন্য দরকারি জিনিসপাতি জোগাড় করতে হবে। শুধু নিরাপত্তার খাতিরে কারো সাহায্য ছাড়াই, একা-একা করতে হবে সব!'

হকার একটু থামলো। তারপর আবার বললো, 'আজকের হামলাটা আপনার জন্যে সারপ্রাইজ-ই হোক বা আপনার আগেই জানা থাক, একটা কথা কিন্তু নিশ্চিত জানা গেলো। আপনাদের অভিযানের কথা আর গোপন নেই। আরো একদল আপনাদের জিনিসটা খুঁজছে। এরা আরো বেশি মরিয়া। দুয়েকটা লাশ এদের কাছে কোনো ব্যাপার না।'

কথাটা ড্যানিয়েলিও ভাবছে। কাজটা শুরু করার সময়েও জানতো ব্যাপারটা ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু এত কড়াকড়ির পরেও ঠিকই ফাঁস হয়ে গেলো।

'আমি আপনার শত্রু নই,' হকার আবার কথা বললো। 'আপনার পরিস্থিতিটা আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি। এরকম পরিস্থিতিতে আমি পড়েছি বেশ কয়েকবার। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনাদের প্রয়োজন আর আমার ইচ্ছার ভিত্তিতে!'

ওর আর হকারের প্রথম দিনের কথাবার্তা মনে পড়ায় ড্যানিয়েলির মুখ কিছুটা উজ্জ্বল হল। 'তো কি ইচ্ছা আপনার, শুনি? কি করতে পারবেন আমাদের জন্যে?'

'আমার এমন সব লোকদের সাথে পরিচয় আছে যারা আপনাদের ছায়া দেখলেই একশো হাত দূর দিয়ে যাবে। আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারবো। এমন সব কাজ করতে দিতে পারবো যা অফিশিয়ালি আপনারা কখনোই পারবেন না। আর সবচে বড় কথা–আমি এসব করলেও কেউ কিছুই টের পাবে না, কারণ আমি জাস্ট একজন পাইলট।'

ড্যানিয়েলি সাবধানে হকারের কথাগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো। কথাগুলো ঠিক অবশ্যই। গিবসের পাগলামির কারণেই মুরকে ফিরে যেতে হয়েছে। তাতে লাভ কি হয়েছে? পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। ওর এখন নিজেকে নির্জন দ্বীপে একাকী আটকে পড়া মানুষের মত লাগছে। এমন পরিস্থিতিতে একজন আস্থাভাজন সঙ্গী কে না চাইবে! ও হকারকে আরেকবার পরখ করলো।

'তার মানে আপনি স্বেচ্ছায় আমাদেরকে সাহায্য করবেন।' ড্যানিয়েলির জিজ্ঞাসা।

হকার মাথা ঝাঁকালো। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বললো, 'আদেশ করুন বেগম সাহেবা। বান্দা আপনার সেবায় প্রস্তুত।'

ড্যানিয়েলির হাসি দু'কান ছড়ালো। সামনে ঝুঁকে হাতের গ্লাসে স্ট্র নাড়তে নাড়তে বললো, 'আর এই সেবার বদলে আপনার কি ইনাম চাই?'

'বাড়ি ফেরার টিকেট।'

'সাধারণ ক্ষমা?' জিজ্ঞাসু স্বরে বললো ড্যানিয়েলি।

'সাধারণ ক্ষমার জন্যেও অভিযোগ, সাক্ষ্য প্রমাণ লাগে। আমার বেলায় এমন কিছুই নেই।'

'তাহলে?'

'আমার নামের পাশের সব দাগ মুছে দিতে হবে। স্বীকার করুন বা না করুন, আপনাদের সব জায়গাতেই লোক আছে। আদালত, NSC, CIA, সবজায়গায়। জায়গামত কিছু নাড়াচাড়া দিলেই আমার রেকর্ড সাফ হয়ে যাবে। তারপরেই আমি বাড়ি ফিরতে পারবো। হয়তো আবার নতুন করে সব শুরুও করতে পারব।'

হকারের দিকে তাকালে কখনো মনে হয় না লোকটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। এটা আসলে ওকে মানায় না। ওর কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা সেটাও কারো জানা নেই। হকারের ফাইলপত্র সব গায়েব করে ফেলা হয়েছে। সেটা ওর কাছের মানুষদের ভালোর জন্যই। কিন্তু এই কারণেই মনে হয় যে লোকটা হঠাৎ শূন্য থেকে এই অবস্থাতেই দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছে।

'তার মানে আপনি আমাকে ভবিষ্যতে সাহায্য করলে আমি আপনার অতীত মুছে দেব যাতে আপনি কানসাসে ফিরে গিয়ে টোটো, ডরোথি আর এম চাচীর সাথে থাকতে পারেন, এই তো?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

হকার হেসে দিলো। 'আমার অবশ্য সমুদ্র তীরে থাকার ইচ্ছা। পাশে থাকবে ডরোথি, পরনে নীল-সাদা বিকিনি। হাতে বিয়ার। তবে আপনার আইডিয়াটাও চলবে।'

ড্যানিয়েলি তখনই প্রস্তাবটায় হ্যাঁ বলে দিতে পারতো। কিন্তু কেন যেন ওর মন মিথ্যে বলায় সায় দিলো না। 'আপনার কেন মনে হলো যে কাজটা আমি পারবো? আপনি কিভাবে এত ঝামেলায় জড়ালেন আমিতো সেই খবরটাই জোগাড় করতে পারিনি।'

'আমি যেরকমটা ভাবছি, অভিযানটা যদি আসলেই ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এটা সফল করার জন্য যেকোনো কাজ করার পূর্ণ অধিকার দেয়ার কথা। হয়তো দেয়া হয়েও গেছে–আপনি জানেন না!'

'কথাটা অবশ্য ঠিক,' ড্যানিয়েলি ভাবলো। তবে কিছু বলার আগেই হকার আবার শুরু করলো, 'ওয়াশিংটনের কোথাও এই অভিযানের জন্য অলরেডি

একটা ফাইল বানানো হয়ে গেছে, যার এক কোণে লেখা R.O.C, এর মানে Regardless of cost বা Regardless of consequences (যেকোনো মূল্যে)। অর্থাৎ এই মিশন সফল করতে হলে আপনি যা চাইবেন, তা-ই পাবেন। এটা এখন অনেকটা এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো। সামনে যা আসবে সব চুরমার করে এগুবে। টাকা লাগবে? পাবেন। কাউকে সরিয়ে দিতে হবে? বলা মাত্র হয়ে যাবে। আপনি কোনো সুদর্শন ফেরারি আসামীর সাথে চুক্তি করতে চান? কোনো সমস্যা নেই। যা করার করেন, শুধু কাজ আদায় হলেই হল।'

'সুদর্শন?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো হকার, 'আচ্ছা, তা না হলেও হবে।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো, 'ও, আচ্ছা।'

'আসল কথা হলো, আপনি যখন অভিযানে নেমে পড়বেন, তখন তো আর আপনার বসেরাই সব বলে বলে করাবে না। কিছু সিদ্ধান্ত আপনাকে নিজেকেই নিতে হবে। আপনার আগের বসও সেটাই করতো।'

ড্যানিয়েলি নীরব থেকেই হকারের কথায় সম্মতি দিলো। ওরা এতদিন যা চেয়েছে, গিবস তা-ই দিয়েছে। শুধু মুরকে থাকার অনুমতি দেয়া ছাড়া। কে জানে, মুর হয়তো একটু বেশিই জেনে ফেলেছিলো।

'কিন্তু আপনাকে তো আমি খুব বেশি কিছু বলতে পারবো না।'

'সেটাই তো আরো বেশি ভালো হবে। আপনার যেটুকু ভালো মনে হবে, ওটুকুই বলবেন। আপাতত আজ আমরা যাদের সাথে দেখা করতে গেলাম, ওদের কথা বলুন। কারা ওরা? আমি খুঁজে বের করবো ওরা কার হয়ে কাজ করে। খোঁজাখুঁজি করলে ওদেরকে কে ভাড়া করেছে সেটাও বেরুতে পারে। মেদিনা ব্যাটাকে আমার খুব নার্ভাস লেগেছে। সম্ভবত স্বেচ্ছায় সে কাজটা করেনি। তাছাড়া আমি নতুন একটা ট্রলারর ব্যবস্থা করতে পারবো। আমার পরিচিত লোক আছে। বিশ্বস্তও হবে।' হকার বললো।

'কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করব?'

নিচে দাঁড়ানো ক্লাবের মালিককে দেখিয়ে হকার বললো, 'ওদের মতো করে আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না জানি, তবে মানুষ যখন নিজের ভালোর জন্য কাজ করে তখন তাকে বিশ্বাস করাই যায়। আপনি আমাকে এমন জিনিস দিতে পারবেন, যা আর কেউ দিতে পারবে না।'

'যদি পারিও, আপনি কিভাবে আমাকে বিশ্বাস করছেন? কাজ শেষে যদি আপনাকে আর না চিনি?'

হকার চেয়ারে হেলান দিয়ে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। অনেকটা পাকা জুয়াড়ির মতো–যে জানে পরের দানে কোন তাসটা খেলা হবে, কিন্তু খেলার মজা তাতে একটুও কমে না।

'আমার হারানোর কিছু নেই। আপনার সাথে দেখা না হলে এখানেই পচে মরতাম। দেখা যখন হলো, তখন একটা চান্স নিতে দোষ কি? দেখা যাক, ভাগ্যে কি আছে।'

ড্যানিয়েলি চেষ্টা করেও হাসি লুকাতে পারলো না। ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক। হকারের প্রস্তাবটা ওর পছন্দ হয়েছে। গিবস অবশ্য খেপে যেতে পারে, তবে তাতেই বেশি মজা পাওয়া যাবে।

'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি। তবে কোনো কথা দিতে পারছি না। আগে আমার বসের সাথে আলাপ করে নিই। সবকিছু ঠিকঠাক হলে আপনাকে জানাবো। চলবে?'

'বহুত খুব।'

ওদের কথা শেষ হতেই চওড়া কাঁধের এক মোচওয়ালা লোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেলো। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গায়ে ধবধবে সাদা ডিনার জ্যাকেট। অনেকটাই পুরনো দিনের সিনেমার নায়কদের মতো। এক হাতে দুটো গ্লাস, অন্য হাতে একটা দামি চিলিয়ান ওয়াইনের বোতল। কাছে এসে পরিচয় দিলো নিজের–এদোয়ার্দো, এই ক্লাবের মালিক। ও যে হকারের কাছে চিরঋণী, সে কথা জানাতে ভুললো না। হকারের সাথে হ্যান্ডশেক করে ড্যানিয়েলির দিকে নজর দিলো এদোয়ার্দো।

'আর বানরের গলায় মুক্তার মালার মত ইনি এখানে কি করছেন?'

হকার ওর খোঁচাটা না শোনার ভান করলো। এদোয়ার্দোর বাড়ানো হাত ধরে ড্যানিয়েলিও নিজের পরিচয় দিলো। এদোয়ার্দো ড্যানিয়েলির হাতে চুমু খেলো। তারপর হকারকে বললো, 'তোমার মতোই একজন আমেরিকান দেখছি!'

'আমেরিকান, তবে আমার মতো না।' হকার বললো।

'ভাগ্যিস!' ফোঁড়ন কাটলো এদোয়ার্দো। তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, 'তোমাদেরকে নাকি কারা তাড়া করেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওরা দেখতে কেমন বা কি পরে আছে, কিছুই বলতে পারবো না। তবে সম্ভবত ওরা এখনও আমাদের খুঁজছে।' হকার বললো।

'কোনো সমস্যা নেই। আমার গাড়িতে করে তোমাদেরকে পৌছে দেব। ততক্ষণে আমি কয়েকজন এক্সট্রা লোক পাহারায় লাগিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়েগোকে বলে দিয়েছি, আজ আর কাউকে ঢুকতে দেবে না,' এদোয়ার্দো জানালো।

করুণ মুখে হকার বললো, 'আজ ছুটির দিন। আজ ক্লাব বন্ধ রাখলে তো বিশাল লোকসান হবে।'

এদোয়ার্দো হাসলো। তারপর ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'হকারের মাথায় বুদ্ধি খানিকটা আছে কিন্তু ব্যবসা একেবারেই বোঝে না। আরে, লোকজনকে

যেখানে আসতে নিষেধ করবেন, সেখানেই বেশি বেশি যাবে। আমি তো সারা সপ্তাহ জুড়ে এরকম করবো ঠিক করেছি। টিকেটের দাম ডাবল করে দিলেও এরচে তিনগুণ বেশি লোক আমি পাব।' তারপর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, 'এতদিন বুদ্ধিটা মাথায় আসেনি কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।' হকার বললো।

'না, তুমি থাকবে না।' এদোয়ার্দো বললো।

তারপর আবার ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'আমাকে একটু উঠতে হবে।' তারপর ওয়াইনের বোতলটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললো, 'আর এই বুদ্ধুটার কাজকর্মে কিছু মনে করবেন না। একজন ভদ্রমহিলার সাথে কিভাবে সময় কাটাতে হয়, তা ও জানে না।'

ড্যানিয়েলি হকারের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

এদোয়ার্দো হালকা মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিলো। সেদিকে তাকিয়ে ড্যানিয়েলি আবার বললো, 'আপনার বন্ধুটাতো দারুণ মজার।'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় ওর আপনাকে পছন্দ হয়েছে,' টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে লেবেলটা পরীক্ষা করতে করতে বললো হকার। তারপর ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিয়ে বললো, 'আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে। খামোখা বসে না থেকে উপভোগ করা যাক।' ড্যানিয়েলি কিছু বললো না, তবে প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে নিজের গ্লাসটাও ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

অধ্যায় : ৮

আরনল্ড মুর ফিরে গেলেন ওয়াশিংটন। গত তিন যুগ ধরে নিজের বাসায় খুব একটা থাকা হয়নি ওনার। গত ছত্রিশ বছরে ওয়াশিংটনে সব মিলিয়ে এক হাজার দিনও কাটিয়েছেন কিনা সন্দেহ। একটানা দুমাসের বেশি কখনোই থাকা হয়নি। এতদিন পরে তাই নিজেকে 'নিজভূমে পরবাসী' বলে মনে হচ্ছে তার।

তবে এবার বাড়ি ফিরে ভালোই লাগছে। ক্যারিয়ারের পড়তি বেলা এখন, আর তার বসের সাথেও সারাক্ষণ খিটমিট লেগেই আছে। বাড়ি ফেরার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়, ভাবলেন মুর।

স্টুয়ার্ট গিবস একজন ছিটগ্রস্ত মানুষ, সাথে ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ফলে এমন কোনো সহকর্মী বা অধস্তন নেই যার মাথাটা সে চিবিয়ে খায়নি। গত কয়েকবারের কথাবার্তাতেই মুর বুঝেছে এবার ওর পালা।

ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হয়েছে যখন দেখা গেলো ওয়াশিংটন ফেরার পর গিবস মুরের সাথে মাত্র একবার যোগাযোগ করেছে। কেন তাকে ডেকে আনা হলো সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যাও নেই। মুর বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছেন যোগাযোগ করার কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া নেই।

এক সপ্তাহ বাদে শেষমেষ আজ ডাক পড়েছে। মুর তাই এখন আছেন NRI-এর হেড অফিসে। বিশাল এক কমপ্লেক্স এটা। নাম ভার্জিনিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। সংক্ষেপে VIC. VIC-তে আছে ঝকঝকে পাঁচটা বিল্ডিং। সবকটির দেয়াল পাথরে তৈরি। বাইরের দিকটা নকশা কাটা কাচ দিয়ে সাজানো। আশেপাশে প্রচুর খোলা জায়গা। দেখলে মনে হবে যেন কোনো দামি রিসোর্ট বোধহয়। এত গাছ আর চারিপাশ এত ছিমছাম যে এটা সরকারি কোনো অফিস বলে বিশ্বাসই হয় না। শুধু দরজার সশস্ত্র গার্ড আর বোমা শনাক্তকারী কুকুর দেখেই কিছুটা সন্দেহ জাগে।

মুর অবশ্য নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই চলে এসেছেন। জায়গাটার মাটিতে কি একটা সমস্যা থাকার কারণে পাঁচটা ভবন-ই একসাথে বানানো হয়নি। পূর্ব দিকে বানানো হয়েছে চারটা বিল্ডিং আর পশ্চিমে বাকি একটা। পঞ্চমটাতেই স্টুয়ার্ট গিবস আর অপারেশন ডিভিশনের অফিস। ভবনের

সামনেই একসারি ওক গাছ। প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। ফলে রাস্তা বা মেইন গেট এমনকি অন্যান্য ভবন থেকেও এই ভবনটা দেখা যায় না। যদিও ব্যাপারটা ইচ্ছা করে করা হয়নি কিন্তু মুরের মনে হয় NRI-এর আসল চিত্রটাও আসলে এমনই। একদিকে গিবস আর ওর চামচারা, অন্যদিকে বাকিরা।

NRI-এর যাত্রা শুরু হয় নব্বই দশকের শেষ দিকে। সংস্থাটা দুটো স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত। প্রধান শাখা হলো রিসার্চ ডিভিশন বা গবেষণা বিভাগ। এটা কাজ করে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো শীর্ষ উদ্যোক্তার সাথে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা পায় উন্নত প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা মিলিটারি অথবা নাসার আবিষ্কৃত নতুন কোনো তথ্য উপাত্ত। ফলে ইউরোপ বা জাপানের আগেই আমেরিকা ভাগের মাল লুটে নিতে পারে।

কিন্তু রিসার্চ ডিভিশন NRI এর শুধু একটা দিক–যেটাকে বলা হয় বেসামরিক অংশ। NRI -এর আগে আরো একটা দিক আছে- অন্ধকার দিক, যার নাম অপারেশন ডিভিশন। NRI গঠনের ছয় মাস পরে বহু তর্কবিতর্কের পর কংগ্রেসে এর আরেকটা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন সেই বিভাগটাই হলো অপারেশনস ডিভিশন, সংক্ষেপে OpD. OpD সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল আরো খারাপ। বিদেশি ব্যক্তিদের শিল্পোন্নয়নের সব গোপন খবরাখবর সংগ্রহ। CIA-এর প্রাক্তন কিছু সদস্যকে এখানে নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ পায় স্টুয়ার্ট গিবস। বাইরের কেউ কিন্তু কিচ্ছুটি টের পেলো না। সবাই ভাবলো এটা রিসার্চ ডিভিশনের সহযোগী; সুন্দরী বড় বোনের যোগ্য ছোট বোন। রিসার্চ ডিভিশনই পত্রিকা বা সিনেটর বা বিভিন্ন কোম্পানির CEO-দের সামলাতো। ফোর্বস আর বিজনেস উইকে নিয়মিত আর্টিকেল বেরুতো কাজের অগ্রগতির উপর। আমজনতার কাছে তাই রিসার্চ ডিভিশন -ই হল NRI. বাজেটের আশি ভাগ, কর্মচারীদের নব্বই ভাগ আর পাঁচটা বিল্ডিংয়ের চারটাই এই বিভাগের দখলে। তাই খুব স্বল্পসংখ্যক লোক-ই জানে যে, এর আড়ালে OpD-ই আসল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

মুর তাই অন্য চারটা ভবন ছাড়িয়ে আসতেই না হেসে পারলেন না। এতদিন ধরে NRI-তে কাজ করেও একদিনের জন্যেও এগুলোতে পা রাখা হয়নি তার। আজও হলো না। ভবিষ্যতে হবে কিনা তা নির্ভর করছে কমপে-ক্সের অপর পাশে, স্টুয়ার্ট গিবসের রুমে।

আধা মাইলটাক হেঁটে মুরের ভালোই লাগলো। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে লবিতে পৌছে গেলেন। ID আর বুড়ো আঙ্গুল স্ক্যান করা হলো প্রথম তলাতেই। চারতলায় আরো একবার এসব সারার পর হাজির হলেন ডিরেক্টরের ওয়েটিং রুমে। গিবসের সেক্রেটারি ওর দিকে না তাকিয়েই বললো, 'স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ডিরেক্টরের রুমে কোনো জানালা নেই। তবে আকারে বিশাল আর প্রচুর আলো। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন একজন মানুষের পক্ষে কিছুটা ব্যতিক্রম-ই বটে। মুর ঢুকতেই স্টুয়ার্ট গিবস এগিয়ে এলো।

হাত বাড়িয়ে বললো, 'ওয়েলকাম আরনল্ড, বরাবরের মতই আগে আগে চলে এসেছেন।'

কথাগুলো শুধু বলার জন্যই বলা–কোনো আন্তরিকতা নেই। গিবসের হাসি দেখে মনে হলো কোনো জলাতঙ্ক আক্রান্ত প্রাণী কাউকে কামড়ানোর জন্য খুঁজছে। মুরের তাই নিজেকে মোটেও স্বাগতম বলে মনে হলো না।

'বসুন, বসুন।' সামনের চেয়ারগুলো দেখিয়ে মুরকে বসতে বললো গিবস। সেখানে আগে থেকেই একজন বসে আছে।

'ম্যাট ব্লানডিনকে আমিই ডেকেছি। ওর কাছে কিছু তথ্য আছে যা আপনার জানা দরকার।' ব্যাখ্যা করলো গিবস।

ম্যাট ব্লানডিন NRI-এর সিকিউরিটি চিফ। এক বিশাল হোঁৎকা লোক। ওর বিশাল দেহটা এই ছোট চেয়ারে কিভাবে এঁটেছে সেটাই এক বিরাট রহস্য। চেইন স্মোকার, মদও খায় কাড়ি কাড়ি। এই সকাল আটটাতেই ওর গা থেকে নিকোটিনের বিশ্রী গন্ধ আসছে। এলোমেলো চুল আর ভাঁজ পড়া কাপড়চোপড়-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সারারাত ও বাইরে ছিলো। তবে এখন পর্যন্ত এসব কারবারে ব্লানডিন সেরাদের অন্যতম। প্রায়ই FBI, SEC বা কংগ্রেসের বাজেট অফিসে ওর পরামর্শের জন্য ডাক পড়ে। NRI ওকে ছেড়ে দেয়া মাত্রই অন্য কোনো কোম্পানি আরো কয়েকগুণ বেশি বেতন দিয়ে হলেও ওকে লুফে নেবে। মুর বানডিনের পাশেই বসলেন। উনার মনে হলো আসার আগে একজন উকিল সাথে করে আনলে ভালো হতো।

গিবসই কথা শুরু করলো, 'কতদিন পর আমাদের দেখা হলো বলুন তো? নয় মাস না এক বছর?' বলে কাঁধ উঁচালো গিবস, 'অনেক দিন পর।'

শুকনো, চৌকো মুখ গিবসের। মুরের চেয়ে আট বছরের জুনিয়র। ইতিমধ্যে সোনালি চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু যত্ন করে আঁচড়ানো। পরনে ডিজাইনার স্যুট কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ঢিল হয়ে গেছে। গিবস সবসময়ই এমন চিকন চাকন তবে আগেরবারের চেয়ে আরো বেশি ওজন কমেছে বলেই মনে হলো মুরের। চেহারায় কেমন একটা ইঁদুর ইঁদুর ভাব চলে এসেছে।

প্রথম প্রশ্নটা মুর-ই করলেন, 'ঠিক আছে স্টুয়ার্ট, আমাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা আমি জানতে চাই।' স্বরটা একটু রাগতই শোনালো।

'আপনার কথার সুর আমার পছন্দ হচ্ছে না।' গিবস বললো।

'হবার কথাও না। কিন্তু কারো পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়ে এক সপ্তাহ কোনো যোগাযোগ না করলে তার কাছ থেকে মধুর মত স্বর আশা করা বৃথা।'

গিবস মুরের দিকে তাকালো, 'আমাদের তিনজনের একসাথে বসার কারণ আছে। প্রথম কারণ দুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। ঘটনাটা ঘটেছে ড্যানিয়েলি লেইডল' আর মি. দুয়ার্তে মেদিনার মধ্যে, যাকে আপনিই কয়েকদিন আগে ড্যানিয়েলির সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন।'

মুরের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো, 'কি ঘটনা?'

'দেখা করতে গেলে ড্যানিয়েলির উপর হামলা করা হয়। ও প্রাণে মরতে মরতে বেঁচেছে।'

'আমি জানতাম। আমি জানতাম এরকম কিছু একটা হবে। তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমাকে ওখানেই থাকতে দাও। আমি ওকে বাঁচাতে পারতাম।' উত্তেজিত স্বরে মুর বললেন।

বোঝাই যায় না এমনভাবে গিবস মাথা ঝাঁকালো, 'হয়তোবা, অথবা না। একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হচ্ছি, আমি আপনাকে চলে আসতে বলার আগ পর্যন্ত আপনার এই মেদিনার কিন্তু কোনো খোঁজই ছিলো না।'

'কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

গিবস কাঁধ উঁচালো। 'যদি ড্যানিয়েলি মারা যেতো, তাহলে আমাদের হাতে আপনাকে ফেরত পাঠানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকতো না।'

মুর দাঁতে দাঁত পিষলেন, 'তুমি নিজে এই কথাটা বিশ্বাস করো?'

'মেদিনা ছিলো আপনার পরিচিত। ধরে নিলাম বিশ্বস্ত। কিন্তু ওর সাথে দেখা করতে গিয়েই ড্যানিয়েলির উপর আক্রমণ হলো, কাকে সন্দেহ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? আমার জায়গায় থাকলে আপনিও একই কাজ করতেন।'

মুর একবার বানডিনের দিকে তাকালেন আরেকবার গিবসের দিকে। ও না থাকলে উনি এতক্ষণে গিবসের গলা টিপে ধরতেন।

'তুমি যদি ভেবে থাকো...'

গিবস ওনাকে থামিয়ে দিলো। 'আপনিই আমার সাথে ঝগড়া করে জোর করে ড্যানিয়েলিকে দায়িত্ব পাইয়েছেন। এরপরে অভিযানের সাথে আপনার আর কোনো সম্পর্ক না থাকার পরেও প্রতিদিন ফোন করে আপডেট জানার জন্য জোরাজুরি–এতে কি এটাই বোঝা যায় না যে, আপনি কিছু একটা ঘটার অপেক্ষা করছিলেন?'

মুরের কণ্ঠ চড়ে গেলো, 'তুমি একটা আস্ত কুকুর। ড্যানিয়েলি শুধু আমার পার্টনার-ই না, আমার মেয়ের মত। তুমি ওসব বুঝবে না। এই ইট-পাথরের অফিসে থাকতে থাকতে তোমার স্বভাবও ওগুলোর মতই হয়ে গেছে।'

হঠাৎই মুর বুঝতে পারলেন উনি গিবসের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন। গিবস এসব ইচ্ছে করে বলেছে যাতে উনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারান। 'তুমি

খুব ভালো করেই জানো, ড্যানিয়েলির ক্ষতি হয় এমন কোনো কিছুই আমি করতে পারি না। এইসব ফালতু কথা বন্ধ করো, আর সত্যি করে বলো আমাকে এখানে কেন ডেকেছো।'

গিবস কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। যেন ভাবছে মুরের কথা বিশ্বাস করবে কিনা। তারপর চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বিপক্ষে অবশ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করছি।' মুরও চেয়ারে হেলান দিলেন। গিবসের কথাবার্তা আরেকটা ফাঁদের পূর্বাভাস মনে হচ্ছে তার কাছে।

'উনাকে ছবিগুলো দেখাও,' ব্লানডিনকে গিবস বললো।

ব্লানডিন টেবিলের উপর থাকা একটা ফোল্ডার খুলে সাদাকালো একটা ছবি বের করলো। দূর থেকে তোলা।

'এটাই কী আপনার দুয়ার্তো মেদিনা?'

মুর কিছুক্ষণ ছবিটা নেড়েচেড়ে বললো, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ব্যাটা পটোল তুলেছে। আক্রমণের আগের দিন থেকেই লাশ মর্গে পড়ে আছে।'

মুরের মুখটা একটু করুণ হয়ে গেলো। মেদিনার চাচা একবার ওনার খুব বড়ো উপকার করেছিলো। বন্ধুর মতোই ছিলো ওনাদের সম্পর্ক।

'তুমি নিশ্চিত?'

ব্লানডিন মাথা ঝাঁকালো।

'কে খুন করেছে জানা গেছে?'

'এখনও না। পুলিশ কোনো ক্লু খুঁজে পায়নি,' ব্লানডিন বললো।

পরের কথাটা বললো গিবস, 'তবে ব্যাটাদেরকে গর্ত থেকে বের করতে আমরা একটা প্ল্যান করেছি। আর সেজন্যেই আবার আপনাকে আমাদের দরকার।'

'ও! ব্যাপার তাহলে এই।'

গিবস একটা শয়তানি হাসি হাসলো। তারপর উল্লসিত কণ্ঠে বললো, 'আমরা এমনভাবে ঘটনাটা সাজাবো, যাতে করে মনে হয়, আপনি ফেঁসে গেছেন। আজকের মিটিংটা হলো এক নম্বর স্টেপ। আমি নিশ্চিত ইতোমধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। দুয়েকদিনের মধ্যে অফিসের সবাই জেনে যাবে। তারপর আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। সবাই ধরে নেবে আপনাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হচ্ছে। তবে চিন্তা করবেন না–বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে নয়–সেটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাবে। কারণ হিসেবে বলা হবে অসহযোগিতা, টাকা-পয়সার অপব্যবহার আর আপনার-আমার মধ্যে বনিবনা না হওয়া।'

'শেষের কারণটা সত্যি।' ফোঁড়ন কাটলেন মুর।

'সেজন্যই এটা রাখা হয়েছে,' গিবস আশ্বস্ত করলো।

এদিকে ব্লানডিন চুপচাপ বসেই আছে, মুর বুঝতে পারলো না বেচারার কি এখানে কোনো ভূমিকা আছে, না শুধু শুধুই এসেছে। ওর বিশাল মুখটা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ব্লানডিন এমনিতে ভালো কিন্তু গিবসের চামচাদের একজন। গিবস ওদেরকে প্রশ্রয় দেয়, ফলে ওরা সবসময়ই গিবসের পক্ষে থাকে। এজন্য মুর অবশ্য ব্লানডিনকে দোষ দেয় না, ওর সমস্ত রাগ গিবসের উপর।

'আর কি কি অপবাদ ঘাড়ে নিতে হবে আমাকে?'

'ব্লানডিনের ধারণা ওরা আপনাকে কেনার চেষ্টা করবে, অন্তত ভাড়া করার চেষ্টা তো করবেই। ও, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। ইতোমধ্যে আপনার নামে বিভিন্ন দুর্নাম রটিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাই এখন জানে আপনার মাথার ঠিক নেই। জুয়া খেলে সর্বশান্ত। এখন আপনার টাকা খুবই দরকার। গতবার ম্যাকাউ ঘুরে আসার পর থেকেই আপনার এই অবনতি।'

মুরের চেহারায় অবিশ্বাস। 'এটা কোনো কথা হলো নাকি? একজন হেড অব দ্য অপারেশনস্‌কে সরাসরি শত্রুর দলে ঢুকিয়ে দেয়া! এটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না? আসল ব্যাপার তো সবাই ধরে ফেলবে।'

'এই হারামজাদারাই বেশি বেশি।' ব্লানডিন বিড়বিড় করে বললো, 'এরা আপনার পার্টনারকে মিটিং-এ ডেকে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে চেয়েছে, এমনকি লুকাতেও চায়নি। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। ব্যাপারটা পুরোই আনপ্রফেশনাল। হয় এদের উপর ছড়ি ঘোরানোর কেউ নেই নয়তো ওরা কিছু আনপ্রফেশনাল উন্মাদ।'

'আনপ্রফেশনাল? ছড়ি ঘোরানোর কেউ নেই?' মুরের দৃষ্টি ব্লানডিন থেকে ঘুরে গিবসের দিকে ফিরলো, 'আমরা কি ওদের ব্যাপারে কথা বলছি নাকি আমাদের? কারণ এই প্ল্যানটাও আমার কাছে আনপ্রফেশনাল বলেই মনে হচ্ছে।'

'সময় নিয়েই প্ল্যানটা করা হয়েছে। ওরা যদি ভেতরের খবর জানতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই সবচে বেশি জানা লোকটার কাছেই যাবে। আর সেটা হলেন আপনি–একজন নাখোশ, পদচ্যুত সাবেক কর্মকর্তা যার মাথা ভরা তথ্য।' গিবস বললো।

মুর হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। এত বোকা কেউ হয় নাকি!

এতক্ষণ গিবসের কণ্ঠে একটু দোনোমনা ছিল, কিন্তু এবার একেবারে নিশ্চিত সুরে বললো, 'আরনল্ড, আমি জানি আমাদের কখনোই বনিবনা হয় না। কখনোই বনেনি। আমি নিশ্চিত আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টকে জিজ্ঞেস

করলে জানা যাবে যে, আপনি মনে করেন আমার চেয়ারে আসলে আপনার বসা উচিত ছিলো। কিন্তু আমি জোর করে দখল করে আছি কারণ আপনার যোগ্যতা আর সামর্থ্যকে আমি ভয় পাই। আসলেই আমার জায়গায় আপনি হলে হয়তো আরো ভালো চালাতে পারতেন। কেন আমি আপনাকে বারবার সারা দুনিয়া ঘুরতে পাঠাই, জানেন? যাতে আপনি ওয়াশিংটনের বাইরে থাকেন। কারণ একমাত্র আপনারই সামর্থ্য আছে আমাকে উৎখাত করার। আপনি আমার চেয়ে সেরা কিন্তু কিছুই করার নেই। এই শো চালাই আমি। কে কি করবে না করবে সেই নির্দেশ দেই আমি–আপনি না। সেজন্য এবারও আমি যা বলব, আপনি সেটাই করবেন।'

মুর একটা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। তাতে ঘৃণা আর করুণা দুটোই প্রকাশ পেলো। 'আমি আর তোমার কাজ করবো না। অন্তত তুমি যেভাবে বলছো, সেভাবে তো না-ই। অতএব, আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ নেই। তোমার মনে হয়, আমি তোমার পদে বসতে চাই? আমি সেটা চাইলে তুমি এই চেয়ারের ধারে কাছেও থাকতে না। তোমার আক্কেল জ্ঞান কম। সেই সাথে ঘাড়ত্যাঁড়া।'

মুর মাথা নেড়েই চলেছেন, 'এই প্ল্যানটা পুরোই উদ্ভট আর হাস্যকর। তুমি যা যা বলেছো সবই এটার মতো হাস্যকর। শেষ মুহূর্তে অভিযান থেকে আমাকে বাদ দেওয়া, এই আজগুবি গল্প ফাঁদা, টোপ হিসেবে আমাকে ব্যবহার করা–সবই জঘন্য প্ল্যান। সবই অপরিণত মস্তিষ্কের ফসল। এটা বাস্তবায়ন করতে গেলেই লোকজন মারা পড়বে। অলরেডি একজন মারা পড়তে গিয়েছিলো।'

'আপনি একটু বেশিই বোঝেন, আরনল্ড।' হুমকির সুরে বললো গিবস।

'আর তুমি কিছু বোঝো-ই না। এখনও তুমি মেয়েটাকে কয়েকজন সিভিলিয়ান আর রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ভাড়াটে সিকিউরিটির সাথে ঐ জঙ্গলে পাঠাতে চাও? এসব ঘটনার পরেও?' মুর জিজ্ঞেস করলেন।

'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, তা সে জানে।'

'ডিক্সনও জানতো।' মুর বললেন চিৎকার করে। 'কোথায় সে? ও আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ফিরে এসেছে? জঙ্গলের আদিবাসীরা ওদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে, না হয় ড্যানিয়েলিকে হামলা করা ওই কুকুরগুলোর হাতে মরেছে। আর এখন তুমিও একই রাস্তায় ওকে পাঠাচ্ছো। এতো ওকে স্রেফ যমের মুখে ঠেলে দেওয়া।' রাগে মুর গিবসের দিকে আঙুল তুলে কথা বলা শুরু করলেন, 'এই কাজটা করার আরো অনেক ভালো উপায় আছে। যত দ্রুত তুমি এটা মেনে নেবে...'

'যথেষ্ট হয়েছে।' গিবস ডেস্কে কিল মেরে মুরকে থামিয়ে দিলো। রাগে মুখ রক্তবর্ণ।

'আর কোনো উপায় নেই। আমাদের জন্য, দেশের জন্য হলেও কাজটা সফল করতে হবে।'

রুমটা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। রাগ সামলাতে গিবস এক হাত অন্য হাতের মধ্যে পিষতে লাগলো।

'আপনি জানেন আমাদের স্বভাব? আমেরিকান–যারা নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তারা কি করে জানেন? আমরা চীনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আরবদের তেলের টাকা শোধ করি। একদিন চীন টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবে, আর না হয় আরবরাও তেল দেওয়া বন্ধ করে দেবে।' কড়া কণ্ঠে বললো গিবস। তারপর একটা ফোল্ডার মুরের দিকে ঠেলে দিলো, 'যদি সত্যিই জিনিসটা উদ্ধার করা যায় তবে তা হবে নতুন দুনিয়ার চাবি। আগামী কমপক্ষে একশো বছর জ্বালানি নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

"শীতল ফিউশন"–মানে দূষণমুক্ত অবারিত শক্তি। ভাবুন তো, দূষণমুক্ত, সস্তা জ্বালানি দিয়ে চলছে গাড়িঘোড়া, ট্রেন বা বাসা বাড়ি। পরিবেশ দূষণ নেই, জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি নেই, পারমাণবিক বর্জ্যও নেই। আর তা থাকবে পুরো আমাদের দখলে। তার মানে ভবিষ্যৎ শত্রুর কাছে দেনাদারও থাকতে হবে না। আরেকজনের কাছে ভিক্ষাও করতে হবে না। আপনি চান এটা আর কারো হাতে পড়ুক?'

এই বয়ান মুর আগেও শুনেছে। কিন্তু মুর গিবসের এই বক্তব্যের সাথে যতটা একমত, একটু আগে বলা প্ল্যানের সাথে ততটাই দ্বিমত। এরপরেও মুর চুপ করে থাকায়, গিবস হতাশ হয়ে শব্দ করে শ্বাস ফেললো।

'আপনাকে বেতন দেয়া হয় কি জন্য? খুঁজে খুঁজে দেশের উপকার হয় এমন সব জিনিস অন্যদের আগে দখল করার জন্য। অন্যবারের মতো কোন ল্যাব বা ডাটাবেসের বদলে এবারের অভিযানটা একটা মাটির গর্তের ভেতর। এটা অন্য সবকটির চেয়ে বড়। এটাকে এ যুগের "ম্যানহাটন প্রজেক্ট" বললেও ভুল হবে না। কিন্তু তার পরেও আমি চাইলেই তো ওখানে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অভিযান চালাতে পারি না। সেটা কী সম্ভব? আপনিই বলুন?'

'না', তবে তুমি আর কিছু ঘটার আগে আমাকে ফেরত পাঠাতে পারো।' মুর বললেন।

আবেগ দিয়ে বা ঝগড়া করে মত পরিবর্তন করার মানুষ গিবস না। নিজের গোয়ার্তুমি রক্ষা করতে যতদূর করা যায় ও করবেই। মুরও এটা জানতেন। কিন্তু তারপরো চুপ থাকতে পারেন নি। গিবস ব্রানডিনের হাত থেকে ফোল্ডারটা নিয়ে বন্ধ করে দিলো। আলোচনা শেষ।

'আপনি কাজটা করবেন-ই না, তাইতো? আচ্ছা, করতে হবে না।' বলতে বলতে গিবস হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এলো। এই মুহূর্তে ওকে দেখতে সাক্ষাৎ

শয়তানের মতো লাগছে। তারপর চিঁচিঁ করে বললো, 'কিন্তু আপনাকেও আর ফেরত পাঠানো হবে না আর আপনার সাবেক আদরের সহকারী ওখানেই থাকবে। আর কারা আমাদের পিছু নিয়েছে তা জানার আগ পর্যন্ত সে কিন্তু মোটেও বিপদমুক্ত হবে না।'

মুর গিবসের দিকে তাকিয়েই থাকলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। পিনপতন নিস্তব্ধতায় দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর গিবসের দাঁতালো হাসিটা দেখে মুর বুঝতে পারলেন, কাজটা তার না করে উপায় নেই।

অধ্যায় : ৯

লিফটের দরজাটা খুলতেই প্রফেসর ম্যাককার্টারকে দেখা গেলো। সাথে সুসান ব্রিগস আর উইলিয়াম ডেভারস। গন্তব্য আজকের মিটিং। একটা সরু হলওয়ে দিয়ে এগুলেই পাওয়া যাবে মিটিং রুম। মাথার উপরে হাজার হাজার পানির পাইপ আর ইলেকট্রিক তার দেখা যাচ্ছে। মেঝেটা তৈরি রুক্ষ, শক্ত কনক্রিট দিয়ে। দেখে ম্যাককার্টার খুবই অবাক হলেন। কিন্তু বিস্ময় কিছুক্ষণ পরেই দুশ্চিন্তায় রূপ নিলো যখন দেখলেন তাদের পাশ দিয়েই কোমরে পিস্তল গোঁজা আর কানে মাইক্রোফোন নিয়ে এক গাট্টাগোট্টা লোক হেঁটে গেলো। লোকটা তাদেরকে হাত দিয়ে এক কোণের দিকে যেতে ইশারা করলো।

'সিকিউরিটি।' ডেভারস জানালো। 'বিদেশে গেলেই এরা আমাদের সাথে যায়। আপনাদেরকে রাশিয়ার একটা কাজের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? তখন আমাদের সাথে কয়েকজন প্রাক্তন প্যারাট্রুপার ছিলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওদের কারো-ই দাঁত ছিলো না।'

সুসান হাসলো, 'যাহ্! তা আবার হয় নাকি?'

'তবে খুব ভালো মানুষ ছিল। চাইলেই ভদকা শেয়ার করতো, কিন্তু শুধু ঐ দাঁতের যত্নটাই নিতো না।' তারপর ঘুরে পিছনের লোকটাকে জরিপ করে বললো, 'এই ব্যাটাদের কি নেই, কে জানে!'

ম্যাককার্টারও ঘুরে এক নজর দেখে বললেন, 'অন্তত এই ব্যাটার দাঁত আছে নিশ্চিত।' পার্লার 'এ' লেখা একটা দরজাতে গিয়ে হলওয়েটা শেষ হলো। ঢুকতেই দেখা গেলো মার্ক পোলাস্কি আর ড্যানিয়েলি দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাককার্টার সামনের সারিতেই বসে পড়লেন; একেবারে ক্লাসের ভালো ছেলেটার মত। এতদিন পর আবার ছাত্র হতে পেরে বেশ মজাই লাগছে তার।

সবাই বসে পড়ার পর ড্যানিয়েলি দরজার কাছে গিয়ে সিকিউরিটি লোকটাকে বললো দরজা আটকে দিতে। তারপর সবার দিকে ফিরে বললো, 'স্যরি, এরকম একটা জায়গায় মিটিং-এর ব্যবস্থা করায়। হোটেলে এই একটা ছোট রুম-ই খালি ছিলো। অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেন খালি!'

ড্যানিয়েলি বাতিগুলো কমিয়ে দিয়ে একটা রিমোটে চাপ দিলো। রুমের সামনের দেয়ালে একটা প্রাচীন মায়ান মন্দিরের ছবি ফুটে উঠলো।

'আমরা আমাদের অভিযান শুরু করার দ্বারপ্রান্তে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন আমরা আসলে আমাজনের ভেতরে মায়ান জাতির একটা শাখা খুঁজতে যাব। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কিন্তু এটুকুই নয়—আরো বড়। আমরা এমন একটা জায়গা খুঁজছি, যেটাকে বলা যায় মায়ান সভ্যতার সূতিকাগার—মায়ানদের বেহেশত—একটা শহর, যার নাম তুলান জুয়ুয়া।'

সুসান ব্রিগস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে প্রফেসর ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো। 'এরা কি সিরিয়াস? কি আজগুবি কথা বলছে?'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যাককার্টার, 'আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

ড্যানিয়েলি হাতের রিমোটে আবার চাপ দিলো। একটা রঙচঙে ম্যুরাল দেখা গেলো এবার। তাতে দেখা যাচ্ছে মাঝরাতে চাঁদের আলোয় ভয়ে জড়োসড়ো চারজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। ড্যানিয়েলি প্রফেসর ম্যাককার্টারকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমার কোনো ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন ম্যাককার্টার।

'মায়ান লোককাহিনি অনুযায়ী, একসময় পৃথিবী ছিলো অন্ধকার, সূর্যের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। তখন আলো বলতে ছিলো দিগন্তের এক কোণে এক ধূসর পিণ্ড। এমনি এক আলোহীন সময়ে মায়ান দেবতারা প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তাদের স্থান হয় তুলান জুয়ুয়া নামক স্থানে। এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি গোত্রে একজন করে উপ-দেবতা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে "কুইশে মায়া" গোত্রের দেবতা ছিল টোহিল। টোহিল আগুন সৃষ্টি করত। সেই অন্ধকার শহরে তাই কুইশে মায়া গোত্র আলাদা এক উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়। একমাত্র তাদের মুঠোতেই থাকে আলো আর তাপের শক্তি।

কুইশে উপজাতির পূর্বপুরুষেরা তাই তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং আলাদা বাসস্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। লোককাহিনি অনুযায়ী কুইশেরা তাদের দেবতার আত্মাকে একটা বিশেষ পাথরের মধ্যে ভরে সাথে নিয়ে যায়। আকাশ আর সমুদ্র পথে বহু ক্রোশ পাড়ি দিয়ে তারা শেষমেষ মধ্য আমেরিকায় গিয়ে বসত গড়ে। আজকের গুয়াতেমালা, বেলিজ, মেক্সিকোতেই তারা থেকে যায়—তুলান জুয়ুয়ায় আর ফিরে যায়নি।'

ড্যানিয়েলি ছবিটা পাল্টে দিলো। এবারের ছবি একটা প্রাচীন মায়ান ধ্বংসাবশেষের।

'পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিকই তুলান জুয়ুয়াকে একটা স্রেফ পৌরাণিক কাহিনি বলেই মনে করেন। তাদের ধারণা, আটলান্টিসের মতোই এটা যেন এক হারানো নগরী। আর যদি পাওয়াও যায় তবে পাওয়া যাবে কোনো না কোনো মায়ান শহরের ধ্বংসাবশেষের নিচে। যেমন পুরাতন সানফ্রানসিসকো চাপা পড়েছে আজকের আধুনিক শহরের নিচে। কিন্তু আমাদের ধারণা, আমরা

শহরটা খুঁজে পাবো এই আমাজনে–যেখানে খোঁজার কথা কেউ চিন্তাও করেনি।'

ড্যানিয়েলি স্লাইড পাল্টালো। একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাথর দেখা গেলো, যার মধ্যে জায়গায় জায়গায় খোদাই করা।

'কয়েকমাস আগে NRI-এর হাতে এটা আসে। এটাকে উদ্ধার করা হয়েছে আমাজনের ভেতর থেকে।' আবারো স্লাইড পাল্টালো সে। একই পাথরের ছবি–আরেক দিক থেকে। ম্যাককার্টার যেন দৃষ্টি দিয়ে পুরো ছবিটাকে গিলছেন।

'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, পাথরটা বাজেভাবে ক্ষয়ে গেছে, আর খোদাইগুলোও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু "মাইক্রো ডেনসিটি রিলিফ" নামে এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা কিছু কিছু নকশা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। আর তার ফলাফল ছিলো একেবারে তাক লাগানো।'

পরের স্লাইডেও একই পাথর, তবে এবার কম্পিউটারের সাহায্যে উপরের খোদাইগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে।

'এই নকশাগুলো শুধু এক ধরনের লেখার সাথেই মেলে, আর তা হলো মায়ান হায়ারোগ্লিফিক। এর মধ্যে দুটো নকশাকে চেনা যাচ্ছে। একটা হলো একজন লোকের নাম–জাগুয়ার কুইশে, মায়ান পূর্বপুরুষদের একজন। আর এই অর্ধেক নকশাটা সম্ভবত ভেনাস–শুকতারা।'

ম্যাককার্টার নিবিড়ভাবে নকশাগুলো দেখলেন। পরিষ্কারভাবেই মায়ান নকশা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পাথরটার অবস্থা এতোটাই খারাপ, কিভাবে এরা এটা থেকে নকশাগুলো উদ্ধার করলো কে জানে। অনুমান নির্ভর কাজ সম্ভবত।

ড্যানিয়েলি এরপর NRI-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করলো।

'বিগত আট মাসের চেষ্টায় আমরা আরো কিছু জিনিস হাতে পেয়েছি যাতে আমাজনের ভেতরেই মায়ান লিখন পদ্ধতির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের হাতে না পাওয়া একটি পাথরের মধ্যে আরো শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

পরের ছবিটা আরেকটা পাথরের। একটা পুরাতন, লালচে ছবির স্ক্যান কপি। ছবিটার মাঝ বরাবর দাগ পড়া, কোণার দিকে রঙ উঠে গেছে। ছবিটা একটা বিশাল আয়তকার পাথরের–পাশে দাঁড়ানো দুজন মানুষ। একজন হাতদুটো আড়াআড়িভাবে বুকের কাছে ভাঁজ করে এক পা পাথরটার উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের জন এর পাশে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে পাথরটার গায়ে কিছু একটা দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে দুজন জেলে বিশাল এক মাছ ধরে তার পাশে পোজ দিচ্ছে।

'ছবিটা ১৯২৬ সালের। ব্ল্যাকজ্যাক হেনরি মার্টিন যখন প্রথম আমাজনে অভিযান চালান, তখনকার। উনি ঐ বছর এপ্রিলে মানাউস থেকে রওনা দেন আর ফিরে আসেন ১৯২৭ সালের মার্চে। আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু বর্ষার ভারী বর্ষণে আমাজনের ভেতরে থাকা সম্ভব হয়নি। মার্টিন কিন্তু তখনকার দিনে ভালোই জনপ্রিয়তা পান। একজন ধনী অভিযাত্রী আর স্বঘোষিত ভাগ্যান্বেষী যে কিনা দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্রের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে ফেলেছে—তখনকার পত্রিকাগুলোতে ভালোই কাটতি পায় তার কেচ্ছা। যদিও মার্টিনের এসব অভিযানের ব্যাপারে কোনো প্রশিক্ষণ ছিলো না, তারপরও তিনি তার অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা মোটামুটি প্রফেশনাল লোকদের মতোই সংরক্ষণ করেছিলেন। এজন্যই এই পাথরটার ছবি এবং আকার আকৃতি রেকর্ড করা অবস্থায় পাওয়া যায়।'

আরেকটা স্লাইড ভেসে উঠলো পর্দায়।

'আরেকটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা এই ছবিটারও বেশ খানিকটা ঠিকঠাক করেছি। বিশেষ করে এই জায়গাটা।'

ড্যানিয়েলি একটা লেজার প্রিন্টার দিয়ে ছবির একটা জায়গা দেখালো তারপর পরের স্লাইডে চলে গেল। আগের ছবিটারই স্পষ্ট আর কাটা একটা অংশ। পাথরটার উপরের হায়ারোগ্লিফিকগুলো এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ম্যাককার্টার দেখামাত্র চিহ্নগুলো চিনতে পারলেন। এই হায়ারোগ্লিফটা এর আগেও অনেকবার দেখেছেন। ইয়ুকাতানে দু'বছর ছিলেন ম্যাককার্টার। তখন এটা সামনে থেকে চোখে দেখেছেন, ছুঁয়ে দেখেছেন আর বহুবার চিহ্নটা এঁকেছেন। "সপ্ত গুহা-সপ্ত গিরিখাত।" জোরে জোরেই বললেন তিনি।

ড্যানিয়েলি হাসলো। প্রফেসরের প্রতি একটা আলাদা সমীহ অনুভব করলো হঠাৎ। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মায়ান ভাষায় "সপ্ত গুহা-সপ্ত গিরিখাত" তুলান জুয়ুয়ার-ই অপর নাম।'

সুসান ব্রিগস খাতা খুলে কিছু লেখা শুরু করলো।

'তোমার এসব না লিখলেও চলবে।' প্রফেসর ওকে বললেন।

'আমি জানি। তারপরও ইচ্ছা করছে, তাই।' সুসান জবাব দিলো। ম্যাককার্টার কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালেন।

'মার্টিনের ভাষ্যমতে উনি পাথরটা আবিষ্কার করেন ১৭ নভেম্বর ১৯২৬-এ। আমাজনের একটা শাখা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত একটা টিলার উপর। এটার সঠিক অবস্থান এখনো জানা যায়নি। তবে মার্টিন এর কাছেই আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করেন। উনি ওটার নাম দেন খুলির দেয়াল।'

নামটা নীরব রুমটাতে গুঞ্জনের সৃষ্টি করলো। ম্যাককার্টার সুসানের দিকে তাকালেন। উত্তেজনায় ওনার চোখ মুখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'ভালোই।' মনে মনে ভাবলেন উনি।

ড্যানিয়েলি বলে চললো, 'মার্টিনের আত্মজীবনীতে এই দেয়াল দেখার পরের অনুভূতি জানা যায়।'

তারপর এক কপি ন্যাতানো আত্মজীবনীর কপি থেকে পড়া শুরু করলো, 'কয়েক দিনের টানা একঘেঁয়েমির পর আজ নতুন কিছু চোখে পড়লো। দেয়ালটা খুবই ভয়ঙ্কর আর বিশাল। হাজার হাজার মাথার খুলি দিয়ে বানানো ওটা। এগুলো কি শত্রু নাকি মিত্রদের তা পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি–কারণ চোলোকোয়ান গোত্রের পাহারাদারগুলো ওদিকে যেতে দেয়নি। কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করতেই বর্শা বাগিয়ে তেড়ে এলো। এগুলেই কল্লা ফেলে দিতো। রোমের সৈন্যদের চেয়ে এরা কোনো অংশেই কম না।'

'তবে তারা কিন্তু মার্টিনকে খুশি মনেই গ্রহণ করেছিলো,' বইটা বন্ধ করে ড্যানিয়েলি বললো। 'মার্টিনের ভাষ্যমতে তার আগমনের কথা নাকি এদের ভবিষ্যৎবাণীতে ছিলো। তারপর এরা ওকে ওদের গ্রামে নিয়ে যায়। গ্রামটা ছিলো ওখান থেকে কয়েক দিনের হাঁটা পথ। কয়েকদিন আগে এক স্থানীয় ব্যবসায়ী দাবি করেছে যে, সে এই খুলির গুহাটা দেখেছে। তাই আমরা আশা করছি খুব দ্রুতই আমরা জায়গাটা খুঁজে পাবো। এক সপ্তাহ বা বড়জোর দুই সপ্তাহ লাগবে হয়তো।' ড্যানিয়েলি কথা শেষ করলো।

এক বা দু'সপ্তাহ! ম্যাককার্টারের হাসি পেল। জঙ্গলের ভেতর কিছু খুঁজে পাওয়া যে কতটা কঠিন, সে সম্পর্কে এর কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা হলো সবচে সহজ সমস্যা, আসলগুলোতো বাকি। মুখে বললেন, 'আমার তো এখুনি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। বিশেষ করে মার্টিনের আবিষ্কারটা দেখার পর। কিন্তু আমরা যা দেখলাম তার সবই হলো ঘষামাজা ছবি। একটা উর্বর মস্তিষ্কের মানুষের লেখা, আর কম্পিউটার দিয়ে বানানো কিছু অনুমান নির্ভর হায়ারোগ্লিফিক। আমার কাছে ব্যাপারটা "রোরশাখের পরীক্ষা"র মত লাগছে। মানে আপনি তা-ই দেখছেন যা আপনি দেখতে চাচ্ছেন। আমি আসলে তাই এসব প্রমাণের উপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছি না।'

কিছুটা কঠোর কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে ড্যানিয়েলি বললো, 'আমিও তেমনটাই আশা করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

তারপর একটা ছবি তুলে ধরলো। তাতে চারটে ষড়ভুজাকার স্ফটিকের ছবি।

'এগুলো মার্টিনের খুঁজে বের করা। স্ফটিকগুলো কোয়ার্টজের তৈরি। চোলোকোয়ানদের বৃষ্টি উৎসবে নাকি উনি এগুলো দেখেছিলেন। স্ফটিকগুলো খুবই সাধারণ–বিভিন্ন দিকে কাটা কয়েক টুকরো কোয়ার্টজ। কিন্তু এগুলোকেই অসাধারণ করেছে আরেকটা জিনিস। মার্টিন ওটার নাম দিয়েছিলেন–দোলনা (দ্য ক্রেডল)।'

ড্যানিয়েলি পরের ছবিতে গেলো। এখানে দেখা যাচ্ছে একটা সোনার তৈরি ট্রে–যার মধ্যে খোপ কাটা। 'মোট পাঁচটা–প্রতিটা স্ফটিকের জন্যে একটা করে হলে মোট চারটা পূরণ হয় কিন্তু পঞ্চমটা কিসের, তা জানা যায়নি। এই হলো দ্য ক্রেডল। এটা স্বর্ণ বা কাঁসার তৈরি। আজকের দিনের হিসাবে ১৮ ক্যারেট। আগের ছবিতে দেখানো স্ফটিকগুলো এর মধ্যে রাখা ছিলো। মার্টিন এটুকুতেই খুশি ছিলেন, কিন্তু আমরা এমন একটা জিনিসের দিকে নজর দিয়েছি, যা উনার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

ড্যানিয়েলি নতুন একটা ছবি অন করলো। এটায় স্বর্ণখণ্ডের মাঝে একটা নকশা খোদাই করা দেখা যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা ব্রেইল (অন্ধ লোকের পঠন পদ্ধতি) এর মতো।

'এটা ক্রেডল এর নিচের দিকের ছবি। এটা আসলে একটা তারার নকশা। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে দেখা রাতের আকাশের প্রতিচ্ছবি। মায়ানদের অন্যান্য চিত্রকলা আর বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষেও এই নকশা দেখা যায়।' ড্যানিয়েলি ব্যাখ্যা করলো।

ম্যাককার্টার ভালোভাবে ছবিটা দেখলেন। আসলেই রাতের আকাশের মতো লাগছে। একটা দিগন্ত রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। আরেকটা সম্ভবত... কিন্তু ছবিটা এত কাছ থেকে নেওয়া যে, ক্রেডলের উল্টোপাশের খুব অল্প পরিসরই দেখা যাচ্ছে।'

কারণটা জিজ্ঞেস করার আগেই ড্যানিয়েলি ছবিটা পাল্টে ফেললো। আর ছবিটা দেখেই ম্যাককার্টার জায়গায় জমে গেলেন। এবারের ছবিটা স্পষ্ট। স্বর্ণ ক্ষয় হয় না–তাই নকশাগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। কোনো অনুমান বা কম্পিউটারের কারিকুরি এখানে ফলানো হয়নি। আর সবকটি চিহ্নই ম্যাককার্টারের চেনা।

ড্যানিয়েলি বাকিদের জন্য ব্যাখ্যা করলো, 'এই হায়ারোগ্লিফটা একটা জায়গাকে বুঝাচ্ছে, মায়ানরা এটাকে বলতো জিবালবা–জায়গাটা হ্যাডেস বা পার্ডিশন এর সমতুল্য। কখনো এটাকে বলা হয়েছে সাজাপ্রাপ্তদের বাসস্থান আবার কখনো বলা হয়েছে আঁধারের দেবতাদের রাজ্যসভা। দান্তে'র ইনফার্নোর (নরক) মতো এটাকেও একটা কাল্পনিক ব্যাপার হিসেবেই ধরা হয়। একটা বিখ্যাত চিত্রকর্মও আছে যাতে দেখা যায় জিবালবা হলো পৃথিবীর আয়না। সেখানে জিবালবার লোকজন আর অন্ধকারের দেবতারা ঠিক উল্টো হয়ে তাদের পৃথিবীর ছাদে হাঁটছে। আর তার ঠিক উপরেই পৃথিবীর উপর মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে।'

ম্যাককার্টার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেই অনুভব করলেন ড্যানিয়েলি উনার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অসাধারণ।' অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন তিনি, এখনো বিস্ময় কাটেনি।

'আমরাও তা-ই মনে করি।' হাসিমুখে জবাব দিলো ড্যানিয়েলি।

'আপনি শিওর মার্টিন এই ট্রে আমাজনে খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'অবশ্যই। চোলোকোয়ানরা বৃষ্টি নামানোর জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনার আগে মার্টিনকে এটা দেখিয়েছিলো। ব্যাপারটা অনেকটা "বৃষ্টি নৃত্যের" মতো।' মঞ্চের কাছে ফিরে যেতে যেতে ড্যানিয়েলি বললো।

'তারপর ওরা এমনিতেই মার্টিনকে ওটা দিয়ে দিলো?'

'এটা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। এটা উনি এমনি এমনি পাননি। মার্টিনের জীবনীতে পাওয়া যায় এর বদলে একটা টেলিস্কোপ একটা কেরোসিনের কুপি আর একটা কম্পাস দিতে হয়েছিল।'

ম্যাককার্টার পায়ের উপর পা তুলে বললেন, 'আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

ডেভারস কথা বলে উঠলো এবার, 'আমারো তাই মনে হয়। প্রথম কথা হলো, চোলোকোয়ানরা মারাত্মক হিংস্র উপজাতি। বছর দশেক আগে আমি যখন ওদের ভাষা শিখতে যাই, তখন ওরা ব্রাজ কো. মাইনিং কোম্পানির উপর আক্রমণ করেছিল। কোম্পানির পাঁচজন মারা গিয়েছিলো, আহত আরো বেশি। আর এরকম ওরা প্রায়ই করতো।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন, 'আমার মনে হয় না মার্টিনের বর্ণনা সত্য। সম্ভবত বন্দুকের মুখেই এগুলো আদায় করা হয়েছিলো।'

ড্যানিয়েলি আবার কথা শুরু করলো, 'আমারো সেটা মানতে আপত্তি নেই। ব্ল্যাকজ্যাক নামটা তো আর এমনি হয়নি। তবে এর বিচার করার কোনো দরকার আমাদের নেই। আমরা এটুকু জেনেই খুশি যে উনি এটা আমাজনেই খুঁজে পেয়েছিলেন। আর আমরা মনে করি, চোলোকোয়ানরা এই স্ফটিক আর ট্রে-টা এখানকারই কোনো মায়ান ধ্বংসাবশেষ থেকে লুট করেছে। সম্ভবত এই খুলির দেয়ালের আশেপাশেই জিবালবার লোকজনকে দেখা যেত।'

ম্যাককার্টার ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ক্রেডলটা কোথায়? একবার দেখা যাবে?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা সম্ভব না। কয়েকদিন আগেও মার্টিনের স্ফটিক আর ট্রে-টা নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল হিস্ট্রিতে সংরক্ষিত ছিলো।' ড্যানিয়েলি জানালো।

'কয়েকদিন আগেও মানে?' ম্যাককার্টার বুঝলেন না।

'বছরখানেক আগে ওগুলো চুরি হয়ে যায়। সাথে মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার পাঁচটা প্রাচীন পাত্রসহ। সে সময় পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে এটা নিয়ে।'

ম্যাককার্টারের এরকম একটা খবরের কথা মনে পড়ল। তবে ড্যানিয়েলি যেরকম বলছে, সেরকম তোলপাড় তো সৃষ্টি হয়নি।

'চুরিটা তো হয়েছিলো স্টোর রুম থেকে, তাই না?' আস্তে বললেন ম্যাককার্টার।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো, 'অনেকদিন ধরেই জিনিসগুলো প্রদর্শনীর জন্যে ছিলো না। মার্টিনের জিনিসগুলো তো কখনোই প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়নি। ধারণা করা হয় ভেতরের কেউই কাজটা করছে। সিকিউরিটি এতোটাই ঢিলা যে, ঘটনাটা কখন ঘটেছে তা-ই ওরা বলতে পারেনি। কে জানে হয়তো টের পাওয়ার কয়েক মাস আগেই চুরিটা হয়েছিলো।'

'কেউ ধরা পড়েনি?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো। 'কারো বিরুদ্ধে মামলাই করা হয়নি। দুটো পাত্র অবশ্য মায়ামি বিমানবন্দর থেকে পাচারের আগে উদ্ধার করা হয় কিন্তু ওর মধ্যে ক্রেডল বা স্ফটিক কোনোটাই ছিলো না। ট্রে-টাকে হয়তো গলিয়ে ফেলেছে আর স্ফটিকগুলো তো আসলে অত দামি না–ফেলেও দিতে পারে।'

ম্যাককার্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর আগেও তিনি এমনটা হতে দেখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সব হারিয়ে যায়। হাজার বছরের পুরনো জিনিসপত্র কত কষ্ট করে উদ্ধার করা হয়, তারপর অসাবধানতাবশত সেগুলো চুরি হয়–অনেক সময় তো ভেঙ্গেও যায়।

'মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু কিছু গুপ্ত জিনিস বোধহয় গোপন থাকতেই পছন্দ করে। খুঁজে পেলেও এরা নিজেরাই আবার হারিয়ে যায়।' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি স্মিত হেসে হাতের রিমোট নামিয়ে রাখলো, 'আপনার সাথে পুরোপুরি একমত।'

সুসান হাতের খাতা বন্ধ করলো, 'আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে যে, এই জিনিসটা আগে কারো চোখে পড়লো না কেন? এটাতো স্পষ্টই বোঝা যায়।'

ম্যাককার্টার চিবুকে হাত ঘষলেন। সুসানের মতো তার নিজের ভেতরেও উত্তেজনা টের পাচ্ছেন। কে জানে এরা হয়তো সত্যিই বলছে। মায়ান পূর্বপুরুষদের নাম লেখা পাথর। তুলান জুয়ুয়ার অপর নাম সপ্ত গুহা লেখা আরেকটা পাথর–সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। আর পাথরগুলার লেখা NRI-এর কম্পিউটারে ঘষা মাজা করা হলেও ট্রে-টার লেখায় নিশ্চিত করে বলা যায় লেখাগুলো আমাজনের ভেতর থেকেই উদ্ধার করা। তার মানে ড্যানিয়েলির আগের রাতে বলা কথাই সত্য। সত্যিই নতুন কিছু আবিষ্কার হতে যাচ্ছে।

ম্যাককার্টার আবার সামনের দিকে তাকালেন। মনে হলো স্বর্ণের মধ্যে খুদিত নকশাগুলোও তার দিকে তাকিয়ে আছে। তুলান জুয়ুয়া নাকি জিবালবা? স্বর্গ নাকি নরকের দরজা? কোনটা তারা খুঁজে পাবেন? সময়ই বলে দেবে।

অধ্যায় : ১০

গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে চাঁদের ফ্যাকাসে আলো চুইয়ে চুইয়ে মাটিতে পড়ছে। বেশি না হলেও দেখার জন্যে যথেষ্ট। আর নূরী উপজাতির এক তরুণের জন্যে তো যথেষ্টের চেয়েও বেশি। সে বেরিয়েছে শিকার খুঁজতে। একটা বিশাল দুশো পঞ্চাশ পাউন্ডের বাদামি টাপিরের পিছু নিয়েছে সে। খুবই সতর্ক পদক্ষেপে বিড়ালের দক্ষতায় এগুচ্ছে ছেলেটা। কোনোভাবেই এটাকে শিকারের সুযোগ হারানো যাবে না। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটার মতো বড় শিকার আর চোখে পড়েনি। একটু শব্দ হলেই টাপিরটা দৌড়ে নদীতে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে। ওখানেই ওরা সারাদিন থাকে–রাতে বের হয় খাবারের খোঁজে।

এগুতে এগুতেই হঠাৎ থেমে গেলো ছেলেটা। কেমন একটা ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লেগেছে তার। কাঠের আগুনের ধোঁয়ার মতো নয় গন্ধটা, কেমন যেন কোনো মরা লাশ পোড়ানোর গন্ধের মতো লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্ধের উৎসের দেখা পেলো সে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন একগাদা জৈব সার জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আশেপাশে প্রচুর শুকনো পাতা আর আগাছা স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। আর চারিপাশে ধোঁয়ার আস্তরণ। দূর থেকে দেখলে ভূত বলে ভ্রম হয়। ছেলেটা স্তূপটার আরো কাছে গেলো। নিচের দিকের পুরোটাই পুড়ে গেছে, ফলে উপরের জিনিসপত্র সব ধসে পড়েছে। তারমধ্যেই একটা মানুষের মৃতদেহ দেখা গেলো। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। চেনার উপায় নেই।

'চোকাওয়া!' বিরক্তিতে উচ্চারণ করলো ছেলেটা। চোলোকোয়ানদের নূরী-রা এ নামেই ডাকে। প্রায়ই দেখা যায় এরা একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়–আর তার ভেতর যে-ই ঢোকে তাকে মেরে ফেলে। তরুণের চাচা এদেরকে খুবই ভয় পান। তার ভাষ্যমতে এরা হলো ছায়ামানব–যেকোনো খারাপ কাজ এরা পারে। তাই এদের সামনে না পড়তে বারবার করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু ছেলেটার ভয়ডর একটু কম। কিন্তু তারপরও এখানে সে একটু থমকালো। একবার ভাবলো ফিরে যায়। কিন্তু টাপিরের পায়ের ছাপের দিকে চোখ পড়তেই মত বদলালো। আবার শুরু করলো অনুসরণ। কিছুক্ষণের

মধ্যেই জন্তুটা নজরে এলো। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একমনে মাটি খুঁড়ছে। হাত টানটান করে বর্শা ছুঁড়ে মারলো ও।

অস্ত্রটা সোজা প্রাণীটার একপাশে গিয়ে আঘাত করলো। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠে বনের আরো ভেতরে দৌড় দিলো ওটা। ছেলেটাও দেরি না করে পিছু নিলো। আশেপাশে ঝোপঝাড় মাড়ানোর আওয়াজেই বোঝা যাচ্ছে কোনদিকে যাচ্ছে টাপিরটা।

কিছুক্ষণ পরেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেলো কিছু দূরেই। ছেলেটা ভাবলো টাপিরটা বোধহয় মরলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দৌড়ে গিয়ে দেখে ওখানে শুধু তার বর্শা মাটিতে পড়ে আছে। ডগায় রক্ত আর জন্তুটার পশম লেগে আছে, কিন্তু ওটার কোনো দেখা নেই। ছেলেটা ভাবলো বর্শাটা হয়তো জন্তুটার গা থেকে খুলে পড়ে গেছে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও আর ওটার পায়ের ছাপ নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ও বর্শাটা তুলে ধার পরীক্ষা করলো। ঠিকই আছে এখনো। হঠাৎ কাছেই ঝোপের ভেতর হালকা নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো। ছেলেটা স্থির হয়ে কান পাতলো। খুব ধীরে ধীরে একটা শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ আসছে সামনে থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগুলো ও। তারপর বর্শাটা মাথার উপর তুলে সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো। বর্শাটা শক্ত কিছুর সাথে বাড়ি খেয়ে চলকে গেলো একদিকে। হাতল ভেঙ্গে গেছে। আর সেই আঁধার ফুঁড়ে আরো কালো একটা অবয়ব ধেয়ে এলো ওর দিকে। চাঁদের আলোয় জিনিসটার ছুরির মতো দাঁত আর চোয়াল ঝিলিক দিয়ে উঠছে। গায়ে কেমন পচা মাংসের গন্ধ। বুকে একজোড়া আড়াআড়ি কাটা দাগ নিয়ে ছেলেটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। হাচড়ে পাচড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা চালালো, কিন্তু তার আগেই পায়ের মাংস খামচে ধরলো কেউ। যেন অসংখ্য ছুরি একসাথে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ছেলেটার আর্তচিৎকারে আশপাশ খানখান হয়ে গেলো। তাতেই বোধহয় ভড়কে গিয়ে জিনিসটা কিছুটা পিছু হটলো। এই সুযোগে ছেলেটা একটা গাছের শিকড় টেনে ধরে ওঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আগেই আক্রমণকারী ওর পা ধরে মুচড়ে টেনে একদিকে ছুঁড়ে মারলো। কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছড়ে পড়লো ছেলেটা। আক্রমণকারী নেই ভেবে সামনের দিকে এগুনোর চেষ্টা করলো ও কিন্তু এক সেকেন্ডের মাঝেই আবার শোনা গেলো সেই সুতীব্র আর্তচিৎকার। আবারো কেউ তার পা কামড়ে ধরেছে—এবার উরুর পিছনের মাংসল অংশ। ছেলেটা গায়ের অবশিষ্ট জোর একত্র করে জিনিসটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে ছিটকে ফেললো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে যে পথে এসেছিলো, সে পথে দিলো ছুট।

অধ্যায় : ১১

দিনের বেলাতেও ল্যাবের ভেতর কোনো আলো নেই। শুধু সারি সারি কম্পিউটারের মনিটর জ্বলছে। ভাবেসাবে মনে হবে সরকারী কোনো গোপন সংস্থার কন্ট্রোল রুম বা নাসা'র জনসন স্পেস সেন্টার বা ঐ রকম কিছু একটা। কিন্তু ল্যাবটা সরকারি নয় আর যে দুজন ওখানে কাজ করছে তাদের সাথে সরকারের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। লোকগুলো NRI-এর ডাটাবেস থেকে হ্যাক করা তথ্যগুলো পরীক্ষা করছে।

হঠাৎ স্ক্রীনের সংখ্যাগুলো পাল্টে গেলো। তবে তা দেখে দুজন লোকের মুখভঙ্গি দুরকম হয়ে গেলো। দু'জনের মধ্যে যে লোকটা লম্বা, কুচকুচে কালো চুল আর পঞ্চাশের মতো বয়স, তার মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা গেলো।

লোকটার নাম রিচার্ড আলেক্সান্ডার কফম্যান। এই ল্যাব আর এই ল্যাবের অবস্থান যে বিশতলা দালানে–তার মালিক।

একসময় কফম্যান ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম বড় বেসরকারি অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফুটরেক্স সিস্টেমস এর CEO এবং সিংহভাগের মালিক। তারপর একদিন হঠাৎ ফুটরেক্স মিসাইল আর বোমা বানানো বন্ধ করে বাইনারী কোডের অবাস্তব দুনিয়ায় বিনিয়োগ করলো। ম্যাসিভ প্যারালেল প্রসেসিং নামক এক ধরনের সুপার ফাস্ট প্রোগ্রাম বানিয়েছে তারা। ফুটরেক্সের প্রোগ্রামগুলো করা হয়েছিলো মূলত অস্ত্র চালনার সুবিধার জন্য। এগুলোর সাহায্যে বিমান থেকে সহজেই জাহাজ, ট্যাংক বা সৈন্যদলকে টার্গেট করা যায়। একটা কথা প্রচলিত আছে, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র দিয়ে জেতা যায় না, জিততে হলে লাগে সঠিক তথ্য। ফুটরেক্স সিস্টেমস আমেরিকান সৈন্যবাহিনীকে সেই জিনিসই সরবরাহ করে। আমেরিকার সরকার এটাকে এতটাই গুরুত্ব দেয় যে ফুটরেক্স যাতে এই প্রযুক্তি আর কোনো কাজে ব্যবহার না করে তার জন্যে মোটা অংকের টাকা বরাদ্দ দেয়। এজন্যেই ফুটরেক্সের কথা বাইরের কেউ জানে না আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান–তাই স্টক মার্কেটের ঝামেলাও নেই। আধুনিক যুগে এটা এক আজব ঘটনাই বটে। দুই হাজার কোটি টাকার প্রতিষ্ঠান–অথচ এটার কথা কেউ জানে না।

দুই যুগ ধরে এমন নিরবিচ্ছিন্ন সাফল্য যে কাউকেই তৃপ্ত করবে–কিন্তু রিচার্ড কফম্যান অন্য গোত্রের মানুষ। তার আরো চাই। তার এমন কিছু চাই যা দিয়ে তিনি দুনিয়া বদলে দিতে পারবেন আর বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন–আমিই পাল্টে দিয়েছি দুনিয়ার হালচাল।

কফম্যান জীবনে যা চেয়েছেন, তা-ই পেয়েছেন। সমাজে উঁচু আর নিচু সব জায়গাতেই তার বন্ধুবান্ধব আছে। আছে টাকা, ক্ষমতা আর যে কোনো কিছু করার মতো দক্ষতা। দরকার শুধু সেই জিনিস–যা তিনি বহু বছর ধরেই খুঁজছেন। কফম্যান তার বামে ফিরে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

পাশের লোকটার চোখে মুখে অসহিষ্ণু ভাব, নাম নরম্যান ল্যাঙ। বয়স চলিশের কোঠায় কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ কলেজ ছাত্রদের মত–গায়ে ফ্লানেলের শার্ট, নিচে চোঙ্গা প্যান্ট, থুতনিতে ছাগলে দাড়ি। ল্যাঙ কফম্যানের চিফ সায়েন্টিস্ট। কফম্যানের উদ্ভট খেয়ালটার দেখাশোনা সে করে। ল্যাঙ এমনিতে প্রচণ্ড মেধাবী কিন্তু একবার একটা গবেষণার ফলাফল জালিয়াতি করে ধরা খাওয়ার পর মানসম্মান চাকরি সব হারায়। তারপর কফম্যান তাকে খুঁজে বের করেন। কফম্যান এই ধরনের বাটপার লোকগুলোকে বেশ পছন্দ করেন। কারণ যেহেতু এদের যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না, তাই আশ্রয় দিলে চূড়ান্ত রকমের অনুগত হয়ে যায়। তাই তিনি ল্যাঙকে চাকরি আর প্রায় অসীম একটা বাজেট ধরিয়ে দিলেন। কাজ একটাই–কফম্যানের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। দুনিয়াকে পাল্টে দেওয়ার মূলমন্ত্র খুঁজে বের করতে হবে। বলা বাহুল্য এখনও ল্যাঙ সফলতার মুখ দেখেনি। ল্যাঙ মাথা চুলকে চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে নিয়ে নাকের উপর আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগলো। ওটা ওর মুদ্রাদোষ। কফম্যানের প্রশ্নের উত্তরও সে প্রশ্ন দিয়েই দিল, 'কিন্তু এগুলোর সাথে কোনো ব্যাখ্যা নেই কেন? শুধু কিছু আনকোরা তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই কেন?'

কফম্যান নিজেও সেটাই ভাবছেন। কিন্তু তার এটাই পছন্দ হচ্ছে–কারণ এর ফলে ল্যাঙ তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। 'আমি জানি না। এতে কি তোমার সমস্যা হচ্ছে?'

ল্যাঙ আবার চশমা চোখে দিলো, 'আমি এগুলো চেক করতে পারবো, কিন্তু সমস্যা হলো এর অনেকটা...'

'ভুয়া?' কথাটা শেষ করলেন কফম্যান।

'আজকের পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তো তা-ই মনে হচ্ছে।' ল্যাঙ জবাব দিলো।

কফম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মানুষ চেনা আর তাদেরকে ব্যবহার করায় ওস্তাদ তিনি। কার উপর তিনি জোর খাটান, কারো মাথায় হাত বুলিয়েই কাজ

আদায় করেন। কিন্তু ল্যাঙের বেলায় তিনি ব্যর্থ। বলে বলে না দিলে সে কিছুই করতে চায় না।

'তুমি নাকি মেডেল পাওয়া গবেষক। তো তোমার মাথায় ঘিলু এত কম হয় কিভাবে? NRI নিজেই জাদুঘর থেকে স্ফটিকগুলো চুরি করেছে, তারপর একটা ভুয়া গপ্পো ছড়িয়ে দিয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ওগুলো টেস্ট করেছে। সবকিছুই সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে। তারপর দুটো আলাদা টীম পাঠিয়েছে আমাজনের ভেতর থেকে স্ফটিকগুলোর উৎস খুঁজে বের করতে। এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি?'

ল্যাঙ ওর জিভ চাটলো কিন্তু কিছু বললো না।

কফম্যানই তাই আবার বললেন 'আমিই বলে দিচ্ছি। ওরা ভাবছে ওরা সম্পূর্ণ নতুন এক শক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছে। একটা দূষণমুক্ত অফুরন্ত শক্তির উৎস–নিউক্লিয়ার শক্তি কিন্তু কোনো নিউক্লিয়ার বর্জ্য উৎপন্ন হবে না, ভাবা যায়?'

'ফিউশন।' ল্যাঙ মাথা ঝাঁকালো।

'একদম ঠিক।'

নিউক্লিয়ার ফিউশন হলো একবিংশ শতাব্দীর শক্তির উৎস। ধোঁয়া, গরম আর জীবাশ্ম জ্বালানির চাপে দমবন্ধ পৃথিবীর জন্য মুক্তির পথ। এই প্রক্রিয়াতেই সূর্য শক্তি পায়। এটম বোমা তৈরি হয়। তবে এই শক্তিকে যদি ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর বদলে ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, তাহলে পুরো দুনিয়ায় শক্তি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই পুরো পৃথিবী জুড়েই চলছে এটা নিয়ে গবেষণা। তবে সবাই শুধু এক ধরনের ফিউশন নিয়েই কাজ করছে, তা হল– উষ্ণ ফিউশন।

তবে এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি খুব একটা। কোটি কোটি টাকা আর বছরকে বছর নষ্ট করে এখন পর্যন্ত যা বানানো হয়েছে তা যেটুকু শক্তির যোগান দেয় তারচে বেশি ওটার পিছনেই ব্যয় হয়। অনেকটা দুই ব্যারেল তেল দিয়ে মেশিন চালিয়ে এক ব্যারেল উত্তোলনের মতো। এতদসত্ত্বেও, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণে ITER নামে একটা প্রজেক্ট চালু হচ্ছে। এই অদ্যাক্ষরগুলোর ল্যাটিন ভাষায় অর্থ দাঁড়ায়, 'পথ।' এতগুলো টাকার লগ্নি লাভের মুখ দেখবে কি-না তা জানতে এখনো অনেক দেরি। ITER-এর নির্মাণ কাজই শেষ হবে ২০১৮ সাল নাগাদ। আর যদি এটা কাজ করেও, এটা হবে এ যাবতকালের সবচে ব্যয়বহুল পারমাণবিক চুল্লী। বর্তমানে জ্বালানি যা আছে, তা আগামী শতকের আগেই শেষ হয়ে যাবে। তাই আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নতুন কোনো শক্তির উৎসের সন্ধান না পেলে পৃথিবী বিরান হয়ে যাবে। ততোদিনে কফম্যানও টিকবেন না। তাই তিনি বেছে

নিলেন ভিন্ন পথ। এমন এক শক্তির উৎসের দিকে নজর দিলেন যাকে শুরু থেকেই সবাই অবহেলা করে। তা হলো শীতল ফিউশন।

'ধরে নিলাম ব্যাটারা গণ্ডমূর্খ নয়। সেক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয়? ব্যাটাদের কথার উপর ভরসা করা যায়?' কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

ল্যাঙ সরাসরি জবাব দিলো না। 'যদি ব্যাটাদের তথ্য-উপাত্ত ঠিক হয়, তাহলে হ্যাঁ, এদের উপর ভরসা করা যায়।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'এদের কথামতো এরা চারটা স্ফটিক নিয়ে গবেষণা করেছে। এরমধ্যে দুটোতে প্যালাডিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। আর এখন পর্যন্ত প্রতিটা সফল শীতল ফিউশনের পরীক্ষাতেই প্যালাডিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি পুড়িয়ে মারার আগে ফ্লেশম্যান আর পনসও প্যালাডিয়ামই ব্যবহার করেছিলেন।'

ফ্লেশম্যান আর পনস শীতল ফিউশন আবিষ্কার করেন। প্রথমে সমাদৃত হলেও পরে উষ্ণ ফিউশন সমর্থকদের রোষানলে পড়েন তারা। কারণ এতে ওদের বরাদ্দ অর্থ কমে যেতে পারে। তাই তাদেরকে আর তাদের পরীক্ষাকে জঘন্য উপায়ে আক্রমণ করে সবাই বিবৃতি দিতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ফ্লেশম্যান আর পনসের অর্জিত সম্মান ধুলিস্মাৎ হয়ে গেলো। বিজ্ঞান ভিত্তিক জার্নালগুলোও শীতল ফিউশনের উপর আর কোনো লেখা ছাপাতে অস্বীকৃতি জানালো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এটার উপর গবেষণাও বন্ধ করে দিলো। এমনকি এটার প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখালেও সবাই তাকে বর্জন করতো।

কফম্যান ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্যালাডিয়াম। আর?'

ল্যাঙ একগাদা প্রিন্ট করা কাগজ হাতে নিয়ে কফম্যানকে ধরিয়ে দিলো। 'যদি NRI-এর গবেষণা ঠিক হয়, তাহলে স্ফটিকগুলো থেকে যা যা জানা যায় তা হলো, এতে খুবই নিম্ন মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে যা ধাতব রূপান্তরের দিকে ইঙ্গিত করে। সম্ভবত রূপা আর তামা এতে ব্যবহৃত হয়েছে। কোয়ার্টজে উচ্চ ঘনত্বের সালফারের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে ট্রিশিয়াম গ্যাসের কিছু অবশিষ্টাংশ।'

কফম্যান প্রিন্টগুলোতে চোখ বুলালেন। ট্রিশিয়ামই এতদিন ধরে খুঁজছিলো ওরা। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি শুধু পারমাণবিক বিক্রিয়ার সময়েই পাওয়া যায়। স্ফটিকগুলোতে যা যা বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে সেগুলোর আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, তবে ট্রিশিয়ামের উপস্থিতির কারণ একটাই–অবশ্যই স্ফটিকগুলো পারমাণবিক শক্তি বিকিরণ করে এমন কোনো বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে। আর স্ফটিকগুলো যেহেতু এখনো টিকে আছে, তার মানে বিক্রিয়াটা উষ্ণ ফিউশন না, শীতল ফিউশন।

'তবে সবকিছুই নির্ভর করছে যদি তাদের তথ্য সঠিক হয়।' ল্যাঙ মনে করিয়ে দিলো।

NRI-এর এসব তথ্য যে সঠিক এ ব্যাপারে কফম্যানের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

'আর কি জানা গেছে?' ল্যাঙকে জিজ্ঞেস করলেন কফম্যান।

'প্রথম কথা হলো স্ফটিকগুলো কোয়ার্টজ দিয়ে বানানো। কিন্তু এর মধ্যে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জ্যামিতিক নকশা কাটা আছে। নকশাগুলোর আকার একটা অণুর কাছাকাছি। কয়েক অ্যাংস্ট্রম মতো হবে। কিভাবে এগুলো বানানো তা বের করা যায়নি। তবে এগুলো অনেকটা ফাইবার-অপটিক চ্যানেলের মতো কাজ করে। মানে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে স্ফটিকের ভেতর দিয়ে যেতে দেয় কিন্তু অন্যান্য আলোকে বাধা দেয়। শুধু আলোর সমাবর্তন হলেই এমনটা দেখা যায়।'

'কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো?'

'উচ্চ শক্তির বর্ণালি। যেমন বেগুনি, অতিবেগুনি বা এর উপরে। রিপোর্ট অনুযায়ী চারটা স্ফটিকেই নকশাগুলো আছে। এর মধ্যে যে দুটো বিক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়েছিলো সেগুলোতে নকশা হুবহু এক। কিন্তু অন্য দুটোর নকশা আলাদা আর আগের দুটোর মতো এত জটিল না।' ল্যাঙ কিছুক্ষণের জন্য থামলো।

'NRI-এর রিপোর্টে আপাতত এগুলো সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে সম্ভবত।'

'সর্বশেষ ডাটাগুলোর ব্যাপারে কি হলো? অর্থ বের করতে পেরেছো কিছু?' কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

ল্যাঙ এগিয়ে গিয়ে কম্পিউটারে কিছু একটা চালু করলো। তারপর কণ্ঠে গর্ব ফুটিয়ে বললো, 'নিজেই দেখে নিন।'

কম্পিউটারের মনিটর জুড়ে শুধু এলোমেলো অনেক বিন্দু–বিভিন্ন আকৃতির–কিছু আঁকাবাঁকা ডোরাও দেখা গেলো পিছন দিকে। পুরো ছবিটাই দুটো রেখা দিয়ে চারভাগ করা। কফম্যান দেখলেন কিন্তু কিছুই বুঝলেন না।

'কি এসব?' জিজ্ঞেস করলেন ল্যাঙকে।

'এটা হলো গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো ডাটা।'

'এটা কি কোনো ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার-স্যাপার নাকি?'

'না। এগুলো হলো তারকাপঞ্জি–চারটে আলাদা আলাদা গুচ্ছ।'

'তারকাপঞ্জি?'

'হ্যাঁ। আগের দিনে নাবিকরা যেগুলো ব্যবহার করতো তেমন। প্রথম গুচ্ছটা নিয়ে আমি কিছুটা কাজ করেছি। এটা হলো দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে দেখা আকাশের ছবি।'

কফম্যান বেশ মজা পেলেন। 'যদি ধরা হয় ছবিটা ঠিক আছে, তাহলে এটা কি কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নির্দেশ করে? অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ বের করা গেছে?'

'আমি এখনও শিওর না। যতদূর বলতে পারি পশ্চিম গোলার্ধে এটা, বিষুব রেখার দক্ষিণে।' ল্যাঙ বললো।

কফম্যান কিছু বলার আগেই ওনার ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে বললেন, 'কি খবর, বলো।'

ওপাশ থেকে জার্মান উচ্চারণে একজন জানালো, 'আপনার কথামতো আমরা সব হাসপাতালে খোঁজ খবর করে কাজে লাগতে পারে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছি। নাম জন ডো। মানাউসের বাইরের এক ছোট হাসপাতালে ভর্তি আছে আপাতত। নদীর ওপাশের এক ক্লিনিকে ছিলো আগে। এখানে এসেছে দশদিন হয়। প্রথমে অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। প্রলাপ বকতো, সাথে ছিলো পানিশূন্যতা, অপুষ্টি আর ডান পা ছিলো একেবারে ভাঙ্গা। তবে ব্যাটা টিকে গেছে। আর আমার মনে হয় ওর সাথে আপনার দেখা করা উচিত।'

'কেন?'

'কারণ লোকটা নাকি হেলিওসের হয়ে কাজ করে।'

কিছুক্ষণের জন্য রিচার্ড কফম্যান কোনো কথা বলতে পারলেন না। NRI-তে কফম্যানের দুজন লোক আছে। ভালো দাম পেলে এদের মুখ খুলতে আপত্তি নেই। এর মধ্যে একজন আমাজনের প্রথম অভিযানে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রুপটা হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কথা ছিলো NRI যা খুঁজে বের করবে, তা লোকটা চুরি করবে। তারপর পালিয়ে গিয়ে রেডিওতে একটা সংকেত পাঠালে কফম্যানের লোকেরা ওকে উদ্ধার করবে। আর সেই সাংকেতিক নামটাই ছিলো হেলিওস–গ্রিক সূর্য দেবতা।

'হেলিওসের হয়ে কাজ করে? ও কি এভাবেই কথাটা বলেছে?' কফম্যান আবার বললেন। কারণ শব্দটা ঠিক আছে কিন্তু বাক্যটা ঠিক নেই।

'হ্যাঁ। প্রথমে জানতে চেয়েছিলো আমরা কার হয়ে কাজ করি। আমরা বলতে না চাওয়ায় ও বলে ও নাকি হেলিওসের হয়ে কাজ করে। কথাটার মানে নাকি আমরা জানি। তারপর বলে ওর কাছে নাকি হেলিওসের জন্য একটা জিনিস আছে তবে হেলিওস নিজে দেখা না করলে ও দেবে না।'

'হেলিওসকে আসতে হবে? আর কোনোভাবে লোকটাকে জিনিসগুলো দিতে রাজি করাতে পারোনি?'

'চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকটা তো একটা হাসপাতালে।'

'ঠিক আছে। লোকটার উপর নজর রাখো। আগে নিশ্চিত হও, লোকটা যেন আবার NRI-র টিকটিকি না হয়। তারপর না হয় দেখা যাবে। কিন্তু

আমাদের নজর এড়িয়ে লোকটা যেন এক পা-ও নড়তে না পারে, বুঝেছ?'

কফম্যান লাইন কেটে ল্যাঙের দিকে তাকালেন। এই কথোপকথনের মাথামুণ্ডু যে কিছুই বোঝেনি তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'কার সাথে কথা বললেন এতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করলো ল্যাঙ।

কফম্যান হাসলেন। 'কোথায় যেন ছিলাম আমরা? বিষুব রেখার দক্ষিণে, পশ্চিম গোলার্ধে, তাই না?' ল্যাঙের চেহারায় অসন্তোষ দেখা গেলো। তবে কফম্যান ওকে চেনেন। জানেন যে ল্যাঙের সামনে যতক্ষণ মুলো ঝুলানো আছে, ততক্ষণ সে তার কথামতই চলবে। কফম্যানকে শুধু ওর গলার রশিটা ঠিকমতো ধরতে হবে।

অধ্যায় : ১২

হোটেলে ব্রীফিং-এর পর তিন দিন কেটে গেছে। ড্যানিয়েলি আর নতুন NRI টীমের অবস্থান এখন নদীর প্রায় পাঁচশো মাইল উজানে। 'সাগরিকা' নামে একটা ডিজেল চালিত ট্রলারে ওদের যাত্রা। ট্রলারের মাঝি হ্কারের বন্ধু। এমনিতে সাগরিকার কাজ নদী তীরের খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে মালামাল সরবরাহ করা। সাগরিকার ডেকটা বেশ বড়সড়। সাথে গিয়ে আবার ফিরে আসার মতো তেল নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এতে থাকার মতো কোনো কেবিন বা আর কিছু নেই। প্রতিরাতে তাই নদীর পাশে তাঁবু খাঁটিয়ে ওদেরকে ঘুমাতে হয়। অবশ্য ট্রলারের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা কেউ বেজার হয় না।

দিনের বেলা ওরা ট্রলারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকে। মোট চৌদ্দজন মানুষ এতে। মাঝি আর আগের পাঁচজন তো আছেই, সাথে পিক ভেরহোভেন আর ওর চার সাউথ আফ্রিকান সহযোগী আর আছে তিনজন ব্রাজিলিয়ান কুলি।

শ্বেত শুভ্র চুল, লালচে পোড়া মুখ আর ওতে একটা তেরচা কাটা দাগ- সব মিলিয়ে পিক ভেরহোভেনের চেহারা বেশ ভয়ংকরই। ঝাড়া ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, ওজন দুশো চলিশ পাউন্ড। তবে চালচলনে অবশ্য এতটা রুক্ষ না। কেউ সামনে পড়লে সরে যাওয়ার যথেষ্ট সময় দেয়। সময়মতো সরতে না পারলে কপালে কখনো জোটে গুঁতো, কখনো সিগারেটের ছাই বা চিবানো তামাকের রস।

ড্যানিয়েলি ছাড়া আর কেউ-ই ভেরহোভেন বা ওর দলের কারো সাথেই দরকার ছাড়া কথা বলে না। এমনকি হ্কারও পূর্বপরিচয় সত্ত্বেও মাঝেমাঝে তাকিয়ে হাসা ছাড়া আর কিছু করে না। ড্যানিয়েলি জানে যে ঈওঅ থেকে বরখাস্ত হওয়ার আগে হ্কার আর ভেরহোভেন একসাথে কাজ করেছে। তখনকার ঝামেলার জের এখনও চলছে সম্ভবত। হ্কারকে এই অভিযানে নেওয়ার কথা শুনে ভেরহোভেন ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে বলেছে এতে নাকি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা হয়েছে।

হ্কার অবশ্য ওর ব্যাপারে সরাসরিই বলেছে, 'লোকটা একটা আস্ত কুকুর। ওর ছায়াও মাড়াতে চাই না আমি। তবে সমস্যা নেই, আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার দেখে তো আর কাউকে ভাড়া করা হয়নি।'

হুকারের প্রতিক্রিয়ায় ড্যানিয়েলির মনে হলো, ভেরহোভেনের পথের কাঁটা হয়ে কেউ এলে তার খবরই আছে। কেউ আক্রমণ করলে তো কথাই নেই। সেজন্যেই এসব কচলাকচলির পরেও ড্যানিয়েলি বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করলো।

এসব দ্বৈরথ সাথে নিয়েই সাগরিকা একসময় আমাজনের স্বচ্ছ জল ছাড়িয়ে আরো উত্তর-পশ্চিমে নেগ্রো নদীর কালো পানিতে প্রবেশ করলো। যতই ওরা বনের গভীরে যাচ্ছে, ড্যানিয়েলির অস্থিরতা আর উদ্বেগ আস্তে আস্তে ততোটাই বাড়তে লাগলো। কথা বলা কমিয়ে দিলো–সব কিছুই পরিণত হলো ওর সন্দেহের বস্তুতে। ভেরহোভেনের কোনো লোক একটু ত্যাঁড়া চোখে তাকালেই ওর সন্দেহ হয়। ট্রলারের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যেতে একটু বেশি সময় লাগলেও সন্দেহ হয়। শান্ত হওয়ার জন্য নিজেকে বারবার প্রবোধ দিতে লাগলো ড্যানিয়েলি। নিজের আবেগ ওর নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার, নইলে অন্যদের মাঝেও এই টেনশন সঞ্চারিত হবে। শুরুর দিকে নিজের উদ্বেগ আড়াল করতে পারলেও একদিন নদীতে ভাসমান একটা জিনিস দেখে আর পারলো না। জিনিসটা অতটা বিপজ্জনক কিছু ছিলো না–ঘাস লতাপাতা আর কিছু আবর্জনার একটা স্তূপ। কিন্তু তা দেখেই ড্যানিয়েলি মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলো। ওর কাছে মনে হলো জিনিসটা খুব অশুভ কিছু ।

'নৌকা থামান। পানিতে কি যেন ভাসছে।' মাঝিকে বললো ও।

ওর চিৎকারে অন্যরাও জড়ো হলো। ভেরহোভেন ড্যানিয়েলির দৃষ্টি অনুসরণ করে জিনিসটার দিকে এগুলো।

'জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন?'

ভেরহোভেন মাথা ঝাঁকালো, 'হ্যাঁ।'

'থামাতে পারেন কিনা দেখুন তো।'

ভেরহোভেন একটা লম্বা দাঁড় তুলে নিলো। ততক্ষণে সবাই ওর পাশে জড়ো হয়েছে। মাঝি বৈঠা বেয়ে ট্রলারটা জিনিসটার কাছে নিয়ে গেলো। জিনিসটা ট্রলারের পাশে আটকাতেই ভেরহোভেন সেটা দাঁড় দিয়ে চেপে ধরলো। একনজর দেখেই সবাই অবাক হলো।

'ওয়াক্ থু! কি বিশ্রী!' সুসান বলে উঠলো।

যারা দেখতে পায়নি, তাদের জিজ্ঞাসু চোখের জবাব ড্যানিয়েলি দিলো, 'একটা লাশ।'

লাশটা স্থানীয় কোনো মানুষের, মুখ নিচের দিকে। ডালপাতা আর বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ দিয়ে ঢাকা। দেহের প্রায় পুরোটাই পানির নিচে। শুধু মাথার পেছন আর কাঁধটা দেখা যাচ্ছে।

'উপরের ময়লাগুলো সরান তো।' শান্ত কণ্ঠে আদেশ দিল ড্যানিয়েলি।

ভেরহোভেন দাঁড়টা দিয়ে উপরের ডালপালা আর ময়লা সরিয়ে দিল। লোকটার মাথার কাছে একটা তিনফুটি কাঠের টুকরো ভাসছিল। ভেরহোভেন দাঁড় দিয়ে ওটাকেও ঠেলে সরিয়ে দিল। কিন্তু দেহটাও ওটার সাথে সামনে এগিয়ে গেলো আর লোকটার হাত দুটো ভেসে উঠল। কাঠের টুকরোটার সাথে লোকটার দু'হাত একটা সরু সুতা দিয়ে বাঁধা।

ভেরহোভেন একদলা তামাকের পিক ফেলে বললো, 'লাশটাতো দেখি ঐ কাঠের সাথে বাঁধা।'

ড্যানিয়েলিও কবজির সাথে বাঁধা রশিটা দেখেছে। এটা কোনোভাবেই কোনো শুভ লক্ষণ না। এমন কোনো জিনিস ওরা দেখবে তা ওর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু সবাই দেখা গেলো গলা লম্বা করে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করছে। ভেরহোভেন দাঁড়টা দিয়ে ঠেলেঠুলে লাশটা উল্টে দিল। লোকটার চেহারা বাদামি, ভেজা চুল কপালে লেপ্টে আছে। মাথায় কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই কিন্তু সারা গা জুড়ে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন। বুকের মধ্যে বড় দুটো গর্ত, বাম কাঁধ থেকে পেট পর্যন্ত একজোড়া কাটা চিহ্ন আর সারা গায়ে কালো কালো ফোলা জায়গা–অনেকটা কালো আঙ্গুরের মতো দেখতে। সবার মনের কথাটা পোলাস্কির মুখ থেকে বেরুলো, 'লোকটার হয়েছিল কি?'

ড্যানিয়েলি বুকের গর্তগুলো খেয়াল করলো, 'ওগুলো বেশ বড় আর গোল। ওগুলো কি গুলির ছিদ্র নাকি?'

ভেরহোভেন মাথা নাড়লো, 'বেশি বড়। পিছনে ট্রেনের টানেল বিস্ফোরণ ছাড়া অমন গর্ত হওয়া সম্ভব না। আর গুলি বের হবার কোনো ছিদ্রওতো দেখলাম না। সম্ভবত বর্শা বা ওরকম কোনো কিছুর আঘাত।'

ড্যানিয়েলি সাগরিকার ধারে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে গর্তগুলো আরো ভালো করে দেখলো। চামড়ায় দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা ঢোকানো হয়েছে, তারপর বের করা হয়েছে। 'আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।' ফিসফিস করে নিজেকেই শোনালো ও।

আরো ভালো করে দেখার জন্য সবাই এখন ড্যানিয়েলির পাশে জড়ো হয়েছে।

কালো ফোলা জায়গাগুলো দেখিয়ে ডেভারস বললো, 'ওগুলো কি? ইবোলা বা ওরকম কিছু না তো?' কয়েকটা ফোলা দেখা গেলো হাঁ হয়ে আছে– যেন বিস্ফোরিত হয়েছে। কয়েকটা আবার নিখুঁতভাবে কাটা–যেন কেউ দরকারেই অমনটা করেছে। ড্যানিয়েলির আফসোস হলো, সাথে একজন ডাক্তার নেই বলে। NRI-তে পাওয়া মেডিকেল ট্রেনিং আর জীববিজ্ঞানে পাওয়া ডিগ্রীর জ্ঞান কাজে লাগানোর চেষ্টা করল ড্যানিয়েলি। 'ক্ষত থেকে কোনো পুঁজ বা অন্য কিছু বেরুচ্ছে না।' তারপর নাক বাড়িয়ে গন্ধ শুঁকে বললো, 'কোনো বাজে

গন্ধও নেই। তার মানে ইনফেকশন না।' আসলে কোনো গন্ধই পাওয়া যাচ্ছিলো না। ড্যানিয়েলি ধারণা করলো, মৃত্যুটা খুবই সম্প্রতি হয়েছে। সম্ভবত বিগত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

'এগুলো আমার কাছে পোড়া দাগ বলে মনে হচ্ছে। কোনো কেমিক্যাল বা অন্য কোনো প্রকার আঘাতও হতে পারে, পানিতে থাকার কারণেও জায়গাগুলো ফুলে যেতে পারে।' ড্যানিয়েলি বললো। তারপর ডেভারস এর দিকে ফিরে বললো, 'আর তাছাড়া ইবোলা সংক্রমণ হয় শুধু আফ্রিকায়।'

ডেভারস মাথা ঝাঁকালো, 'কত কিছু যে শিখছি এবারের সফরে!'

ডেভারসের বকবকে বিরক্ত হয়ে ড্যানিয়েলি উঠে দাঁড়িয়ে ওকে পিছনে সরিয়ে দিলো। তারপর ভেরহোভেনকে বললো, 'লাশের পা দুটো তুলুন তো দেখি।'

কথাটা সোজা হলেও কাজটা কিন্তু সোজা না। হাতের দাঁড়টা দিয়ে ভেরহোভেন লাশটাকে আটকে রাখছিলো নাহলে ট্রলারের নড়াচড়ার কারণে সৃষ্ট ঢেউয়ে লাশটা বার বার দূরে সরে যাচ্ছিল। ওর দলের একটা লোকের দিকে ফিরে বললো, 'আরেকটা লাঠি আনো তো।'

ভেরহোভেনের সাগরেদটা আরেকটা দাঁড় এনে টেনেটুনে লোকটার পা পানির উপরে তুললো। কিন্তু এটুক করতে গিয়েই ব্যাটার জিভ বেরিয়ে গেলো। কারণটা অবশ্য তখনই বোঝা গেলো। পায়ের সাথে একটা ছোট জালে অনেক পাথর বাঁধা।

আরেক দলা পিক ফেলে ভেরহোভেন বললো, 'একটা মরা মানুষের সাথে এ কেমন আচরণ। হাতের সাথে কাঠ বেঁধেছে যাতে ভেসে থাকে, আর পায়ে পাথর বেঁধে দিয়েছে যাতে ডুবে যায়। ব্যাটা যে কার কুনজরে পড়েছিলো, ঈশ্বর জানে।'

'শালার গেঁয়ো ভূতের দল।' ভেরহোভেনের সাগরেদটা বিরক্তি ঝাড়লো।

তা শুনে ম্যাককার্টার বললেন, 'ঠিক। সভ্য কোনো মানুষ এমন কাজের কথা চিন্তাও করবে না।'

সাগরেদটা আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভেরহোভেন চোখ গরম করে ওকে থামিয়ে দিলো।

ম্যাককার্টারও ড্যানিয়েলির পাশে ঝুঁকে লাশটা দেখতে লাগলেন। কবজি বাঁধা কাঠের টুকরোটায় তেমন কোনো ঘষাঘষির চিহ্ন নেই। 'আমার মনে হয় মারা যাওয়ার পর একে বাঁধা হয়েছে। দড়িতে কোনো টানাটানির চিহ্ন নেই।' ম্যাককার্টার তার পর্যবেক্ষণের কথা জানালেন।

'আগে মারা–তারপর বাঁধা। পুরোই উল্টো কারবার!' ভেরহোভেন বললো।

'আর গায়ে নখের আচড়ও দেখা যাচ্ছে।' পেটের কাটা চিহ্নগুলো দেখিয়ে পোলাস্কি বললো। 'সম্ভবত একে মেরে পশুপাখির খাওয়ার জন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল। বলি টলি দিয়েছিল বোধহয়।'

ম্যাককার্টার মাথা নাড়লেন। 'আমাজনের কোনো উপজাতির এমন কোনো স্বভাবের কথা জানা যায়নি। আর পশুপাখিকে খেতে দিলে তো খেয়েই ফেলার কথা। এতো পুরোই আস্ত।'

ড্যানিয়েলি কিছু না বলে চুপচাপ ভাবছে। এখানে আসার পর থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এমন আজব আর উদ্ভট সব উপজাতির কাহিনি শুনেছে যেগুলো বিশ্বাস করা খুব শক্ত। ওর কাছে অবশ্য বেশিরভাগই রং-মশলা চড়ানো মনে হয়েছে। তবে চোলোকোয়ানদের কথা আলাদা। এদেরকে সবাই যমের মত ভয় পায়। আর এদের সম্পর্কে শোনা সব গল্পেই আজকের লাশটার মত লাশ বিকৃতির কথা শুনেছে ও। লাশকে ওরা পুড়িয়ে ফেলে, কখনো শূলে চড়ায়, কখনো গাছে ঝুলিয়ে রাখে। জন্তু জানোয়ারের পাশাপাশি মানুষ শিকারও এদের নেশা। মহামারির চেয়ে কম মারাত্মক নয় এরা।

লোকটার মুখের দিকে দেখতে দেখতেই ডিক্সন আর ওর দলবলের কথা মনে পড়ল ড্যানিয়েলির। ওদের সবাই ছিলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সাথে অস্ত্রও ছিল প্রচুর। তাও গায়েব হয়ে গেছে। কে জানে ওদের দুয়েকজনকেও হয়তো এরকম ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে বাকি সবাই হঠাৎ লাশ দেখার প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে। সবাই এখন তর্ক করছে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে। কিছুক্ষণ পর হকারও সামনে এগিয়ে এলো। এক ঝলক লাশটা জরিপ করে কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বললো, 'বাহ! চমৎকার!' তারপর ডেভারসকে জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা কোন উপজাতির বলতে পারবেন?'

মৃত লোকটার গায়ে কোনো শনাক্তকারী চিহ্ন বা গয়নাগাটি নেই।

'নাহ্। কেন বলুন তো?' ডেভারস জিজ্ঞাসা করল।

হকার দূরে ইশারা করে বললো, 'কারণ এরাও মনে হয় লাশটার ব্যাপারে আমাদের মতই আগ্রহী।'

দূরেই দেখা গেলো তিনটে স্থানীয় ক্যানু ওদের দিকেই আসছে। প্রতিটায় দু'জন করে লোক। ভয়ানকভাবে দাঁড় বাইছে আর চেঁচাচ্ছে। তাদের গতি আর কণ্ঠ দুটোতেই বোঝা যাচ্ছিলো ওরা চরম আতঙ্কিত। আচমকা আতঙ্কের পুরোটাই সাগরিকার যাত্রীদের মাঝেও সঞ্চারিত হল।

অধ্যায় : ১৩

ছোট ছোট ক্যানুতে (নৌকা) ছয়জন লোক–ড্যানিয়েলির কাছে খুব বেশি ভীতিকর মনে হলো না। কিন্তু লোকগুলো খুবই রেগে আছে বোঝা যাচ্ছে। সাবধানতার খাতিরেই তাই ড্যানিয়েলি ট্রলার চালু করতে বললো আবার।

'সামনে আগাবো?' মাঝি জিজ্ঞেস করলো।

'না, আমি এদের সাথে কথা বলব, আপনি শুধু ইঞ্জিন চালু করে রাখুন।' তারপর ভেরহোভেনের দিকে ফিরে বললো, 'লাশটা ছেড়ে দিন।'

ভেরহোভেন লাশটায় একটা ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিলো। লাশটা আবারো ভাসতে ভাসতে সরে গেলো দূরে। এদিকে ক্যানুগুলোও কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু ওদের চিৎকার বা গতি, কোনোটাই কমার কোনো লক্ষণ নেই।

'অস্ত্রশস্ত্র হাতের কাছে আছে তো?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

ভেরহোভেনের দাঁত বেরিয়ে এল, 'ওগুলো হাতের কাছেই থাকে।'

তারপর ডেভারসের দিকে তাকিয়ে ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কি চোলোকোয়ান?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ডেভারস জবাব দিলো, 'সেরকম তো মনে হচ্ছে না। এরা চেঁচাচ্ছে পর্তুগীজ ভাষায়। চোলোকোয়ানরা শুধু চোকাওয়া ভাষায় কথা বলে। আর এই এলাকাটা নূরী উপজাতিদের।' ড্যানিয়েলি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলো। চোলোকোয়ানদের মত নূরীরা মোটেও খারাপ না। আর নূরী উপজাতির লোকেরা এখন বেশ সভ্যভব্য হয়েছে। যদিও এখনো জঙ্গলে বর্শা আর তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করে, তবে প্রায়ই দেখা যায় লোকালয়ে পশুর চামড়া বিক্রি করছে বা কাপড়চোপড়, বড়শি, বিড়ি এটা ওটা কেনাকাটা করছে। এরা সাধারণত মারামারিতে জড়ায় না, আর ঠিকমত বোঝাতে পারলে সাহায্যও করে বেশ। ক্যানুগুলো ট্রলারের কাছে পৌঁছানোর পর চিল্লানো থামালো লোকগুলো। সম্ভবত লাশটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেজন্যে অথবা ভেরহোভেন আর ওর চ্যালাদের হাতের বন্দুকগুলো এতক্ষণে নজরে এসেছে ওদের।

'ওরা কি বলে দেখুন তো।' ড্যানিয়েলি ডেভারসকে বললো।

ডেভারস সামনে এগিয়ে গিয়ে নূরী ভাষায় লোকগুলোকে কি যেন বললো। ওরাও চিৎকার করে জবাব দিলো।

'ওরা বলছে লাশটা নাকি অভিশপ্ত। আমরা ওটাকে ধরে ভালো কাজ করিনি।' ডেভারস জানালো।

'জিজ্ঞেস করুন তো লোকটা কে আর মেরেছে কেন এভাবে?' ড্যানিয়েলি বললো।

আবারও আলাপের পর ডেভারস জানালো, 'ওরা নাকি লোকটাকে মারেনি।'

'তো এভাবে বেঁধে পানিতে ভাসিয়েছে কেন?'

এবার আদিবাসীদের মধ্যে আরেকজন কথা বলে উঠলো।

'ছেলেটা সম্ভবত এই লোকটার ভাতিজা বা অন্য কোনো আত্মীয়। দিন দশেক আগে এরা শিকারে বেরিয়েছিলো। শিকার টিকার তেমন পাওয়া যাচ্ছিলো না, তাই আরো খুঁজতে খুঁজতে ওরা একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকে পড়ে। উনি তার ভাতিজাকে আর এগুতে নিষেধ করেন। কিন্তু ছেলেটা কথা শোনেনি। চাচা ফিরে এলেও সে আরো ভেতরে চলে যায়। দুদিন পরেই এই অবস্থায় একে পাওয়া যায়।' ডেভারস অনুবাদ করে শোনালো।

এবার আরেকজন আদিবাসী কথা বলে উঠল, 'জায়গাটা নাকি পরিত্যক্ত। জীবনের কোনো চিহ্ন সেখানে নেই। ওখানে যাওয়া মানে মরণকে ডেকে আনা। ভুল করে কেউ চলে গেলে বেশিরভাগ সময়ই আর ফেরে না। আর ফিরলেও ফেরে লাশ হয়ে–এভাবে নদীতে ভাসতে ভাসতে।' ডেভারস শোনালো আবার।

আদিবাসী লোকটা এবার লাশটার যেখানে দুটো গর্ত ছিলো, নিজের বুকে সেই জায়গাটা দেখিয়ে বললো, 'এটা হলো ওখানে প্রবেশের শাস্তি। অন্যরা যাতে দেখে সতর্ক হয়, আর না যায় ওদিকে। আমরা এরকম অনেক পশুপাখিও দেখেছি। ওখানকার অশুভ আত্মারাই ওগুলোর এরকম দশা করেছে। এখন ওদের লাশগুলো সবার জন্যই ঘৃণ্য আর অভিশপ্ত। এমনকি শকুন বা পিরানহাও এগুলো ছোঁয় না।'

ড্যানিয়েলিরও ব্যাপারটা খেয়াল হলো। লাশটাকে কোনো প্রাণীই ছোঁয়নি। আজব ব্যাপার–কারণ জঙ্গলে এমনিতেই খাবারের টানাটানি, সেখানে এরকম সহজলভ্য খাবার কিভাবে সবার চোখ এড়িয়ে গেলো। আরো একটা তাজ্জবের ব্যাপার হলো, লোকটার কথা সত্যি হলে লাশটা বেশ কিছুদিন আগের। ও যেমন ভেবেছিলো চব্বিশ ঘণ্টা আগের, ওরকম না।

ভেরহোভেন হঠাৎ হেসে উঠলো, 'তাই নাকি? অশুভ আত্মারাও আজকাল রশি ব্যবহার শুরু করেছে, না?'

ড্যানিয়েলি ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে ডেভারসকে বললো, 'আর কি বলছে লোকটা?'

'ওরা বলছে শুধু ছায়ামানবেরাই ওখানে যেতে পারে। সম্ভবত চোলোকোয়ানদের কথা বলছে। ওখানে যে-ই যায়, তাকেই ওরা মেরে ফেলে নয়তো পশুদের দিয়ে মারায়–এরকমই কিছু একটা বলছে ও। লোকটার ভাতিজা যখন ওর কথা শোনেনি, তখনই নাকি ও জানতো যে ছেলেটার এই পরিণতি হবে। ওরা অবশ্য ওকে খুঁজতে বের হত প্রতিদিন। তারপর আজ সকালে গ্রামের এক ছেলে নাকি লাশটা নদীতে খুঁজে পায়। কারোরই লাশটার ধারে কাছেও যাওয়া ঠিক হবে না।'

ড্যানিয়েলি পরিস্থিতিটা একটু খতিয়ে দেখলো। সম্ভবত ওরা ওদের কাঙ্ক্ষিত জায়গার কাছাকাছিই চলে এসেছে। একবার চান্স নিয়ে দেখা যাক। ডেভারসকে বললো, 'ওকে জিজ্ঞেস করুন তো আমাদেরকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে কি-না? বলুন যে আমরা আত্মাদের জায়গাটা খুঁজছি।'

ডেভারসের মুখ থেকে প্রশ্নটা শুনে আদিবাসীরা না না করে উঠলো। আরেকজন বললো, 'ওখানে মৃত্যুর বসবাস। ওখানকার ছায়াতেও আরাম মেলে না। ওখানে না যাওয়াই ভালো।'

এক বয়স্ক আদিবাসী মুখ খুললো এবার, 'ওখানে গেলে আর জ্যান্ত ফিরতে পারবেন না। চিরতরে গুম হয়ে যাবেন অথবা অন্যদের প্রতি সতর্কবার্তা হিসেবে এভাবে নদীতে ভাসবে লাশ। এ কারণেই লাশটা আজ পাওয়া গেছে।' তারপর ট্রলারের সবার দিকে আঙুল তুলে বললো, 'এটা আপনাদের জন্য সতর্কবার্তা। আপনারা যাতে ওদিকে আর না যাওয়ার চেষ্টা করেন, সেজন্যই এটাকে পাঠানো হয়েছে।' বলে আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু করলো। লোকগুলো সবাই খুব দ্রুত আর একসাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। ফলে ডেভারসও ভালো মতো কিছুই বুঝলো না। তবে কয়েকমুহূর্ত পরেই তাদের তর্কের ফলাফল জানা গেলো। ওরা রাজি না। শক্ত হাতে ঝুপঝাপ বৈঠা বেয়ে ওরা লাশটার পিছু পিছু এগিয়ে চলে গেলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ড্যানিয়েলি ডেভারসের দিকে চাইলো।

'সম্ভবত ওরা ভাবছে লাশটা ধরে আমরাও অভিশপ্ত হয়ে গেছি অথবা ওরা আর সময় নষ্ট করতে চায়নি।'

হঠাৎ একজন কুলি হেসে উঠলো। এই কেচ্ছা সে আগেও শুনেছে। 'নূরীদের কাছে সবাই অভিশপ্ত। গাছপালা, নদীর ফেনা, পানিতে উল্টো হয়ে ভাসা গাছের ডাল–সব অভিশপ্ত।'

ড্যানিয়েলি ডেভারসকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা?'

ডেভারস কাঁধ ঝাঁকালো, 'আমরা যে জায়গাটা খুঁজছি, সেটা সম্ভবত আরেকটু গেলেই পাওয়া যাবে। ওখানেই ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের সাথে চোলোকোয়ানদের দেখা হয়েছিল। আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে ওরা বেশ হিংস্র। এটা

সম্ভবত ওদের এলাকা, আর এই লোকগুলো চোলোকোয়ানদের ভয় পায়। সত্যি কথা হলো, যে-ই ওখানে যায় তাকেই লাশ হয়ে ফিরতে দেখলে আমিও জায়গাটাকে অভিশপ্তই ভাবতাম।'

'চোলোকোয়ান!' বিড়বিড় করে নামটা আওড়ে ড্যানিয়েলি সামনের দিকে তাকালো। অচিরেই হয়তো ওরা চোলোকোয়ানদের এলাকায় ঢুকে পড়বে।

ডেভারসই আবার কথা বললো, 'লোকটা তো বললোই যে এটা একটা সতর্কবার্তা। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও আমার মনে হয় আসলেই ব্যাপারটা ঠিক।'

ড্যানিয়েলি কিছুটা রেগে গেলো, 'আমি এখানে এসব ফালতু কুসংস্কারে ভয় পেতে আসিনি।' তারপর হুকুম করলো, 'নৌকা ছাড়ুন।'

পাটাতনের নিচে ইঞ্জিন গর্জন আরম্ভ করতেই ম্যাককার্টার ড্যানিয়েলির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ তো দেখা যাচ্ছে সতর্কবার্তা দিবস।'

'মানে?'

'সুসান আর আমি ঐ কাঠুরের দেয়া পাথরটা নিয়ে আজ একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম। সম্ভবত আরেকটা নকশার অর্থ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এটা একটা এক পা-ওয়ালা পেঁচা। মায়ানদের জন্য চরম ভীতির প্রতীক।'

'খোঁড়া পেঁচার মানেটা কি? মায়ানরা এটাকে এত ভয় পায় কেন?'

'কারণ এটা হলো নরকের দূত–মৃত্যুর বার্তাবাহক!' জবাব দিলেন ম্যাককার্টার।

অধ্যায় : ১৪

ঘণ্টা দুয়েক পরে নদীর চেহারা বদলানো শুরু করলো। তীরে ঘেঁষা গাছপালার সংখ্যা কমে গেলো আর তার বদলে দেখা গেলো এক ধরনের বিশাল বিশাল মসৃণ পাথরের চাঁই। গত কয়েকশো মাইলের মধ্যে এগুলোর অস্তিত্ব ছিলো না। হঠাৎই যেন নতুন কোনো দেশে এসে পড়েছে ওরা। ভৌগোলিক দিক থেকে ধরলে আসলেই এসেছে। এ ধরনের শিলাখণ্ড আমাজনে দুর্লভ। সর্ব উত্তরে গায়নার পার্বত্য এলাকার ধ্বংসাবশেষে এরকম কিছু নমুনা দেখা যায়। আরো কিছুদূর যেতেই আজব সব শব্দ কানে আসতে লাগলো। বলা বাহুল্য, এগুলোও আগে কখনো শোনেনি ওরা। আরেকটু এগুতেই দেখা গেলো 'নেগ্রো' নদীর অভিমুখ।

'নদীর মুখ।' ড্যানিয়েলির মনে পড়লো। ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিন তার নোটে এটার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যার কাছ থেকে পাথর কিনেছিলো, সেই কাঠুরেটাও এটার কথাই বলেছিলো। ওর কথা সত্য হলে আর মাইলখানেক গেলেই একটা ছোট শাখা নদী পড়বে, তারপর সেটা ধরে উত্তরে এগুতে হবে।

ড্যানিয়েলি মাঝিকে বললো, 'একটু পরেই ডানে একটা শাখা নদী পড়বে। ওটা দিয়ে যেতে হবে।'

মাইলখানেক পরে আসলেই শাখা নদীটার দেখা মিললো। মোহনায় ছোট্ট একটা দ্বীপ। কাঠুরেটা এটাকে বলেছিলো চর।

হকার ওর কাছে এগিয়ে আসতেই বললো, 'এখানে পানি কম।' বলতে বলতেই গত কয়েকদিনের নদীতীরে বালির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিযাপনের কথা মনে এলো ওর।

'এবার বর্ষায় তেমন বৃষ্টি হয়নি।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। ওরা যাচ্ছে পশ্চিম আমাজনের দিকে। ওখানে চর পড়ে আরো বেশি। সবজায়গাতেই তাই উঁচু উঁচু চর দেখা যাচ্ছে। মাঝি হকারের সাথে একমত হলো। 'এল নিনোর কারণে এমন হয়েছে। মেঘ হয় মাঝে মাঝে কিন্তু বৃষ্টি পড়ে কয়েক ফোঁটা। মাটো গ্রাসোতে তো বৃষ্টিই হয়নি।' ব্যাখ্যা করলো সে।

দক্ষিণ আমেরিকায় এল নিনো মানে হলো 'পাতাগোনিয়ার মালভূমির শুষ্ক বাতাস'–মরুভূমির ঘন বাতাস যা আমাজনের সব আর্দ্রতা শুষে নিয়ে যায়। এতে ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। খাল আর পুকুরে মাছ যায় মরে, জমির ফসল নষ্ট হয়। একমাস ধরেই আবহাওয়ার পূর্বাভাসে একটা এল নিনোর ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছিল। তবে এখনো অফিসিয়ালি এটার আগমনের ঘোষণা আসেনি। চারপাশে তাকিয়ে ড্যানিয়েলি ভাবলো ঘোষণা দেয়ার আগেই বোধহয় এল নিনো চলে এসেছে।

'এর মধ্য দিয়ে যেতে পারবেন?'

মাঝি মাথা ঝাঁকালো। 'আস্তে আস্তে যেতে হবে।'

আস্তে আস্তে মানে তিন বা চার নট। হকার গলুইতে বসে খেয়াল রাখছে সামনের দিকটা। ওদের ভাগ্য ভালো যে সাগরিকার পাটাতন এক দু' ফুটের বেশি নিচে ডোবে না। ফলে এগুতে সমস্যা হচ্ছিলো না। এখান থেকে বিশ মাইলটাক গেলে তারপর সেই বড় পাথরটার কাছে পৌঁছানো যাবে। আর ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই তাই ওখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভাগ্যটা আর আরেকটু ভাল হলে খুলির দেয়ালটাও চোখে পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু ওদের কপালে আর সৌভাগ্য জুটলো না। নদী মুখ পার হওয়ার পরে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে নদীর তীরে খুঁজেও পাথরটার দেখা পাওয়া গেলো না।

ম্যাককার্টার ব্যাপারটা জানতেন, 'জঙ্গলের স্বভাবই হচ্ছে জিনিসপত্র গিলে খাওয়া। একশো বছর আগেও পালেং, কোপান বা টিকাল শহরগুলোতে এত বেশি আগাছা জন্মেছিলো যে সবাই দূর থেকে শহরের দালানগুলো দেখে ভাবতো গাছে ভরা পাহাড় বোধহয়। আবর্জনা আর গাছগাছড়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবে ছিলো শহরগুলো। তাই কিছু যদি জঙ্গলে ফেলে যাওয়া হয়, জঙ্গল সেটাকে সুন্দরভাবে নিজের সাথে মিশিয়ে নেয়।'

এখন উনাদের কি করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোকপাত করলেন এরপর, 'আমাদেরকে কিছু কিছু জায়গা না খুঁজলেও চলবে, যেমন স্তম্ভ বা মন্দিরের মতো জায়গাগুলো। এটা ওখানে পাওয়া যাবে না। এটা থাকবে আরো ছোট কিছুতে–মাটির ঢিবির মতো জায়গায়। দেখা যাবে ওখানকার মাটি আশেপাশের মাটির সাথে মিলছে না অথবা মাটির ফাঁকে পাথরের কোণা দেখা যাবে।' উপদেশগুলো অবশ্য ম্যাককার্টার পাঁচদিন আগেই দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই ওরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে নদীর তীর চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শুধু খোঁজাখুঁজিই সার–পাথরের দেখা নেই।

সবার হতাশা যখন চরম পর্যায়ে তখনি হঠাৎ পোলাস্কি নদীর তীরে একটা চৌকো পাথর আবিষ্কার করলো। সুসান আর ম্যাককার্টার পাথরটা দেখেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

ম্যাককার্টার হাসতে হাসতে সুসানকে বললেন, 'আমরা দুজন খোঁজাখুঁজির দক্ষ মানুষ থাকতে কি-না পাথরটা খুঁজে পেলেন উনি।'

সুসানও হাসলো, 'বিগিনার'স লাক! তবে যা-ই হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পাওয়া গেছে পাথরটা।'

ম্যাককার্টার চারিপাশে তাকিয়ে মনে মনে আসলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন। একমাস আগেও এই জায়গাটা দশফুট পানির নিচে ছিলো।

'আপনাদের লাইনে এলে ভালোই করতাম, কি বলেন?' পোলাস্কি বললো।

'কোনো সন্দেহ নেই।' ম্যাককার্টার জবাব দিলেন।

দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। অন্যদের ডাকা দরকার কিন্তু সবাই অনেক দূরে দূরে। এদেরকে ডেকে জড়ো করার আগেই সূর্য ডুবে যাবে পুরোপুরি। নদীর ঢালু তীরের দিকে তাকিয়ে ম্যাককার্টার বললেন, 'এটা সম্ভবত কোনো ভূমিকম্প-টম্পতে উপর থেকে ধসে পড়েছে।' তারপর সুসান আর পোলাস্কির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদেরকে উপরে যেতে হবে। সোজা উপরে।'

সুসানই আগে উঠে গেলো। ওর বয়স কম, ওজনও কম। ফলে সহজেই পোলাস্কি আর ম্যাককার্টারকে ছাড়িয়ে উঠে গেলো আগে আগেই। আর এই ঢালু আর পিছল তীর বেয়ে উপরে উঠতে বাকি দুজনের জিভ বেরিয়ে গেলো।

সুসান বেশ কিছুদূর উঠে একটা সমতলমতো জায়গায় কি যেন দেখতে লাগলো। ম্যাককার্টার হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে উঠে এলেন। সামনেই একগাদা পাথরের স্তূপ। এক ফুট দূরে আরো কয়েকটা। দেখে মনে হচ্ছে এগুলো সম্ভবত কোনো সিঁড়ির ধাপ ছিলো।

কোমরে হাত রেখে ম্যাককার্টার একটা লম্বা শ্বাস নিলেন। তারপর আবার উঠতে শুরু করে বললেন, 'আরো উপরে।'

এবার অবশ্য ম্যাককার্টারই সামনে থাকলেন। ঢালু জায়গায় কয়েকবার পড়তে পড়তে বেঁচেছেন। চূড়ার কাছাকাছি বুনো লতার জঙ্গল। এমনভাবে ঝুলছে যে, দেখে মনে হয় পানি পড়ছে।

আলো আরো খানিকটা কমেছে। ম্যাককার্টার তাই দ্রুত হাতে হাতের লম্বা ছুরিটা চালালেন। ঝুপ ঝুপ করে ঝরে পড়লো লতা। তার পিছনেই দেখা গেলো একটা মাথার খুলি, শূন্য কোটর মেলে সোজা তাকিয়ে আছে উনাদের দিকে। শিউরে এক কদম পিছে সরে গেলেন ম্যাককার্টার।

'দারুণ জিনিস তো!' চোখ বড় বড় করে পোলাস্কি বললো।

'তা আর বলতে। আমারতো বিশ্বাসই হচ্ছে না আমরা এটা খুঁজে বের করেছি!' সুসান বললো।

ম্যাককার্টার ওর দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্তও উনার কাছে মনে হচ্ছিলো এই অভিযানের পুরো সময়টাই অপচয় হলো। 'তুমি প্যারিস গেলে কিন্তু এরচে মজা করতে পারতে।'

'কাপড় পরার নিয়মকানুন সম্পর্কে মায়ের বকবক শোনার চেয়ে এটা হাজারগুণ ভালো।'

ম্যাককার্টার ঘুরে পাশের আরো কিছু লতা কেটে দিলেন। প্রথম খুলিটার পাশেই আরো একটা খুলি দেখা গেলো। এটার অবশ্য চোখের নিচটা ভাঙ্গা আর চোয়ালের হাড্ডিটা নেই। এটার পাশেই আরো একটা খুলি দেখা গেলো। খুলিগুলো একটা পাথরের দেয়ালে বসানো। এগুলো বসানোর জন্যে পাথরের মধ্যে গর্তই বা কিভাবে করেছে আর তারপর জোড়াইবা কিভাবে লাগিয়েছে তা কে জানে! সুসান আর পোলাস্কি একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। আর ম্যাককার্টার হাতের অস্ত্রটা চালাতে থাকলেন। প্রতি কোপে একের পর এক খুলি বেরুতে লাগলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত ব্যথা হয়ে যাওয়ায় তাকে থামতে হলো। 'বুড়ো হয়ে গেছি', মনে মনে ভাবলেন। তারপর ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, 'যাক, তবু শেষ পর্যন্ত একটা কিছুর তো দেখা মিললো। অন্যদেরকে ডাক দাও।'

অধ্যায় : ১৫

সেদিন রাতে পার্টি হলো। এক বোতল শ্যাম্পেনও খোলা হলো। তারপর ক্লান্ত অভিযাত্রীর দল গেলো ঘুমাতে। তবে ভেরহোভেন আর ওর এক লোক জেগে রইলো পাহারা দেয়ার জন্যে। ভেরহোভেন উত্তরে আর ওর চ্যালা সত্তর গজ দক্ষিণে। ওরা ঠিক করলো এখন থেকে খালি হাত আর চোখে না খুঁজে কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে। যেমন–মোশন ডিটেকটর, হিট সেন্সর এইসব হাবিজাবি। তবে সমস্যা হলো জঙ্গলের ভেতর জিনিসগুলো খুব একটা ভালো কাজে আসে না। ভেরহোভেন তাই বললো ট্রেনিং পাওয়া কুকুর ব্যবহার করতে। ড্যানিয়েলি ওগুলোরও ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিয়েছে। তবে আপাতত ভেরহোভেনদের সেই আদ্যিকালের উপায়েই পাহারা দিতে হবে। কাজটা অবশ্য ওদের জন্য বেশিই সহজ। সাধারণত আরো বেশি কষ্ট আর মারামারি করে অভ্যস্ত ওরা।

ভেরহোভেন আর ওর দলের লোকেরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাড়াটে সৈনিক। পাঁচজনের সবাইই সাউথ আফ্রিকার স্পেশাল ফোর্সে ছিলো। বর্ণবৈষম্যের কবলে পড়ে পরে বিদেশে পাড়ি জমায়। ভেরহোভেনের নেতৃত্বে পরে এরা ভাড়া খাটা শুরু করে। সোমালিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো এসব জায়গায় এর আগে কাজ করেছে ওরা। রুয়ান্ডার গণহত্যার সময় ট্রান্স আফ্রিকান মাইনিং কর্পোরেশনের লোকদের উদ্ধারে অংশ নিয়েছে। কয়েক বছর পর ওরা লাইবেরিয়াতে যায় ওখানকার ক্ষমতাচ্যুত নেতা চার্লস টেইলরকে পালাতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু টাকার বনিবনা না হওয়ায় উল্টো তাকে ধরিয়ে দিয়ে দশ লক্ষ ডলারের পুরস্কার জিতে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু একটুর জন্য ব্যর্থ হয়। ঘটনাটার কথা মনে হতেই ভেরহোভেন কিছুটা হাসলো। তবে ও বিশ্বাস করে, সুযোগ আবার আসবে। আর যখন সুযোগ আসবে, তখন সে বিনামূল্যেই দুনিয়া থেকে একটা শয়তান কমিয়ে দেবে। ততদিনে যেখানেই টাকা পাবে, সেখানেই যাবে ওরা। এর জন্য যদি খুনোখুনি মারামারি করতেও হয়, তো করবে। পর্যাপ্ত টাকা পেলে নরকের দরজা ভেঙ্গে ঢুকতেও রাজি।

তবে আজকের রাতটা বেশ চুপচাপ। ভেরহোভেনের সম্ভবত আজ কোনো খুনোখুনি না করলেও চলবে। নদীতে লাশটা দেখার পর থেকে এখনো ওদের

আর কোনো বিপদ আপদ হয়নি। ওই যুদ্ধংদেহী আদিবাসী বা ড্যানিয়েলি যে আরেকটা পার্টির কথা বলেছিলো, কাউকেই দেখা যায়নি এমনকি একটা বন্য প্রাণীও না। এই জিনিসটাই ওর কাছে অদ্ভুত লাগছে। অনেকদিন বৃষ্টি হয় না, বনের সব জলাশয় এতদিনে শুকিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে পশুদের তো নদীর আশেপাশেই বেশি দেখা যাওয়ার কথা। এটা আফ্রিকা না যে বর্ষার আগ পর্যন্ত পশুরা কোনো পানির কুয়ার চারপাশে জড়ো হয়েই কাটিয়ে দেবে। পানি খেতে তো আসতেই হবে। পশুগুলো চোখে না পড়ুক, অন্তত পায়ের ছাপ, গোবর এসব তো দেখতে পাওয়ারই কথা। এমনকি কোনো কিছুর ডাক পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়নি। বনটা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে নয়তো সব প্রাণী অন্য কোথাও চলে গেছে। পাখি বা মাছ বা সরীসৃপ ভালোই আছে আশেপাশে কিন্তু কোনো জানোয়ারেরই দেখা নেই। বিশেষ করে স্তন্যপায়ীগুলো। ইঁদুরের চেয়ে বড় কিছু এখনও ভেরহোভেনের চোখে পড়েনি। হয়ত পরিবেশবিদদের কথামতো আসলেই আমাজন মরে যাচ্ছে। গেলে যাক, ওর কি? ওর কোনো সমস্যা নেই।

ভেরহোভেন চোখে একটা তাপবীক্ষণ লাগিয়ে ওর সামনের দিকটা পরীক্ষা করলো। বিন্দু বিন্দু তাপের চিহ্ন যন্ত্রটার লাল পর্দায় দেখা যাচ্ছে। ইঁদুর বা ঐ জাতীয় প্রাণী সব। ভেরহোভেন যন্ত্রটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দিকে দেখতে লাগলো। ভেরহোভেন যন্ত্রটা চোখ থেকে নামাতেই কিছু একটা ঝোপঝাড়ের ভেতর যেন নড়েচড়ে উঠলো।

দ্রুত আবার চোখে দিলো যন্ত্রটা। জঙ্গলের ভেতরের দিকে মোটামুটি ওর চোখের বরাবরই কিছু ডালপালা আড়াআড়ি দোল খাচ্ছে, যেন কোনো বানর ওটায় ভর দিয়ে লাফ দিয়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন কোনো প্রাণী খুঁজে পেলো না যেটা গাছের ডাল এভাবে বাঁকাতে পারে।

হঠাৎ ডানে খুট করে আরেকটা শব্দ হতেই রাইফেল বাগিয়ে ওদিকে ঘুরে গেলো ভেরহোভেন। হাততোলা অবস্থায় একজনকে দেখা গেলো, হকার!

ভেরহোভেন রাইফেলটার মুখ নিচু করলো। তারপর হকারের পায়ের এক ইঞ্চি সামনে এক দলা পানের পিক ফেললো।

'আরেকটু হলেই মরতে গিয়েছিলে।'

হকার তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'একবার তো গিয়েছিলামই।'

ভেরহোভেন হাত থেকে রাইফেল নামিয়ে বললো, 'আর একবার এরকম করলে জান নিয়ে আর ফিরতে হবে না।'

হকার চারপাশে তাকিয়ে বললো, 'এত উত্তেজিত কেন? কিছু দেখেছ নাকি?'

হকারের প্রশ্নটা পছন্দ হলো না ভেরহোভেনের। আরো পছন্দ হলো না যখন দেখলো হকারের কাছে একটা কালো পিস্তল, PA-45. পিস্তলটা ভালোই

বড়। পঁয়তাল্লিশ ক্যালিবার, একসাথে চৌদ্দটা গুলি ভরা যায়। জবাব না দিয়ে তাই জিজ্ঞেস করলো, 'তা তুমি এখানে কি করছো?'

হকার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'কেমন যেন লাগলো হঠাৎ, তাই।'

ভেরহোভেন মুখ ঘুরিয়ে নিলো। হকার সবসময়ই এরকম একটু বাতিকগ্রস্ত, তবে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে বহুবারই বাঁচিয়েছে। ভেরহোভেনের মনে পড়লো একবার ও আর হকার মর্টারের আঘাতে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলো শুধু হকারের এই পাগলামির কারণে। ওরা দুজন এক জায়গায় ওঁত পেতে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ হকার পাগলামি শুরু করলো ওখান থেকে আরেকদিকে সরে যাবে। ওর জোরাজুরিতে ভেরহোভেনও সরে গেল। তার মিনিটখানেক পরেই ওখানে আঘাত হানে মর্টার।

'তোমার পাগলামি আবার শুরু হয়েছে। কিছুই নেই ওখানে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

সত্যি কথা হলো ভেরহোভেন নিশ্চিত না। কিন্তু ওর হকারের এই অযথা খোঁচাখুঁচি আর নাক গলানো পছন্দ হচ্ছে না। তাই তাপবীক্ষণটা হকারকে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'নিজেই দেখে নাও, আমি একটু বিশ্রাম নিই।'

হকার কোনো আগ্রহ দেখালো না। ভেরহোভেন ভাবতে লাগলো হকার এখানে আসলে কি করতে এসেছে? এখানে বলতে এই মুহূর্তে ভেরহোভেনের কাছে আর পুরো অভিযানে–দুটো চিন্তাই মাথায় ঘুরছে ওর।

'তাহলে তুমি এখন NRI-তে কাজ করছো, নাকি?'

'তোমার মতই ভাড়া খাটছি।' হকার মাথা নেড়ে বললো।

'বেশ কাকতালীয় না ব্যাপারটা?'

'কি আর করা–ভাগ্য!' হকার বললো।

ভেরহোভেন ভাগ্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু ও জানে যে, হকার করে না। হকারের মত হলো, ভুল কম করবে, তাহলেই টিকে থাকতে পারবে। ভেরহোভেন অবশ্য কথাটা মানে না। ওর বিশ্বাস, তোমার সময় শেষ হয়ে গেলে কিছুই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। কে জানে, হয়তো ওদের দুজনের একজনের সময় ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো একটা দীর্ঘদিনের হিসাব মেটাতে হবে এবার। হকারই হয়তো ওর নাম সুপারিশ করেছে যাতে পাওনাটা আদায় করতে পারে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ও হেসে উঠলো। হকারের চেয়ে তো ও-ই বেশি পাগল।

বনের দিকে একবার দেখে আবার হকারকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা তুমি কাজটায় রাজি হলে কেন? পকেট তো ভালোই গরম হবে মনে হচ্ছে।'

'তা বলতে পারো।' হকার বললো।

ভেরহোভেন মুখের তামাক জায়গা বদল করলো। তারপর একদলা পিক ফেলে আবার তাকালো হকারের দিকে। গত সপ্তাখানেক ধরে ওরা একসাথে আছে অথচ আজকের আগ পর্যন্ত ওরা পরস্পরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছে। এমনকি কথা পর্যন্ত বলেনি। আর এখন এই পরিবেশে দু'জন গল্প করছে। ব্যাপারটা ভেরহোভেনের কাছে কেমন পরাবাস্তব মনে হচ্ছে। ওরা একই সাথে বন্ধু, আবার শত্রুও। প্রায় এক যুগ আগে এঙ্গোলাতে ওরা দুজন প্রায় দু'বছর একসাথে কাজ করেছে। হকার কাজ করতো CIA-র হয়ে, আর ভেরহোভেন SASF-র হয়ে। যুগলবন্দিটা ভালোই চলছিলো। কিন্তু CIA-র একটা নির্দেশ ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিলো। হকার নির্দেশটা মানতে চাইলো না। ফলে ওদের বন্ধুত্বে চিড় ধরলো। শুধু তাই না, হকারের পরিচিত সবাই হকারের বিরুদ্ধে চলে গেলো। হকারকে বন্দি করার নির্দেশ এলো। ভেরহোভেন অবশ্য হকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছুতেই ছিলো না। কিন্তু হঠাৎই যেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো, নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু হলো। এরমধ্যে খবর এলো, হকার মারা গেছে। তারও বহুদিন পর ভেরহোভেন খবর পেলো, হকার বেঁচে আছে। আর ওর সাথে যারা বেঈমানি করেছিলো, তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া। নিজের নাম যে ঐ তালিকায় আছে, তা ভেরহোভেন জানে। তবে ও কখনো ধারণা করেনি যে ওদের আবার দেখা হবে বা হলেও দুজনেই জীবিত অবস্থাতেই ফিরতে পারবে। কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণ করে, কোনো প্রকার ঝুটঝামেলা ছাড়াই এই আমাজনের ভেতরে বসে ওরা গল্পগুজব করছে ।

অনেকক্ষণ পর ভেরহোভেন বললো, 'সবসময় পালিয়ে বাঁচা যায় না। তুমি যাকে ভয় পাও, তার মুখোমুখি তোমাকে হতেই হবে।'

হকার অবাক হয়ে তাকালো, 'আমি আবার কাকে ভয় পাই?'

'তুমি নিজেকেই ভয় পাও, হক! তুমি ভয় পাও তোমার নিয়তিকে। কিন্তু যতই চেষ্টা করো, তোমার নিয়তি তোমাকে খুঁজে বের করবেই। নাহলে আমরা দুজন আবার একসাথে হলাম কেন, বলো?'

হকার ভেরহোভেনের চোখের দিকে তাকালো। ওর চোখে ঘৃণা উপচে পড়ছে। 'আমাদের হিসাব মেটানোর সময় আসবে। তবে সেটা এখন বা এখানে না।'

ও আচ্ছা! তাহলে হকার এখন এখানে এসেছে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে, ভেরহোভেন ভাবলো মনে মনে। ভালো, ওর এতে আপত্তি নেই। তারপর হকারকে বললো, 'ঘুমাতে যাও, হক। এখানে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।'

হকার ভেরহোভেনের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালো। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'চোখ-কান খোলা রেখ। আমার এখনো কেমন কেমন লাগছে।'

তারপর তাঁবুর দিকে পা বাড়ালো কিন্তু হঠাৎ নিশাচর পাখির ডাক শুনে আবার থমকে দাঁড়াল। পাখির ডাকের আড়ালে একটা নড়াচড়ার শব্দ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ও আর ভেরহোভেন দুজনেই ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। হকার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ভেরহোভেন আবারো তাপবীক্ষণটা দিয়ে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু ডালপালার নড়াচড়া বাদে কিছুই চোখে পড়ল না।

'কিছু একটা নড়াচড়া করছে, তবে মাটিতে না-উপরে।' খুঁজতে খুঁজতে মতামত দিলো ভেরহোভেন।

হঠাৎ গুলির আওয়াজে সবকিছু চমকে উঠলো। দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে শব্দটা।

'ওদিকে কে পাহারায়?' হকার জিজ্ঞাসা করল।

'বশ।' ভেরহোভেনের দলেরই একজন।

ঐ দিক থেকেই কিছু একটা ওদের দিকে দৌড়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভেরহোভেন ওর রাইফেল তুললো। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে যেন দুজন আদিবাসী উদয় হলো। হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসছে।

ভেরহোভেন গুলি করলো। কিন্তু হকার ধাক্কা দিয়ে রাইফেলের নলটা সরিয়ে দিলো। মানুষের বদলে মাটিতে গিয়ে বিঁধলো গুলি । এদিকে আদিবাসী দুটো ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'ধুর শালা।' ভেরহোভেন চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু হকার ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে ওই দুজনকে ধাওয়া শুরু করেছে। রেগেমেগে ভেরহোভেনও ঝোপঝাড় ভেঙ্গে ছুটলো পিছু পিছু।

'যাচ্ছোটা কোথায়?' পিছন থেকে চেঁচিয়ে হকারকে জিজ্ঞাসা করলো ভেরহোভেন।

'ওদের সাথে কথা বলতে হবে।' হকারও চিৎকার করে জবাব দিলো।

'দরকারটা কি তার?' আবার চেঁচালো ভেরহোভেন।

হকার কিছু একটা বললো কিন্তু ভেরহোভেন সেটা ধরতে পারলো না। কারণ হকার আরো এগিয়ে গেছে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর এক নজর হকারকে দেখা গেলো, তার পর মুহূর্তেই ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই ভেরহোভেনেরও একই পরিণতি হলো। হঠাৎ পায়ের নিচের মাটি সরে গেলো আর ও পতিত হল অসীম অন্ধকারে। প্রথমে একটা ভেজা দেয়ালে বাড়ি খেলো, তারপরই ঝুপ করে চিত হয়ে কাদামাটির মধ্যে আছড়ে পড়লো।

চারিপাশে কালিগোলা অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিরিশ ফিট ওপরে এক বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে। দূরবর্তী কোনো মশালের আলো। গর্তটা

সম্ভবত একটা ফাঁদ। হেঁচড়ে পেঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো ভেরহোভেন। কাদাপানিতে মাখামাখি হয়ে গেছে সারা গা। দুর্গন্ধ চারদিকে। তবে কাদাই সম্ভবত ওর জীবন বাঁচিয়েছে।

'হক!' 'কোথায় তুমি? এখানেই নাকি?' চিৎকার করলো ভেরহোভেন।

'দুর্ভাগ্যক্রমে।' হকারের গলার স্বরে বোঝা গেলো বেশ ব্যথা পেয়েছে।

ভেরহোভেন শব্দের উৎসের দিকে মুখ ফেরালো, 'দোয়া করো যাতে রাতটা শেষ না হয়, কারণ আলো ফোটা মাত্রই আমি তোমাকে খুন করব।'

'কেন!'

'আমাকে এখানে টেনে আনার জন্য।'

হকারের নাড়াচাড়ার কারণে পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো, 'তুমি ঐ হারামিদুটোকে গুলি করতে না গেলে আমরা ওদের সাথে কথা বলতে পারতাম।'

'কেউ যদি তোমাকে এভাবে আক্রমণ করতে আসে, তাহলে নিয়ম হলো আগে গুলি, পরে আলাপ।'

'ব্যাটা মোটেও আক্রমণ করছিলো না। ওরা গাছের মধ্যে কিছু একটা খুঁজছিলো। শিকার সম্ভবত। ঘটনাক্রমে আমাদের সামনে পড়ে যায়।'

ভেরহোভেন চুপ করে গেলো। হকারের কথাই ঠিক। ও ডানে ঘুরতেই কিছু একটায় ধাক্কা খেলো। হাত দিয়ে ধরে বুঝলো একটা জন্তুর মৃতদেহ। পিছিয়ে এসে বললো, 'দেখা যাচ্ছে শুধু আমরাই.....' ভেরহোভেনের মুখের কথা আটকে গেলো। কারণ গর্তটায় কিছু একটা নড়ছে, আওয়াজ পেয়েছে ও। হকারের গলার আওয়াজ যেদিক থেকে এসেছিলো, তার উল্টো দিকে। যতটা সম্ভব নীরবে সেদিকে ঘুরে গেলো ও।

'নড়াচড়া করো না। এখানে আরো কিছু আছে।' ফিসফিস করে বললো হকারকে।

ভেরহোভেন মাথা নিচু করে মৃতদেহটার পাশে বসে চোখ গোল গোল করে আশেপাশটা দেখার চেষ্টা করলো। গর্তটা নিশ্চিতভাবেই একটা ফাঁদ, আর যে প্রাণীই এই গর্তে পড়ুক, সেটা অবশ্যই বিপজ্জনক। ও আস্তে গর্তের দেয়ালের দিকে সরে এলো।

সামনের অন্ধকার থেকে খুবই নিচু, প্রায় শোনা যায় না এমন একটা গর্জন ভেসে গেলো ওর কানে। কুমির ঢেঁকুর তুললে যেরকম শব্দ হয়, অনেকটা সেরকম। কি হতে পারে ওটা? কুমির? না বড় কোনো সাপ? অজগর নাকি এরকম ঢেঁকুর তুলতে পারে। নাকি একটা চিতাবাঘ? এখানে আছাড় খেয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে পড়ে আছে হয়তো। তবে যাই হোক, এক থাবাতেই মানুষ মারতে পারবে নিশ্চিত। ভেরহোভেন দেয়াল ধরে ধরে পিছু হটলো।

'আমার কাছে একটা ফ্লেয়ার আছে।' ফিসফিস করে বললো হকার।

ভেরহোভেন হাতটাত মুছে ঠিক হয়ে বললো, 'জ্বালাও।'

হিসহিস করে পিছনে ফ্লেয়ারটা জ্বলে উঠলো। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আঁধার কেটে গেলো কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেলো ওরা। তবে আলো সয়ে আসতেও সামনে কিছুই দেখা গেলো না। শুধু নোংরা পানি আর মাটির দেয়াল। হঠাৎই বাঁয়ে কিছু একটা নড়ে উঠলো। মুহুর্তেই প্রাণীটা মাটি বেয়ে উঠে হিসহিস করে ওকে কামড় দেয়ার জন্য ঝাঁপ দিলো। ভেরহোভেন চমকে পিছিয়ে গিয়েই গুলি করলো। কিন্তু সরতে গিয়ে পড়লো হকারের গায়ের উপর। ফলে হকার আর ফ্লেয়ার দুটোই কাদার মধ্যে আছড়ে পড়লো। আবার চারিদিক ডুবে গেলো অন্ধকারে। এর মধ্যেই ওদের দিকে প্রাণীটা ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেলো। ভেরহোভেন ওই অবস্থাতেই গুলি চালালো। প্রাণীটা ওকে খামচে ধরলো, তারপর উপর দিকে লাফ দিয়ে দেয়াল বেয়ে উঠে গেলো। ফ্লেয়ারটার নিভু নিভু শেষ আলোতে ভেরহোভেন দেখলো, একটা অবয়ব গর্তের দেয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ভেরহোভেন আবার গুলি করলো আর প্রাণীটা গুলির ধাক্কায় গর্তের বাইরে গিয়ে পড়লো। ওটার কাতরানি শোনা গেলো নিচ থেকেও।

হকার ফ্লেয়ারটা কাদা থেকে তুলে ধরায় আলো কিছুটা বাড়লো। তা দিয়েই ভেরহোভেন গর্তটার চারপাশ ভালো করে পরীক্ষা করে নিলো। আর কিছু নেই। হঠাৎ হকার হাসতে শুরু করলো।

'হাসির হলোটা কি?'

'তোমার কারবার দেখে কী স্টোন কপস (পুলিশদের নিয়ে একটা হাসির সিনেমা) এর কথা মনে পড়ছে।' হাসির দমক সামলে কোনভাবে বললো হকার।

'আমি কী স্টোন কপ হলে তুমি হচ্ছো আমাদের বস।'

হকারের হাসি থামেই না। 'সমস্যা নেই। বস হিসেবে রাতে তোমার জন্য বানরের মাংস বরাদ্দ দিলাম।'

চমকে যাওয়ার কারণে ভেরহোভেন আক্রমণকারী প্রাণীটাকে ঠিকমতো দেখতে পারেনি। এখন বুঝতে পারলো ওটা কি ছিলো। শুধু একটা জিনিসই এরকম বেয়ে বেয়ে উঠতে পারে। তা হলো বানর। এত ছোট একটা প্রাণীকে একে-৪৭ দিয়ে গুলি করায় কিছুটা লজ্জাই লাগলো ওর। তবে একটা ক্ষুধার্ত, আহত বানরও কম বিপজ্জনক না, সেটা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো।

'বানরের খাদ্য হওয়ার চেয়ে বানর খাওয়াই ভালো।' ভেরহোভেন জবাব দিলো।

হকার হাসতেই থাকলো। ততক্ষণে ভেরহোভেন ওর রেডিওটা খুঁজে বের করেছে। ভাগ্য ভালো ওদের আনা আর সব যন্ত্রপাতির মতো এটাও ওয়াটারপ্রুফ।

রেডিও চালু করে ও ওর দলের একজনকে জানালো যে কি হয়েছে, তারপর ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে বললো। ভেরহোভেনের কথা শেষ হতেই হকার ওর কাঁধে টোকা দিয়ে দেয়ালের একটা দিক দেখালো। ওদিকে ও ফ্লেয়ারটা ধরে রেখেছে, যাতে ভালো করে দেখা যায়।

বাঁ পাশের দেয়ালটা দেখে মনে হলো ওটা পাথরে তৈরি। বড় একদলা কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলেও এই নিভু নিভু আলোতেও তার নিচে একটা মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে। মুখটা পাথরে খোদাই করা। আশেপাশে আরো অনেক চিহ্ন কাটা। হায়ারোগ্লিফিকস। ড্যানিয়েলি ওদেরকে যেরকম দেখিয়েছিলো, সেরকমই অনেকটা।

ওরা এটা দেখতে দেখতেই উদ্ধারকর্মীরা চলে এলো। ওদের ফেলা দড়ি বেয়ে দুজন উঠে আসতেই সবাই হাতের টর্চ ফেলে গর্তের ভেতরটা দেখতে লাগলো।

সব শুনে ড্যানিয়েলি বললো, 'সকালেই ম্যাককার্টারকে সব দেখাব।'

কি হয়েছিলো জিজ্ঞাসার কোনো জবাব না দিয়েই কাঁপতে কাঁপতে কাদামাখা শরীরেই ভেরহোভেন তাঁবুর দিকে রওনা দিলো। উদ্ভট পরিস্থিতিটা শেষ হয়েছে, এতেই ও খুশি। কিন্তু দশ কদম না যেতেই হকার বলে উঠলো, 'কোথায় গেলো জিনিসটা?'

'কোন জিনিস?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

হকার রহস্যময় কণ্ঠে বললো, 'ভেরহোভেনের বান্দরটা!'

ড্যানিয়েলি আর ওর উদ্ধারকর্মীদল কিছু বুঝতে না পারলেও ভেরহোভেন বুঝলো। সে-ও চারিপাশে খুঁজলো। কিন্তু কোনো বানরের মৃতদেহ নেই আশেপাশে। কোনো রক্তের দাগও নেই। কিংবা এমন কোনো চিহ্নও নেই যা দেখে বোঝা যায় অন্য কিছু এটাকে তুলে নিয়ে গেছে। যেন ওটা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

'গর্তটায় একটা বানর ছিলো। পালানোর সময় ওটাকে গুলি করেছিলাম। কিন্তু মনে হয় লাগেনি।' ভেরহোভেন ব্যাখ্যা করলো।

অন্যরা চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নিলেও, হকারের মনের খুঁতখুঁতানি গেলো না। ভেরহোভেন ওর সাথে চোখাচোখি করলো একবার, তারপর আরো একবার বনের চারিপাশে চোখ বুলালো।

ওরা দুজনেই জানে, গুলিটা মিস হয়নি।

অধ্যায় : ১৬

হাসপাতালের ছোট্ট কেবিনটার চারিপাশে আরো একবার চোখ বুলালেন রিচার্ড কফম্যান। দেয়ালের রঙ ফ্যাকাসে সবুজ। ভাঙ্গাচোরা দুটো মরচে পড়া লোহার বিছানা। কয়েকটা স্যালাইন ঝোলানোর দণ্ড। জানালার কাছে একটা মৃতপ্রায় গাছ–অনেকদিন পানি দেয় না কেউ। তিনি অপেক্ষা করছেন এই রুমের রোগীর সাথে দেখা করার জন্যে। একটু পরেই নার্স লোকটাকে নিয়ে ঢুকলো। ক্রাচে ভর দিয়ে বহুকষ্টে এগুচ্ছে সে। বাঁকা হয়ে থাকার পরেও লোকটাকে ছ'ফুটের বেশি লম্বা লাগছে। চওড়া কাঁধ, গায়ের হাড্ডি বেরিয়ে গেছে। মাথায় কয়েক গাছি চুল, কোটরে বসে যাওয়া চোখ, ফ্যাকাসে চামড়া–লোকটাকে দেখলে অসুস্থ লাগে নিজেরই। দেখে কফম্যানের মনে হলো আগুনে পোড়া কোনো বাড়ি–শুধু দাঁড়িয়েই আছে, রং-রূপ-জীবন কোনোটাই আর নেই। লোকটা কফম্যানকে এক নজর দেখে অবাক হলো, 'আপনাকে তো দেখে ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমারতো মনে হয় আপনার যথেষ্ট ডাক্তার দেখানো হয়েছে। আরও দরকার!' কফম্যান জবাব দিলেন।

লোকটা মাথা ঝাঁকালো, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিছানায় গিয়ে বসলো। মুখে হাসি।

'আপনি ডাক্তার না, তার মানে আপনি হেলিওস।'

'ঠিক। আমিই গ্রিকদের সূর্য দেবতা, আর আমার কাজ হলো হাসপাতালে হাসপাতালে রোগী দেখে বেড়ানো।' কফম্যান ব্যঙ্গ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসল প্রশ্ন হলো, আপনি কে? আর হেলিওসের কথাই বা আপনি কিভাবে জানেন? দেখে তো মনে হয় আপনার নিজের নামই মনে নেই।'

লোকটা হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু এতে সম্ভবত তার ব্যথা বাড়লো, তাই দ্রুত হাসি বন্ধ করে দিল।

'এক সেকেন্ড, আমি বুঝিয়ে বলছি।'

ক্রাচে ভর দিয়ে বহু কষ্টে লোকটা রুমের অন্যপাশের বিছানাটার কাছে গেলো। ক্রাচ দুটো দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখতেই পিছলে পড়ে যেতে গেলো,

লোকটা আবার ধরে ঠাস করে দেয়ালের সাথে বাড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। লোকটার মন মেজাজ কতটা খারাপ, কফম্যান তা অনুমান করতে পারলেন। এমন দুর্দশায় পড়লে কারই বা মন মেজাজ ভালো থাকে।

লোকটা কফম্যানের দিকে তাকালো। পরনের গাউনের নিচ দিয়ে ওর পা দুটো বেরিয়ে আছে। একটা সাদা, আরেকটা রোদে পুড়ে তামাটে।

কফম্যানের দৃষ্টি বুঝতে পেরে লোকটা বললো, 'একটা পা কেটে ফেলেছে ওরা। আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করেনি। কেটে নিয়ে এটা লাগিয়ে দিয়েছে।' লোকটা তামাটে পা-টা দেখালো। ওটা নকল।

'এই এলাকার লোকদের চামড়া এই রঙের, তাই নকল পা-গুলোর রঙও এমন। আমার পায়ে এটা ফিট হয়, তাই লাগিয়ে দিয়েছে।'

'আপনি যেন হেলিওসের ব্যাপারে কি বলতে চাচ্ছিলেন?' কফম্যান মনে করিয়ে দিলেন।

'ও হ্যাঁ! তবে তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।' বলে বহু কষ্টে লোকটা বিছানার পাশ থেকে একটা ছোট্ট ব্যাকপ্যাক হাতে নিলো। তারপর ওটা হাতড়ে হাতড়ে কিছু একটা বের করে কফম্যানের দিকে ছুঁড়ে দিলো। একটা ষড়ভুজাকার স্ফটিক। NRI-এর ওগুলোর মতোই, মার্টিন যেগুলো উদ্ধার করেছিলো।

'এখন কি মনে হচ্ছে?' লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

কফম্যান এগিয়ে গিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে বললেন, 'কি নাম আপনার?'

'জ্যাক ডিক্সন।' লোকটা জবাব দিলো।

কফম্যান NRI-এর প্রথম দলটার ছবি দেখেছিলো। এখন চিনতে পারলো ডিক্সনকে। অবশ্য একে ডিক্সন না বলে বরং ডিক্সনের খোলস বলাই ভালো। ওজন কমেছে কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউন্ড, পা-ও নেই একটা।

'NRI আপনাকে খুঁজছে। ওদের সাথে আর যোগাযোগ করতে চান না?' কফম্যান জানালেন।

'ওরা যা দেবে তারচেয়ে ভালো কিছু পেলে ওদের কাছে কেন যাবো?' ডিক্সন বললো।

'তা আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি?'

'এক দুমুখো শয়তান আমার একটা জিনিস চুরি করেছিলো। আমরা যেটা মরতে মরতে উদ্ধার করেছিলাম, ঐ কুত্তার বাচ্চা ওটা নিয়ে পালিয়েছিলো। আর কাজটা করেছিলো আপনার জন্য।' ডিক্সনের চোখে মুখে রাগ।

কফম্যান কি বলবেন ঠিক করে ফেলেছেন। NRI-তে ফুটরেক্সের দুজন লোক ছিলো। অবশ্য কেউ কাওকে চিনতো না। ভাগ্যের খেলায় এদের একজন এখন আছে ড্যানিয়েলির সাথে, আরেকজন প্রথম অভিযানে ডিক্সনের সাথে ছিলো।

যখন NRI আর ডিক্সনের দলটার কাছ থেকে আর খবরাখবর পাচ্ছিলো না, কফম্যান সেটাকে ভালোই মনে করেছিলেন। তার মনে হয়েছিলো যে ওনার লোকটাই কিছু একটা করেছে, এখন দেখা যাচ্ছে আসলেই করেছিল। কিন্তু ঠিকঠাকভাবে শেষ করতে পারেনি। এজন্যেই উদ্ধারের জন্যে রেডিওতে সংকেত পাঠাতে পারেনি।

'আপনি ওকে মেরেছেন?' কফম্যান জিজ্ঞেস করলো।

'না।' চাঁছাছোলাভাবে জবাব দিলো ডিক্সন। 'হারামজাদাটা আদিবাসীদের সাথে ঝামেলা করেছিলো, ওরাই কাজটা করেছে। লাশটা যখন খুঁজে পাই, তখন পশুপাখি ওর অর্ধেক শরীর খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য স্ফটিক আর অন্য জিনিসগুলা পেয়েছি। আর সেইসাথে ওর আইডি কার্ডের সাথে পেয়েছি অনেক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি লেখা একটা কাগজ, যেটায় হেলিওস শব্দটা বেশ কয়েকবার লেখা।' ডিক্সন থেকে থেকে ওর মুখের ক্ষত চুলকাতে লাগলো। 'আর আমার দলে আমি বাদে আর কারো রেডিও ব্যবহারের অনুমতি ছিলো না। আর হেলিওস আমাদের কোনো কোড ওয়ার্ড না। কেমন যেন কোনো রাঘব বোয়াল বা কোনো সংগঠনের মতো লাগলো। নিশ্চয়ই কোনো শাঁসালো মক্কেল তার জিনিস ডেলিভারির জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তোবা সে এই পৃথিবীর সূর্যদেবতা।'

তারপর কফম্যানের দিকে মাথা নেড়ে বললো, 'তা বলুন হেলিওস, কেনাকাটার ইচ্ছা এখনও আছে?'

কফম্যান ডিক্সনের কথা মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে যে চাঁছাছোলা ভাব, সেটা উনার কাছে মেকি মনে হলো। যেন কিছু একটা লুকাচ্ছে।

'আছে। তবে আগে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে। আগে বলুন এই অবস্থা কিভাবে হলো।' জবাব দিলেন কফম্যান।

ডিক্সন কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কফম্যানের দিকে ফিরে অবশেষে বললো, 'বনে গিয়েছিলাম আমরা আট জন। আমি বাদে আর কেউই ফিরতে পারেনি। সবাই মারা গেছে। বেশিরভাগই মারা গেছে এমন কিছু প্রাণীর হাতে, যা আমরা জীবনেও কখনো দেখিনি।'

'বিস্তারিত খুলে বলুন তো।'

'আমাদের দলটার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত জরিপ করা। খোঁজাখুঁজি করে বা স্থানীয়দের সাথে কথা বলে বেশি বেশি তথ্য সংগ্রহ করা আর সেগুলো যাচাই বাছাই। গুহা, ঘরের দেয়াল মানে পাথরের তৈরি যেকোনো জিনিসই আমাদের পরীক্ষা করে দেখার কথা। প্রথম তিনমাস আমরা বলা যায় কিছুই খুঁজে পাইনি। কিন্তু এরপর আমরা দুটো আদিবাসী গাইড ভাড়া

করলাম। ওরাও আমাদেরকে সপ্তাখানেক এদিক সেদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে বেড়ালো শুধু। তারপর একদিন মদের ঘোরে বলে বসলো, এখানে নাকি কোনো এক জায়গা আছে যেখানে কারো যাওয়া উচিত নয়। কারণ ওখানে যাওয়া মানেই মৃত্যু।

কিন্তু যথেষ্ট মদ আর দুটো রাইফেলের বিনিময়ে ওখানে কিভাবে যেতে হবে দেখিয়ে দিলো। আমরা ওখানে গিয়ে দেখি এক বিশাল মন্দির, আশেপাশে আর কোনো কিছু নেই। ওটার দরজা ভেঙ্গে ঢুকতেই এই স্ফটিকটা পাই ওখানে, সাথে ছিলো আরও কয়েকটা পাথর। ওগুলোর কাছে যেতেই গাইগার কাউন্টার শব্দ করা শুরু করলো। ওগুলোও নিয়ে নিলাম সাথে, আর এরপর থেকেই সব ঝামেলার শুরু।'

'কিভাবে?' কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রথম রাতে আমরা বন থেকে বিচিত্র বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পেলাম। কেমন অদ্ভূতুড়ে আওয়াজ আর পাখির ডাক। পরদিনই আমরা একটা লাশ খুঁজে পেলাম। কেটে ছিন্নভিন্ন করা আর সারা গায়ে কাদা মাখানো। কেউ লাশটার গায়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিলো কিন্তু হাত, কাঁধ আর মাথার খানিকটা বাদে আর কোথাও পোড়েনি। চেহারায় তখনও যন্ত্রণার ছাপ। সম্ভবত জীবিত অবস্থাতেই আগুন লাগানো হয়েছিল।'

'লাশটা কার?' কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের কেউ না। কে তাও জানি না। পরের রাতেও আমরা একই রকম শব্দ শুনতে পেলাম, ঠিক মড়াখেকো কাকের ডাকের মত আওয়াজটা। তবে আজ একশোগুণ বেশি জোরে। এবার আমার একজন লোক উধাও হলো। প্রস্রাব করতে একটু দূরে গিয়েছিলো, আর ফেরেনি। বহু খুঁজেও লাশটা পাইনি।' ডিক্সন কাঁধ নাচালো, যেন এখনো ঘটনাটা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। 'কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তি বা রক্ত কিছুর চিহ্নই ছিলো না। এরপর চোলোকোয়ান বা এই নামের একদল উপজাতি ঝামেলা শুরু করলো। রাতের বেলা আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো সকাল হলেই এখান থেকে দ্রুত ভাগবো। কিন্তু তার আগেই আমার আরো দুটো লোক হাওয়া। তবে এবার একটা চিহ্ন পাওয়া গেলো। আমি আর ম্যাকক্রিয়া নামে আমার দলের এক লোক মিলে সেই চিহ্ন ধরে খুঁজতে বেরুলাম।' তারপর কফম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করবেন না কি খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা।'

'কি? লাশ?'

'ছিন্নভিন্ন একেবারে। গাছের সাথে লটকানো।' ধরা গলায় বললো ডিক্সন।

কফম্যান কিছুই বললেন না। ডিক্সনকে সামলানোর সময় দিলেন। ওর কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে, উঠছে নামছে।

ডিক্সন বলা শুরু করলো আবার, 'আর দেরি করা যায় না। ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়ব তক্ষুণি। তবে আপনার পোষা কুকুরটা ছিলো অন্য ধান্ধায়। ফিরে এসে দেখি বাকি লোকজন সবাইকে নিয়ে সে চম্পট দিয়েছে। তাই আমরাও ওর পিছু নিলাম। খুঁজেও পেলাম আধ খাওয়া অবস্থায়। আর এর পরেই জিনিসটা আমাদের দুজনকে আক্রমণ করলো।'

কফম্যানকে ডাক্তাররা আগেই সতর্ক করেছে যে রোগীর অবস্থা ভালো না। বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু উনার আরো তথ্য দরকার।

'জিনিসটা কি? কি আপনাদেরকে আক্রমণ করেছিল?'

ডিক্সন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। গাছের পাতার ফাঁক ফোকর দিয়ে আলো পড়ছে। সেদিকে চেয়ে নিজেকে সামলালো সে। এটা এক অদ্ভুত দৃশ্য। ডিক্সনের মতো ডাকসাইটে লোকের গলা ভয়ের চোটে আটকে গেছে। এটা আগে কখনো দেখেনি কেউ ।

বহুক্ষণ পর মুখ খুললো ডিক্সন, 'জিনিসটা কি তা আমি জানি না। কুয়াশার মধ্যে আমরা সেই ডাকগুলো আবার শুনতে পাই। ব্যাপারটা কি দেখার জন্য সামনে এগিয়ে যাই কিন্তু সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না, শুধু নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো। আমি গুলি করতে করতেই ওটা ম্যাকক্রিয়াকে আক্রমণ করে বসে। মারাত্মক জোরে দৌড়ায় ওটা। ব্যারাকুডার চেয়েও দ্রুত। কিছু টের পাওয়ার আগেই আপনি শেষ।' ডিক্সন দেয়ালে হাত দিয়ে বাড়ি দিয়ে শব্দ করলো। 'আমি বাঁচতে দৌড় দিলাম, কিন্তু আমাকেও ধরে ফেললো। ওটার গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করলাম, কিন্তু কিছুই হলো না। শুধু সরে গিয়ে আমার পা ধরে আছড়ে ফেললো। তারপর আমাকে রেখে চলে গেলো যাতে আদিবাসীরা এসে মারতে পারে।'

'কিন্তু আপনি তো পুরোদস্তুর জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। জন্তুটা চলে যাওয়ার পর চেঁচামেচির শব্দ শুনে আমি চার হাত পায়ে ভর দিয়ে ওখান থেকে বের হয়ে আসি। হয়তো ওরা আমাকে খুঁজে পায়নি অথবা ভেবেছিলো এমনিতেই মরে যাবো, তাই আর খোঁজ করেনি।' ডিক্সন বললো।

'শুনতে মজাই লাগলো। তবে কেমন যেন একটু খাপছাড়া খাপছাড়া।' কফম্যান মন্তব্য করলেন।

'বিশ্বাস না হলে কিছু করার নেই।'

কফম্যান মাথা নাড়লেন। ঠিক করেছেন যা বলার সরাসরিই বলবেন। রোগীর মানসিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে গিয়ে ভনিতা করতে গেলে পরে ঝামেলা হতে পারে। এখন যা হয় হোক।

'সত্যিই কি ঘটেছিলো মি. ডিক্সন? আমাকে খুলে বলুন।'

'আমি এতক্ষণ সেটাই তো বললাম।'

'আপনি যা বলেছেন, তার পুরোটাই ভুয়া। আদিবাসী আর কয়টা পশু মিলে আটজন মানুষকে মেরে ফেলেছে। তাও সাধারণ মানুষ না। সবাই গ্রীন-বেরেট (ব্রিটিশ কমান্ডো দল) এর প্রাক্তন সদস্য।'

'সত্যি কথাই বলছি আমি।' ডিক্সন বললো।

'আসলেই? ডাক্তাররাও কিন্তু অন্য কথা বলছে। উনাদের ধারণা আপনার পা আপনি নিজেই কেটেছেন। কাটাটা এতো নিখুঁত যে মনে হয় ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে।'

ডিক্সন মাথা নাড়লো, 'এটা ওদের কাজ।'

'ওরাটা কারা?'

'আমি জানি না। আমি জানি না ওগুলো কি। কিন্তু তাতে আপনার কি? আপনার কি আসে যায় আমার কাহিনিতে?' ডিক্সন চেঁচিয়ে উঠলো।

ডিক্সনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে। আর একটু চাপাচাপি করলে আর কোনোদিন সুস্থ নাও হতে পারে।

'আমি আপনার রিপোর্টগুলো দেখেছি মি. ডিক্সন। আপনাকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন আপনার সবকিছুর পরিমাণ এত কমে গিয়েছিলো যে আপনার হ্যালুসিনেশন হচ্ছিলো। জ্বর ছিলো একশ ছয় ডিগ্রী। ব্রেইন নষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আপনার পায়ে পচন ধরেছিলো আর রক্তও বেরিয়েছিলো প্রচুর।' কফম্যান বলতে লাগলেন। ডিক্সন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

কফম্যান বলে যাচ্ছেন, 'আপনি ডাক্তারদের ধরে মারতে চেয়েছিলেন, মনে আছে সে কথা? নার্সদেরকে আপানর ডাইনি মনে হচ্ছিলো। কাছে আসলে মেরে ফেলবেন এমন হুমকিও দিয়েছিলেন।'

ডিক্সন কাঁধটা একটু উঁচালো, 'আমি... আমার ঘুমাতে ইচ্ছা করছিলো না।'

'ভয়ের চোটে।' কফম্যান অনুমান করলেন।

ডিক্সন ধীরে ধীরে কফম্যানের চোখের দিকে তাকালো। ওর চোখে পলক পড়ছে না, কেমন ঘোলাটে লাগছে দেখতে। তারপর গভীর কিন্তু নিচু স্বরে বললো, 'আমি ঘুমাতে চাই না। কারণ ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার লোকগুলোর চেহারা, ওদের লাশ আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।'

কফম্যান কিছু বললেন না। জঙ্গলে যা-ই ঘটুক, ডিক্সন এখন এগুলোই বিশ্বাস করে। NRI-ও আদিবাসীদের আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। ডিক্সনের এই ভয়টাকেই নিজের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন কফম্যান।

'তাহলে নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশোধ নিতে চান?'

ডিক্সন চমকে বললো, 'মানে?'

'আমাকে জায়গাটা চিনিয়ে নিয়ে যান শুধু। আমি দরকার হলে সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে যাবো, আর ঐ আদিবাসী কুকুরগুলোর নাম নিশানা মুছে ফেলব।' কফম্যান ঘোষণা করলেন।

ডিক্সন কিছু বললো না, চোখের পাতা ফেললো কয়েকবার শুধু। 'আমি আর ওখানে যাব না।'

'যত টাকা চান, পাবেন।' কফম্যান প্রস্তাব দিলেন।

'না। আমি ওখানে আর কখনোই যাব না।' ডিক্সন আবারো বললো। ভাবটা এমন যেন সে কোনো নতুন আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করছে।

'আপনার কিছুই হবে না। প্রমিজ। আমরা সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবো।'

ডিক্সন হাসতে শুরু করলো। কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। যেন নিজের ভাগ্যকে উপহাস করছে। কফম্যানের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে না করে দিলো। ঘরপোড়া গরু আর ঘরে ফিরবে না।

'আপনি কিন্তু সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন।'

ডিক্সনের আবেগ ওর কণ্ঠেও সঞ্চারিত হলো। নিচু স্বরে বললো, 'বেশিরভাগ মানুষ জন্ম থেকেই ভীতু। আমাদের মতো কয়েকজনই আছে যারা ভয় পাওয়ার শিক্ষা পায়। আমি সারাজীবন দুর্বল আর ডরপোকদের ঘৃণার চোখে দেখেছি। আর আজ... ওদের চাইতেও আমার অবস্থা আরো খারাপ। কারণ আমি জানি সাহসী হলে কেমন লাগে। কারণ একটা সময় ভয় কাকে বলে আমার জানা ছিলো না।'

তারপর একটা ঢোঁক গিলে আবার বললো, 'আমি খেতে পারি না, ঘুমাই না। এমনকি আমি যখন জেগে থাকি তখনও আমি সেই পাখির ডাকটা শুনতে পাই। সবসময় মনে হয় কেউ আমার উপর নজর রাখছে।'

কফম্যান হতাশ হয়ে ডিক্সনের দিকে তাকালেন। 'তাহলে অন্তত জায়গাটা কোথায় সেটা দেখিয়ে দিন। ম্যাপে দেখিয়ে দিলেই হবে। সেজন্যও আপনাকে যথেষ্ট সম্মানী দেয়া হবে।'

ডিক্সন কেমন উসখুস করলো কিছুক্ষণ, তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। কফম্যান ব্যাপারটা ধরতে পারলেন, 'আপনি জায়গাটা চেনেন না, তাই না?'

'আমার খেয়াল নেই। জিপিএস নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ঐ আদিবাসী দুজন আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিলো।'

ডিক্সনকে এখন অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। এই ডিক্সন, আর যে ডিক্সন কফম্যানকে দরজায় অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, সে এক নয়। কফম্যান বুঝলেন, ডিক্সন আসলে নিজেকে নিয়ে খুবই হতাশ। নিজেকে দুর্বল, ভীতু হিসেবে মোটেও মেনে নিতে পারছে না সে।

'আমি আপনাকে মোটামুটি একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পারি।' ডিক্সন প্রস্তাব দিলো।

'মোটামুটি মানে কতখানি?'

ডিক্সন সাথে সাথে জবাব দিলো না। কফম্যান জানতেন যে ডিক্সন জবাব দিতে পারবে না। জ্বর, রক্তপাত, আঘাত তার উপর এই প্রচণ্ড মানসিক পীড়া– এরপরেও যে লোকটা টিকে আছে এই তো ঢের বেশি। তার কাছ থেকে এত বিস্তারিত আশা করাটা বৃথা।

ডিক্সনের জন্য কফম্যানের করুণা হলো। কিন্তু আপনি বাঁচলে বাপের নাম। হাত থেকে বারবার সুযোগ ফসকে যাচ্ছে তার। এত চেষ্টা চরিত্র করে NRI-তে লোক ঢোকানো, তাদের ডাটাবেস হ্যাক করা, তারপর এখন তাদের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও মন্দিরটার হদিস তার অধরা-ই রয়ে যাচ্ছে। সময় আর বেশি নেই। NRI-এর এবারের দলটা যদি সঠিক পথে যায় তাহলে নিশ্চিত কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরটা খুঁজে পাবে। মন্দির পেলে, যা খুঁজছে সেটাও পাবে। তাহলে তার এতদিনের সব কষ্ট জলে যাবে।

ডিক্সনের দিকে তাকিয়ে থেকে কফম্যান বুঝলেন তার হাতে আর একটা উপায়ই আছে। কিন্তু সেটা হবে তার এ যাবৎকালের সবচে বিপজ্জনক কাজ।

অধ্যায় : ১৭

NRI-এর দলটার খুলির দেয়াল আবিষ্কার হলো তথ্য আর পরিশ্রমের মিলিত ফসল। আর গর্তটার আবিষ্কার পুরোপুরি ভাগ্য। তবে যেভাবেই হোক, দুটোই যথেষ্ট কাজে দেবে। দেয়ালটা অনেকটা প্রাকৃতিক বেড়িবাঁধের মতোই। এর মধ্যে খাঁজ কেটে কেটে খুলি আর হাড্ডিগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথা আর গোড়ার দিকটায় হায়ারোগ্লিফ আর নানা নকশা কেটে অলংকরণ করা। দেয়ালটার চেহারা ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের বর্ণনার সাথে মিললেও মাপজোকে বিশাল গড়মিল দেখা গেলো। দেয়ালটা দৈর্ঘ্যে নব্বই ফিট আর উচ্চতায় সাত ফিটের মতো। মার্টিন প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়ে বলেছিলো মাপটা। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এরকম বাড়িয়ে বলার প্রচলন ছিলো।

গতদিন আবিষ্কৃত গর্তের ভেতর একটা দোলনার মত কাঠামোয় ঝুলতে ঝুলতে ম্যাককার্টার মনে মনে ভাবছিলেন, এটা দেখলে মার্টিন কি লিখে যেতেন। গর্তটার দৈর্ঘ্য তিরিশ ফিটের মতো, ব্ল্যাকজ্যাক কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট লিখতেন, বা একশো। কে জানে হয়তো লিখতেন অতল গহ্বর!

উপরে তাকিয়ে আদেশ দিলেন, 'নিচে নামাও আরো।'

কুলিরা আরো খানিকটা রশি ছেড়ে দিলো। এই নিয়ে পাঁচবার নিচে নামলেন উনি। অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে উনিই সবচেয়ে বেশি থাকতেন পাথরটার কাছে। তবে এখনো গর্তে ওঠানামাটা অভ্যেস হয়নি, তাই সমস্যা হচ্ছে। নামাতে নামাতে কুলিরা তাঁকে প্রায় মাটির কাছাকাছি পাঠিয়ে দিলো।

ম্যাককার্টার বিশাল পাথরের চাঁইটার দিকে তাকালেন, গর্তের প্রায় পুরো পূর্ব পাশের দেয়াল জুড়ে আছে পাথরটা। পাথরটার মাঝখানে প্রায় পাঁচ ফুটের মত বিশাল এক মাথা খোদাই করা। ওটার গোল গোল চোখ ভরা কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। চিকন ঠোঁট, একটা আরেকটার সাথে চেপে ধরে আছে। কানে কাঁটা বিঁধানো, সেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। দুটো বিশেষ ধরনের মশাল মুখের দুপাশই পুড়িয়ে দিয়েছে। এর ঠিক নিচেই একটা কুমিরের মাথা। হা করা মুখে কিছু একটা ধরে আছে।

পাথরটার নিচেই দাঁড়িয়ে আছে ড্যানিয়েলি আর সুসান। পায়ে বিশাল গামবুট। ম্যাককার্টার নাক সিঁটকাতে সিঁটকাতে কাদার মধ্যে পা দিলেন আর

মুহূর্তে ফুটখানেক ডেবে গেলেন। অভ্যাস না থাকায় পায়ের বুটগুলোও খুব অসুবিধা করছে।

দোলনাটা ছেড়ে দিয়ে সুসান আর ড্যানিয়েলির দিকে এগুলেন প্রফেসর। কাছে পৌছে বুকপকেট থেকে দুটো প্রিন্ট করা ছবি বের করে দুজনের হাতে দিয়ে সুসানকে বললেন, 'মিলে গেছে।'

ছবিটা NRI-এর ডাটাবেস থেকে প্রিন্ট করে আনা, একটা মায়ান হায়ারোগ্লিফের। এটা একটা নামের প্রতীক চিহ্ন।

ড্যানিয়েলি আর সুসান ছবিটার সাথে পাথরের নকশাটা মিলিয়ে দেখলো।

'আমারো তাই মনে হচ্ছে।' সুসান বললো।

'আমি আসলে বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলুন প্লিজ।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার বুঝিয়ে দিলেন, 'ছবিটা *সপ্ত ম্যাকাও*-এর। লোকটা একজন মর্যাদাসম্পন্ন প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তার জন্ম তুলান জুয়ুয়া সৃষ্টিরও আগে।'

'তুলান জুয়ুয়ারও আগে? আমিতো ভেবেছিলাম এটাই ওদের বেহেশ্‌ত। এখান থেকেই ওদের যাত্রা শুরু।' ড্যানিয়েলি অবাক হলো।

'এটা ওদের বেহেশ্‌তের মতোই। তবে ওদের সৃষ্টিতত্ত্ব আর আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলাদা।'

ড্যানিয়েলির ফাঁকা দৃষ্টি থেকে ম্যাককার্টার বুঝলেন ও কিছুই বোঝেনি।

'আচ্ছা, একটু বিস্তারিতভাবেই বলছি শুনুন। খ্রিস্টান সৃষ্টিতত্ত্ব মতে, গড প্রথমে স্বর্গ সৃষ্টি করেন, তারপর পৃথিবী। পৃথিবী শুরুতে ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। গড তাই আলো সৃষ্টি করেন। এভাবে করে ষষ্ঠ দিনের দিন মানুষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই ছ'দিনের আগে কিছুই ছিলো না। আর মায়ানদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ বা স্বর্গ সৃষ্টির আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়। আর তখন পৃথিবীতে আর এক ধরনের জাতি বসবাস করতো। মায়ানরা এদেরকে ডাকতো কাঠমানব বলে।'

ড্যানিয়েলির চোখ সরু হয়ে গেলো, 'নামটা চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু এর সাথে ছবিটার সম্পর্ক কী?'

'মায়ানদের মতে, মানুষ সৃষ্টি করতে দেবতাদের চারবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁরা এমন কিছু প্রাণী সৃষ্টি করেন যেগুলো শব্দ করতে পারে কিন্তু কথা বলতে পারে না। দেবতারা এদের ধ্বংস না করে বন্য প্রাণী হিসেবে বনে ছেড়ে দেন আর ফের চেষ্টা করা শুরু করেন। দ্বিতীয়বার তাঁরা কাদামাটি দিয়ে মানুষ বানানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হন। যা বানান, তা-ই গলে পড়ে যায়। দেবতারা তাই ক্ষান্ত দিয়ে তৃতীয়বার চেষ্টা করেন। এবার তাঁরা কাঠ দিয়ে চেষ্টা করেন এবং কাঠমানব সৃষ্টি করেন। এদেরকে মানুষ সৃষ্টির পরীক্ষামূলক প্রকল্প বলা যায়।'

ম্যাককার্টার ড্যানিয়েলিকে কথাগুলো হজম করার সুযোগ দিলেন। তারপর আবার বলা শুরু করলেন, 'কাঠমানবদের চেহারা ছবি মানুষের কাছাকাছিই ছিলো। এরা ছিলো বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এরা গুণতে পারতো, কথা বলতে পারতো এবং যুক্তি দিতেও পারতো। কিন্তু এদের অক্ষমতাও কম ছিলো না। মায়ানদের পুরাণ '*পপুল ভাহ্‌*' থেকে জানা যায়, এদের শরীরে কোনো মাংস বা চর্বি ছিলো না। এরা কথা বলতে পারতো কিন্তু মুখ নড়তো না–মুখোশ পরে কথা বললে যেরকম লাগে সেরকম। অর্থাৎ কাঠের পুতুলগুলো যেরকম হয়।'

সুসান মজা করলো, 'ওদের আসলে দরকার ছিলো নিয়মিত জিমে যাওয়া আর কোলাজেন ইঞ্জেকশন নেওয়া। তাহলেই গায়ে গোশত হয়ে যেত।'

ম্যাককার্টার হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু এই হাড় জিরজিরে দশা সত্ত্বেও কাঠমানবেরা টিকে গেলো। পুরাণ অনুযায়ী এরা ধীরে ধীরে বেশ শক্তিশালী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ে।'

'আর এই সপ্ত ম্যাকাও? সেও কি কাঠমানব ছিলো?' পাথরের মুখটা দেখিয়ে ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'অবশ্যই। এদের সর্দার ছিলো সম্ভবত। বলা হয় ওর দাঁত আর চোখ নাকি মণিমুক্তার মত ঝলক দিতো। ওর আরো ছিলো ধাতু নির্মিত একটা মুকুট আর ও অন্ধকারে আলো সৃষ্টি করতে পারতো। দম্ভ করে নাকি বলে বেড়াতো যে চাইলে সে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করে দিতে পারবে। তবে মায়ান ইতিহাসে আরো জানা যায়, ও ছিলো আসলে একজন ধোঁকাবাজ। আর আলো সৃষ্টি যদিও করতে পারতো, কিন্তু আলোর ব্যাপ্তি বেশিদূর ছিলো না। শুধু তার আশপাশ আলোকিত করতে পারতো। এছাড়াও সপ্ত ম্যাকাও নিজেকে একজন দেবতা হিসেবে দাবি করতো আর অন্যদেরকে জোর করতো তার পূজা করতে। যেন সে একাই সূর্য আর চন্দ্র একসাথে।'

ড্যানিয়েলি এবার কিছুটা বুঝেছে বলে মনে হলো।

'তা আসল দেবতারা এসব দেখে কিছু করেনি ওকে? ওদেরতো রেগে যাওয়ার কথা।'

'দেবতাদের চটানো কখনোই উচিত নয়। কোনো আমলেই দেবতাদের চটিয়ে কেউ রেহাই পায়নি। ফলাফলও সব ক্ষেত্রেই প্রায় এক- ধ্বংস।' ম্যাককার্টার জবাব দিলেন।

'তার মানে কাঠমানবেরা ধ্বংস হয়ে গেলো।' অনুমানে বললো ড্যানিয়েলি।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন 'দেবতারা ওদেরকে মারার জন্য হিংস্র সব জন্তু জানোয়ার পাঠালেন, এমনকি ওদের পোষা প্রাণীগুলোকেও ওদের দিকে লেলিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই না, আকাশ দেবতা হারিকেন টানা বর্ষণের মাধ্যমে বন্যা সৃষ্টি করলেন ওদেরকে ডুবিয়ে মারার জন্য। *'দিনেও বৃষ্টি, রাতেও বৃষ্টি–*

বৃষ্টি সর্বক্ষণ। বৃষ্টি আগুন করলো উজাড় মানুষ-পশু-বন।' মায়ান পুরাণ থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন ম্যাককার্টার।

'বৃষ্টি আগুন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'এটাকে অবশ্য আগুনের বৃষ্টিও বলা হয়। গরম তেল বা ছাই বা ওরকম কিছু একটার বর্ষণ। আর যেহেতু সব কিছুই উজাড় হয়েছিলো, তাই অনেকে ভাবেন এটা সম্ভবত আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ছিলো। তাই গরম ছাই বা আগুন পড়ছিলো উড়ে উড়ে। তবে *পপুল ভাহ্*-তে বৃষ্টির কথাই আছে।' ম্যাককার্টার ব্যাখ্যা করলেন।

'আর এই সপ্ত ম্যাকাও কি এই বৃষ্টিতে মারা যায়?'

'আসলে সে বৃষ্টি আগুনের আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তবে কাজের ধারা বিচার করলে বোঝা যায় যে বৃষ্টি আগুন হওয়ার জন্যেই সপ্ত ম্যাকাওয়ের নিরুদ্দেশ হওয়াটা জরুরি ছিলো। নাহলে ওর যে ক্ষমতা, তাতে সে দেবতাদেরও হারিয়ে দিতে পারতো।'

'আচ্ছা। তা ওকে গুম করা হলো কিভাবে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'দুজন উপদেবতা কাজটা করে। সপ্ত ম্যাকাও যখন গাছের আগায় বিশ্রাম নিচ্ছিলো, তখন এরা ওর গায়ে ব্লো ডার্ট দিয়ে বিষাক্ত তীর ছুড়ে মারে। ম্যাকাও মাটিতে পড়ে গেলে ওরা ওর চোখ, দাঁত থেকে ধাতব খণ্ডগুলো খুলে নেয় আর আলো সৃষ্টি করতে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতো, ওগুলোও নিয়ে নেয়। এগুলো ছাড়া ওর আর আলো সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা থাকে না ফলে ও পালিয়ে যায় আর এরপর কারো সামনে আর আসেনি। আর এরপরেই দেবতারা বৃষ্টি আগুন প্রেরণ করেন।'

ড্যানিয়েলি বুঝলো, 'তার মানে প্রথমে সর্দারকে মারলো, তারপর পুরো গোত্রকে।'

'হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই।'

ড্যানিয়েলি খুশি হয়ে গেলো, 'তার মানে পাথরটা অবশ্যই মায়ানদের সময়ের। এবার আর কম্পিউটার দিয়ে কারসাজি করতে হবে না।'

ম্যাককার্টারও হাসলেন, 'শুধু এটাই না। এতে এটাও প্রমাণ হয় যে, যারা পাথরটায় নকশা করেছে, তারা মায়ানদের এই কাহিনিটা খুব ভালভাবেই জানতো। আর সেই সূত্র ধরে বলা যায়, এরা অবশ্যই মায়ানদের একদম প্রথম দিককার মানুষ। আমার তো মনে হয় আপনার কথাই ঠিক। তুলান জুয়ুয়ার সন্ধান পেয়েও যেতে পারি আমরা।'

ড্যানিয়েলি আত্মবিশ্বাসী হাসি হাসলো। তারপর আবার পাথরটার দিকে মনোযোগ দিলো। কুমিরের মুখটা দেখিয়ে বললো, 'এটা কি জিনিস?'

ম্যাককার্টারের হাসিটা আরো চওড়া হলো, 'ওটা হলো জিপাকণা- ধ্বংসকারী।'

উনি আর কিছু বলার আগেই ভেরহোভেন উপর থেকে ডাক দিলো। বেলা পড়ে গেছে। ওদের উঠে আসা দরকার।

রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে ড্যানিয়েলি আবার ম্যাককার্টার আর সুসানকে পাকড়াও করলো আরো বিস্তারিত শোনার জন্য। হুকারও ওদের সাথে যোগ দিলো।

ম্যাককার্টার প্রথমে তাদের সমস্যার কথাগুলো জানালেন। 'প্রথম সমস্যা হলো যেসব জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে, সেসবের অবস্থা খুবই খারাপ। খুলির দেয়ালে যেসব নকশা আছে, তার বেশিরভাগই ক্ষয়ে গেছে, কিছুই বোঝা যায় না। গর্তের মধ্যে যেটা পাওয়া গেছে সেটা অবশ্য মোটামুটি ভালো। সম্ভবত মাটির নিচে থাকার কারণেই ক্ষয় কম হয়েছে। আশেপাশে গাছের শিকড় বাকড় আর গর্তের দেয়াল দেখে বোঝা যায় যে গর্তটা ইদানীং খোঁড়া হয়েছে।'

ড্যানিয়েলিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। ওদের প্রতিপক্ষ কি কোনোভাবে ওদের আগেই পৌঁছে গেছে? ম্যাককার্টার ওর ভাবনাটাকে আবার উস্কে দিলেন।

'যে কোনো কারণেই আদিবাসীরা এটাকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে।'

'তবে যে পরিমাণ হাড্ডিগুড্ডি ওখানে পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় না যে ওরা কখনো ফাঁদটা দেখতে এসেছে।' হুকার বললো কথাটা।

'তার মানে শুধু আমরাই অপচয় করি না। তবে দেখে মনে হচ্ছে গর্তটা খুঁড়তে বেশ প্রাচীন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। আর পাথরটাকে আস্ত রাখার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এখানে সেখানে দাগ আর আঘাতের চিহ্ন। আমার ধারণা যারা খুঁড়েছে, তারা পাথরটার কথা জানতো, আর ওরা এটা বের করেছে শুধু পাথরটাকে একটা ধাপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য।'

হুকার ওর কাঁধ ডললো কিছুক্ষণ, গতরাতে ওখানে ব্যথা পেয়েছে। 'তবে জিনিসটা কিন্তু দারুণ একটা ফাঁদ। আপনি বুঝবেনও না কখন ওর ভেতর পড়লেন।'

'আর পাথরটার হায়ারোগ্লিফগুলো থেকে আর কি বোঝা গেলো? কি যেন সুখবর আছে বলছিলেন?' ড্যানিয়েলি আবার আলোচনাটাকে লাইনে আনলো।

ম্যাককার্টার বয়সের ভারে জীর্ণ একটা চামড়ার ফোল্ডার খুললেন। ভেতরে বিভিন্ন ছবি, নোট, স্কেচ এসব হাবিজাবি। একটা স্কেচ হাতে নিয়ে বললেন, 'কাঠমানব আর ওদের সর্দার সপ্ত-ম্যাকাও এর কথা বলেছিলাম মনে আছে? ঐ যে যারা মানুষেরও আগের জাতি?'

'দেবতারা যাদের বৃষ্টি আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলো? হ্যাঁ, আমার সবই মনে আছে।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

'আরেকটা নকশার কথা খেয়াল আছে?'

'জিপাকণা–ধ্বংসকারী?'

'হ্যাঁ, পাথরটা বেশিরভাগ নকশাই এদেরকে নিয়ে। সপ্ত ম্যাকাও আর ওর ছেলে জিপাকণা।'

ড্যানিয়েলি অবাক হলো, 'জিপাকণা তো দেখতে কুমিরের মতো।'

'ঠিক, কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা পৌরাণিক কাহিনি। জিপাকণা অনেকটা গ্রিক পুরাণের 'ক্রাকেন' আর 'মিনোটার' এর মতো। তাই সপ্ত ম্যাকাও মানুষের মতো হলেও তার ছেলে ছিলো একটা জানোয়ার। একে সাধারণত সব জায়গাতেই কুমির হিসেবেই দেখানো হয়, যদিও সে মানুষের মধ্যেই থাকতো।'

ড্যানিয়েলি শুনছিলো কিন্তু ধরতে পারছিলো না আলোচনা কোনদিকে যাচ্ছে। ম্যাককার্টার সুসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার আগে তো তুমিই জিনিসটা চিনতে পেরেছিলে, তুমিই শোনাও বাকিটা।'

সুসান তাই শুরু করলো, 'পাথরে আঁকা নকশাগুলোর মতে, জিপাকণা ওর বাবার হয়ে কাজ করতো। সপ্ত ম্যাকাও এর বিরুদ্ধে যে-ই কথা বলতো ও তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বেড়াতো।'

'সবারই একজন হুকুমবরদার লাগে দেখছি।' হকার ফোঁড়ন কাটলো।

সুসান হাসলো। 'জিপাকণা অনেকটা তা-ই করতো। তবে পাথরটায় আরেকটা দলের কথা বলা হয়েছে, যাদের ইচ্ছা ছিলো সপ্ত ম্যাকাওকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের। তবে এর জন্য সবার আগে জিপাকণাকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিলো। তাই ওরা কূটবুদ্ধি করে জিপাকণাকে ওদের জন্য একটা গর্ত খুঁড়তে রাজি করায়। তারপর জিপাকণা যখন গর্ত খোঁড়া শেষ করে তখন ওরা বিশাল এক গাছের গুঁড়ি গর্তটার ভেতর ফেলে দেয় যাতে তার চাপে জিপাকণা মরে যায়।'

'এই গর্তটার মতো গর্ত?' হকার জিজ্ঞাসা করলো।

জবাব দিলেন ম্যাককার্টার, 'হতে পারে। আমার ধারণা গর্তের পাথরটা শুরুতে মাটির উপরে ছিলো। পরে ধুলাবালি পড়ে পড়ে এরকম হয়েছে। উপরের দিকটা কিন্তু এখন মাটির উপরে। আর জিপাকণার গর্তটা একটা সরু কুয়ার মতো ছিলো।'

'তারপরে কি হলো জিপাকণার?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

সুসান গল্পটা শেষ করলো, 'জিপাকণাকে মেরে ফেলেছে মনে করে লোকগুলো বিশাল এক ভোজের আয়োজন করে। খাওয়া দাওয়া শেষে যখন সবাই মদের নেশায় চুর, তখন জিপাকণা গর্ত থেকে উঠে লোকগুলোকে মেরে ফেলে।'

ম্যাককার্টার হাসলেন, 'অনেকে মনে করে এটা একটা পৌরাণিক নীতিগল্প। মদের নেশায় না পড়ার সতর্কবার্তা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। মদ খাওয়ার জন্যে কতবার মরতে মরতে বাঁচলাম,' হকার বললো। সবাই হেসে উঠলো।

হাসি শেষে ড্যানিয়েলিই আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'তার মানে গর্তটা আসলে জিপাকণার খোঁড়া গর্তটার কথাই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনও তো হতে পারে যে, এটা আসলে জিপাকণার খুন করা লোকগুলোর কবর।'

ম্যাককার্টার একমত হলেন, 'আমারও তা-ই মনে হয়। পাথরটা সম্ভবত একটা স্মৃতিস্তম্ভ। জায়গাটা একটা ধর্মীয় পীঠস্থানের মতোই মনে হয়। কেউ এখানে বসবাস করতো বলে মনে হচ্ছে না।'

ড্যানিয়েলি যা ভয় করছিলো, তা-ই সত্য হলো। স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গেলেও কিন্তু মানুষ বসবাসের চিহ্ন নেই। তার মানে আশেপাশে খুঁজলে আর কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

'কারা এটা বানিয়েছে বলতে পারবেন? আর আমিতো এর মধ্যে কোনো সুখবর খুঁজে পেলাম না।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার হাসলেন, 'হতাশার কিছু নেই। পাথরটার নিচের দিকে কিছু নকশা আছে, যেগুলো আরেকটা জায়গা নির্দেশ করছে। সম্ভবত একটা শহর। একটা জায়গা যেখানে আগুন জ্বলে আর পাথরের ঘরবাড়ি আছে।'

ড্যানিয়েলির মুখে হাসি ফিরলো, তবে হাত তুলে ম্যাককার্টার থামিয়ে দিলেন, 'এখনই এত খুশি হবার কিছু নেই। নাম ধাম কিছুই বলা নেই শহরটার। শুধু বর্ণনা আছে।'

'কোথায় শহরটা? আশেপাশেই?'

'হায়ারোগ্লিফটার লেখা সত্যি হলে এখান থেকে দুদিনের রাস্তা।'

'কোনদিকে?'

'মায়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ৮ ইমিক্স, ১৪ মাক-এ সূর্য যেদিকে ডোবে, সেদিকে। রাত্রির নবম প্রভুর প্রভাব থাকে সেদিন।'

'হায় হায়! আমার তো ঐদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে!' হকার মজা করলো।

ড্যানিয়েলি হকারের বাহুতে জোরে একটা কিল দিলো, যদিও হাসি আটকাতে পারেনি। তারপর ম্যাককার্টারকে বললো, 'আমাদের ক্যালেন্ডারে সেটা কয় তারিখ?'

'আসলে... আমার জানা নেই।' ম্যাককার্টার বললেন।

আবার ড্যানিয়েলির মুখ বেজার হয়ে গেলো, 'ওহে প্রফেসর! আমাকে তো দেখি আপনি মেরে ফেলবেন। এত কথা শুনতে চাই না। আমরা ওখানে যেতে পারবো কি পারবো না সেটা বলুন।'

সুসান হাসলো, 'ওনার স্বভাবই এমন। আমরা এটাকে বলি "ম্যাককার্টার সিনড্রোম।" এটা আপনাকে ধীরে ধীরে তিলে তিলে মারবে। একটা প্রশ্নের জবাব দিতে স্যার তিনটা ক্লাস নেন। আর ততদিনে প্রশ্নটা যে কি ছিলো তা-ই আমরা ভুলে যাই।'

ম্যাককার্টার অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'স্যরি! বদ অভ্যাস। আসল কথা হলো, আমাদেরকে তারিখটা অন্যান্য মায়ান এলাকার যে ক্যালেন্ডার পাওয়া গেছে তার চেয়ে ভিন্ন একটা ক্যালেন্ডারের সাথে মিলাতে হবে। যদি ওরকম একটা ক্যালেন্ডার খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলেই সেটা সম্ভব। মায়ান ক্যালেন্ডারে প্রতিটা দিনের আলাদা নাম আর নম্বর আছে। আর পাঁচ হাজার বছরের আগ পর্যন্ত কোনো নাম বা নাম্বারের পুনরাবৃত্তি হবে না। এটা পেলে আরো একটা লাভ হবে। এই পাথরটা যে আসলেই অন্যান্য মায়ান ধ্বংসাবশেষ এর চেয়ে পুরানো, সেটা প্রমাণ হবে।'

ম্যাককার্টার বলে চললেন, 'সমস্যা হলো, এরকম কোনো ক্যালেন্ডার খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে পাথরে যে তারিখ দেওয়া আছে, সেই তারিখটা আমি আর একটা জায়গায় দেখেছি। সেখানে দিনটাতে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটার কথা উল্লেখ আছে। ওখানে দিনটাকে বলা হয়েছে 'হলুদ সূর্য।' তবে এখানে হলুদ রং হিসেবে না, একটা দিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মায়ানদের মতে, প্রতিটা প্রধান দিকের আলাদা রঙ আছে। পূর্বের রঙ লাল, পশ্চিমের কালো, উত্তরের সাদা আর দক্ষিণের হলুদ। আর যেদিন সূর্য সর্ব দক্ষিণে থাকে সেদিনকেই বলা হয় হলুদ সূর্যের দিন। মানে দক্ষিণায়ণ–বছরের সবচেয়ে লম্বা দিন। তাই যে বছরই হোক, ৮ ইমিক্স ১৪ মাক মানে হলো ২১ বা ২২ ডিসেম্বর।'

ড্যানিয়েলি যেন ডুবতে ডুবতে একটা অবলম্বন খুঁজে পেলো ভাসার। 'তার মানে একটু পঞ্জিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে বের করতে হবে ঐদিন সূর্য কোনদিকে ডুবেছিলো।'

'অত নিখুঁতভাবে লাগবে না।' ম্যাককার্টার বললেন, 'মাত্র তো জানুয়ারি। দক্ষিণায়নের বেশিদিন পার হয়নি। আমি মোটামুটি বের করতে পারবো কোন দিকে যেতে হবে।'

ম্যাককার্টার পশ্চিম দিগন্তের দিকে হাত তুলে দেখালেন। 'আজ সূর্য যেদিকে ডুবেছে, তার সামান্য দক্ষিণে।'

সেদিকে তাকাতেই ড্যানিয়েলির হার্ট বীট বেড়ে গেলো। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে জিনিসটা ওখানেই খুঁজে পাবে। সবকিছু সেটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোনো লোকালয় পাওয়া মানে অনেক কিছু পাওয়া–স্বর্ণ, রূপা, হাতিয়ার অথবা ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের উদ্ধার করা স্ফটিকের মত স্ফটিকও পাওয়া যেতে পারে।

'কাল ভোরেই আমরা রওনা দেব।'

'তবে তার আগে আমাদের এ জায়গাটা পরিষ্কার টরিষ্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত। নাহলে পাথরটাও নষ্ট হয়ে যাবে।' ম্যাককার্টার বললেন।

'চব্বিশ ঘন্টা, এর বেশি না।' ড্যানিয়েলি আবেদন মঞ্জুর করলো।

ম্যাককার্টার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

হকারকে কেমন মনমরা লাগছে, সব শুনে যেন হতাশ হয়েছে।

'কি ব্যাপার, আপনি মনে হচ্ছে খুশি হন নি?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'অবশ্যই। ব্যাপারটাতো ফাটাফাটি। কিন্তু... আমি জিপাকণার কাহিনি পুরোটা শুনতে চাই। এরপর জিপাকণার কি হলো? মানে গল্প কি এখানেই শেষ নাকি? এতগুলো লোক মারার পরেও জিপাকণার কিছুই হলো না?'

ড্যানিয়েলি হাসলো, 'প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলছেন?'

'ন্যায় বিচারের কথা বলছি।' হকারও হেসে জবাব দিলো।

সুসান জবাব দিলো, 'জিপাকণার অবস্থাও ওর বাবার মতই হয়। সপ্ত ম্যাকাওকে যারা সাইজ করেছিলো, সেই উপদেবতারাই জিপাকণাকেও ঠাণ্ডা করে দেয়।'

'কিভাবে?' হকার জিজ্ঞাসা করলো।

জবাব দিলেন ম্যাককার্টার, 'কাঁকড়ার লোভ দেখিয়ে ওরা জিপাকণাকে একটা গুহায় নিয়ে যায়। তারপর জিপাকণা ভেতরে ঢুকতেই ওরা ওকে সেখানে বেঁধে ফেলে, তারপর গুহার মুখটা পাথর দিয়ে চির জীবনের জন্য আটকে দেয়।'

অধ্যায় ১৮

ম্যাককার্টারের দেখানো দিকে যাত্রার জন্য সব প্রস্তুতি শেষ। ড্যানিয়েলি সাগরিকার ডেকে বসে ওদের অগ্রগতির রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলো ওয়াশিংটনে।

কিন্তু গিবস অফিসে ছিলো না বলে ওর সাথে কথা হলো আরনল্ড মুরের। মুর হলো দ্বিতীয় এবং একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে ড্যানিয়েলির যোগাযোগ করার অনুমতি আছে। এতোদিন পর মুরের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ড্যানিয়েলির খুশি আর দেখে কে!

বিস্তারিত সব বলে ও মুরকে একটা অনুরোধ করলো, 'আমি টীমের সবাইকে ফেরত পাঠাতে চাই। আমি ভেরহোভেনের দলটাকে সাথে নিয়ে চলে যাব, কিন্তু তার আগে অন্যদের এখান থেকে সরাতে হবে।'

'প্রফেসর ম্যাককার্টার আর মিস ব্রিগস?'

'হ্যাঁ। সাথে কুলিগুলো, ডেভারস আর পোলাস্কিও। ওরা রিসার্চ ডিভিশনের লোক, আমাদের না। এত বড় অভিযানে তাই না থাকাটাই বেশি ভালো।'

'হঠাৎ এ কথা? কিছু হয়েছে নাকি?'

'উনাদেরতো কাজ এমনিতেই শেষ। আর সেদিন রাতে আদিবাসীদের সাথেও একটু ঝামেলা হয়েছিলো।' তারপর সে রাতে হকার আর ভেরহোভেনের ঘটনাটা বললো।

'সবাই ঠিক আছে তো?' মুর জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার কেমন কেমন লাগছে। ওরা আবারো হামলা করতে পারে। আর তাছাড়া আমরা তো আমাদের রাস্তা পেয়েই গেছি। এখন এটা ধরে গেলেই হবে। যদি কিছু সাহায্য লাগে তাহলে দূর থেকেই তো যোগাযোগ করা যাবে।'

'গিবস তো জীবনেও রাজি হবে না।' মুর বললেন। কথাটা ড্যানিয়েলিও জানে।

মুর আবার বললেন, 'তুমি জানো না এখানে কি পাগলামি চলছে। গিবস বলেছে এখন থেকে তোমার লিখিত রিপোর্টিং পুরোপুরি বন্ধ। শুধু আমার বা ওর সাথে যখন কথা হবে, তখনই কেবল মুখে মুখে সব জানাবে। কথাবার্তার কোনো রেকর্ড রাখা যাবে না।'

ড্যানিয়েলি অবশ্য গত কয়েক মাস ধরেই ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে আসছে। দেওয়ার জন্য দেওয়া শুধু। যাতে কারো সন্দেহ না হয়। কিন্তু গিবস এখন এটাও বন্ধ করে দিতে বলেছে।

'কেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'গিবসের ধারণা ডিক্সনের টিমটার কথা কেউ ফাঁস করে দিয়েছিলো। টিকটিকিটাকে ধরার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে। ওর চিন্তা যে আবারো এরকম হলে তুমি বিপদে পড়বে।'

'তার মানে এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরানো আরো বেশি দরকার এখন।' অসহিষ্ণু গলায় ড্যানিয়েলি বললো।

এক মুহূর্ত ওপাশ থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া গেলো না।

'আমি তোমার সাথে একমত। কিন্তু এটা করা সম্ভব না, তাই এ ব্যাপারে আর কথা বলে লাভ নেই।' মুর বললেন শেষমেষ।

কথাটার ভেতরের অর্থ ড্যানিয়েলি ধরতে পারলো। মানে হলো : 'যা পারবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাও, যেটা পারবে না সেটার কথা ভুলে যাও।'

'আমি জানি ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। কিন্তু এদের জন্য তুমি সর্বোচ্চ যেটা করতে পারো তা হলো দ্রুত তোমার অভিযান শেষ করা। যত তাড়াতাড়ি তুমি জায়গাটা খুঁজে পাবে, তত তাড়াতাড়ি গিবস তোমাকে এদেরকে ছেড়ে দিতে দেবে।' মুর আবার বললেন।

ড্যানিয়েলিও ব্যাপারটা জানতো। ও অবশ্য ভেবেছিলো জায়গাটার হদিস পেলেই চলবে, কিন্তু গিবসের চিন্তা উল্টো পথে চলে সবসময়। তুমি সাফল্যের যতই কাছে যাবে, সে ততই ঠেলে ঠেলে তোমার সীমানাটা আরো বাড়িয়ে দেবে, ততই আরো বেশি বেশি তালবাহানা শুরু করবে। ভবিষ্যতে দুটো ঘটনার একটা ঘটবেই। হয় ওরা নিশ্চিত কিছু আলামত খুঁজে পাবে যাতে গিবস বেসামরিক লোকগুলোকে ফিরে যেতে দেবে নয়তো দেরি হওয়া বর্ষাটা যেকোনো মুহূর্তে শুরু হবে আর ওরা বন্যার পানিতে ভেসে শেষমেষ ফেরত যাবে।

'আচ্ছা। তাহলে উনাকে জানাবেন আমরা রওনা দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টা পর আবার যোগাযোগ করবো।' ড্যানিয়েলি বললো।

'চলবে। আর শোনো, পিছনেও দুটো চোখ লাগিয়ে নিও বুঝলে? গিবসের মাথায় ছিট থাকতে পারে কিন্তু ওর আশঙ্কা কিন্তু অমূলক নয়। খুব সতর্ক থাকবে। তোমার কিছু হোক তা চাই না।' মুর বললেন।

ড্যানিয়েলি মুরের দুশ্চিন্তা দেখে মনে মনে হাসলো। চোখের কোণা দিয়ে দেখলো হকার এদিকেই আসছে। 'চিন্তা করবেন না। সব ঠিকই থাকবে।' বলে লাইন কেটে দিলো।

হকার এসে জানালো, 'সবাই রেডি।'

এখান থেকে অবশ্য যাত্রাটা দুভাগ হয়ে যাবে। হকার সাগরিকায় করে মানাউসে ফিরে যাবে। আর বাকিরা পায়ে হেঁটে পশ্চিম দিকে এগুবে। তারপর ওরা ওদের আকাঙ্ক্ষিত মায়ান শহরটা খুঁজে পেলে হকারকে জানাবে। হকার তখন হেলিকপ্টারে করে ভারী যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসবে।

'আসছি।' বললো ড্যানিয়েলি।

হকার ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললো, 'আপনাকে মনমরা লাগছে! আমাকে মিস করবেন, তাই না?' ড্যানিয়েলি হাসলো, 'তা তো করবোই। তবে আমি চিন্তিত এরপরে কি হবে তা ভেবে। আপনি বাদে আর কারো সাথে যোগাযোগ থাকবে না। তাই দয়া করে আছাড় টাছাড় খেয়ে মাথা ফাটাবেন না।'

হকারও হাসলো। ড্যানিয়েলির হাসিও চওড়া হলো। শেষ কবে ড্যানিয়েলি এতো সহজে কারো সাথে রসিকতা করেছে তা ওর মনে পড়ে না। 'জায়গাটা খুঁজে পাওয়া মাত্র আপনাকে জানাবো। গিয়েই সব কিছু রেডি করে ফেলবেন ঝটপট।'

'হুম, আপনার সব অস্ত্রপাতি।'

'আর ভেরহোভেনের কুকুর।' নিজের ব্যাগ কাঁধে নিতে নিতে বললো ড্যানিয়েলি।

ওরা কথা বলতে বলতেই পিছনে সাগরিকার ডিজেল ইঞ্জিন গর্জন করে উঠলো। মাঝি হকারকে শিষ দিলো উঠে পড়ার জন্য। হকার মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রলারটায় উঠে ড্যানিয়েলির ব্যাকপ্যাকটা ঠিক করে দিলো। ঠিক যেন বাবা তার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাচ্ছে। ড্যানিয়েলি মৃদু ধাক্কা দিয়ে ওর হাতটা সরিয়ে দিলো, তারপর ট্রলারটা থেকে নেমে এলো।

দশ মিনিট পরেই সাগরিকা চোখের আড়ালে চলে গেলো আর ড্যানিয়েলিও তার দলবল নিয়ে বনের আরো গভীরে ঢুকে গেলো। নদীর তীর থেকে ওরা এগুতেই এতক্ষণের তাজা বাতাস হঠাৎ থেমে গেলো। তার বদলে কেমন একটা গম্ভীর, নিশ্চল বাতাস জায়গাটা দখল করে নিলো। গরমও বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। এল নিনোর কল্যাণে বর্ষা শুরু হয়নি এখনো। এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা ভালোই, তবে গরম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সপ্তাহদুয়েক পরেও বৃষ্টি না নামলে আর টেকা যাবে না।

ড্যানিয়েলিদের অবশ্য ভালোই সময় কাটছে। বিশাল বিশাল গাছের পাতার চাঁদোয়া বিছানো পথ ধরে চলছে ওরা। ম্যাককার্টার তো যেন নবযৌবন ফিরে পেয়েছেন, সারা রাস্তা একাই বকবক করছেন। পথের ধারের গাছ, অর্কিড, মরা গাছ যা দেখছেন সবকিছু নিয়েই বলে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

ড্যানিয়েলি সব শুনেও শুনছিলো না। ওর চিন্তা অন্যখানে। ওর উপর মুরের ভরসা, গিবসের কাছে ওর নিজেকে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ আর যা শুরু করেছে তা ঠিকমতো শেষ করে নিজের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখা–এসব চিন্তা চলছে ওর মাথার ভেতর। তবে এরচেয়েও বড় বিষয় হলো ওরা যেটা খুঁজছে সেটা। শীতল ফিউশনের (জ্বালানির) উৎস খুঁজছে ওরা। এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কিন্তু ও-ই একমাত্র ব্যাপারটা জানে। এতে ওর নিজেকে কেমন আলাদা, খাপছাড়া মনে হয় অন্যদের চেয়ে। হকার অবশ্য ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলো। তাই নানাভাবে ড্যানিয়েলিকে ভারমুক্ত রাখার চেষ্টা করতো। ড্যানিয়েলির তাই মাঝে মাঝে ওকেই বেশি কাছের মনে হয়। একটু একটু বিশ্বাসও করতে শুরু করেছে ওকে।

স্বীকার না করলেও ড্যানিয়েলি আসলে হকারের অনুপস্থিতি বেশ ভালোই অনুভব করছে। ওর সস্তা রসিকতাগুলোও মনে পড়ছে বারবার। কখন ফিরবে হকার সেই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওর মন। যতটা ভেবেছিলো, তার চেয়ে অনেকটা বেশি!

হঠাৎ দলটা থেমে যেতে ওর চিন্তায় ছেদ পড়লো। ম্যাককার্টার সবাইকে আরেকটা ডিসকভারি চ্যানেলের পর্ব দেখানোর জন্য থামিয়েছেন। একটা বিশাল রাবার গাছের গুড়ির দিকে দেখিয়ে কি কি বলছেন যেন। ড্যানিয়েলি এগিয়ে গিয়ে দেখলো গাছ বেয়ে শত শত কালো পিঁপড়া এক লাইন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

পিঁপড়া! পিঁপড়া দেখানোর জন্য চলা থামিয়েছেন উনি!

'এদেরকে দেখুন সবাই। দেখে কি আমাদের মতো লাগে না? ব্যাগ কাঁধে এগিয়ে চলেছে অভিযানে!' ম্যাককার্টার বলে চলেছেন।

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো। 'কই? এদের মধ্যে তো কেউ রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে অন্যদের যাত্রায় দেরি করাচ্ছে না।'

ম্যাককার্টারের চেহারায় দুষ্টুমি খেলে গেলো। খুলির দেয়ালটা আবিষ্কারের পর থেকেই উনি একজন চঞ্চল স্কুলের বাচ্চার মত আচরণ করছেন। জবাবটাও তাই সেরকমই দিলেন। 'না। কিন্তু এই দেখুন, এই পিঁপড়াটা সবার উপর মাতবরি ফলাচ্ছে, ঠিক...'

ড্যানিয়েলির অগ্নিদৃষ্টির সামনে আর কিছু বলার সাহস হলো না তার। একটা হাসি দিয়ে গাছ ছেড়ে 'হাই হোপস' গানটার শিস বাজাতে বাজাতে আবার হাঁটা ধরলেন। ড্যানিয়েলি এবার আর হাসি আটকাতে পারলো না।

পাঁচ দিনের দিন ওরা একটা কাঠামো খুঁজে পেলো। বেশি বড় কিছু না। একগাদা জড়ো করা পাথর। উপরে আগাছা জন্মেছে। তবে এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ওরা ঠিক পথেই এগুচ্ছে। কয়েকঘণ্টা পরেই ওরা এমন একটা

দৃশ্যের সম্মুখীন হলো যার বর্ণনা দেওয়া ড্যানিয়েলির পক্ষে সম্ভব না, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

জঙ্গলের গাছে ঘেরা এলাকা থেকে হঠাৎই ওরা একটা গোলাকার বৃক্ষহীন মরা ঘাসে ভরা জায়গায় এসে পড়েছে। গত চার-পাঁচদিন ধরে দিনের বেলাতেও ওরা রাতের মতো অন্ধকারে পথ চলেছে। আর এখানে চোখ ঝলসে যাচ্ছে সূর্যের আলোয়। এখান থেকে সামনে কয়েক মাইল কোনো গাছপালা নেই। কিন্তু চমকের তো এখনো শুরুই হয়নি বলা যায়।

মাথার উপর হাত তুলে রোদ সামলাতে হলো ড্যানিয়েলির। ফাঁকা চত্বরটার ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু পিরামিড। এর তিনদিকে ঢালু, মসৃণ আর একদিকে একটা সরু সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে মাথার উপরের একটা ছাদে। মাটি থেকে প্রায় পনেরো তলা উঁচুতে।

জিনিসটার নকশা পুরোপুরি মায়ানদের অন্যান্য পিরামিডের সাথে মিলে যায়। কিন্তু বিচিত্র কোনো কারণে ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টারের কাছে জিনিসটা কেমন বেখাপ্পা মনে হলো। জিনিসটাকে এখানে যেন মানাচ্ছে না। এমন না যে ওরা মায়ানদের সম্পর্কে সব জানে, কিন্তু এটা এভাবে থাকার কথা না। এটার থাকার কথা গাছ, লতাপাতা, ময়লা ধুলো দিয়ে আবৃত। এমনটাই ম্যাককার্টার শুরুর দিন থেকে সবাইকে বলে আসছিলেন। এতদিন পরে তো নিজের ওজনেই এটার ভেঙ্গে পড়ার কথা। পাথরগুলো ধসে পড়ে এই ঘন জঙ্গলে চাপা পড়ার কথা।

কিন্তু কিছুই হয়নি এটার। শির উঁচু করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দেখে ড্যানিয়েলির কেমন ভয় লেগে উঠলো। কেন তা ও জানে না।

দলের অন্যরা এটা দেখেই চিৎকার আর হল্লা শুরু করেছে। কয়েকজন তো এটার দিকে দৌড়ই শুরু করে দিলো, যেন প্রথম যে পিরামিডটা ছুঁতে পারবে, তার জন্য আছে পুরস্কার।

যাওয়ার আগে অবশ্য ড্যানিয়েলিকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলো আর সাথে নিয়ে গেলো ম্যাককার্টারকে। ড্যানিয়েলি ওদের আনন্দ মাটি করতে চাইলো না, তাই কিছু বললো না কাউকে। পিরামিডটার দিকে এগুতে এগুতে ও নিজের মধ্যেও একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো। অবশেষে এমন কিছু পেয়েছে যে আর ওদের ধারণা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এটাকে কেউ চুরি করতে পারবে না। এটা কারো চালাকি বা ভুল তথ্যের ফলেও পাওয়া না– জলজ্যান্ত বাস্তব।

ও যা খুঁজতে এসেছে, সেটা ও খুঁজে বের করবেই। আর বিজয়ীর বেশেই ও ওয়াশিংটন ফিরবে।

অধ্যায় : ১৯

ম্যাট ব্লানডিন বসে আছে স্টুয়ার্ট গিবসের অফিসে। সতেরো ঘন্টা অফিস করার পর ক্লান্ত, বিরক্ত। গিবস ওর উল্টোপাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা। মাথা চিত করে ছাদের দিকে তাকানো। এখন বাজে রাত দুটো। ব্লানডিন এতক্ষণ বসে বসে বর্তমান পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। কিছুক্ষণ আগে একটা তথ্য চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে। গিবস সোজা হয়ে শব্দ করে শ্বাস ছাড়লো।

'আর কিছু?'

'এটুকুই। চুরি হয়েছে শুধু এটুকুই জানা গেছে। আর কিছু না।' ব্লানডিন জবাব দিল।

'কি হয়েছে তা দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চাই কিভাবে হলো, কেনো হলো আর কোন শুয়োরের বাচ্চা কাজটা করেছে।' বলতে বলতে গিবস সামনের ফাইলটা ছুঁড়ে মারলো।

কাগজপত্র উড়ে গিয়ে ব্লানডিনের প্রশস্ত ভুঁড়ির উপর পড়লো।

ব্লানডিন ঘাড় ডলতে লাগলো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ওর মাথায় এখন শুধু ছুটির চিন্তা ঘুরছে। তাই মেজাজটা গরম করে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু তাতে দেখা যাবে আজ রাতটাও খাটতে হচ্ছে। ও পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার ডেস্কের উপর রাখলো, গিবসের হাতের সীমানার বাইরে। তারপর বুকপকেট থেকে এক প্যাকেট মার্লবোরো বের করে ধরালো। তারপর লম্বা লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'দেখুন, এটা কিভাবে হয়েছে সেটা অনুমান করে বলতে পারব। কখন হয়েছে সেটাও বের করা যাবে কিন্তু কে করেছে সেটা কিভাবে বলা সম্ভব? এটা তো যে কেউই হতে পারে। এই বিল্ডিঙয়ের ভেতরের কেউ হতে পারে, বাইরের কেউও হতে পারে।'

গিবসকে কিছুটা সন্তুষ্ট মনে হলো।

'কিভাবে হয়েছে বল দেখি, শুনি?'

'ঠিক আছে। তবে আগেই বলে নিচ্ছি, ঘটনার শুরু আর শেষ কিন্তু একই।' গলগল করে আরো খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে

গুঁজে আবার বলা শুরু করলো, 'ঘটনার সূত্রপাত কিছু কোড নিয়ে। আমাদের সিস্টেমে কিছু মৌলিক সংখ্যা দিয়ে বানানো ম্যাট্রিক্স কোড ব্যবহার করা হয়।'

গিবস যে কিছুই বুঝছে না, তা বোঝা গেল। ব্লানডিন অবশ্য অবাক হলো না। সম্ভবত এজন্যই গিবস প্রথমবার শুনতেই চায়নি।

ব্লানডিন সামনে ঝুঁকে হাত নেড়েচেড়ে বুঝাতে লাগলো, 'একটা কম্বিনেশন তালার কথাই ধরুন। আপনি যদি তালা খোলার কম্বিনেশন নাও জানেন, তারপরও আপনি সবকটি সংখ্যা একবার করে ব্যবহার করে কম্বিনেশন বের করতে পারবেন। প্রথমে এক এক এক, তারপর এক এক দুই, তারপর এক এক তিন–এভাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তালা খোলে। তবে আমাদের বেলায় কিন্তু মাত্র চারটা সংখ্যা না। তাই আমাদের বেলায় সম্ভাব্য কম্বিনেশনের সংখ্যা বিশাল।'

'কত বিশাল?'

'একের পরে সতেরটা শূন্য বসালে যা হয়, ততো বিশাল। এতো বেশি যে যদি আপনি প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার করেও গোনেন, তাও গোনা শেষ হতে একশ বছর লাগবে।' ব্লানডিন চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বললো। 'শুধু গুনতেই এতো সময় লাগবে। আর কোডটার অর্থ বের করতে হলে প্রতিবার একটা করে সংখ্যা প্রবেশ করাতে হবে আর একবার করে চেক করতে হবে কাজ করছে কি না।' গিবসের চেহারা দেখে বোঝা গেলো সে কিছুটা ধরতে পেরেছে।

'যে ব্যাটা আমাদের কাছে এই সিস্টেমটা বিক্রি করেছে, সে করেছে নাকি?'

'না। কাজটা করা হয়েছে একটা নিষ্ক্রিয় মাস্টার কোড দিয়ে। যদি কখনো সিস্টেম হ্যাং করে তাহলে এটা কাজে লাগানোর কথা।' ব্লানডিন জবাব দিলো।

'কাজটা কি তাহলে সাবেক কোনো কর্মকর্তার নাকি?' গিবস জিজ্ঞেস করলো।

'আমি চেক করে দেখেছি। সিস্টেমটা লাগানোর পর রিসেপশনিস্ট বা এরচে নিম্ন শ্রেণির কেউ ছাড়া আর কেউ আটলান্টিক সেফকম থেকে চাকরি ছেড়ে যায়নি।'

'এখানকার সবারটা চেক করেছ?'

'আমাদের এখানে কেউ চাকরি ছেড়ে গেলেই তাদের কোড সিস্টেম থেকে মুছে ফেলা হয়। আমি তো বললামই এটা একটা মাস্টার কোড। এখানকার চাকুরেদের না।'

গিবস ডেস্কে একটা কিল দিলো। 'শালারা মাস্টার কোড পেলোটা কিভাবে, সেটাই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। ওরা তো আর অনুমান করে কোডটা বের করেনি, তাই না?'

'আসলে অনুমানই করেছে বলা চলে,' ব্লানডিন বললো।

গিবসের চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। ব্লানডিন বুঝলো ও যদি এখন ঠিকমত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা না করতে পারে, ওর খবর আছে!

'ওরা অনেককটি অনুমান করেছে। কমপক্ষে তিনশ পঞ্চাশ কোয়াড্রিলিয়নবার।' ব্লানডিন বললো।

গিবস ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, 'এটা আবার কোন ধরনের সংখ্যা?'

'কোডটা বের করতে এতবারই চেষ্টা করতে হয়েছে। গত এক বছর ধরে আমি আপনাকে এ ব্যাপারেই সতর্ক করে আসছি।' ব্লানডিন বললো।

গিবস কিছু বললো না। কথাটা মিথ্যে নয়। গত বছরখানেক ধরেই ব্লানডিন রিসার্চ ডিভিশনের সাথে অপারেশন ডিভিশনের সকল প্রকার সংযোগ আলাদা করতে বলে আসছিলো। কারণ তা না করলে বিশেষ প্রকার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম দিয়ে কোডটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে।

'ঐ হ্যাকারের কথা যে বলছিলে, সেটা-ই তো? সুপার কম্পিউটার আর কি কি হাবিজাবি বলেছিলে। ওভাবেই কাজটা করেছে, না?' গিবস জিজ্ঞেস করলো।

'এমনি সময় হলে আমি না বলতাম। কারণ একটা সুপার কম্পিউটারও ক্রমানুসারে কাজ করে। নাম্বার চেক করে, তারপর সূচকের মান এক এক করে বাড়ায়, তারপর সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মেই সেগুলোকে আবার ব্যবহার করে। এমনকি গড়পরতা Cray বা Big biue-ও (সুপার কম্পিউটারের নাম) স্পিডে কাজ করলেও এতগুলো সংখ্যা চেক করতে অনেক সময় লাগবে।'

তারপর একটু থেমে কিছু হিসেব নিকেশ করে বললো, 'টানা এক থেকে দুবছর এক নাগাড়ে কাজ করে যেতে হবে।'

গিবস কলম দিয়ে টেবিলে বাড়ি দিলো। 'তুমি বললে এমনি সময় হলে, আমরা এখন কোন ধরনের সময়ে আছি?'

ব্লানডিন ভ্রু থেকে ঘাম মুছে বললো, 'নতুন এক ধরনের প্রোগ্রামিং বের হয়েছে। ইতোমধ্যে এটার তৃতীয় বা চতুর্থ জেনারেশনও এখন বের করা হয়ে গেছে। এটাকে বলা হয় ম্যাসিভ প্যারালেল প্রোসেসিং। এর ফলে অনেককটি কম্পিউটারকে একসাথে জোড়া লাগানো যায়। ল্যাপটপ, পিসি, মেইনফ্রেম, সব। ফলে সবকটি কম্পিউটার মিলে এক বা একাধিক সুপার কম্পিউটার হয়ে যায়। নাসা বা সামরিক দপ্তর ছাড়া আর কেউ সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে না। কারণ এত বড় জিনিস কারো লাগেও না। কিন্তু অন্য কেউ এটাকে ব্যবহার করছে। আর আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এটা কতখানি দ্রুতগতি সম্পন্ন।'

'কত দ্রুত হতে পারে?'

'সূচকীয় হারে। মানে আপনি যদি চারটা কম্পিউটার জোড়া লাগান তাহলে চারগুণ স্পিড বাড়বে না, চারে চারে ষোলগুণ স্পিড বাড়বে। একশটা জোড়া লাগালে দশ হাজার গুণ বেশি স্পিড পাবে। তথ্য যাচাই বাছাইয়ের জন্য আপনার এখন আর একটা রাস্তা না বরং পঞ্চাশটা বা হাজারটা কিংবা দশ লক্ষ রাস্তা পাবেন। নাম্বারগুলো তাই একটা একটা করে না, একই সাথে অনেককটি করে চেক করা হয়েছে। একটা জটিল প্রোগ্রাম প্রতি সেকেন্ডে একশোটার মত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তার মানে প্রতি সেকেন্ডে একশ ট্রিলিয়ন করে। আর এটাই আপনাকে বহুদিন থেকে বলছি, এই ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের সিস্টেমকেও দুর্বল করে দিতে পারে।'

গিবস একটা ধাক্কা খেলো মনে হলো। 'আমাদের সিস্টেম আর CIA, FBI-এর সিস্টেম তো একই। তারপরও তুমি বলতে চাচ্ছ এটা নিরাপদ না?'

ব্লানডিন মাথা নাড়লো, 'কয়েকটা ক্রিমিনাল ছাড়া FBI-এর ফাইলপত্র নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। কারণ FBI-এর ফাইল বেচে কোনো ধান্ধা করা যাবে না। আর CIA-র সিস্টেমের সাথে বাইরের কোনো কিছুর সংযোগ নেই। ওখান থেকে তথ্য চুরি করতে হলে দেয়ালে গর্ত করে তারপর লাইন লাগাতে হবে। কিন্তু আমাদের সাথে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের সংযোগ আছে। আর ওদের সাথে সারা দুনিয়ার সংযোগ দেয়া−বিশ্ববিদ্যালয়, বড় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যা-ই বলুন না কেন, সব। ফলে যদি আপনি ওদের বা আমাদের কোনো গবেষণার নথিপত্র চুরি করতে পারেন, তাহলেই বাজিমাত। আপনার কষ্ট করে আর গবেষণা করতে হলো না, টাকাও খরচা হলো না। সবসময় আমরা যেরকম করে থাকি, এবার আমাদের সাথেই তেমনটা ঘটেছে।'

গিবসকে এবার পুরোপুরি অসুস্থ মনে হলো। ব্লানডিন ভাবলো, এটুক শুনেই মাথা ঘুরাচ্ছে, বাকিটা শুনলে তো হড়হড় করে নগদে বমি করে দেবে। মুখে অবশ্য এটা বললো না। বললো, 'ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ঝামেলা আরো হয়েছে।'

গিবসের সারা চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। 'আসলেই! ভালো, বলো শুনি। চিন্তা করতেও এখন কষ্ট হচ্ছে আমার।'

ব্লানডিন কিছুটা ইতস্তত করলো। নিতান্ত অনিচ্ছায় কথাগুলো বললো ও। এ যেন নিজের মুখে নিজেই সজোরে চড় মারা। 'আপনাকে তো বলেছিলামই যে কাজটা বাইরের কারো দ্বারা ঘটা সম্ভব না। তার মানে বুঝছেন তো, কাজটা আমাদেরই কেউ করেছে।'

'আমাদের কম্পিউটার ব্যবহার করে?'

'এই ভবনে মেইনফ্রেম আছে, গাদা গাদা সার্ভার আছে। আর আছে একসাথে সংযোগ দেয়া দুশো একাত্তরটা পিসি। সাথে যদি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টেরগুলোও ধরি,

তাহলে সংখ্যাটা আরো পাঁচগুণ বাড়বে। এর মধ্যে কিন্তু সম্প্রতি কেনা দুটো Cray (সুপার কম্পিউটার)-ও আছে। সবকটিকে যদি একসাথে কাজে লাগানো যায়, তাহলে আপনার হাতে থাকবে মাথা খারাপ করা স্পিডের একটা মেশিন।'

'ঠিক একটা ভাইরাসের মতো।' গিবস অনুমান করলো।

ব্লানডিন মাথা ঝাঁকালো, 'আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই, তবে আমার ধারণা অফিস ছুটির পর কেউ আমাদের সিস্টেমে ম্যাসিভ প্যারালেল প্রোগ্রাম ইন্সটল করে। ফলে আমাদের মেশিনগুলোই আমাদের কোডটা খুঁজে বের করে।'

গিবসের লাল হয়ে ওঠা চোখগুলো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেলো। যেন এখনি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। 'এটা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য না। তুমি আমার সাথে মশকরা করছো না তো?'

ব্লানডিন ওর শার্টের কলারটা টেনেটুনে ঠিক করে নিলো। গলার বোতামটা খোলা, তবুও টাইট লাগছে। তারপর বললো, 'না, আমি মশকরা করছি না মোটেও।'

গিবস চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজের মনেই কি সব বকতে লাগলো। যেন বকে বকেই সব ঠিক করে ফেলবে। শেষমেষ ব্লানডিনের দিকে ফিরে বললো, 'যাই হোক। বিশ্বাসযোগ্য হোক আর না হোক, ঘটনাটা তো ঘটেছেই। এখন কি করা যায়? হারামজাদাগুলোকে ধরব কিভাবে?'

ব্লানডিন অবশ্য ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। 'আমার ধারণা রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজটা করা হয়েছে। আমাদেরও ওখান থেকেই শুরু করা উচিত। তদন্তটা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমি ওরা কি কি প্রোগ্রাম চালায় এ ব্যাপারে খোঁজ খবর শুরু করে দিয়েছি। এর মধ্যে থেকেই কোনটা কোনটা ম্যাসিভ প্যারালাল প্রোগ্রাম হতে পারে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেগুলো যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম, তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো গিবস। 'ঠিক আছে। কিন্তু আমি চাই তুমি নিজে কাজটা করো। আর সরাসরি আমাকে সব জানাবে। শুধু আমাকে।'

'FBI-এর ছোকড়াগুলো?'

'বাইরের কেউ না। এমনকি তোমার ডিপার্টমেন্টেরও কেউ না। বুঝতে পারছো? যদি একান্তই দরকার হয় তো আমাকে জানাবে।'

ব্লানডিনের অবশ্য এতে কোনো সমস্যা নেই। জানাজানি হওয়ার আগেই কাজটা শেষ করতে পারলে হয়।

'আর কিছু বের করতে পেরেছ? কাজ তো শুরু করেছ বললে।'

'না, তেমন কিছুই না। প্রথমে ওরা প্রায় সব তথ্য নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। যেন ওরা জানে না যে ঠিক কি খুঁজছে। প্রায় ডজনখানেক বা তারও বেশি প্রজেক্টে ওরা খোঁজাখুঁজি করেছে। আমি এখনও চেক করছি। শেষবার ওরা ঢুকেছিলো তিন সপ্তাহ আগে। এই...'হাতের কাগজগুলোর ভেতর খোঁজাখুঁজি করে একটা পাতা হাতে নিয়ে বললো, 'জানুয়ারির ৪ তারিখ। এরপর আর ঢোকেনি।'

'ঐ সপ্তাহে কি কোড বদলানো হয়েছিলো?'

'না, এখনো বদলানো হয়নি।'

গিবসের চোখ লাল হয়ে গেলো। 'কাজটা কি করা উচিত ছিলো না?'

'আমার মনে হয় এখনই করা উচিত হবে না। এদেরকে ধরার সবচে ভালো মওকা হবে যদি এরা আবারো আমাদের সিস্টেমে ঢুকতে যায়। আমি সিস্টেমে একটা ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছি। ব্যাটারা আবার ঢোকামাত্র কোত্থেকে ঢুকেছে বের হয়ে যাবে। টেরও পাবে না।'

হাত তুলে ওকে থামালো গিবস। 'ঠিক আছে। এসব ব্যাপার তুমিই ভালো বুঝবে। তুমি দ্রুত তদন্ত শেষ করো। যা যা করা দরকার, সবই করবে। শুধু আর কেউ যেন ঘটনাটা না জানে। আমাকে বলার আগে তুমি আর কাউকে কিচ্ছুটি বলবে না। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ। প্রথমবারেই বুঝেছিলাম।' বলে সিগারেটটা আবার খাওয়ার জন্য অ্যাশট্রের দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু সিগারেট ততক্ষণে পুড়ে ছাই। ব্লানডিনের মন খারাপ লাগলো। আরেকটা টান দিতে পারলে ভালো হত। আরেকটা ধরাবে বলে পকেটে হাত দিলো। প্যাকেট খালি। অভাগার মতো যেদিকেই চাইছে, সেদিকেই দেখি শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জ্যাকেট গায়ে চাপাতে চাপাতে বললো, 'খুব ধকল গেছে আজ। এখন বাসায় যাব। দরকার হলে সকালে আবার বসব আপনার সাথে।'

গিবস ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো।

ব্লানডিন দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো, 'একটা জিনিস তো বলতে ভুলেই গেছি।'

'কি?' গিবস ব্লানডিনের রিপোর্টে চোখ বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি নিশ্চিত না, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে ব্যাটারা আমাদের ব্রাজিল প্রজেক্টের পিছনে লেগেছে। তাই আমি ওটার ফাইলগুলো চেক করেছি। সবকটি ফাইলেই ঢুকেছিলো ওরা।'

গিবস চোখ তুলে তাকালো। ব্লানডিন গায়ে জ্যাকেট জড়াতে জড়াতে বললো, 'ব্যাপারটা হলো, চেক করে দেখলাম ফাইলগুলোতে কোনো প্রজেক্টের কোড লাগানো নেই। আর এটার টাকা আসছে সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রজেক্টের নামে।'

গিবস খুবই অবাক হলো, ‘কার ফাইল ওগুলো?’

‘ব্রাজিলে যাকে পাঠিয়েছেন—লেইডল।’

গিবস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললো, ‘তো...?’

‘মানে, সে কি জানে সে আসলে কি করতে ওখানে গিয়েছে?’

গিবসের চেহারা নরম হলো, ‘ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা অ্যাকাউন্টিং-এর ভুল। এর আগেও ব্যাটারা গোলমাল বাঁধিয়েছিল। ওখানে লেইডল’র আরেকটা প্রজেক্টের টাকার কথা লেখা, তাই না?’

‘হ্যাঁ?’

‘দেখেছো? অ্যাকাউন্টিং! কালই শালাদের ধরব। তুমি শুধু খুঁজে বের কর কোন কুত্তার বাচ্চা আমাদের সিস্টেম হ্যাক করেছে।’

‘আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম। আমি সকালেই আপনাকে ফাইল নাম্বারগুলো পাঠিয়ে দেব।’

গিবস মাথা নাড়তেই ব্লানডিন তার বিশাল শরীরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একা একা গিবস সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে লাগলো। মুর আর লেইডল’কে সময়মত আলাদা করতে পেরেছিলো—কথাটা মনে হতেই খুশি হলো মনে মনে। ওরা আলাদা হওয়ার ফলে সবচে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোই এখন ডাটাবেসে নেই, যেমন সদ্য আবিষ্কৃত মন্দিরটার কথা কেউ জানে না। এসব ভেবে মনটা একটু শান্ত হলো ওর। কিন্তু আজকের খবরটা ওকে চিন্তায় ফেলে দিলো। চোখে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ও ব্লানডিন যেদিক দিয়ে চলে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইলো। না ঘুমানোর কারণে চোখদুটা জ্বলছে ভীষণ।

কোনো না কোনোভাবে সব কিছু আরো খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

অধ্যায় : ২০

সদ্য আবিষ্কৃত মায়ান মন্দিরটার ছাদে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছে ড্যানিয়েলি। মন্দিরটার সিঁড়ি বরাবর কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ওগুলোর মাঝ দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। ভাঙ্গাচোরা এসব পাথরগুলোই একসময় মানুষের থাকার জায়গা ছিলো। ভাবতেই অবাক লাগছে ওর। এই ফাঁকা চত্বরটা কমপক্ষে দশ একর। মন্দিরটা ঠিক মাঝখানে। ওর মনে হচ্ছে যে স্ফটিকগুলোর উৎস ওরা এখানেই খুঁজে পাবে। তবে ওদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাড়াহুড়ার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, যেকোনো দিন বর্ষা শুরু হয়ে যেতে পারে। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু একবার শুরু হলে কয়েক মাসের আগে আর শেষ হবে না। তবে আসল সমস্যা হলো ওদের প্রতিপক্ষ, যাদের পরিচয় ওর জানা নেই। গিবস ওকে বলেছে যে ওদের ডাটাবেস থেকে নাকি তথ্য চুরি হয়েছে। অবশ্য ওদের মন্দির আবিষ্কারের খবর নাকি ফাঁস হয়নি। তবে তারপরও ওর মন খুঁতখুঁত করছে। ওর শুধুই মনে হচ্ছে পদে পদে শত্রুরা ওদের কাছাকাছি চলে আসছে।

ড্যানিয়েলি প্রফেসর ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো । উনি সুসান আর কুলিদের সাথে কি যেন করছেন। এরা সবাই বিপদে, কিন্তু এর কণামাত্র জানে না। ওরা দেখছে যে ভেরহোভেন আর ওর লোকেরা পাহারা দিচ্ছে, জানে যে হকার বিভিন্ন ভারী অস্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে, কিন্তু ওদের কাছে সবই একধরনের সতর্কতা বলেই মনে হচ্ছে। সরকারি কাজ কারবারে এসব হয়ই। কিন্তু ড্যানিয়েলি সব জানে। শত্রুরা ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছে। হয়ত ওরা আবার নদীতীরে ফিরে যাওয়ার আগেই ওদের সাথে দেখা হয়ে যাবে। এর আগেই ও চায় এই নিরীহ লোকগুলোকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। আর সে জন্যেই সবকিছু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। প্রফেসর ম্যাককার্টার ছাদের উপর ঝুঁকে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছেন আর সবাইকে সম্ভবত ব্যাখ্যা করছেন। ড্যানিয়েলি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে পাথরের উপরে কিছু নকশাই ম্যাককার্টারের বক্তব্যের বিষয়বস্তু।

'আমাকেও বলুন, কি এটা?' জিজ্ঞেস করলো ড্যানিয়েলি।

'দেখেছেন কি নিখুঁতভাবে পাথরগুলো বসানো?' আঙুল দিয়ে জিনিসটা দেখিয়ে বললেন ম্যাককার্টার। তারপর অন্যদেরকে হাতের ইশারায় কাছে আসতে বলে উপরে জমা শ্যাওলা ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেললেন। দেখা গেলো ভেতরের দিকে কোনো শ্যাওলা নেই। মানে পাথরের মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই।

ম্যাককার্টার বলে চললেন, 'আপনি এই পাথরদুটোর ফাঁকে কোনো কাগজও ঢুকাতে পারবেন না। কালের সাক্ষী হয়ে আজও যেসব স্থাপনা বহু বছর ধরে টিকে আছে, তার সবকটিতেই আপনি এরকম কাজ দেখতে পাবেন। ইয়ুচাতান, মিশর, মঙ্গোলিয়া–সবখানেই। এই স্থাপনাটাও খুবই মজবুত করে বানানো। আকাশ ছোঁয়া দালানগুলোর মতো এটাতেও সম্ভবত মাটির নিচে ফাউন্ডেশন দেয়া। অবশ্য উত্তর দিকে কিছুটা ফাটল ধরেছে। তবে ফাউন্ডেশনটার মনে হয় খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। নাহলে পুরো জিনিসটা আরো নড়বড়ে থাকতো, ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাও থাকতো।'

'আপনি বলেছিলেন ভেতরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করবেন, সেটার কি হলো?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'আপনার তো দেখি সবকিছুতেই তাড়াহুড়া।' ম্যাককার্টার কিছুটা বিরক্ত।

তারপর হেঁটে ছাদের আরেকদিকে চলে গেলেন। তারপর সবাইকে সেদিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন।

'এই পাথরটার অবস্থা অবশ্য একটু আলাদা। এটা একটু ঢিলা।' ম্যাককার্টার উপরে গজানো একটা আগাছা উপড়ে ফেললেন। দেখা গেলো এটার শিকড় দুটো পাথরের ভেতর ঢুকে গেছে। আস্তে আস্তে পুরো পাথরটাই চেঁছে পরিষ্কার করে ফেললেন। পাথরটার কোণগুলো কেমন এবড়ো-খেবড়ো, মসৃণ না। চুলের মতো চিকন অসংখ্য চিড়ও দেখা গেলো গায়ে। তারপর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পুরো ছাদে এই একটা পাথরেরই এই অবস্থা। তার মানে একটাই–পাথরটা নাড়ানো হয়েছে–অনেকবার।'

'এটা দিয়ে কী ভেতরে ঢোকা যাবে?' ড্যানিয়েলির জিজ্ঞাসা।

'যদি থাকে তাহলে তো যাবেই। বেশিরভাগ মায়ান মন্দিরের ভেতরেই আরেকটা মন্দির ছাড়া আর কিছু থাকে না।'

সবাইকে কেমন বিভ্রান্ত দেখালো।

ম্যাককার্টার ব্যাখ্যা করলেন, 'অন্য সব রাজারাজড়ার মতো মায়ান রাজারাও স্মৃতিস্তম্ভ বানাতে পছন্দ করতো। কিন্তু আজব ব্যাপার হলো, প্রায়ই একটা পুরনো স্থাপনার উপর নতুন আরেকটা স্থাপনা বানানো হতো। অনেকটা কলম্বাসের আবিষ্কারের আগে আমেরিকানরা যেরকম করতো, সেরকম। ওরা শুধু পূর্বসূরির চেয়ে আরো বড় একটা মন্দির বানাতো–এই যা। ব্যাপারটা

অনেকটা রাশিয়ান পুতুলের মতো। ছোট ছোট পুতুলের উপরে কাপড় চড়িয়ে বানানো হয় নতুন বড় পুতুল। ইয়ুচাতানের অনেকটি মন্দিরেরই দেখা যায় আধা ডজনেরও বেশি স্তর। তবে অন্যান্য জায়গার মায়ান মন্দিরগুলো অবশ্য একটা করেই। ভেতরে আর কোনো মন্দির নেই। কোনো কোনোটায় কামরা থাকে কিছু, রাজাদের আলাদা ঘর, পুরোহিতদের ধ্যানের ঘর আর সাধনার ঘর থাকে, একটা থাকে যেটায় বসে ওরা ওদের পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগ করতো। এটার জন্যে ওদেরকে রক্ত বলি দিতে হত। এজন্য ওরা ঠোঁট কানের লতি আর... আরো কিছু বিশেষ জায়গায় ধারালো রশি আর তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধিয়ে দিত।'

হুকারের মুখ দেখে মনে হলো যেন নিজেই সেই ব্যথাটা পেয়েছে, 'বাপরে! এসব রাজা-টাজা হওয়ার আর কোনো ইচ্ছে আর আমার রইলো না।'

ড্যানিয়েলি হেসে ম্যাককার্টারকে বললো, 'আপনার কি মনে হয়? এর মধ্যে কি একটা মন্দির, না অনেকটি?'

'আমার কাছে একটাই মনে হচ্ছে। আর এটা দিয়ে কিন্তু জায়গাটা তুলান জুয়ুয়া কিনা তাও জানা যাবে।'

'কিভাবে?'

'তুলান জুয়ুয়ার অন্য নামগুলো মনে আছে? একটা তো ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের পাথরটায় লেখা আছে–সপ্ত গুহা। এক লেখায় আরেকটা নাম পাওয়া যায় এটার–টক পানির শহর।'

'সপ্ত গুহা! আপনার কি মনে হচ্ছে মন্দিরটার ভেতর আমরা গুহাটুহা খুঁজে পাব?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'সম্ভবত। তবে আমি অতটা আশা করছি না। অন্যান্য মায়ান এলাকায় গুহা বলতে ভেতরের ঘর বোঝানো হয়। অবশ্য গুহা জিনিসটা ওরকমই। একটা অন্ধকার জায়গা যার দেয়াল পাথরের। একটা পাথরের ঘর আর একটা পাথরের গুহার মধ্যে পার্থক্যটা শুধু শব্দগত। গুহা শ্রমিকেরাতো গুহাকে ঘরই বলে। মায়ানরাও সম্ভবত সেভাবেই বর্ণনা করেছে। তাই যদি এই মন্দিরটার মধ্যে সাতটা কামরা থাকে, তাহলে আমরা এটাকে আমাদের সূত্রমতে তুলান জুয়ুয়াও বলতে পারি।'

'আমাদের সূত্র মানে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'আমার সূত্র তো আর না, তাই। তবে ভেতরে যাওয়ার আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আছে। ভেতরে যা আছে তা এতদিন ধরে রোদ বৃষ্টির ছোঁয়া পায়নি, তার মানে ভেতরের জিনিসপত্র অক্ষত থাকার কথা। ভেতরে প্রাচীন পুঁথি, ছবি বা তৈজসপত্র থাকতে পারে। উপাসনার নিয়ম-কানুনসহ জিনিসপত্র পেতে পারি আমরা। আর সেগুলোর জন্য ভেতরে যাওয়া দরকার। এখনি চেষ্টা শুরু করা যাক।'

প্রায় ঘণ্টা চারেকের চেষ্টা, শক্তি খরচ, আর একটা কপিকল ভাঙ্গার পর পাথরের খণ্ডটাকে সরিয়ে উপরে তোলা গেলো। আগের চেয়ে দু'ফিট উপর একটা নাইলনের দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হলো ওটাকে। ম্যাককার্টার পেটের উপর ভর দিয়ে নিচটা পরীক্ষা করতে গেলেন, কিন্তু কাশতে কাশতে ফেরত এলেন। ড্যানিয়েলিও ভেতর থেকে আসা কটু গন্ধ নাকে পেলো।

ম্যাককার্টার ওর দিকে তাকালেন। চোখ ভরা পানি। 'আমার মাথা পুরো খালি হয়ে গেছে।'

তারপর আবার ভেতরে যাওয়ার জন্য এগুলেন। ড্যানিয়েলিও একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তার সাথে এগুলো। ফ্লাশলাইটের আলোয় একটা ধাপ দেখা গেলো, তার নিচে আরো কয়েকটা ধাপ অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

'চলুন, যাওয়া যাক।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টারও না করার কারণ দেখলেন না। ড্যানিয়েলির হাত থেকে একটা ফ্লুরোসেন্ট বাতি হাতে নিলেন।

'আর কেউ যাবেন?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন বাকিদের।

হকার রাজি হলো। 'কয়দিন আগেও তো এক গর্ত থেকে ঘুরে আসলাম, এটার তো তাও সিঁড়ি আছে।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকিয়ে তার ছাত্রীর দিকে তাকালেন, 'সুসান?'

সুসান আগেই কাশতে কাশতে ওখান থেকে সরে গেছে। 'আমি যেতাম কিন্তু সালফারের গন্ধে কাশতে কাশতে আমি মরেই যাবো।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন, 'সমস্যা নেই। ফিরে এসে সব বলবো।' তারপর ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললেন। 'ওকে বস, চলুন এগোই।' তারপর নেমে গেলেন। তার পিছু পিছু গেলো ড্যানিয়েলি। তারপর হকার।

লম্বা একটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওরা নেমে গেলো। সালফারের ঝাঁঝালো গন্ধে নাক মুখ, গলা চোখ সব জ্বলছে। পানি ঝরছে অনবরত। মোটা পাথরের দেয়ালের কারণে বাইরের কোনো শব্দই ভেতরে ঢোকে না। আর ভেতরে কিছু বললেই অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনি হতেই থাকে। একটু জোরে বা দ্রুত কথা বললেই আর কিছু বোঝা সম্ভব হয় না।

ম্যাককার্টারকে অনুসরণ করে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছুলো ড্যানিয়েলি। বিভিন্ন দিকে লাইট মেরে দেখতে লাগলো আশপাশটা। চারপাশে সালফারের হলুদ রঙের ধোঁয়াশা। লাইটের আলো তাই বেশিদূর যাচ্ছে না।

হকার বললো, 'সিঁড়িতে বিশটা ধাপ। এর কোনো মানে আছে নাকি প্রফেসর?'

'সেরকম কিছু নেই। তবে মায়ানদের ছোট ক্যালেন্ডারে নম্বর ওয়ালা বিশটা দিন আছে। তবে এটার সম্ভবত ওটার সাথে সম্পর্ক নেই। বিশটা ধাপের দরকার ছিলো তাই বানিয়েছে।'

ড্যানিয়েলি মেঝেতে আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করলো। বাইরের মতো ধূসর চৌকোণা পাথরে তৈরি মেঝেটা।

'দারুণ তো।' বলে ও ম্যাককার্টারকে ছাড়িয়ে নেমে গেলো মেঝেতে। এগোতেই ওর পায়ে লাথি লেগে কিছু একটা গড়িয়ে চলে গেলো সামনে। দূরে কোথাও কোনো কিছুর সাথে বাড়ি খেয়ে থামলো জিনিসটা। ফ্লাশলাইটের আলোয় দেখা গেলো ওটা একটা খুলি। হলদেটে হয়ে গেছে। ওটার পাশে আরো অনেককটি খুলি দেখা গেলো। কয়েক ডজন হবে। কিছু অক্ষত, কিছু ভেঙ্গে চুরে গেছে। ম্যাককার্টার সামনে এগিয়ে একটা খুলি হাতে তুলে নিলেন। হাত দিয়ে খুলির ফাটলগুলো পরীক্ষা করে রেখে দিলেন। তারপর আরেকটা তুলে নিলেন।

'কি দেখলেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে। ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো।' বলে আরেকটা খুলি হাতে নিয়ে তার উপর আলো ফেললেন। 'আমার ভুলও হতে পারে, তবে এই আঘাতগুলো দেখে কামড়ের দাগ বলে মনে হচ্ছে। খোদাই জানেন এরা দেবতাদের খুশি করতে কি কি করতো।'

'ওটা নিয়ে বেশি না ভাবাই ভালো মনে হচ্ছে।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ওরা তিনজন একটা প্রশস্ত দরজা দিয়ে একটা ফাঁকা রুমে গিয়ে ঢুকলো। রুমটা পুরোপুরি অন্ধকার না। কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে এক চিলতে আলো ঢুকছে। ড্যানিয়েলি চোখ বড় বড় করে আলোর উৎসটা খোঁজার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না বুঝতে। ধুলোর মধ্যে আলোটাকে একটা পর্দার মত লাগছে। পুরো রুমটাকেই দুই ভাগ করে ফেলেছে আলোটা।

'কোথাও ফাটল ধরেছে নিশ্চয়ই।' ম্যাককার্টার বললেন।

'আমরা এখন উত্তর দিকে।' হকার জানালো।

আলোর পর্দা ভেদ করে ওরা আবার অন্ধকারে পা বাড়ালো। বাম দিকের আরেকটা দরজা দিয়ে একটা বড় আয়তকার ঘরে এসে পৌঁছুলো। ফ্লাশলাইটের আলোয় শেষ মাথায় একটা মঞ্চের মতো দেখা যাচ্ছে। মঞ্চটার গায়ে আঁকিবুঁকি কাটা। ড্যানিয়েলি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে চিহ্নগুলো দেখতে লাগলো। পুরো মঞ্চ জুড়েই এখানে সেখানে চলটা উঠে গেছে। সম্ভবত এখানে ভারী কিছু রাখা ছিলো। মঞ্চের নকশার অনেকটাই তাই নষ্ট হয়ে গেছে। পাথরের ভাঙ্গা টুকরো মঞ্চের গোড়ায় স্তূপ হয়ে আছে।

'এখানে তো মনে হচ্ছে ভাঙচুর করা হয়েছে। কবর চোরেরা এখানে এসেছিলো কি-না কে জানে।' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি এক মুঠো ধুলো হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে ছেড়ে দিলো। ঝুরঝুর করে পড়লো আবার ভাঙ্গা পাথরের উপর।

ম্যাককার্টার নকশাগুলোর উপর নজর দিলেন আর ড্যানিয়েলি মঞ্চটা ভালো করে দেখতে লাগলো। মঞ্চটা দশ ফুট প্রশস্ত। অল্প উঁচু। সম্ভবত বেদি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সামনের আর পাশের দিকটা সমান কিন্তু পিছনের দিকটা ভেতরের দিকে বেঁকে গেছে। বাঁকটা একটা কুয়ার মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। ড্যানিয়েলি আলো ফেলে কুয়ার ভেতরটা একবার দেখে বাকিদের ডাকলো।

'এটা দেখুন।'

ম্যাককার্টার ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনজনই আলো ফেললো ভেতরে।

'পানি।'

হকার কিনার থেকে ভেতরে উঁকি দিলো, 'এখানে কুয়ার কী দরকার?'

ম্যাককার্টার বিরস মুখে জবাব দিলেন, 'বলি দেয়ার জন্য। প্রাচীন মায়ানদের মানুষ চুবিয়ে মারার জঘন্য অভ্যাস ছিলো।'

'কিছু মনে করবেন না। শালারা আর দুনিয়াতে নেই, তাতে আমি খুবই খুশি।' হকার বললো।

অন্ধকারে কুয়ার গভীরতা বোঝা যাচ্ছিলো না। মাটি থেকে পানির উপর পর্যন্ত কমপক্ষে একশো ফুট তো হবেই। ড্যানিয়েলি একটা পাথর তুলে নিয়ে ছেড়ে দিলো।

'এক হাজার এক, এক হাজার দুই, এক হাজার তিন... পাথর পানিতে পড়ার শব্দে ড্যানিয়েলি থেমে গেলো কিন্তু পাথর পড়ার পর যা ঘটলো, তাতে ওরা সবাই হাঁ হয়ে গেলো। পাথরটা পড়ার সাথেই উজ্জ্বল ফসফরাসের ফেনা বুদবুদ আকারে উঠতে লাগলো উপরে। সালফারের গন্ধটাও আরো তীব্রতর হলো।

'এটা তো মনে হচ্ছে...' ড্যানিয়েলি শুরু করলো, 'এসিড!' ম্যাককার্টার কথাটা সম্পূর্ণ করলেন।

'এসিড?' হকার জিজ্ঞাসা করলো।

'বাতাসে যে এতো সালফার, তা সম্ভবত এখান থেকেই আসছে। কোকের বোতল খুললে যেমন বুদবুদ বের হয়, এখানেও সেরকম বুদবুদ করে গ্যাস বেরুচ্ছে। সালফিউরিক এসিড।'

হকারের চেহারায় ভাঁজ পড়লো, 'এটা দিয়ে ওরা কি করতো কোনো ধারণা আছে?'

'আছে। হাড়গোড় গলাতে কাজে লাগতো।' ম্যাককার্টার বললেন।

হকার আবার কুয়ার ভেতরে তাকালো। আর ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এটাই তাহলে সেই টক জল।'

অধ্যায় : ২১

রাতে কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই হঠাৎ একটা আর্তনাদ আশেপাশে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেলো। কণ্ঠটা একজন মানুষের। সঙ্গীতের লহরীর মতো একবার উঠছে একবার নামছে। কেমন ভূতুড়ে আর একঘেয়ে। পিক ভেরহোভেন অবশ্য এমন কিছু একটাই আশা করছিলো। ও ড্যানিয়েলিকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলো, যদি কিছু হয় তাহলে আজ রাতেই হবে। কারণ আশেপাশের জঙ্গলে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করা গেছে। সম্ভবত ওদের উপর নজর রাখছিলো। তারপর থেকেই ভেরহোভেন আর ওর দলবল আশপাশটা চষে ফেলেছে। কিন্তু কারো টিকির দেখাও মেলেনি। শুধু পায়ের ছাপ, আর গাছের গায়ে একটা অদ্ভুত ধরনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। গাছে খোদাই করে চিহ্ন আঁকা, কেউ যেন সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে নিজের এলাকার। আর পাওয়া গেছে দুটো নখরযুক্ত একটা ছাপ। পাশেই দুটো জানোয়ারের মৃতদেহ পড়ে আছে। জবাই করা হয়েছে ওদুটোকে। তারপর কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। নদীতে পাওয়া লাশটার মতোই এটার গায়েও কালো কালো ফোস্কা।

এই মুহূর্তে ড্যানিয়েলির বাম দিকেই ভেরহোভেন বসা। কফির মগ হাতে।

'আবারো সতর্কবার্তা।' ড্যানিয়েলিকে বললো ও।

ড্যানিয়েলি ঠিক করেছে আজ ঘুমাবে না। ওদের আনা মোশন সেন্সরগুলো (নড়াচড়া শনাক্তকারী) ব্যাটারি লাগিয়ে টেস্ট করে চত্বরের চারিদিকে বসিয়ে দিয়েছে। ওগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী ল্যাপটপটাও রেখেছে হাতের কাছেই। ভেরহোভেনও ওর লোকগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় পাহারায় বসিয়েছে। আর নিজের পাশে রেখেছে একটা জার্মান শেফার্ড। হঠাৎ একটা রহস্যজনক গুনগুন ভেসে গেলো বাতাসে। কুকুরটা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো ভেরহোভেনের সামনে। ড্যানিয়েলি ওটার দিকে তাকাতেই ভেরহোভেন গর্বভরে কুকুরটার গায়ে আদর করে দিলো। তা দেখে ও আবার ল্যাপটপে মনোযোগ দিলো। এখনও মোশন সেন্সরগুলো কিছু ধরতে পারেনি।

আবার একটা কান্নার সুর ভেসে এলো রাতের বাতাসে। ভেরহোভেন স্বাতের মগটা রেখে ওয়াকিটকিটা তুলে নিলো।

'কিছু দেখা গেছে?'

'এখানে কিছু নেই।' উত্তর ভেসে এলো।

'এদিকেও কিছু নেই।' আরেকজন উত্তর দিলো।

'ভালো করে খুঁজে দেখ। কিছু একটা ধরতে পারছো না তোমরা।' ভেরহোভেন বললো।

ড্যানিয়েলি আর পারলো না। ভেরহোভেনকে বললো, 'আমি সবাইকে ডেকে তুলছি।'

তার অবশ্য দরকার হলো না। শব্দটা শুনে চমকে সবাইই উঠে গেছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এখন ওরা ওদের দিকেই আসছে। সবার আগে পোলাস্কি-ই পৌছালো ওর কাছে, 'এটা কিসের শব্দ?'

'মনে হলো কেউ বিড়ালের গায়ে গরম পানি মেরেছে।' ডেভারস বললো।

কুলিগুলোও একসাথে জড়ো হয়েছে। ম্যাককার্টার আর সুসান উঠে এসে আগুনের পাশে বসলো। হকারও যোগ দিলো ওদের সাথে। ড্যানিয়েলি ডেভারসের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'শব্দটা কি চোলোকোয়ানদের কেউ করছে?'

ডেভারস সাথে সাথেই জবাব দিলো না। যেন শব্দের ধাক্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

'অবশ্যই ওরা।' ভেরহোভেন বললো।

কিন্তু ড্যানিয়েলির নিশ্চিত হওয়া দরকার। 'একটা কিছু তো বলুন, হ্যাঁ অথবা না?'

'আমারতো ওরকমই লাগছে। এটা চোলোকোয়ান ভাষা তবে...' ডেভারস আরো ভালো করে কান পাতলো শোনার জন্য।

হকার উঠে একটা কাঠের ঝুড়ির উপর বসতে বসতে বললো, 'এইবার দেখা যাবে আপনার পরিকল্পনা কাজে লাগে নাকি।'

পরিকল্পনাটা অবশ্য তেমন কিছু না। আক্রমণ হলে ওরা তাঁবুগুলোর মাঝখানেই একটা নিরাপদ জায়গা তৈরি করবে। জায়গাটা কিছু ধোঁয়া সৃষ্টিকারী কৌটা আর অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটা ফ্লাডলাইট দিয়ে ঘেরাও করা আছে। যদি আক্রমণ হয় দিনের বেলা, তাহলে ধোঁয়ার কৌটাগুলো খুলে দেয়া হবে। ফলে ঘন ধোঁয়ার স্তর সহজেই ওদেরকে আড়াল করে দেবে। তখন ইনফ্রারেড চশমা ব্যবহার করে ভেরহোভেন আক্রমণকারীদের ধরাশায়ী করবে।

আর যদি রাতের বেলা আক্রমণ হয়, তাহলে ফ্লাডলাইটগুলো সেই একই কাজই করবে। হঠাৎ আলোয় আক্রমণকারীরা সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যাবে,

ততক্ষণে সবাই ভেতরের দিকের অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে পড়বে। তারপর যা করার ভেরহোভেন করবে।

ড্যানিয়েলি চারিপাশে চোখ বুলালো। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না।

'ল্যাপটপে কিছু দেখা যাচ্ছে?' ভেরহোভেন জিজ্ঞেস করলো।

সেদিকে তাকিয়ে ড্যানিয়েলি জবাব দিলো, 'না। ওরা এখনও অনেক দূরে।'

'আমি কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণ দিকের গাছগুলোতে চড়ে আছে।' ভেরহোভেনের এক সাগরেদ রেডিওতে জানালো।

বলতে বলতে ল্যাপটপেও বীপ বীপ শুরু হলো। পর্দার ধূসর পটভূমিতে লাল লাল বিন্দু দেখা যাচ্ছে। কিছু দক্ষিণে, পশ্চিমেও আছে কিছু। ভেরহোভেন ওর রেডিও হাতে নিলো।

'পিছু হটো। এক্ষুণি সবার একসাথে আক্রমণ করার দরকার নেই।'

ভেরহোভেন আস্তে করে ওর রাইফেলটা কাঁধ থেকে হাতে নিয়ে বললো, 'আজ রাতে ভালোই মজা হবে দেখছি।' তবে মনে হলো যেন জোর করে কথাটা বলছে; যেন কাউকে জোর করে ভুলে যাওয়া কোনো গান গাইতে বলা হয়েছে।

ড্যানিয়েলি ওর দিকে চেয়ে বললো, 'আমাদের অতিরিক্ত রাইফেলগুলো রেডি রাখা দরকার।'

ভেরহোভেন একটা কুলির দিকে একটা চাবি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'জলদি, এখনই নিয়ে এসো।'

রাইফেলগুলো ভেরহোভেনের তাঁবুতে একটা বাক্সে রাখা। তবে সতর্কতার জন্য তালা মেরে রাখা হয়েছে। লোকটা এক মিনিটের মধ্যেই রাইফেল নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। কুলিটা দৌড়ে যেতেই আবার শব্দগুলো শোনা গেল। এবার আরো জোরে, আরো অনেককটি কণ্ঠ একসাথে। পোলাস্কি মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'আমার কাছে ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না। মোটেও ভালো মনে হচ্ছে না।'

'কি বলছে ওরা কিছু ধরতে পারছেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো ডেভারসকে।

'বোঝা শক্ত। কণ্ঠস্বরগুলো যেভাবে উঠছে নামছে, তাতে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের গান...'

হঠাৎ আরেকটা গলা শুনে ডেভারস থমকে গেলো। আওয়াজটা আসছে পশ্চিম দিক থেকে। গুঞ্জনের ভেতরেও স্পষ্ট শোনা গেলো। সাথে সাথে পূর্ব উত্তর আর সবশেষে দক্ষিণ দিক থেকেও জবাব দেওয়া হলো।

ড্যানিয়েলি শব্দের উৎসের খোঁজে চারিদিকে তাকালো, কিন্তু কিছু খুঁজে পেলো না। চিৎকারটা থামলেও গুনগুনানি থামলো না।

পোলাস্কি বিড়বিড় করে কি যেন বললো। ম্যাককার্টারকে দেখা গেলো সুসানের কাঁধে হাত রেখে চারিপাশটা দেখছেন।

'এরা কি চায়?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

'আমার জানা নেই।' ম্যাককার্টার জবাব দিলেন।

নিরীহ লোকগুলোই বিপদে পড়লো। ড্যানিয়েলি এই পরিস্থিতিটাই এড়াতে চেয়েছিলো। আবারও ডেভারসকে বললো, 'এরা বলছেটা কি আসলে?'

'বোঝা যাচ্ছে না।'

'এতক্ষণ ধরে শুনেও কিছুই বুঝতে পারেন নি?' ড্যানিয়েলি বিরক্ত কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'এতো সহজ না ব্যাপারটা। ওদের আর আমাদের ভাষার ধরন এক না।' ডেভারস কান পাতলো, 'ওরা ওদের দেবতাকে ডাকছে। প্রার্থনা করছে, আমরা যে অনাচার আর মহামারী বনে নিয়ে এসেছি তা যেন দূর করে দেয়। অথবা আমাদেরকেই অনাচার বা মহামারী বলছে। যেটাই হোক, ঝামেলার মূল হলাম আমরা।'

ভেরহোভেন হাসলো। 'তা আর বলতে।' তারপর রাইফেলের স্লাইডে একটা টান দিয়ে বললো, 'তবে আমাদের হাত থেকে বাঁচতে শুধু দেবতা দিয়ে কাজ হবে না।'

গুনগুনের আওয়াজ আবার বাড়লো। ড্যানিয়েলির কেন যেন মনে হলো পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওর ধারণা চোলোকোয়ানরা সবাই একযোগে আক্রমণ করবে। ভয়ের আরো কারণ ভেরহোভেনও চায় ওরা তা-ই করুক। শুধু নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য।

ড্যানিয়েলি হকারের দিকে তাকালো। ওকে দেখে মনে হলো কেমন মজা পাচ্ছে, যেন পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। হকার আস্তে করে ওর দিকে মাথা নাড়লো। চোখের ভাষায় বললো, কোনো ঝামেলা হবে না। এ সবই বাহাদুরী ফলানোর জন্য। ভেরহোভেনের চ্যালারা আর আদিবাসীরা খামোখাই একদল আরেকদলকে ভয় দেখাচ্ছে। এর বেশি কিছু না।

ড্যানিয়েলিও আশা করছে যেন তা-ই হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গুনগুন থেমে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পর ডেভারসকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা চুপ করলো কেন?'

ডেভারস মাথা নাড়লো।

কিছুক্ষণ পর ভেরহোভেনের দলবল এসে উপস্থিত হলো। ভেরহোভেন সব অভিযাত্রীকে একসাথে জড়ো করে চারিপাশে ওর লোকদের দাঁড় করিয়ে দিলো।

ড্যানিয়েলির ভয় করছিলো যে মাত্র চারজন দিয়ে হবে না। অন্ধকারের মধ্যেই ও অস্ত্র আনতে যাওয়া কুলিটাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তাকে দেখা গেলো না। অবাক হলো কিছুটা। এতক্ষণ তো লাগার কথা না। ভেরহোভেনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'লাইট জ্বালিয়ে দেব?'

'এখনই না।' ভেরহোভেন বললো।

আবারো বন থেকে আওয়াজ ভেসে আসলো আর কম্পিউটারের পর্দায় লাল ডটের সংখ্যা বাড়তেই লাগলো। ক্রমাগত বীপ বীপ শুনতে এখন পাখির কিচিরমিচিরের মত লাগছে।

'সাবধান!' পোলাস্কি চিৎকার করে উঠলো।

অন্ধকার আকাশ চিরে আগুন সমেত একটা জিনিস ওদের দিকে উড়ে আসতে দেখা গেলো। সবাই আত্মরক্ষায় মাথা নিচু করলো কিন্তু ওটা ওদের অনেক আগেই মাটিতে পড়ে গেলো। জিনিসটা দেখতে চোঙ্গার মতো, দুদিকেই আগুন ধরানো। মাটিতে পড়তেই আশেপাশের শুকনো ঘাসে আগুন ধরে গেলো। তারপরেই আরো অনেককটি আগুনের গোলা ধেয়ে আসতে দেখা গেলো ওদের দিকে।

'সবাই মাথা নিচু করুন।' ভেরহোভেন আদেশ দিলো।

আগুনের চোঙ্গাগুলো অদ্ভুত সব নকশা রচনা করে কাঁপতে কাঁপতে উড়ে এসে পড়তে লাগলো; দেখে মনে হচ্ছে দড়িতে বাঁধা দুটো আগুনের বল একসাথে উড়ছে। মাটিতে আছড়ে পড়ে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে তারপর থামছে। দশটা, বিশটা–চারিদিক থেকে বৃষ্টির মত আসতে লাগলো ওগুলো। বেশি কাছে যেগুলো পড়ছিলো, সুসান সেগুলোর দিকে বালি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। ম্যাককার্টারও ওর দেখাদেখি শুরু করলেন। তবে পাতলা ঘাসপাতা খুব সহজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারলো না। তখনি কুলিটা ফিরে এলো। চারটে রাইফেল আর গুলিসমেত। ভারের চোটে কাত হয়ে গেছে। ভেরহোভেন ওগুলো ধরলো তাড়াতাড়ি।

'ওগুলো দিয়ে দিন তাড়াতাড়ি।' ড্যানিয়েলি নির্দেশ দিলো।

ওদের চারপাশের গুঞ্জন এখন সুর বদলেছে। কেমন একঘেঁয়ে অশুভ সুরে ওরা এখন ক্রমাগত একটা শব্দই আওড়ে যাচ্ছে।

ডেভারসের চেহারা দেখে বোঝা গেলো ও শব্দটার মানে ধরতে পারছে, কিন্তু অর্থটা বললো না। কারণ এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। ড্যানিয়েলি ল্যাপটপটা চেক করলো। ওদের চারিপাশেই অসংখ্য আদিবাসী। ও ডেভারসের দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টি দেখে ডেভারস বললো, 'সাদা মুখ।'

'মানে কি এর?'

'সাদা মুখ হলো একটা আত্মা। আজরাঈল বলতে পারেন সোজা কথায়।'

আরও কিছুক্ষণ পর আওয়াজটা শুনে রোল কলের মত লাগতে লাগলো। একের পর এক চোলোকোয়ান নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে লাগলো। প্রবল উত্তেজিত সুরে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার দিচ্ছে একেকজন। ড্যানিয়েলি সত্তর পর্যন্ত শুনতে পারলো, তারপর খেই হারিয়ে ফেললো। ওর পাশেই হুকার উঠে দাঁড়িয়ে ভেরহোভেনের দিকে এগুলো। ভেরহোভেন তখন ওর হাতের শেষ রাইফেলটা কাকে দেবে ভাবছে।

'ওটা আমাকে দাও।' হুকার বললো।

ভেরহোভেন একমুহূর্ত কি ভেবে হুকারের বাড়ানো হাতে অস্ত্রটা ধরিয়ে দিলো। ড্যানিয়েলি আবারো হুকারের দিকে তাকালো। এখন আর হুকারের চোখে উত্তেজনা নেই। কেমন ঠাণ্ডা আর নির্মম দেখালো চোখদুটো। এখন আর হুকার মজা পাচ্ছে না মোটেও।

ভেরহোভেনের এক সাগরেদ কথা বলে উঠলো, 'ওরা তো দলে অনেক। একশ জনের কম না, বেশিও হতে পারে।'

ভেরহোভেন দ্বিমত করলো। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এরচে অনেক কম ওরা। কিন্তু এমন ভাব করছে যেন অনেক অনেক বেশি।'

শুনে ডেভারস বললো, 'হতে পারে। কিন্তু ওদের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ওরা যুদ্ধযাত্রায় যাচ্ছে। এই লোকগুলো নিজেদেরকে মৃত্যুর দূত মনে করে। সারা গায়ে সাদা রঙ মেখে শিকারে বেরোয় এরা। ওদের ধারণা এতে সাদা মুখ যা যমদূতের মতই অজেয় হয়ে যায় ওরা। 'সাদা মুখ' নিজেই কিন্তু মৃত। কিন্তু তারপরও সে ওদেরকে রক্ষা করে। কারণ মৃত কাউকে তো আর হত্যা করা যায় না।'

ডেভারসের কথার জবাবেই যেন সাথে সাথে সব আওয়াজ থেমে গেলো। ড্যানিয়েলি চারিপাশে তাকালো। এখনো কেউ আক্রমণ করেনি। আগুনের চোঙ্গাগুলো এখনও কয়েকটা জ্বলছে আর তা থেকে সরু ধোঁয়ার রেখা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাতাস স্তব্ধ।

ড্যানিয়েলি ল্যাপটপে তাকালো আবার। এখন আবার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। চত্বরের বাইরের দিকে হঠাৎ ছোট ছোট আগুনের কুন্ডলী দেখা গেলো। মুহূর্তের মধ্যে ডজনেরও বেশি জায়গায় আগুন জ্বলে উঠলো। দেখে মনে হলো যেন কেউ একটা সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আর সেটা চত্বরের পরিধি ধরে ঘড়ির কাঁটার দিকে ধীরে ধীরে জ্বলতে জ্বলতে এগুচ্ছে। আগুনটা শুরুর জায়গায় পৌঁছে বৃত্তটা পুরো করলো, তারপর জ্বলতে লাগলো দাউদাউ করে। খালি চোখেই দেখা গেলো এবার। কয়েকজন মশাল হাতে এগিয়ে আসছে সামনে।

'মাই গড! এরা তো আমাদের পুড়িয়ে মারবে।' পোলাস্কি ফিস ফিস করে বললো।

হকার ওকে শান্ত করলো, 'এখানে আগুন লাগানোর কিছু নেই।'

ড্যানিয়েলি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। চত্বরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার মতো কিছু নেই। তবে ধোঁয়ায় সমস্যা হবে। চোঙ্গাগুলো থেকে বেরুনো ধোঁয়া ইতোমধ্যে চারিপাশে ঘিরে ফেলেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। একটা চোখ জঙ্গলের দিকে রেখে ড্যানিয়েলি ফার্স্ট এইড কিট থেকে একগাদা পাতলা ফিল্টার বের করলো। গুণে দেখলো মাত্র ছয়টা। তাই সুসান, পোলাস্কি, ম্যাককার্টার আর কুলি তিনটাকে দিলো একটা করে।

ভেরহোভেনের এক লোক চোখ থেকে নাইট ভিশন গগলস নামিয়ে বললো, 'কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ধোঁয়ার কারণে চশমা পরেও আর লাভ নেই।'

'ওরা কিন্তু এটা জানে না।' হকার বললো।

হকার আর ভেরহোভেন বাদে বাকি প্রায় সবাইই খুব নার্ভাস বোধ করছে। ড্যানিয়েলি নিজের মধ্যেও সেটা টের পেলো। ডেভারসের দিকে ফিরে বললো, 'এরা কি চায়, বলতে পারবেন?'

'আমার ধারণা ওরা কিছুই চায় না।' ডেভারস বললো।

'মানে?'

'ওরা শুধু একই কথা বলে যাচ্ছে বারবার। আগুনের জন্য আগুন, মড়কের জন্য আগুন। ওরা হয় আমাদেরকে কিছু বলছে, না হয় নিজেদেরকেই কিছু বলছে।' ডেভারসকে চিৎকার করতে হচ্ছে কারণ আগুনে কাঠ ফাটার শব্দ শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও আগুনের শিখা ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। এখন সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে ধোঁয়া উড়ছে। যেন আলাদীনের চেরাগ; একটু পরই ধোঁয়াগুলো জিন-এ রূপান্তরিত হবে!

'অনেক হয়েছে।' ড্যানিয়েলি কথাটা বলে ভেরহোভেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিন আর ওদের দিকে কিছু ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মারুন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।'

ভেরহোভেন হেসে সুইচ টিপে দিলো। মুহূর্তে জেনারেটর প্রাণ ফিরে পেলো আর লাইটগুলো জ্বলে উঠলো। ধোঁয়ায় প্রতিফলিত হয়ে আলো আবার ওদের দিকেই ফিরে আসতে লাগলো। ফলে আগে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলো, উজ্জ্বল আলোয় সেটুকু দেখতেও কষ্ট হতে লাগলো।

ভেরহোভেন আরেকটা সুইচ টিপলো। বনের ভেতরে আগে থেকেই বসানো ক্যানেস্তারা থেকে ফ্লেয়ার ছুটে বেরুলো। দুটো গেল দক্ষিণে, তারপর দুটো গেল পশ্চিমে। চোলোকোয়ান যোদ্ধাদের পিছনে থাকা ক্যানেস্তারা থেকে পূর্ব আর উত্তরেও মারলো এরপর।

ড্যানিয়েলি আশা করলো ফ্লেয়ার পতনের শব্দে আদিবাসীরা ঘাবড়ে পিছু হটবে। কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা গেলো জমাট বাঁধা লাল বিন্দুগুলোর মাঝে

মাঝে ফাঁকা জায়গা। কিছু আদিবাসী পিছু হটেছে কিন্তু সবাই না। কিছুক্ষণ পরেই সবাই আগের জায়গায় ফিরে এলো।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে ড্যানিয়েলির। ডলতে ডলতে ভেরহোভেনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করা যায় এখন?'

ভেরহোভেন কিছু না বলে পিছনে ফিরে হকারের দিকে তাকালো, 'কি মনে হয় তোমার? আক্রমণ করবে ওরা?'

হকার মাথা নাড়লো। রাইফেলের নল দিয়ে চত্বরের চারিদিকের আগুন দেখিয়ে বললো, 'এখন আক্রমণ করলে আগুনের বিপরীতে ধোঁয়ায় ওদের ছায়া দেখা যাবে। 'সাদা মুখ' হলেও তখন ওদেরকে মারা কোনো ব্যাপার হবে না।'

ভেরহোভেন ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'দেখলেন, এটা ওরাও জানে। আমরা নজর রাখতে থাকি। তবে এরা আক্রমণ করবে না। অন্তত আজ রাতে না।'

ড্যানিয়েলি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হকার আর ভেরহোভেন দুজনেই একমত, তো কিছুই বলার নেই আর।

'তার মানে এটাও একটা সতর্কবার্তা। এরপরেই হবে আক্রমণ।'

ভেরহোভেন কাশলো, 'বুঝতে পারছি না। ওরা তো সাধারণত সতর্কবার্তা দেয় না। সরাসরি আক্রমণ করে।'

রাতের বাকি অংশ সবাই বসে বসে তাদেরকে ঘিরে জ্বলা আগুন দেখতে লাগলো। মাঝে মাঝে গুনগুনের আওয়াজ বাড়ে–বিশেষ করে যখন গাছের উঁচু ডালগুলোতে আগুন লাগে। কিন্তু চোলোকোয়ানরা একবারের জন্যও আক্রমণ করলো না। ভোর হতেই ওরা বনে ফিরে গিয়ে উধাও হয়ে গেলো। আর চত্বরের চারিপাশের বন পুড়তেই থাকলো। যদিও গাছগুলো ভালোই শুকনো কিন্তু এগুলো একধরনের গাছ যেগুলোতে আগুন ধরলে সহজে থামে না। আগুনগুলো নিজে নিজেই থেমে যাওয়ার মতো তাপমাত্রায় কখনোই পৌছায় না, কারণ গাছগুলোর ভেতরটা ভেজা ভেজা। তবে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আগুন মরা শুরু করলো। ধোঁয়া আর ছাইয়ের আস্তরণ পাতলা হয়ে এলো। বিকেল হতে হতে শুধু পড়ে রইলো কালো কয়লা হওয়া গাছের স্তূপ আর পরের বার আক্রমণে কি কি হবে, সেই ভয়।

অধ্যায় : ২২

ওয়াশিংটনে আরো একটা বিরক্তিকর শীতের সকাল। মেঘহীন নীল আকাশ, তবে দিগন্ত রেখার কাছে পাখির পালকের মতো কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলো প্রচুর, কিন্তু তাপ নেই। যেন পৃথিবী নামক বিশাল এক হলরুমের এক কোণে জ্বলতে থাকা এক মোমবাতি। বাতাস বা আলো কোনো কিছুতেই তাপের লেশমাত্র নেই, কাউকে কবর দেওয়ার জন্য এরচে ভালো দিন আর হয় না-গিবস ভাবলো মনে মনে। তারপর দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। তারপর সদ্য বিধবা হওয়া ম্যাথিউ ব্লানডিনের স্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে একপাশে সরে গেলো।

লোকজন সবাই ব্লানডিনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজেদের সমবেদনা জানাচ্ছে, জড়িয়ে ধরছে অথবা হাত ধরছে। ওরা কি বলছে সহজেই অনুমান করা যায়। সান্ত্বনা দিচ্ছে আর তার স্বামীর কীর্তির প্রশংসা করছে। কেউই তাকে এটা জানায়নি যে তার স্বামীকে শহরের উল্টোপাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে-প্রথমে ছিনতাই, এরপর গুলি করা হয়েছিলো তাকে। যেখানে লাশটা পাওয়া গেছে, সেটা মাদক ব্যবসায়ী আর পতিতাদের আখড়া। কেউ জানতে চাচ্ছে না ব্লানডিনের মদের প্রতি আসক্তি নাকি অন্য মেয়েদের সাথে মেলামেশা, কোনটির কারণে ওদের মধ্যে ডিভোর্স হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। মনে মনে অবশ্যই সবাই কথাগুলো বলছে, কিন্তু কেউ মুখে উচ্চারণ করছে না। মৃত্যু সহজেই সব অপরাধ মুছে দেয়। তাই ব্লানডিনের ভুল বা বদ অভ্যাসগুলো সবাই ভুলে যাবে, তার বুদ্ধি আর জ্ঞানের কথাই প্রচার করবে সবাই এখন। সব দেখেশুনে গিবসের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগলো। অবচেতনভাবেই হাতে ধরা পত্রিকাটা মোচড়াতে শুরু করলো। সবখানেই শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা। আমাজনের অভিযাত্রীদের আদিবাসীরা হামলা করেছে, কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক হয়েছে, আর ওর সিকিউরিটি চিফ এখন মাটির তলে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে। হঠাৎ গিবসের একটা তীক্ষ্ণ অনুশোচনার খোঁচা অনুভূত হলো নিজের ভেতর। লোকটার এমন পরিণতি প্রাপ্য ছিলো না।

এখানে উপস্থিত বেশিরভাগেরই ব্লানডিনের মৃত্যুতে তেমন কিছুই আসে যায় না। এমনকি মিসেস ব্লানডিনও কিছুদিন পর সব সামলে নেবেন। কিন্তু

NRI বা গিবসের জন্য ঘটনাটা বিশাল। NRI-এর অস্তিত্বের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। এই পরিবর্তিত প্রতিকূল পরিস্থিতি গিবস কিভাবে পাড়ি দেবে ভেবে পাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে ভিড় কমতে লাগলো। ব্লানডিনের স্ত্রী আর তার আত্মীয়স্বজনেরাও ফিরে গেলো একসময়। গিবস এরপরেও বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো একাকী। মাথার মধ্যে ব্লানডিন,আমাজন প্রজেক্ট আরো নানা হাবিজাবি ঘুরছে শুধু। কিন্তু শীতের বাতাস ওকে একা পেয়ে সর্বশক্তিতে আক্রমণ করে বসলো, ফলে আর ওখানে দাঁড়ানো গেলো না।

পার্কিং লটে পৌঁছে দেখে ওরটা বাদে আর কোনো গাড়ি নেই। কিন্তু গাড়ির চাবি বের করতেই একটা রূপালি মার্সিডিজকে আসতে দেখা গেলো। গাড়িটা ঠিক ওর পাশে এসে দাঁড়ালো।

'স্টুয়ার্ট গিবস?'

গিবস ইতস্তত করলো প্রথমে, কারণ গাড়ির ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নিজের পরিচয় স্বীকার করতে তো আর বাধা নেই।

'হ্যাঁ, বলুন?'

খোলা জানালায় একজন চিকন, ধূসর চুলের লোকের মাথা দেখা গেলো। 'আপনার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে দেখলাম, তাই ভাবলাম আপনাকে লিফট দেই।'

গিবস গাড়ির চাকার দিকে তাকালো। পিছনের ডানপাশেরটার হাওয়া নেই। ওর গাড়িটা একেবারে নতুন কেনা মিশেলিন, যখন চালিয়ে এসেছিলো, তখন ভালোই ছিলো।

লোকটাকে বললো, 'সমস্যা নেই। আমি কাওকে ফোন করে আসতে বলছি।'

'আরে আসুন না। আপনার সাথে কিছু কথা আছে। আমিও এই শোকসভাতেই এসেছিলাম। ওভারসাইট কমিটির সিনেটর মেটজা'র এর সাথে। মি. ব্লানডিনের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু তথ্য আমার কাছে আছে যা আপনার জানা দরকার।'

'কি ধরনের তথ্য?'

'যে ধরনের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের আগে পুলিশকে জানানো যাবে না।'

গিবস কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো। লোকটাই আবার কথা বলে উঠলো, 'দেখুন, তথ্যগুলো বেশিদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আপনি যদি শুনতে না-ই চান, তাহলে আমাকে সবকিছু সিনেটরকে গিয়ে বলতে হবে।'

গিবস তা-ও তাকিয়ে থাকলো। চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু একে কি আজকের শোকসভাতেই দেখেছে নাকি আগেও পরিচয় হয়েছিলো নিশ্চিত হতে পারলো না।

'আপনি কে?'

গাড়ির দরজা খুলে লোকটা অপর দিকে সরে গেলো। 'আমি কফম্যান। আমার কোম্পানির সাথে আপনাদের কিছু ব্যবসাপাতি হয় আরকি।'

এবার গিবস চিনতে পারলো। কফম্যান ফুটরেক্সের মালিক। NRI-এর চুক্তিভিত্তিক সহযোগীদের একজন। আর ব্লানডিন যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিলো, তাদেরও একজন। গিবস আর কিছু না বলে গাড়িতে উঠে পড়লো। চলতে শুরু করলেই জানালার রঙিন কাচ আবার উঠে গেলো। গাড়িতে কফম্যান বাদে আর আছে ড্রাইভার।

'ব্লানডিনের মতো একজন লোকের জন্য এমন মৃত্যু বড়ই অপমানজনক।' কফম্যান কথা শুরুর জন্য বললেন।

'ব্লানডিন আমার সেরা লোকগুলোর একজন ছিলো। একজন ভালো বন্ধুও বলা চলে। কিন্তু ওর অনেক বদঅভ্যাস ছিলো। আমার ধারণা, সেটাই ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কফম্যান মৃদুভাবে মাথা নাড়লেন, 'সবসময়-ই তা হয়।'

কফম্যানের গলার স্বরটা গিবসের কাছে কেমন বিরক্তিকর শোনালো। কথাবার্তায় কেমন যেন একটা আত্মতৃপ্ত, হামবড়া ভাব।

'খুনীটাকে ধরতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো। সেটা রাস্তার ছ্যাঁচড়া মাস্তান বা আর যে-ই হোক।' গিবস বললো।

'আমার মনে হয় না খুনী কোনো রাস্তার ছ্যাঁচড়া মাস্তান। কারণ ব্লানডিন খুন হয়েছে আপনাদের ব্রাজিল প্রজেক্টের কারণে।'

গিবস যেন জমে গেলো। এমনকি সিনেটর মেটজারেরও তো এই প্রজেক্ট সম্পর্কে জানার কথা না।

'বুঝলাম না, কিসের ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি?'

'এই মুহূর্তে আপনার কিছু লোক আমাজনের জঙ্গলে অবস্থান করছে। ব্রাজিলিয়ান সরকার বা আমেরিকান দূতাবাসের কোনো অনুমতি ছাড়াই ওরা ওখানে অভিযান চালাচ্ছে। কারণটা কি জানতে পারি?'

'পঞ্চাশটারও বেশি দেশে আমাদের লোকজন আছে। আমি সবসময় সবার খবর ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরি না। আর ব্রাজিলিয়ান সরকার আর দূতাবাসকে না জানিয়ে অভিযান চালানোর কথা বললে আমি বলবো, আপনার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। তবে আসল কথা হলো এর সাথে ব্লানডিনের মৃত্যুর সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক তো আছে বৈকি। ওকে মারা হয়েছে বেশি জেনে ফেলার জন্য। ও আপনাদের ডাটা চুরির তদন্ত করছিলো। ধরা পড়ার ভয়ে এ কাজের জন্যে দায়ীরা সম্ভবত কিছুটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলো। তারপর কি হলো, তা তো আপনি জানেনই।' কফম্যান বললেন।

গিবস তার পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মেজাজ ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। লোকটার কথাবার্তা পুরোই জঘন্য। 'কি বলতে চাচ্ছেন, সোজাসুজি বলুন।'

কফম্যান জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লেন, 'প্রজেক্টের কথাই ধরা যাক। আপনার লোকজন আমাজনের ভেতরে এক মায়ান শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছে। শহরটায় একটা বিশেষ জিনিসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জিনিসটা হলো এক অপরিসীম শক্তির উৎস।'

কফম্যান গিবসের চোখের দিকে একবার চাইলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'আট সপ্তাহ আগে একই কাজ করতে গিয়ে আপনার আরো একটা দল নিখোঁজ হয়েছে। আপনি এখনো খুঁজে বের করতে পারেন নি, তাদের কি হয়েছে। শুনতে চাইলে এই প্রশ্নের জবাবও আমি দিতে পারব।'

'আপনিই তাহলে সেই শয়তান, যে আমাদের সিস্টেম হ্যাক করেছে।'

'আপনাদের রিসার্চ ডিভিশনের অনুমতি নিয়েই আমরা একটা প্রোগ্রাম চালিয়েছিলাম। আবহাওয়া সংক্রান্ত কি যেন একটা প্রজেক্ট ছিলো সেটা। তবে ঝড়টা আপনাদের উপর দিয়েই গেলো দেখা যাচ্ছে!' গর্ব ভরে বললেন কফম্যান।

গিবস লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ব্লানডিনের কথাই ঠিক। রিসার্চ ডিভিশনই তাদের ডোবালো। রেগে মেগে বললো, 'এখন বুঝতে পারছি। আপনাদের এতো বড়ো কোম্পানি, এত সুনাম। আপনারা এ কাজ কেন করতে গেলেন? আপনার কি কোনো ধারণা আছে নিজেদের কত বড় সর্বনাশ করলেন আপনারা?'

গিবসের তর্জন গর্জনকে পাত্তা না দিয়ে কফম্যান সামনে ঝুঁকে বললেন, 'অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ত আপনার কথা ঠিক হতো, কিন্তু এক্ষেত্রে না। তবে আমি আপনাকে বাঁচার একটা উপায় বলে দিতে পারি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আপনার একমাত্র এবং সবচেয়ে ভালো উপায়।'

'NRI-এর কারো সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'জানি। NRI-র না, সাহায্য দরকার আপনার। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছি।'

'আমাকে কিসে সাহায্য করবেন?'

'বলা যায়, টিকে থাকতে। ব্যাপারটা ধরতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগেছে। কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত যে এই প্রজেক্টটা আপনি পুরোপুরি ব্যক্তিগতভাবে চালাচ্ছেন। NRI-র লোকবল, টাকাপয়সা বা আর সবকিছুই ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু অভিযানটা আসলে আপনার।'

হঠাৎই গিবস নিজের কৃতকর্মের সত্যিকার ওজনটা ধরতে পারলো। এই অভিযানের পিছনে ওর প্রতিটা পদক্ষেপ এখন ওর বুকে হাতুড়ি পেটাচ্ছে।

কফম্যানকে অবশ্য বেশ খুশিই দেখালো, 'আমাকে বলতেই হচ্ছে, কাজটা কিন্তু খুব সাহসের। কিন্তু সেটাই আপনাকে এখন একটা খুব খারাপ পরিস্থিতিতে জড়িয়ে ফেলেছে। এ থেকে উত্তরণের সব উপায়ই এখন শেষ। আপনার টাকা ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও সিকিভাগও হয়নি কাজটার। এদিকে সময়ও কিন্তু শেষের পথে। কারণ লোকজন ইতোমধ্যে প্রশ্ন করা শুরু করেছে। এমন সব প্রশ্ন—যার জবাব আপনি দিতে পারবেন না।'

গিবসের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো।

কফম্যানই আবার বললেন, 'ভাগ্য ভালো হলে আপনি বেঁচে যাবেন। হয়তোবা আপনি যা খুঁজছেন, তা পেয়েও যাবেন, আর খারাপ কিছু হওয়ার আগেই সটকে পড়তে পারবেন। কিন্তু তারপর? আপনি NRI বা আর কোনো আমেরিকান সংস্থাকেই জিনিসটা দিতে পারবেন না। কারণ এটা কোথা থেকে পেয়েছেন সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে, কিভাবে এটা পেয়েছেন সেই প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে মি. গিবস। নিজেই এটাকে কাজে লাগাবেন? কিভাবে? কি দিয়ে? আপনার নিজেরই যদি এত বড় কোনো কিছু করার মতো ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আপনাকে NRI-এর তহবিলে হাত দিতে হতো না। তার মানে আপনাকে এটা বিক্রি করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু কার কাছে বিক্রি করবেন?'

গিবস এবারও চুপ।

কফম্যানই আবার বলতে শুরু করলেন, 'অন্য কোনো দেশের কাছে বেচতে পারেন। কিন্তু কোন দেশের কাছে বেচবেন? আপনি নিজের দেশের কাছে তো আর বেচতে পারবেন না। তাহলে? জাপান! কেন না? জাপান প্রায় তাদের সব শক্তিই বাইরে থেকে আমদানি করে। তাদের প্রযুক্তি খুবই উন্নত আর প্রায় প্রতি বছর এরা লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে খরচ করে। কিন্তু এরাই আপনার দেশের প্রধান প্রতিপক্ষ, অনেকটা রাশিয়ার মতোই। আপনি চোর, কিন্তু বেঈমান না। সেক্ষেত্রে তাহলে বাকি থাকলো কারা? থাকলো শুধু দুধের মাছিগুলো।'

'দুধের মাছি মানে?'

'মানে, যদি এই শক্তিটা আবিষ্কার করা না যায়, তাহলে যারা সবচে বেশি লাভবান হবে। নিউক্লিয়ার শক্তি কারখানা, তেল সমৃদ্ধ দেশ, এরা।'

কফম্যানের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন শয়তানি শয়তানি ভাব। 'আপনার জায়গায় আমি থাকলে নিউক্লিয়ার শক্তি কারখানার কাছেই যেতাম। তবে ওরা এটা দিয়ে কি করতো সে প্রশ্ন থেকে যায়। হয়তো তাদের কোটি কোটি টাকার প্রজেক্টগুলো অশ্বডিম্ব পাড়ার পর ব্যবহার করতেও পারে। তবে সম্ভাবনা বেশি ওরা এসব সস্তা নিরাপদ জিনিসের চেয়ে ওসব বড়বড় শক্তিকেন্দ্রই বানাতে

থাকবে। তবে যথেষ্ট দাম দিয়ে জিনিসটা আপনার কাছ থেকে কিনবে। শুধু ওরা না, তেলসমৃদ্ধ দেশ বা আর যে কেউই কিনবে। ওরা হয় আপনাকে টাকা দিয়ে চাপা দেবে যাতে আপনি জিনিসটা আলমারিতে তুলে রাখেন অথবা আসলেই আপনাকে মাটি চাপা দিয়ে দেবে। তবে জীবনের বাকি দিনগুলো কিন্তু আপনাকে ভয়ে ভয়েই কাটাতে হবে। কারণ আপনি যতদিন বাঁচবেন, ততদিন গোমর ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।' তারপর একটু থেমে গিবসের চোখের দিকে চেয়ে বললো, 'আর ওভাবে বেঁচে থাকা খুবই ভয়ঙ্কর।'

গিবসের মনে হলো কফম্যান ওকে ওর নিজের কথাই শোনাচ্ছেন। ও বহুবার এসব কথা ভেবেছে। যদিও ঝুঁকি অনেক, তবে ওর ধারণা ও এসব সামলাতে পারবে।

'আমাকে এসব কথা কেন শোনাচ্ছেন? কি চান আপনি?'

'আপনি যা খুঁজছেন বা বলা যায় আমরা যা খুঁজছি, তা আসলে একটা বিপ্লবের সূচনা করবে। যা কি-না এসব শিল্প বিপ্লব বা কম্পিউটার বিপ্লবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিশ ভাগ লোকের উপকার হয়েছে। এদের বেশিরভাগই আবার ইউরোপ আর দক্ষিণ আমেরিকার। কিন্তু অন্যদিকে এটা অনেক সমৃদ্ধ এলাকাকেই এখন দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। এ যুগের ক্রীতদাস এরা–প্রাকৃতিক সম্পদের আশায় এরা নিজের দেশের মাটিকে দূষিত আর নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না। প্রযুক্তিগত বিপ্লব একই কাজ করেছে। বিশ ভাগের জীবনযাত্রা উন্নত হয়েছে, যেখানে বাকি সবাই বেকার হয়ে সমাজের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। গরিব দেশগুলো আরো গরিব হচ্ছে, ধনীগুলো আরো ধনী।

'আমি গরিবের উপকারের জন্য কাজটা করছি না।' গিবস বললো।

'তাহলে আর কি? দুধের মাছিগুলোর কাছে বেচবেন আর কি। পৃথিবী যেমন আছে তেমনি চলতে থাকবে। তেল, কয়লা আর পারমাণবিক জ্বালানির দূষণ বাড়তেই থাকবে। যুদ্ধও চলতে থাকবে। ইরাকের মতো আরো কিছু দেশ আমাদেরকে দখল করতে হবে। একে একে পুরো আরব উপদ্বীপ। আমেরিকা এসব যুদ্ধ করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবে আর ইউরোপ, এশিয়া আখের গুছাবে। আর আপনি জীবনের বাকিটা সময় আতঙ্কে কাটাবেন, কখন একটা বুলেট এসে আপনার ভবলীলা সাঙ্গ করবে।'

গিবস কফম্যানের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে তাকালো। বাইরে পুরো দুনিয়াটা ছুটছে। ভয়ানক দ্রুত। ঠিক এই কথোপকথনের মাধ্যমে নিজের ফাঁদে নিজে আটকে পড়ার মতোই দ্রুত। গিবসের কেমন ঝাপসা লাগতে লাগলো সব। জীবনে সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে থেকেছে, তাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করেনি। পরিস্থিতিটা তাই সম্পূর্ণ নতুন ওর জন্য।

'আমার ভবিষ্যতের তো বেশ ভালোই বর্ণনা দিলেন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।' বললো শেষমেষ।

'এটা তো মাত্র একটা ভবিষ্যৎ। কিন্তু আপনি আজকের এই মিটিংটাকে নিজের মুক্তির পথ হিসেবে দেখতে পারেন। তাহলেই জিনিসটার যথাযোগ্য ব্যবহার হবে। এই শীতল ফিউশন কাজে লাগানোর জন্যে আমার টাকার অভাব হবে না। আমার গাদা গাদা ইঞ্জিনিয়ার, ক্ষমতাশালী বন্ধুবান্ধব, সময়, সবই আছে, যা আপনার নেই।'

কফম্যান আবার গিবসের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'ওখানে যা পাওয়া যাবে সেটাই হলো পৃথিবীতে ভারসাম্য আনার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। উন্নত বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্বে সমতা আনতে হলে ওটা লাগবেই।'

'মাই গড! আপনি তো দেখছি সাধু মানুষ। এমন জিনিস ফ্রি বিলিয়ে দেবেন?' গিবস বললো।

কফম্যান বললেন, 'না। আমিও নিজের আখের গুছাবো ওটা দিয়ে। এত টাকা কামাবো যে মি. গেটস বা মি. বাফেটকেও আমার কাছে হাত পাততে হয়। জিনিসটা আবিষ্কৃত হলেই আমি দুনিয়া জুড়ে পাওয়ারপ্ল্যান্ট বানাবো। কয়লা আর তেলের চেয়ে শতগুণ সস্তা দামে আমি সবাইকে শক্তি যোগান দেব। এমনকি বায়ু বা পানি চালিত শক্তি কেন্দ্রের চেয়েও সস্তা হবে। আর কোনো পরিবেশ দূষণও থাকবে না। বিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধের সব বৈদ্যুতিক শক্তির যোগানদাতা হব একমাত্র আমি। এরপরও আমি সস্তাতেই বেচবো সব। কারণ এটা উৎপাদনে আমার তেমন কোনো খরচই হবে না। তারপর একসময় পুরো দুনিয়ায় যখন শক্তির উপর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সবকিছু সাম্যাবস্থায় আসবে। একজন খাবে আর তিনজন দেখবে, তা আর হবে না।'

গিবস বুঝলো না লোকটা একই সাথে লোভী আর সাধু কিভাবে হয়। হয় সে মিথ্যে বলছে, না হয় পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে।

'আপনার মাথা খারাপ, আপনি তা জানেন?'

কফম্যানের ভ্রু একটু উঁচু হলো, 'মাথা খারাপের লক্ষণ হলো নিজের অফিসের টাকা আত্মসাৎ করা, একগাদা নীতিহীন ভাড়াটে সৈন্য ভাড়া করে অভিযানে পাঠানো, সেটা ব্যর্থ হওয়ায় এবার একগাদা বেসামরিক লোককে পাঠানো, যাদেরও একই পরিণতি হবে। মাথা খারাপ আপনার, আমার না।'

গিবস ভাষা হারিয়ে ফেললো। কফম্যান একেবারে জায়গামত খোঁচা দিয়েছেন। কফম্যানের সব কথাই ঠিক। গিবস লোভী, কিন্তু বেঈমান না, খুব ক্ষমতাবান বা রাজনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছাও ওর নেই। তবে ওর ভবিষ্যৎ বরবাদ হওয়ার জন্যে এসব করার দরকারও নেই। কারণ সে যা করেছে

জীবনে, তাতে ওই দুধের মাছি দেশগুলো লাগবে না, আরো অনেকেই তাকে সরিয়ে দেয়ার কাজটা স্বেচ্ছায় করবে। তারচে কফম্যানের প্রস্তাবটা মন্দ না। পস্তালে পস্তাবে, তবে লাড্ডু খেয়েই পস্তাবে ঠিক করলো গিবস।

'তা এর বদলে আমি কি পাবো?'

কফম্যান হাসলেন, 'প্রথমেই আপনি আর আপনার চ্যালারা যত টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তার পুরোটা পাবেন। সেটা দিয়ে আপনি NRI-এর সব তহবিল ঠিকঠাক করে দিতে পারবেন, ফলে আপনার পিছনে নাক গলাবে না কেউ। তারপর যদি জিনিসগুলো ঠিকমত উদ্ধার হয় তাহলে আরো এক কোটি পাবেন। আর সবশেষে আপনাকে ফুটরেস্ক্রে চাকরি দেয়া হবে। ছয় অঙ্কের বেতন আর সামান্য কিছু লভ্যাংশ পাবেন।' কফম্যান কাঁধ ঝাঁকালেন, 'আগামী কয়েক বছরে যা কামাতে পারবেন তা আপনি দশবার জন্ম নিয়েও NRI-তে থেকে কামাতে পারবেন না। আমরা যত কামাবো আপনিও তত কামাবেন। তার জন্য আপনাকে একটা কাজই করতে হবে; তা হলো পূর্ণ সহযোগিতা।'

স্টুয়ার্ট গিবস চুপচাপ প্রস্তাবটা ভাবলো, 'আর যদি রাজি না হই?'

'তাহলে হয় আপনার অভিযাত্রী দল গুম হয়ে যাবে, না হয় যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হবে।'

গিবস হেসে দিলো। যত যা-ই হোক কফম্যান কখনোই কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাবে না।

'আমার লোকেরা নিজেদের রক্ষা করতে জানে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি কে এবং কিভাবে তাদের রক্ষা করে। আর তাদেরকে সরিয়ে দেয়ার মতো ক্ষমতা আমার আছে। শুধু একটা জিনিসই আমার জানা নেই। তা হলো ওরা এখন কোথায় আছে। তবে আগে পরে আমি সেটা জানতে পারবই। আর সেটা পারলে আপনি আর দামাদামি করার সুযোগও পাবেন না।'

গিবস প্রস্তাবটা নিয়ে আরেকবার ভাবতে বসলো। কাজটা শেষ হলেই এক কোটি ডলার। ও যেসব ক্রেতার কথা চিন্তা করেছে, তাদের টাকা আছে অনেক, তবে সবাই বেশ ঘোড়েল। আগে ওকে প্রমাণ দেখাতে হবে, তারপরেই ওরা রাজি হবে। কফম্যান যা দিতে চাচ্ছে তার দশগুণ দামও পাওয়া যেতে পারে। আর তা দেবে সাথে সাথেই নগদে। তার জন্য কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করতে হবে না। বড় কথা ও চাইলে হয়তো আরো পাবে। প্রযুক্তিটার দাম তখন হবে আকাশছোঁয়া। সম্ভবত আলাস্কার সব তেল আর দক্ষিণ আফ্রিকার সব স্বর্ণের চেয়েও বেশি। আর তাকে কিনা বলা হচ্ছে পানির দরে তা দিয়ে দিতে। গিবস কফম্যানের দিকে তাকালো, লোকটার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে প্রচণ্ড বিরক্ত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হলেও হঠাৎ ওর খুব হাসি

পেলো। ওকে যে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছে, তা আসলে একটা চোরের সাথে দরাদরি। সব কাজ, ঝুঁকি একপক্ষ নিচ্ছে, কিন্তু সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে তার লাভ ভোগ করছে অন্যরা। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। ধনীরা গরিবদের কাছ থেকে জোর করে সব নেয়, তারপর একটা ফুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বলে উপযুক্ত দাম দিলাম। আর গরিবেরা ওই ফুটো পয়সা পেয়েই ধন্য ধন্য করতে থাকে।

গিবস একটা বিকল্প প্রস্তাব দিলো, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? আমার লোকেরাই অভিযানটা চালাতে থাকুক। ওরা যাই উদ্ধার করুক, আমি আপনাকেই প্রথম দেখাবো।'

'কেন? যাতে আপনি আরো টাকা চাইতে পারেন?' কফম্যান বললেন।

গিবস জানতো কফম্যান এটা বলবে। তারপরও প্রস্তাবটা না দিয়ে পারেনি।

'তাহলে আমার লোকজনদের কি হবে?'

কফম্যান ঠোঁট গোল করে শিস দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'আপনি যদি চান তাহলে তারা আর আমাজন থেকে ফিরবে না।'

গিবস নিরুত্তর। কফম্যান আবার শুরু করলেন, 'আমি আপনার লোকজনের লিস্টটা দেখেছি। প্রথমে বুঝতে পারিনি আপনি এতো ধরনের মানুষকে এক দলে কেন নিলেন! তারপরেই মাথায় ব্যাপারটা আসলো। এদের কিছু হলে কারো কিছু যাবে আসবে না।'

শেষ কথাটা শোনামাত্র গিবসের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেলো। রাগে, দুঃখে নয়। দলটাকে ফেরত আনার পরিকল্পনা তার ছিলো না। অভিযান শেষে প্লেন দুর্ঘটনা বা বোমা বিস্ফোরণে সবাই মারা যেত। কিন্তু এখন, কফম্যানের কারণেই তাদের একজনকে নিরাপদেই ফেরত আনতে হয়েছে। সে হলো আরনল্ড মুর।

'আরো মৃত্যু।' গিবস বললো।

'হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাট ব্লানডিনের মৃত্যুর মতো বিশ্রী কোনোটাই হবে না। তবে হ্যাঁ, আমি জানি যে ম্যাট ব্লানডিনকে মারা ছাড়া আপনার কোনো উপায় ছিলো না।'

গিবসের চেহারা সাদা হয়ে গেলো। যেন কোনো অনুভূতি নেই ওর। আসলেই ব্লানডিনকে মারার কোনো ইচ্ছা ওর ছিলো না, কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিলো না। তথ্য চোরদের ধরতে গিয়ে সে এমন সব জিনিস ঘাঁটা শুরু করেছিলো, যেসব জায়গা ঘাঁটতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে অচিরেই গিবসের কারসাজি ও ধরে ফেলতো। যদিও তদন্তের সাথে ওগুলোর সম্পর্কে নেই, কিন্তু ব্লানডিন অবশ্যই ওগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতো। ফলে ও

সহজেই বুঝতে পারতো যে পুরো সংগঠনে শুধু গিবস-ই তহবিল বরাদ্দ আর তার কোড বদলাতে পারে। ড্যানিয়েলি বা অ্যাকাউন্টস বিভাগ না।

তারপর সে তছরূপ হওয়া টাকা খোঁজা শুরু করতো আর পেয়ে যেত বেশ কিছু ভুয়া প্রজেক্ট যার অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমেই আছে। আর ততদিনে ব্লানডিনও বুঝে যেত আসল ঘটনা কি। হয়তো বুঝে ফেলেছিলো ও। শুধু গিবসকে সময় দিচ্ছিলো সব ঠিকঠাক করার। কারণ গিবসকে সবসময় বন্ধুর চোখেই দেখেছে।

কফম্যানই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যেই আপনার জবাব জানাবেন।'

গিবস আবার বাইরে মনোযোগ দিলো। শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় চলে এসেছে গাড়ি। চাইলেই ও এখন একটা ক্যাব নিতে পারবে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাড়ি থামাও।'

ড্রাইভার কফম্যানের দিকে তাকাতে উনি মাথা ঝাঁকালেন। মার্সিডিজ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো।

গিবস দরজা খুলতেই কফম্যান শেষবারের মতো সতর্ক করলেন, 'বোকামি করবেন না। আপনার আর কোনো উপায় নেই।'

গিবস বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতেই গাড়িটা বেরিয়ে গেলো। ও এখন তার শত্রুকে চেনে আর ও এটাও জানে এখন কি করতে হবে। প্রশ্ন একটাই; নিজের গায়ে পানির ছিটা না লাগিয়েই কিভাবে সে মাছটাকে ঘায়েল করবে।

অধ্যায় : ২৩

জীর্ণ ট্যাক্সিক্যাবের পিছনের সীটটার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ছেঁড়া কুশন, ক্ষয় হয়ে যাওয়া আচ্ছাদন, এখানে সেখানে কালির দাগ, সবকিছুই এক দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার উপর বসে বসে আরনল্ড মুর ওয়াশিংটনের তুষারাবৃত রাস্তাগুলোর দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পুরো বছর জুড়েই আবহাওয়া এমন গোলমেলে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে চতুর্থবারের মত তুষার ঝড় হলো সেদিন। তবে এবারকারটা বেশি ভোগাচ্ছে না। শুক্রবার শুরু হয়েছে, রবিবার রাতের মধ্যেই থেমে যাবে আশা করা যায়।

শনিবার সকালেও তাই তুষার বৃষ্টি চলছেই। অলিগলি রাস্তাঘাট সব তুষারের চাদরে মুড়ে আছে। লোকজনও তাই ঘরের মধ্যেই ফায়ারপ্লেসের আগুন পোহাচ্ছে। মুর শেষ কবে রাজধানীর রাস্তাঘাট এত ফাঁকা দেখেছেন মনে করতে পারলেন না। ট্যাক্সি তাকে ভার্জিনিয়া থেকে জেফারসন ডেভিস পার্কওয়ে দিয়ে পটোম্যাক নদীর উপর আরলিংটন মেমোরিয়াল ব্রিজ পার করে এনেছে। সামনেই লিংকন মেমোরিয়াল, সেটাও বরফে অর্ধেক ঢাকা। পুরো শহরটার চিত্রই পাল্টে গেছে। স্মৃতিস্তম্ভ আর ভাস্কর্যগুলো একাকী দাঁড়িয়ে, তাই আরো গুরুগম্ভীর আর সম্মানীয় লাগছে। ঝকঝকে লেকগুলো রাজকীয় নীরবতায় ভাস্বর। লোকজন কম থাকায় সবকিছুই আলাদা আলাদা নিজস্ব মহিমায় চোখে পড়ছে। মুরের কাছে শহরের এই চিত্রটাই বেশি পছন্দ।

উনি যাচ্ছেন একজনের সাথে দেখা করতে। লোকটা ব্রাজিল প্রজেক্টের ব্যাপারে আগ্রহী। শহর খালি থাকায় আরো ভালো হয়েছে, লোকটা ঝামেলা করতে চাইলে আগেই টের পাওয়া যাবে। ক্যাবটা মুরকে একেবারে লিংকনের ভাস্কর্যের সামনেই নামিয়ে দিলো। তুষার মাড়িয়ে ওখান থেকে ফুটপাত ধরে এগুলেন। সাথে সাথে ঠাণ্ডা এসে শরীরের অনাবৃত অংশে কামড় বসালো। মুর দ্রুত মাথার হুডি তুলে দিলেন, হাত দুটোও চালান হয়ে গেল উলের কোটের পকেটের গভীরতম অংশে।

এই পকেটেই দুদিন আগে তিনি চিরকুটটা পেয়েছিলেন। হঠাৎ সেদিন গাড়ির চাবি খুঁজতে গিয়ে পকেটে হাত দিতেই এক টুকরো কাগজ হাতে

বাঁধলো। বের করে দেখলেন, একটা চিরকুট। কিন্তু লেখাটা উনার হাতের না। একটা কথা লেখা সেখানে, 'ফোন দিন।' তারপর একটা নাম্বার। তার নিচে লেখা, 'আমরাই পারবো আপনাকে সাহায্য করতে।' আর কিছু না।

NRI বা ব্রাজিল প্রজেক্টের উল্লেখ না থাকলেও, দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে সমস্যা হয় নি মুরের।

মুর দীর্ঘক্ষণ কাগজের টুকরোটার দিকে মোহগ্রস্ত অবস্থায় তাকিয়ে ছিলেন। নিজের উপর বিরক্ত লাগছিলো তার। কাগজটা কখন তার পকেটে ঢোকানো হয়েছে তা টের পাননি বলে। হয়তো কফির দোকানে বা ট্রেনের স্টেশনে কোথাও। কিন্তু গত কয়েকদিনে কেউ তার সাথে ধাক্কা খেয়েছে বা তার পিছু নিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। কেউ তার পকেট মারারও চেষ্টা করেনি। ট্রেনে চড়ার পরও মুর একাই বসেছিলেন। ট্রেন থেকেও তার সাথে তেমন কেউ নামেনি। এর মধ্যেও কিভাবে চিরকুটটা তার পকেটে চালান হয়েছে কে জানে। বুড়ো হয়ে গেছেন–এই চিন্তাটাই ঘুরে ফিরে আসছে মাথার ভেতর। ক্যালেন্ডারের পাতা মিথ্যা বলছে না, আসলেই তার রিটায়ারমেন্টের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে বাস্তবে ফিরে এলেন মুর। ঝকঝকে গাড়িটা গতি কমালো কিন্তু থামলো না, বাঁকটা ঘুরে কিছু বরফ ছিটিয়ে চলে গেলো সামনে।

মুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। মুর কিন্তু একা না। তার পকেটে মাইক্রোফোন লুকানো। ওটার অপর প্রান্তে আছে গিবস। কমপক্ষে তিনটা দল পাঠানোর কথা ব্যাকআপ হিসেবে। ওরাও মুরের দিকে নজর রাখছে। দুই গ্রুপ থাকার কথা গাড়িতে আর এক গ্রুপ রাস্তায়। মুর জানেন না, ওরা কারা এবং এখন কোথায় আছে। মাত্র পার হওয়া গাড়িটাতেও গিবসের লোক থাকা তাই অসম্ভব কিছু না।

মুর এসব চিন্তা বাদ দিলেন। যে কাজে এসেছেন সে কাজেই পুরো মনোযোগ দেওয়া দরকার। কিছুক্ষণ পরেই তার শত্রুর সাথে দেখা হবে, যে কিনা ড্যানিয়েলিকে খুন করতে চেয়েছিলো। আর এজন্য তাকে এমন সব কাজ করতে হয়েছে, যাতে করে মনে হয় তিনি NRI-এর সাথে বেঈমানি করতে পিছপা হবেন না। এটা একটা ফাঁদ, এমন এক দলের জন্য ফাঁদ, যারা ফাঁদে পড়বে বলেই অপেক্ষা করছে।

কিন্তু অসময়ে ব্লানডিন মারা যাওয়ায় ওনাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিলো না। রাস্তা ধরে আরেকটা গাড়ি আসতে দেখা গেলো। একটা সাদা লেক্সাস। ঠিক মুরের পাশে এসেই থামলো। জানালায় ছাগুলে দাড়িওয়ালা এক বছর পঁচিশের ছেলেকে দেখা গেলো।

'আরনল্ড মুর?'

মুর মাথা ঝাঁকালেন।

'গাড়িতে উঠুন না, আমরা কোথাও যেতে যেতে কথা বলি।' লোকটা বললো।

মুর মাথা নাড়লেন, 'না।' তারপর পার্কিং লটের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওখানে গাড়ি পার্ক করুন। তারপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলব।'

লোকটা চেহারা কুঁচকে কি ভাবলো, তারপর মুরের কথামতো গাড়ি রেখে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এলো তার কাছে।

মুর লোকটাকে আগাগোড়া দেখলো একবার। তরুণ, সুদর্শন, চুলের মধ্যে সোনালি আভা, এই শীতেও গায়ের চামড়া চকচক করছে। গায়ের পোশাক এখানে সেখানে কোঁচকানো।

'হায় খোদা, এরা দেখি এক স্কি প্রশিক্ষককে পাঠিয়েছে।' মুর ভাবলেন মনে মনে।

লোকটা মুরের কাছে এসে জানতে চাইলো, 'কোনদিকে যাবেন?'

'যেদিকে ইচ্ছা,' কর্কশ সুরে বললেন মুর। তারপর দুদিকেই একবার তাকিয়ে, ব্রিজের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। খোলা জায়গায় থাকা দরকার তার।

সোনালি চুলের লোকটাও তাকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না। নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের গোড়ায় পৌছে তারপর মুর মুখ খুললেন, 'আপনার নাম কি?'

লোকটা হাসলো।

'নাম বলা যাবে না তাহলে। আচ্ছা। আপনাকে তাহলে সেভন বলে ডাকবো আমি।'

সেভনের কোনো আপত্তি দেখা গেলো না। আবারো দুজন চুপচাপ বরফ ভেঙ্গে হাঁটতে লাগলো। ভারি বুট পরায় মুরের কিছু না হলেও, সেভনের দামি ইতালিয়ান জুতার দফা রফা।

'কাল রাতে তো আপনার সাথেই কথা হলো।' মুর অনুমান করলেন।

'ঠিক ধরেছেন?' সেভন বললো।

'আপনার কি কাপড় ধোলাইয়ের কারবারও আছে নাকি?'

'মানে?'

'আপনাদের চিরকুটটা আমার পকেটে কিভাবে আসলো ভেবে পাচ্ছি না। পকেটে কেউ রেখেছে বলে তো টের পাইনি। তাহলে কি লন্ড্রির দোকান থেকে কেউ ঢুকিয়ে দিলো কি-না ভাবছি।'

সেভন কিছু বললো না।

মুর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে আপনার কাজ না।'

'আমার কাজ ছিলো আপনার ফোন ধরা।'

তিক্তস্বরে মুর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি।'

বলতে বলতে মুর ব্রিজের পাশে চলে এলেন। নদীর খোলা বাতাস এখানে। ঠাণ্ডা আরো বেশি। সেভন যে পোশাক পরে আছে, তাতে জমে যাওয়ার কথা। সেভনও ব্যাপারটা ধরতে পারলো। ভীত স্বরে বললো, 'যাচ্ছেন কোথায় আপনি?'

'কোথাও না।' পটোম্যাকের দিকে তাকিয়ে মুর জবাব দিলেন। চারিপাশে তুষারের কারণে সাদাপাতার মধ্যে একটা মোটা কালো দাগ মনে হচ্ছে ওটাকে।

'আমরা হাঁটছি। তবে একটু খোলামেলা আর লোকজনওয়ালা জায়গায় থাকতে চাচ্ছি যাতে আপনাকে আমার হুমকি মনে না হয় আর খুনও করা না লাগে।'

সেভন হাসলো, 'সিরিয়াসলি বলছেন?'

'যা ভাবেন আপনি। তবে একজন লোক কমলে আপনার বসের কিছুই হবে না।'

সেভন এর চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। খোঁচাটা জায়গামতোই লেগেছে। তারপর বললো, 'আপনি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। আমাদেরকে আপনার দরকার। আমি এখানে দেখতে এসেছি আপনি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য কি-না।'

'তাই নাকি?' মুর বললেন। 'আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে পাঠিয়েছে। গর্বে নিশ্চয়ই আপনার বুকটা ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে!'

কথাটা বলে মুর আবার ঘুরতে গেলেন কিন্তু সেভন তার কাঁধ ধরে আবার নিজের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'শোন বুড়ো...'

মুর তার চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে সেভন এর হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, 'তুই শোন ব্যাটা নর্দমার কীট। আমি এসব চ্যালা চামুণ্ডার সাথে কথা বলি না। চল্লিশ বছর ধরে এই ধান্ধায় আছি। যদি তোর বসের সত্যিই আমাকে দরকার হয়, তাহলে নিজে যেন আসে। না হয় অন্তত ভালো কাউকে পাঠায়। তোর মত ছাল ওঠা কুকুর না।'

সেভন কিছু বলতে গেলো, কিন্তু মুর তাকে থামিয়ে দিলেন, 'তোকে তো আমি গোনাতেই ধরি না। তোর লোকজন আমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করেছে, তা-ই তুই জানিস না, আর তুই এই অভিযানের ব্যাপারে সব জানিস, না?'

রাগে সেভনের মুখ লাল হয়ে গেলো।

তারপর ভ্রু তুলে উপহাসের সুরে মুর আবার বললেন, 'আমার কথা ভুল? ঠিক আছে, প্রমাণ কর। বল দেখি তুই কি জানিস? দেখি তোর ঠ্যালা কদ্দূর।'

সেভন বলার সুযোগ পেলো অবশেষে, 'যথেষ্ট জানি আমি। আমি জানি NRI আপনাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিযান থেকে প্রত্যাহার করেছে, যাতে আপনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি এও জানি, আপনার ক্যারিয়ার প্রায় শেষ, তাতেও আপনি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। চল্লিশ বছর ধরে কাজ করছেন। আমিতো বলব, চল্লিশ বছর ওরা আপনাকে ব্যবহার করেছে। আর এখন সময় ফুরিয়ে আসায় বাতিল মালের লিস্টে ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটায় আপনার নিশ্চয়ই খুব লেগেছে, নাহলে তো আর আপনি এখানে আসতেন না।'

মুর সেভনের এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে রাগ মুছে গেলো, তবে তিক্ততা থেকে গেলো। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'সত্যি কথা হলো, আমার কষ্ট লেগেছে, তবে এখানে আসাটা একটা বিরাট ভুল।'

তারপর করুণার দৃষ্টিতে সেভন এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলে যান। মরতে না চাইলে ফিরে যান এখনি। আপনার কি মনে হয় আমি আপনাদের দলে যোগ দেবো? আসলেই মনে হয়? কষ্ট পেলেই যদি মানুষ নিজের পক্ষ বদল করে ফেলতো তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসই বদলে যেতো।'

সেভন কিছু বললো না।

মুর বিরক্ত হয়ে আবার বললেন, 'ফিরে যান, আর আপনার বসকে বলবেন, আমি রাজি নই। টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না। আর এরপরেও যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে যেন গোনা যায় এমন কাউকে পাঠায়। কোনো চ্যাংড়া ছেলেপেলেকে নয়, যার নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোয়।' তারপর আরো জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমার হাঁটুর বয়সও আপনার চেয়ে বেশি।' বলে আবার নদীর দিকে ঘুরে গেলেন। রেলিং এর উপরের বরফ সরিয়ে তার উপর হাত রেখে সামনে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'চল্লিশ বছর; চল্লিশটা বছর শেষে এই ছিলো আমার ঘটে। ভালোই!'

বহুদূরে বসে গিবস প্রতিটা শব্দই শুনেছে। এখন ও বুঝতে পারছে কেনো সবাই মুরকে এত শ্রদ্ধা করতো। একেবারে দক্ষ হাতে সব সামলেছে মুর। সেভন রেগে একেবারে আগুন। এখন নিশ্চয়ই সে তার বসকে বলবে যে মুর কিভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে আর মুরকে পেতে হলে এ পথে এগুলে হবে না। ফলে মুরকে ওরা এখন আর কোনো ফাঁদের টোপ হিসেবে মনে করবে না। গিবস মনে মনে ভাবছে, এই নাটকটা সত্যি হলে মন্দ হতো না। মানে সত্যিই যদি মুরকে বেঈমান প্রমাণ করা যেত আরকি। কিন্তু মুরের যে অবস্থান তাতে কেউই এসব বিশ্বাস করবে না।

ব্রিজের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেভন প্রথমবারের মতো হাসলো, 'আমার সাথে আসুন, আপনি নিজেই তাদের বলতে পারবেন।'

মুর এবার সেভন এর দিকে ঘুরলেন। তার মন বলছিলো, সেভন এর সাথে যেতে। পরিকল্পনা করাই আছে। উনি গেলে গিবসের লোকেরা ওদেরকে অনুসরণ করে চিনে আসতে পারতো সেভন উনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তবে ব্যাপারটা কেমন তাড়াহুড়া লাগলো উনার কাছে।

'না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না জানতে পারবো কার সাথে কাজ করবো, ততক্ষণ অবধি না।'

সেভন মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো এদিক ওদিক। পুরোপুরি ফাঁকা। তারপর পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে বললো, 'ভুল উত্তর।'

মুর কিছু বলার আগেই সেভন দুবার উনার বুকে গুলি করলো। মুর পিছিয়ে রেলিং এর সাথে ধাক্কা খেলেন, তারপর সামনে ঝুঁকে পড়লেন। সেভন তাকে টেনে ধরে রেলিং-এর দিকে ধাক্কা দিলো। মুর এবার রেলিং এর উপরে পিঠ দিয়ে উল্টে গেলেন। তারপর হুড়মুড় করে শীতল, কালো নদীর জলে আছড়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত পর আর তাকে দেখা গেলো না। সেভন উপর থেকে তাকিয়ে থাকলো। ধীরে ধীরে নদীর আলোড়ন শান্ত হয়ে এলো। শুধু মুরের কমলা মাফলারটা পানিতে ভাসতে ভাসতে চোখের আড়ালে চলে গেলো। সন্তুষ্ট হয়ে সেভন রাস্তার দিকে ফিরলো। একটা কালো অডি এসে থামলো সামনে। পিছনের দরজা খুলে তাতে উঠে গেলো সে।

স্টুয়ার্ট গিবসের হেডফোন এখন নীরব। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে মুরের মাইক্রোফোনের সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলো। মুর শেষ। ব্লানডিন শেষ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাজনের পুরো দলটাও খতম হয়ে যাবে। তার সাথে খতম হয়ে যাবে NRI-এর ব্রাজিল প্রজেক্টের সর্বশেষ প্রমাণ।

অধ্যায় : ২৪

খবরটা শুনে মার্ক পোলাস্কির চেহারা সাদা হয়ে গেলো। সরাসরি স্টুয়ার্ট গিবসের কাছ থেকে এসেছে খবরটা। পোলাস্কির মেয়ে একসিডেন্ট করে মাথা ও ঘাড়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। সহসাই জ্ঞান ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার জন্য প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। ফ্লাইট সকাল ৯:৪৩ মিনিটে।

পোলাস্কি হকারের দিকে চেয়ে বললো, 'সময়মত পৌছাতে পারব?'

'এখনই রওনা দিলে পারবেন।'

পোলাস্কি হেলিকপ্টারে চড়ে বসতেই সবাই তাকে শুভকামনা জানালো। ডেভারস তার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিলো। ম্যাককার্টারের হঠাৎ নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়লো, স্বজন হারানোর বেদনা তিনি ভালোই বোঝেন। দেশে ফিরেই তাই পোলাস্কির সাথে যোগাযোগ করবেন কথা দিলেন।

পোলাস্কি কোনোমতে সবার শুভকামনার জবাব দিলো। তারপর পাইলটের পাশের সীটে বসে ফাঁকা দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। হকার দক্ষ হাতে এটা সেটা ঠিক করে ইগনিশন সুইচ টিপে দিতেই আস্তে আস্তে কপ্টারের ব্লেড সচল হলো। কিছুক্ষণ পরেই ওরা উঠে এলো আকাশে। তারপর হেলিকপ্টারের মুখ ঘুরে গেল পূর্ব দিকে। কিছুক্ষণ পর হারিয়ে গেলো গাছের আড়ালে। ওদের পৌছাতে সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো লাগবে। ট্রলার দিয়ে যে পথ যেতে লেগেছিলো দশ দিন।

ককপিটের ভেতর পোলাস্কি একেবারে চুপচাপ বসে আছে। হকারও কিছু বললো না। বলেই বা কি লাভ? তাই হেলিকপ্টার চালানোতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলো। একবার এটা টেপে তো আরেকবার ওটা দেখে, একবার আকাশের দিকে তাকায়। একই কাজ বারবার। 'পর্যবেক্ষণ'–এটা হলো পাইলটদের প্রথম পাঠ। হকারও তাই অভ্যাসবশতই করছিলো কাজটা, ওদের উপর হামলার কোনো আশঙ্কায় নয়। কিন্তু হঠাৎই ওর চোখে কিছু একটা ধরা পড়লো। কপ্টারটা থেকে দূরে একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কপ্টারের সামনের কাচের উপর একটা কালো দাগ পড়েছে। কোনো নড়াচড়া

নেই। সামনে পিছনে এগুচ্ছেও না। তার মানে এভাবে চলতে থাকলে সামনে কোথাও না কোথাও দুটো কপ্টারই মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়বে। হকার হেলিকপ্টারটা একটু উপরে তুলে আনলো। অন্য হেলিকপ্টারটা আগের জায়গাতেই উড়ছে। ওটা একটা হিউজেস ৬০০, NOTAR নামে ডাকা হয় ওটাকে। NOTAR মানে No Tail Rotor (লেজে কোনো পাখা নেই)। কারণ অন্যান্য হেলিকপ্টারের মতো এর লেজে ব্লেডের বদলে সরাসরি টারবাইন থেকে নলের সাহায্যে গ্যাস চালানো হয়। এই NOTAR-টার রঙ কালো। গায়ে কোনো চিহ্ন টিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দুই পাশে অতিরিক্ত দুটো বসার বেঞ্চের মতো দেখা যাচ্ছে।

'কোনো সমস্যা?' পোলাস্কি অবশেষে নীরবতা ভাঙলো।

'হেলিকপ্টারটার গায়ে কোনো ছাপ মারা নেই।' হকার বললো।

'না থাকলে সমস্যা কী?'

'আমি জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

NOTAR-টা ওদের নিচ দিয়ে উড়ে গেলো উল্টোদিকে। তবে হকার ওটার উপর থেকে নজর সরালো না। বকের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে চোখে চোখেই রাখলো ওটাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর যেইমাত্র হকার ভাবলো সব ঠিক আছে, তখনই দেখা গেলো NOTAR-টা দিক বদলাচ্ছে। বিশাল একটা মোড় নিয়ে ওটা এখন আবার ফিরে আসছে।

এদিকে বনের মধ্যে ড্যানিয়েলি রেডিওতে গিবসকে পোলাস্কির ব্যাপারে জানাচ্ছে।

'ওরা চলে গেছে?' গিবস জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, পাঁচ মিনিট হলো।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

গিবস বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। সাতটার সময় আবার যোগাযোগ করবো। ওভার এন্ড আউট।'

ড্যানিয়েলি রেডিওটা বন্ধ করতে গিয়ে মনে পড়লো গিবসের সাথে সেই ডাটা চুরির ব্যাপারে আর কথা হয়নি। আর ওদের এখানের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বেশ ঝামেলা করছে, সে ব্যাপারেও কথা বলা দরকার। আবার তাই 'Connect' লেখা বোতামটায় চাপ দিলো। কিন্তু ওপাশে কোনো সাড়া নেই।

আবার বোতাম চেপে জিজ্ঞেস করলো, 'স্টুয়ার্ট, আপনি লাইনে আছেন?'

কিন্তু লেখা উঠলো, 'সংযোগ বিচ্ছিন্ন।' গিবস লাইন কেটে দিয়েছে ওপাশ থেকে।

ড্যানিয়েলি আবার নিজের কোড প্রবেশ করিয়ে বোতাম টিপলো। কিছুক্ষণ কিছুই হলো না। তারপর লেখা উঠলো, 'সংযোগ প্রদান করা সম্ভব নয়। দয়া করে আবার চেষ্টা করুন।'

ড্যানিয়েলি আবার চেষ্টা করলো। এবার আরো ভয়াবহ লেখা উঠলো, 'আপনার কোডটি অকার্যকর। প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ।'

ড্যানিয়েলির মনে হলো পেটের মধ্যে লাখ লাখ প্রজাপতি উড়ছে। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে চারিপাশে তাকালো ও। এই মুহূর্তে ওকে সাহায্য করতে পারতো একমাত্র পোলাস্কি। কিন্তু সে চলে গেছে।

হকারের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কালো NOTAR-টা কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ওদের পিছনে চলে আসবে। সেটা যাতে না পারে সেজন্য হকার কপ্টারের গতি বাড়িয়ে মুখ নিচু করে দিলো। গতি বাড়তেই হকার পিছনে ফিরে NOTAR-টাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ওটাকে কোথাও দেখা গেলো না।

পোলাস্কি ঘুরে বললো, 'ঝামেলা হবে নাকি?'

'হতে পারে।'

তবে এক সেকেন্ড পরেই এক ঝাঁক গুলি সেই সন্দেহ নিরসন করে দিলো। হকার ওদের কপ্টারটা সোজা পাঁচ হাজার ফুট নিচের জঙ্গলের দিকে চালিয়ে দিলো। NOTAR-ও পিছু নিলো। তবে দূরত্ব ক্রমেই কমছে। হকারের কপ্টারটা NOTAR-এর দুই প্রজন্ম আগের। NOTAR-টা যথেষ্ট ছোট, হালকা আর দ্রুত। হকার তাই জানে ওটার কাছ থেকে পালাতে বা ধোঁকা দিতে পারবে না। আর বড় কথা ওদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। বন্দুক ছাড়া তো আর বাঘ মারা যায় না। তাই বাঘ তাড়া করে বসলে একমাত্র উপায় ঝেড়ে দৌড় মারা। আর খোদাকে ডাকা, যদি ভাগ্য সহায় হয়!

হকার হঠাৎ সজোরে ঝাঁকি দিয়ে কপ্টারটা বামে একটা তীক্ষ্ণ মোড় নেয়ালো। তারপর নদীর দিকে মুখ ঘোরালো। আশা করছে ভাগ্য এতে সহায় হবে।

'কারা এরা?' প্রচণ্ড শব্দের মাঝে চিৎকার করে পোলাস্কি জিজ্ঞেস করলো।

হকার জবাব দিলো না। কপ্টারটা দ্রুত আবার পুরো গতি ফিরে পাচ্ছে। স্পীডের কাঁটা হলুদ ঘরগুলো অতিক্রম করে লাল দাগও পার হয়ে গেছে। লাল দাগটাকে বলা হয় Vne (Velocity never exceed) মানে এর উপরে কখনোই স্পিড তোলা যাবে না। এর কারণ আছে। এর উপরে গতি উঠে গেলে যেকোনো মুহূর্তেই প্লেন বা কপ্টারের কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে পারে। বলাই বাহুল্য, বুড়ো কপ্টারটাও ভয়ানকভাবে ঝাঁকি দিতে আরম্ভ করলো, যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে বোঝা যাচ্ছে। নামতে নামতে গাছের মাথা পর্যন্ত আসার পর কপ্টারের মুখ সোজা করলো হকার। তবে গতি কমালো না। গাছের উপর দিয়ে ১৫০ নট গতিতে এগিয়ে চললো। হঠাৎ বাম পাশ থেকে গুলি ছুটে

এলো। হকার কপ্টারের মুখ সেদিকেই ঘুরিয়ে দিলো যাতে NOTARটা সংঘর্ষের ভয়ে সরে যায়। কিন্তু ঘুরতেই সামনে বাঁধলো উঁচু এক গাছ। হকার হেলিকপ্টারের মাথা উপরে তুললো সাথে সাথে। তবে নিচটা গাছের সাথে ঘষা খেলোই। গাছটা পার হয়ে আবার নিচে নামলো।

'এইদিকে।' পোলাস্কি চিৎকার দিলো।

ডানে কিছুটা উপরে দেখা গেলো NOTAR-টা। সমানে গুলি করছে। একটা অদ্ভুত গুঞ্জন শোনা গেলো হেলিকপ্টারের ভেতর। কেউ যেন একটা চলন্ত ফ্যানের পাখায় একটা লোহার রড ধরে রেখেছে। গুলিতে কি ক্ষতি হলো দেখার জন্য পোলাস্কি এগিয়ে গেলো। হকারও সব যন্ত্রপাতি, সুইচবোর্ড চেক করলো দ্রুত হাতে। হেলিকপ্টারটার পাশ দিয়ে কমপক্ষে এক ডজন ফুটো দেখা গেলো। তবে হকার দেখলো স্পিডোমিটারের কাটা জায়গা বদলায়নি। তার মানে ইঞ্জিনের ক্ষতি হয়নি। আর হেলিকপ্টারে কিছু নেই। তাই শরীর ফুটো হওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয়নি।

এদিকে NOTAR-টা আবারও ওদের দিকে ঘুরে গেছে। আরো একবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। হকারদের যাওয়ার জায়গা এখন একটাই। নদী। সেদিকেই আবার মুখ ঘোরালো হকার। এখনও কপ্টারটা হুমকি দিয়েই যাচ্ছে, তবে ভেঙ্গে পড়েনি। NOTAR-ও পিছু নিলো।

NOTAR এর গুলিতে হকারদের পিছনের গাছের মাথা উড়ে গেলো। হকার দ্রুত হেলিকপ্টার পানির কাছাকাছি নিয়ে আসলো, আর নদী বরাবর এগুতে লাগলো। NOTAR-টাও কয়েকবার গুলি করে লাগাতে না পেরে আবার হকারদের পিছু নিলো। দেখে মনে হচ্ছে যেন দুটো প্রকাণ্ড ফড়িং নিজেদের এলাকার সীমানা দিয়ে মারামারি করছে। নদীর আঁকাবাঁকা পথের কারণে NOTAR গুলি করতে পারছে না ঠিক, কিন্তু নদীর তীরের ঘন গাছগাছড়ার ভেতর কোনো গলি ঘুপচি না থাকায় হকারদের পালানোরও কোনো পথ নেই। সামান্য ফাঁকা জায়গা দেখে হকার একবার চেষ্টা করলো কিন্তু সাথে সাথেই আবার ফিরে আসতে হলো। ওখানে ওরা আঁটবে না। তখনি আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেলো, আর কেবিনে আরো কিছু ফুটো সৃষ্টি হলো।

'কি করবো এখন আমরা? এরা আমাদের পিছে লেগেছে কেন?' পোলাস্কি চিৎকার করলো আবার।

'জানি না কি করবো।' হকার না ঘুরেই জবাব দিলো। সামনে আরেকটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। ওটা পার হতেই দেখা গেলো নদীটা হঠাৎ সেখানে বড় হয়ে গেছে। তবে ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটু চর। তাতে গাছপালাও অনেক। হকার সেদিকেই চালিয়ে দিলো কপ্টার। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁয়ে ঘুরে

গেলো। NOTAR-টা গেলো ডানে। চরের গাছগুলো পার হয়েই হকার কঠিন একটা মোড় নিলো ডানে, যেন NOTAR-টাকে অপর পাশের গাছের সাথে বাড়ি খাওয়ানো যায় কিন্তু NOTAR আগেই গতি কমানোয় ওদের কপ্টারটাই গাছের সাথে বাড়ি খাওয়ার উপক্রম হলো। সাথে সাথে নাকটা সোজা উপরে তুলে দিলো হকার। কয়েক ইঞ্চির জন্য বাড়ি লাগলো না গাছে। তবে বিপদ কাটলো না মোটেও। পিছনেই উঠে এসেছে NOTAR, অবিরাম গুলি বর্ষণ চলছেই। এবার গুলি সোজা গিয়ে লাগলো ইঞ্জিনে। ইস্পাত ছেঁড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেলো। টারবাইনে ঢুকেছে গুলি। হেলিকপ্টারের কাঁপাকাঁপি বেড়ে গেলো আরো বেশি। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ওটা। হকার অনেক চেষ্টা করলো ওটাকে স্থির করতে, কিন্তু ফলাফল শূন্য। তারপরই পদার্থবিজ্ঞানের নিক্ষিপ্ত বস্তুর সূত্র মেনে অধিবৃত্ত রচনা করে সোজা নিচের দিকে পড়তে লাগলো। ডান থেকে বাম দিকে পাক খেতে খেতে আর মোটা একটা কালো ধোঁয়ার রেখা অঙ্কন করে কয়েক মুহূর্ত পরেই ওটা জঙ্গলে আছড়ে পড়লো। লেজ, ব্লেড, কাচ সব ইতোমধ্যেই ভেঙ্গে গেছে। জঙ্গলের ঘন গাছের উপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো ওটা। তারপরই গাছগুলো দুদিকে সরে গেলো। আর পানিতে পড়া পাথরের মতো হেলিকপ্টারটা বনের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

অধ্যায় : ২৫

এদিকে ক্যাম্পের সবাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে লেগে গেছে। খোলা চত্বরটার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছে সবাই। ড্যানিয়েলি আর ভেরহোভেন অবশ্য বাইরে নেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে।

'সিগন্যাল কি কোনো কিছুর জন্য আটকে আছে?' ভেরহোভেন জিজ্ঞাসা করলো।

ড্যানিয়েলি সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিলো। নেটওয়ার্ক ঠিকই আছে। আর যেহেতু ওর কোডটা অকার্যকর দেখাচ্ছে, তার মানে লাইন ঠিকই পাচ্ছে কিন্তু 'ওপাশের ওরাই সংযোগ দিচ্ছে না। সফটওয়্যারে কোনো গোলমাল সম্ভবত। এখানেও হতে পারে, ওয়াশিংটনেও হতে পারে। সফটওয়্যার ঠিক করা কোনো ব্যাপার না। আশা করছে খুব দ্রুতই আবার যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। তাই এখনই অস্থির হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করার দরকার নেই।

'আমি তো সব কিছুই চেক করে দেখলাম। এখানে কোনো সমস্যা নেই। সন্ধ্যা সাতটায় আবার যোগাযোগ করার কথা। তখনি ওরা টের পাবে, আর ঠিকঠাক করে ফেলবে সব আশা করি। আর না পারলে ওরা অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। এখনি কারো সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে আমাদের অবস্থান ফাঁস করার দরকার নেই।'

ভেরহোভেন শ্লেষোক্তি করলো, 'এসব ফালতু যন্ত্রপাতির কথা আগেই বলেছিলাম, কোনো কাজের...'

ভেরহোভেনের কথা একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেলো। শব্দটা আসছে পূর্ব দিক থেকে। মাত্র একঘণ্টা আগেই হকার গিয়েছে। ড্যানিয়েলি অবাক হলো এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে আসছে ভেবে।

ভেরহোভেন উঠে দাঁড়ালো, 'সর্বনাশ!'

সাথে সাথেই গাছপালার উপর দিয়ে NOTAR-টাকে দেখা গেলো আর এক পশলা গুলি চত্বরটার পূর্ব থেকে পশ্চিমে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেলো। এক ঝলক দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো ড্যানিয়েলি। এলার্ম টিপে

দিলো সাথে সাথে। এদিকে কালো হেলিকপ্টারটা চত্বরের আরেক মাথায় পৌঁছে আবার এদিকে ঘোরা শুরু করেছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, আবার গুলি করবে।

'ধোঁয়া ছেড়ে দিন।' ভেরহোভেন চিৎকার করে বললো।

বলামাত্র ড্যানিয়েলি চারপাশে বসানো ক্যানেস্তারাগুলো খুলে দিলো, কিন্তু হেলিকপ্টারটার দিকে তাকিয়ে বুঝলো, ধোঁয়ায় কাজ হবে না। নিজের রাইফেলটা মুঠোয় ধরে দৌড়ানো শুরু করলো কিন্তু ভেরহোভেন ডাক দিলো, 'দাঁড়ান।'

'কিসের জন্য?'

'এক সেকেন্ড।'

NOTAR-টা একটা অর্ধবৃত্ত ঘুরে ঠিক ওদের বরাবর রওনা দিলো। গুলির সুবিধার জন্য নাকটা নিচু করলো। কিন্তু তাতে ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো।

'এখন।' ভেরহোভেন বললো।

ওরা ডানে গড়ান দিয়ে সরে গেলো। ঠিক পরমুহূর্তেই মাটিতে গর্ত খুঁড়লো অসংখ্য বুলেট। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই কপ্টারটা এগুতে লাগলো। ভেরহোভেন কিছুদূর এগিয়ে ঘুরে গুলি করলো কিন্তু লাগলো না। হেলিকপ্টারটা দক্ষিণ দিকের তাঁবুগুলোতে গুলি চালালো। মুহূর্তে নাইলনের তাঁবুটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ড্যানিয়েলি দেখলো তাঁবু থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় একটা কুলি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো, তারপর কিছুদূর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। সবাইকে দেখা গেলো ক্যাম্পের মাঝখানের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। এমনটাই পরিকল্পনা করা ছিলো, কিন্তু সেবার আক্রমণ আসতো জঙ্গল থেকে, আর এখন ওখানে গেলে উল্টো আক্রমণের মাঝখানে পড়তে হবে। হেলিকপ্টারটা আবার এদিকে ফিরতেই ড্যানিয়েলি নিশ্চিত হয়ে গেলো ওরা সবাই মারা পড়বে। আতঙ্কিত হয়ে ড্যানিয়েলি গুলি করা শুরু করলো। ভেরহোভেনও একই কাজ করলো।

হেলিকপ্টারটা উপরে উঠে আর গুলি না করেই চত্বর পেরিয়ে জঙ্গলের উপরে চলে গেলো। কয়েক সেকেন্ড সোজা গিয়ে আবার ফিরে এলো ওটা, তবে চত্বরে প্রবেশ করলো না। চত্বরের পরিধি ধরে উড়তে লাগলো। ঠিক যেমন হাঙর তার শিকারের চারপাশে থাকে।

ড্যানিয়েলি দেখলো, ভেরহোভেন বনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওদিকে গিয়েও লাভ নেই।' ভেরহোভেনকে বললো ও।

ভেরহোভেনও একমত হলো, 'মন্দিরে যেতে হবে তাহলে, ওটাই শেষ ভরসা।'

তীরের মত ওরা ছুটলো মন্দিরের দিকে, মন্দিরের ভারী পাথরগুলোই একমাত্র পারবে ওদেরকে গুলির হাত থেকে রক্ষা করতে। কাছে গিয়ে দেখলো

ম্যাককার্টার, সুসান আর একটা কুলি ওখান থেকে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। ড্যানিয়েলি চিৎকার করে ওদের থামালো।

'ভেতরে যান, ভেতরে।'

আবার ওরা আগের জায়গায় ছুটলো।

হেলিকপ্টার আবার ওদের দিকে আসা শুরু করলো। এবার আরো নিচু হয়ে। ফলে ধুলো ঝড় উঠলো চারপাশে। ঠিক যেন কোনো প্রকাণ্ড জানোয়ার শিকারকে তাড়া করছে। হেলিকপ্টারের রাইফেল গর্জে উঠলো। সবার আশেপাশে আরো খানিক মাটি তুলে গুলি ক্রমেই ওদের কাছে আসতে লাগলো। কাছাকাছি আসলেই সবাই মাটিতে ঝাঁপ দিলো। আর হেলিকপ্টারটা সবার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেলো। ততক্ষণে ভেরহোভেন আর ড্যানিয়েলি মন্দিরের গোড়ায় পৌঁছে গেছে।

ভেরহোভেন চিৎকার দিলো, 'উপরে উপরে, ভেতরে যেতে হবে।'

ম্যাককার্টাররা উপরে উঠতে উঠতেই ভেরহোভেনের দলবলও এসে পৌঁছুলো। ভাগ্যক্রমে তাদের রাইফেল আর গুলিও সাথে আনতে পেরেছে।

দেখে ভেরহোভেন ক্ষুব্ধ হয়ে গেলো, 'দারুণ! এখন ভেতরে যাও তাড়াতাড়ি।'

ড্যানিয়েলিও সিঁড়ি বেয়ে উঠলো। NOTAR-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। উপরে উঠে এক পা এগুতেই দেখলো কপ্টারটা ঠিক ওর দিকেই এগুচ্ছে। মুহূর্তে ঘুরে গিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে ঝাঁপ দিলো। এক চুলের জন্য গুলিগুলো লাগলো না ওর গায়ে। কিন্তু কপ্টারটা এবার আর উড়ে গেলো না। ওর দশ ফুট উপরে দাঁড়িয়ে উড়তে লাগলো। এই সুযোগ। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েই দিলো দৌড়। তারপর এক লাফে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেলো। তারপরেই ঢুকলো ভেরহোভেনের দলবল কিন্তু ভেরহোভেনকে দেখা গেলো না।

খুব কাছে আবারো হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাওয়া গেলো । এক সেকেন্ড পরেই হুড়মুড় করে মন্দিরে ঢোকার সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে ভেরহোভেনকে নামতে দেখা গেলো। ছাদের উপর গুলিবর্ষণ চলছেই। কয়েকটা গুলি ভেতরেও ঢুকে গেলো, তবে কারো গায়ে লাগার আগেই পাথুরে দেয়ালে লেগে ছিটকে গেলো।

ড্যানিয়েলি চারপাশে তাকালো। সবাই ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে।

'হচ্ছেটা কী এসব?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

ড্যানিয়েলি জবাব না দিয়ে NOTAR-টার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলো। ওটা আবার ঘুরে গেছে এখন, 'হেলিকপ্টারটা আবার আসছে এদিকে।'

ভেরহোভেন সিঁড়ির মাথার খোলা জায়গাটার দিকে তাকালো। 'এবার ওদিক দিয়ে গুলি করবে।'

তারপর ড্যানিয়েলিকে বললো, 'পেছনের রুমে চলে যান। মাথা নিচু করে বসে থাকবেন, যান!'

ম্যাককার্টার সবাইকে দেখিয়ে পাশের রুমে নিয়ে গেলো। আর ভেরহোভেনের লোকেরা দেয়ালের গা ঘেঁষে অবস্থান নিলো। সবার চোখ সিঁড়ির দিকে। ড্যানিয়েলি ওদের সাথেই থাকলো।

'কি করবেন আপনারা?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

ভেরহোভেন ওর লোকদের বললো, 'যখনই সামনে দিয়ে যাবে...'

সবাই বুঝে মাথা ঝাঁকালো।

'করবেনটা কি আপনারা?' ড্যানিয়েলি আবার জানতে চাইলো।

'আমরা শুয়োরটাকে গুলি করে নামাবো। ওটা এখন আস্তে আস্তে উড়বে, যাতে এই গর্তের দিকে মুখ করে গুলি করতে পারে। কিন্তু তারপরেই ও আবার ফিরে যাবে বাইরে কেউ আছে কিনা দেখতে। যখনই যাবে, তখনই আমরাও উপরে যাব। তবে তার আগে এই গর্তেই জাহান্নাম নামবে। তাই আপনি ভেতরে চলে যান।' ভেরহোভেন বললো।

উপরের আওয়াজ জোরালো হলো। ড্যানিয়েলি একবার ভেতরের অন্ধকার ঘরটার দিকে তাকাল। তারপর বললো, 'চুলোয় যাক। আমি এখানেই থাকবো।'

ছয় মাসের অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ আজই প্রথম কাজে লাগানোর সুযোগ পাওয়া গেছে।

'তাহলে আমার পেছনে থাকুন।' ভেরহোভেন আদেশ দিলো।

ড্যানিয়েলি বাধ্য মেয়ের মত ভেরহোভেনের পেছনে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেলো। সাথে সাথে শুরু হলো গুলি বৃষ্টি। চারদিকে শুধু বুলেট আর বুলেট। পাথরে বাড়ি খেয়ে স্ফুলিঙ্গ আর পাথরের চল্টা উড়তে লাগলো চারপাশে। একটা বুলেট ঠিক ভেরহোভেনের সামনের পাথরটায় এসে লাগলো। পাথরের চল্টা ছুটে এসে লাগলো চোখে মুখে। সাথে সাথে পিছনে সরতে গিয়ে হেলে পড়লো ড্যানিয়েলির গায়ে। আরেকটা গুলি লাগলো ওর দলের একজনের হাতের রাইফেলে। সেটা ভেঙ্গে দু টুকরা হয়ে গেলো। আরো তিন সেকেন্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে হেলিকপ্টারটা পিছু হটলো। সাথে সাথে ভেরহোভেন আর ওর দুজন লোক সিঁড়ির দিকে এগুলো।

ড্যানিয়েলিও পিছু পিছু গেলো। কিন্তু বেরিয়ে দেখে কপ্টারটা বেশ দূরে সরে গেছে। ফলে ওদের গুলি ওটার কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। হঠাৎ চোখে পড়লো ভেরহোভেনের দলের একজনের পিঠে লাল একটা বিন্দু।

'বসে পড়ো!' চিৎকার করে ডাকলো ড্যানিয়েলি, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লোকটা একটা ঝাঁকি খেয়ে নিজের রক্তের উপরেই আছড়ে পড়লো।

'পিছনে স্নাইপার।' বলতে বলতেই সবাই শুয়ে পড়লো ছাদে।

ড্যানিয়েলি বুকে ভর দিয়ে কিনারের দিকে এগুলো। উত্তর দিক থেকে সামরিক পোশাক পরা ছয়জন মানুষ ওদের দিকে ছুটে আসছে।

সেদিকে লক্ষ্য করে গুলি করলো ও। একজন পড়ে গেলো, আর বাকিরা এদিক সেদিক ছুট লাগালো। ওদিক থেকেও গুলি করতে ও মাথা সরিয়ে নিলো।

তারপর ভেরহোভেনকে বললো, 'এদিক দিয়ে পাঁচ ছয়জন আসছে।'

ভেরহোভেন চিৎকার করে জবাব দিলো, 'এদিকে আরো বেশি।'

দুপাশ থেকেই এবার গর্জে উঠলো বন্দুক। তবে গুলিগুলো ওদের মাথার উপর দিয়েই ছুটে গেলো। বারুদের গন্ধে ভরে গেলো আশপাশটা। আর পূর্বদিকে দেখা গেলো NOTAR-টাও আবার ওদের দিকেই আসছে।

ড্যানিয়েলি, ভেরহোভেন আর বাকি দুজন মিলে মোট চারজন আর ওদের বিপক্ষে কমপক্ষে ডজনখানেক সৈন্য আর একটা হেলিকপ্টার। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ড্যানিয়েলির মোটেও ভালো লাগলো না।

'সবাই ভেতরে যান। এক্ষুণি!' ভেরহোভেন চিৎকার করে বললো।

ড্যানিয়েলি বুকে ভর দিয়ে খোলা জায়গাটা দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেলো। সাথে ঢুকলো ভেরহোভেন আর ওর বাকি দুই লোক। ভেরহোভেন মৃত লোকটার রাইফেলটাও সাথে নিয়ে এসেছে। সেটা ও আগের বারে হেলিকপ্টার আক্রমণে যার বন্দুক ভেঙ্গে গিয়েছিলো, তাকে ধরিয়ে দিলো। অন্ধকারে বসেই ড্যানিয়েলি শুনতে পেলো হেলিকপ্টারটা কাছাকাছি চলে এসেছে।

'আমরা তো এখানে আটকা পড়ে গেলাম।' ড্যানিয়েলি বললো।

'তাহলে কি বাইরে থাকলেই ভালো হতো?'

ড্যানিয়েলি কিছু বলার আগেই আবারো তপ্ত সীসা ঢুকতে লাগলো খোলা জায়গাটা দিয়ে। রেগে মেগে ভেরহোভেন সেদিকে গুলি চালালো, কিন্তু ততক্ষণে NOTAR-টা সরে গেছে মুখ থেকে। তবে শব্দটা সরে গেলো না, কিছুটা কমলো মাত্র।

'আমাদেরকে উপরে ওঠার সুযোগ দিচ্ছে না। তার মানে ওদের লোকজন মন্দিরের উপরে উঠছে।'

'আমরা আটকে গেছি এখানে।' ড্যানিয়েলি আবার বললো।

'আমাদেরকে মারতে হলে ওদেরকে এর ভেতরে নামতেই হবে।' ভেরহোভেন বললো।

'আর যখনই নামবে তখনই শালাদের গেঁথে ফেলবো। আপনি ভেতরে যান। তাহলে আমাদের দুটো দল হবে।' তারপর ওর এক লোকের দিকে ফিরে বললো, 'উনার সাথে যাও।'

ড্যানিয়েলি পাশের রুমে গিয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে থাকলো। তার পিছনেই ম্যাককার্টার। সুসানকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সুসান ভয়ানকভাবে

কাশছে ক্রমাগত। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্রাজোস—একমাত্র বেঁচে যাওয়া কুলি। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'সবাই মাথা নিচু করে বসে থাকুন।' বলে ড্যানিয়েলি আবার প্রবেশপথটার দিকে নজর দিলো।

দরকার হলে মরার আগ পর্যন্তও যুদ্ধ করতে রাজি ড্যানিয়েলি। তবে ভেরহোভেন ভুল বলেছে। ওদের আক্রমণকারীদের ওদেরকে কাবু করতে মন্দিরের ভেতরে আসা লাগবে না। ওরা এখন খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুর। এখন খাঁচার দরজা আটকে দিলেই হবে। পাথরটা ঠেলে সিঁড়ির মুখটা বন্ধ করে দিলেই, ব্যস! আর ওরা বের হতে পারবে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বা তারও আগে দম বন্ধ হয়েই সবাই মরে যাবে।

ভেরহোভেনও ব্যাপারটা জানে নিশ্চয়ই। কিন্তু ওরই বা কি করার আছে। সিঁড়ির গোড়ায় এগিয়ে হেলিকপ্টারটাকে গুলি করাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। এখন শুধু আশা করা যায় যে এরা যেন এতটা বেকুব হয় যে মুখ বন্ধ করার চেয়ে ভেতরে আসাটাই শ্রেয় মনে করে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজ আরো এগিয়ে এলো। ওটার পাখার প্রচণ্ড বাতাসে সিঁড়ির মুখটার ধুলো সব ভেতরে উড়ে পড়ছে এখন আর তার পিছনেই ভারী বুটের আওয়াজ ঘনিয়ে এলো।

'রেডি হও সবাই।' ভেরহোভেন চেঁচিয়ে বললো।

মিনিটখানেকের মধ্যেই এই জায়গা ভরে যাবে গুলি, আওয়াজ, আগুন আর মৃত্যু দিয়ে।

ড্যানিয়েলি দেয়ালের দিকে নিজেকে ঠেকিয়ে শক্ত করে রাইফেল চেপে ধরলো। এক মুহূর্তের জন্য কিছুই হলো না। হেলিকপ্টারের আওয়াজ কিছুটা কমেছে। সিঁড়ির মুখে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কিছুই ঘটছে না।

ড্যানিয়েলি ভাবলো ওরা বোধহয় ওদেরকে আত্মসমর্পণ বা আলোচনা করার সুযোগ দিতে চাচ্ছে। হয়তো এই লোকগুলো একগুঁয়ে না, যুক্তি দিয়ে কাজ করে। ঘুষটুষও নিতে পারে। আর তখনই শব্দটা শুনলো, ঠকাস... ঠকাস...ঠকাস। একটা ধাতব বস্তু সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামছে। ড্যানিয়েলি মাথা ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

চোখের পাতার উপর দিয়েই তীব্র আলোর ঝলকানি অনুভব করতে পারলো ড্যানিয়েলি, তার সাথেই মাটি কাঁপানো বিস্ফোরণের আওয়াজ। প্রচণ্ড ধাক্কায় অন্যপাথরের দেয়ালের সাথে বাড়ি খেলো, তারপর হাত পা ছড়িয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলো। প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে, কান ভোঁ ভোঁ করছে, মুখ ভর্তি রক্ত। ঝাপসাভাবে বাকিদের দেখতে পেলো ও। সুসান চিৎ হয়ে পড়ে

আছে মাটিতে। ম্যাককার্টার দুর্বলভাবে হামাগুড়ি দেয়ার চেষ্টা করছেন। ভেরহোভেন বা তার দুজন লোককে দেখা গেলো না।

ড্যানিয়েলি রাইফেলটা খুঁজতে লাগলো। মাত্র দশ ফুট দূরে একটা পাথরের উপর পড়ে আছে ওটা। কিন্তু ড্যানিয়েলির কাছে মনে হচ্ছে এক মাইল। বহু কষ্টে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে সেদিকে এগুতে লাগলো। আর তখনি আবার শোনা গেলো শব্দটা, একটা ধাতব বস্তু সিঁড়ি দিয়ে নামছে। শেষ ধাপটা পেরিয়ে মেঝে দিয়ে গড়িয়ে গেলো একদিকে।

ড্যানিয়েলি শক্ত করে চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে মাথা ঢেকে নিলো। আর বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু সেরকম কিছুই শোনা গেলো না। একটা হালকা পট করে শব্দ হলো, তারপরই টায়ার থেকে বাতাস বেরুনোর মত হিসহিসিয়ে কিছু একটা বেরুতে লাগলো। ড্যানিয়েলি প্রবেশপথটার দিকে তাকালো, একটা সিলিন্ডার থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে সারা রুমটাকে ছেয়ে ফেলছে। একটা রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ নাকে লাগলো। তারপরই দৃষ্টি নিভে গেলো ওর, আর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেলো।

অধ্যায় : ২৬

একটা মোলায়েম কণ্ঠের ডাকে ঘুম ভাঙলো ড্যানিয়েলি লেইডল'র।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?' কণ্ঠটা বললো।

ড্যানিয়েলি চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে ফেললো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে চোখটা ফাঁক করলো। কণ্ঠটার মালিকের চোখ বাদামি, মাথায় ঘন ধূসর চুল। ও চেনে না লোকটাকে।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?' আবার জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'হ্যাঁ।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো। এটুকু বলতেই মনে হলো, পুরো শরীরের মধ্যে যেন কেউ ছুরি চালিয়ে দিলো। ওর মাথা থেকে এক টুকরো কাপড় উঠিয়ে নিলো লোকটা, কাপড়টা রক্তে ভেজা।

'আপনার কানে রক্ত।' ড্যানিয়েলির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির বদলে ব্যাখ্যা করলো লোকটা।

ড্যানিয়েলির মাথা দপদপ করছে। আশেপাশের কে কি বলছে, ও ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। তবে এখন দৃষ্টি পরিষ্কার। লোকটার পিছনে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, তার মানে ও এখন বাইরে। ওর সামনের লোকটার পরনে একটা শিকার করার জ্যাকেট। তার পাশে আরো কয়েকটা লোক। পরনে আর্মির ক্যামোফ্লেজ ড্রেস আর হাতে রাইফেল। হঠাৎই ওর সব মনে পড়ে গেলো। আর সাথে সাথে প্রচণ্ড রাগ হলো, 'আপনারাই আমাদের উপর হামলা করেছিলেন?'

'অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, হ্যাঁ।' লোকটা আবার ওর দিকে হাত বাড়ালো। ড্যানিয়েলি কুঁকড়ে গেলো।

'আরে আরে, কিছু করব না।' বলতে বলতে ড্যানিয়েলির বেল্ট থেকে একটা কালো জিনিস খুলে নিলো। 'এটা আর আপনার লাগবে না।'

ড্যানিয়েলি ওর বেল্টে হাত দিলো। ওটা ছিলো একটা ছোট্ট ডিভাইস। এই অভিযানের সব সদস্যের কাছেই একটা ছিলো। এটা থাকলে চত্বরের চারপাশে ওদের যে অ্যালার্ম সিস্টেম ছিলো, সেটা ওদেরকে চিনতে পারতো আর শব্দ করতো না। লোকটা ডিভাইসটা পাশে দাঁড়ানো একজনের দিকে ছুঁড়ে দিলো। ড্যানিয়েলি এই সুযোগে নিজের প্যান্টের পকেটে হাত দিলো– খালি!

লোকটা সেটা খেয়াল করলো, ‘সবকিছুই সরিয়ে নেয়া হয়েছে।’

ড্যানিয়েলি হঠাৎ কেমন আতঙ্কবোধ করলো, সাথে প্রচণ্ড আক্রোশ। দিশেহারা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে আক্রমণ করতে গেলো, কিন্তু সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

লোকটা বললো, ‘সম্ভবত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় এমনটা হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই, দু’-এক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। আর তার আগেই আপনাকে বেঁধে ফেলা হবে। তাই চাইলেও আর আছাড় খাবেন না।’

ড্যানিয়েলি লোকটার দিকে চাইলো। অনেক চেষ্টা করেও চিনতে পারলো না, ‘চান কী আপনারা?’

‘আমি কী চাই, তা আপনি জানেন। সে ব্যাপারে কথা বলতে চান?’

তার মানে এরাই ওদের সেই প্রতিপক্ষ দল। এরাই ওকে সেদিন জেটিতে আক্রমণ করেছিলো, ‘আমি জানি না আপনি কে, তবে আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন না আপনি কার সাথে ঝামেলা করছেন।’

শান্ত স্বরে ড্যানিয়েলির ভুল ধরিয়ে দিলো লোকটা, ‘সত্যি কথা হলো, আমি জানি, আমি কার সাথে ঝামেলা করেছি। আর আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনাদের উদ্ধার করতে কেউ আসবে, তাহলে সে ধারণাও ভুল। আপনাদের যোগাযোগের সব মাধ্যম আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আর আপনার হেলিকপ্টার আর ওটার পাইলট এখন জঙ্গলে পুড়ে মরছে। গুলি করে নামিয়েছি ওটাকে।’

ড্যানিয়েলি লোকটার পিছনে তাকালো। কালো NOTAR-টা স্থির বসে আছে। দুই পাশের গুলি করার বেঞ্চ দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

লোকটা যেন ড্যানিয়েলির মনের কথা বুঝতে পেরেই বললো, ‘জেটিতে সেদিনের ঘটনার পর আপনার বন্ধুকে আরেকটা সুযোগ দেয়াটা আমার বোকামি হতো।’

ড্যানিয়েলি কিছু বললো না। থ মেরে গেছে একেবারে। কিন্তু দুঃসংবাদ এখনো অনেক বাকি।

‘আপনাকে এসব বলার কারণ, যেন আপনি আপনার পরিস্থিতিটা ঠিকমত বুঝতে পারেন। আপনাদেরকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি আপনাদের সরকারও না।’

ড্যানিয়েলি ভীত চোখে লোকটার দিকে তাকালো।

লোকটা বলে চলেছে, ‘আরনল্ড মুরও পটোল তুলেছে।’

ড্যানিয়েলির প্রতিক্রিয়া হলো তাৎক্ষণিক। ভয়ানক অসুস্থ বোধ করলো ও, সাথে একটা প্রচণ্ড রাগ। আবারো ও লোকটার দিকে হামলে পড়লো। কিন্তু লোকটা ওর হাত ধরে ফেললো। লোকটার মুখে থুতু মারলো ও। ড্যানিয়েলির হাত ধরে রেখেই লোকটা শান্তভাবে মুখের থুতু মুছলো। তারপর এক চড়ে

ড্যানিয়েলিকে মাটিতে ফেলে দিলো। পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠলো ওর গালে।

তারপর কাটাকাটা গলায় বললো, 'আপনি ভালো থাকলে আপনার সাথে ভালো ব্যবহারই করা হবে। তা না হলে আপনার জীবনটা কিভাবে জাহান্নাম করে দিতে হবে, সেটা আমার ভালো জানা আছে। যদি এখান থেকে জীবিত ফিরতে চান, তাহলে যা বলব, সেটাই শুনতে হবে। কোনো রকম ত্যাঁড়ামি করলে আপনি বা আপনার লোকজন, কেউই বেঁচে ফিরবেন না।'

ড্যানিয়েলি খুবই বিচলিত বোধ করছে। হকার মারা গেছে, মুর মারা গেছেন। গিবসের কি হয়েছে? লোকটা কেন গিবসের কথা বললো না? তার মানে ওর এখনো কিছু হয়নি। গিবস নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে। ঠোঁট কামড়ে তাই চুপ করেই থাকলো ড্যানিয়েলি। ওর নীরবতা দেখে লোকটা ওর এক লোককে হাতের ইশারা করলো। 'সময়মতোই আপনার মত বদলাবে।'

NOTAR-টা জ্যান্ত হয়ে উঠতেই ড্যানিয়েলি ক্রুদ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর দুজন সশস্ত্র লোক ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে চত্বরের প্রান্তে একটা বড় গাছের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো। চোলোকোয়ানদের আগুনের কারণে গাছটার জায়গায় জায়গায় পোড়া। গাছটার গুঁড়ির চারপাশে একটা মোটা শিকল দিয়ে ঘেরা। আর বাকি যারা বেঁচে আছে, তারা সবাই ওটার সাথে পিছমোড়া করে বাঁধা। NOTAR-টা উড়ে যেতেই লোকদুটো ড্যানিয়েলিকে জোর করে ধরে বসিয়ে দিলো। তারপর একটা হাতকড়া দিয়ে ওর হাত বেঁধে, আরেকটা হাতকড়া দিয়ে শিকলটার সাথে একই কায়দায় আটকে দিলো। ফলে ও পাশে নড়াচড়া করতে পারবে ইচ্ছেমত। কিন্তু হাতকড়া ভাঙ্গা ছাড়া এই গাছের গুঁড়ি থেকে নড়তে পারবে না। সাধারণ একটা উপায় কিন্তু কার্যকর।

ড্যানিয়েলি মাথা গোনা শুরু করলো। ম্যাককার্টার, সুসান আর ভেরহোভেনকে দেখা গেলো। সাথে ভেরহোভেনের একটা লোক আর সেই কুলি ব্রাজোস। মন্দিরের ভেতরের দিকে যারা ছিলো, তারাই বেঁচেছে। আর কারো কোনো খবর নেই। ভেরহোভেনের লোকটার নাম রোমার। ও হাতে মারাত্মক আঘাত পেয়েছে।

সুসান বসে বসে ফোঁপাচ্ছে আর ম্যাককার্টার ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছেন। কফম্যানের লোকদুটো চলে যেতেই ম্যাককার্টার ড্যানিয়েলির দিকে তাকালেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি বুঝেছেন যে তার সাথে মিথ্যে বলা হয়েছে।

'এরা কারা? এসব কি হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি জানি না।' ড্যানিয়েলি বললো।

তবে জবাব দিলো ভেরহোভেন, 'এরা সব ভাড়াটে সৈন্য। কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সবাই পূর্ব ইউরোপিয়ান। ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় দুয়েকজনকে

কথা বলতে শুনেছি। তবে বেশিরভাগই জার্মান। এদের দলপতি বয়স্ক মানুষ। সম্ভবত Stasi-র সদস্য ছিলো। দুই জার্মানি এক হওয়ার পর পালিয়ে এসেছে।'

'Stasi?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, পূর্ব জার্মানির KGB বলতে পারেন। তবে কাজকারবার ওদের চেয়েও খারাপ ছিলো।'

'ওরা এখানে করছেটা কি?' ম্যাককার্টার জানতে চাইলেন। ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হচ্ছে কী এসব?'

ড্যানিয়েলি উনার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর আশঙ্কাই সত্যি হচ্ছে। কিন্তু সবাইকে এসব বলা সম্ভব না। তাই বললো, 'উত্তেজিত হওয়া যাবে না। আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। এই জাহান্নাম থেকে বের হবার উপায় একটা বের হবেই।'

ম্যাককার্টার ওর কথা বিশ্বাস করলেন, নাকি এখন আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না মনে করে চুপ করে গেলেন কে জানে। তবে আর কিছু বললেন না।

তারপর ড্যানিয়েলি দলের সবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আর কেউ বেঁচে নেই?'

'ডেভারস আছে।' ভেরহোভেন বললো।

'কোথায় সে?'

'ওদের সাথে।'

ড্যানিয়েলি চত্বরটার চারপাশে তাকালো। হঠাৎ মনে হলো, আক্রমণের সময় ও একবারও ডেভারসকে দেখেনি।

'ওখানে কি করছে?' জিজ্ঞেস করলো ড্যানিয়েলি।

'পাওনা টাকা বুঝে নিচ্ছে হয়তো।' ভেরহোভেন বললো।

তার মানে ডেভারসই ওদের অবস্থান ফাঁস করেছে। কেন করেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে করেছে সেটা ভেবে পেলো না। ডেভারস গবেষণা বিভাগের নিম্ন শ্রেণির একজন কর্মচারী। উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ওর কখনোই নাড়াচাড়া করা লাগে না। আর ও তো জানতোও না ওরা এখানে কি করতে এসেছে। অথবা ডেভারস অনেক আগে থেকেই এই প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতো। একেবারে গোড়া থেকেই সম্ভবত। গিবস আর মুর ওর সাথে চোলোকোয়ানদের ব্যাপারে অনেক বার কথা বলেছে। ডিক্সন আর দলের সাথেও ওর বেশ কয়েকবার শলা পরামর্শ হয়েছে। ওরা কি খুঁজছে না জানলেও ডেভারস নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলো যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'কুত্তার বাচ্চা একটা লোভী।'

ভেরহোভেন মাথা ঝাঁকালো, 'সন্দেহ নেই। তবে আমি যখন ব্যাটাকে বাগে পাবো, প্রতিটা পয়সা উসুল করে ছাড়বো।'

ড্যানিয়েলি গাছে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো কিভাবে ভেরহোভেনকে সেই সুযোগ করে দেয়া যায়। হঠাৎ ওকে চড় মারা সেই লোকটাকে সাথে দুটো চ্যালা নিয়ে ওদের দিকেই আসতে দেখা গেলো। কাছে এসে বললো, 'আমার নাম

কফম্যান। সকালের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। এরকমটা হবে আমি ভাবিনি। তবে কথা দিচ্ছি, এরপর থেকে আপনাকে যথাযোগ্য সমাদরই করা হবে।'

ড্যানিয়েলি জ্বলন্ত চোখে বললো, 'আমাদেরকে ছেড়ে দিলেই আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।'

'বুদ্ধিমান? আমার মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি আপনারা সহযোগিতা করেন, তাহলে আপনাদেরকে অক্ষত অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়া হবে। তবে তার আগ পর্যন্ত, আমার কাজে কোনো ব্যাঘাত আমি সহ্য করব না। আর সেজন্য মিস ব্রিগস-এর একটু সাহায্য দরকার আমার।'

কফম্যানের লোকেরা সুসানের দিকে এগুতেই ম্যাককার্টার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে কি দরকার আপনাদের?'

কেউ তার জবাব দিলো না। লোকদুটো সুসানের হাতকড়া খুলে দাঁড় করিয়ে দিলো।

'কী চান আপনারা?' ম্যাককার্টারের কথারই প্রতিধ্বনি করলো সুসান।

কফম্যান বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আপনার মগজটা একটু খাটাতে হবে আর কি। আর কিছু না।'

সৈন্যদের একজন সুসানকে হাত ধরে সামনে ঠেলে দিলো। সুসান নিদারুণ হতাশায় ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো, কিন্তু তার কিছুই করার ছিলো না।

কফম্যান সুসানকে একটা উল্টানো ঝুড়ির কাছে নিয়ে এলেন। ওটা এখন টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওকে কিছু খেতে দিতে চাইলেন কিন্তু সুসান না করলো। তারপর এক গ্লাস পানি ওকে এগিয়ে দিলেন। সুসান ইতস্তত করছে দেখে নিজে এক চুমুক খেয়ে বললেন, 'মিনারেল ওয়াটার না, তবে খাওয়া যায়।'

সুসান তারপরও ইতস্তত করতে লাগলো, তবে গ্লাসটা এগিয়ে নিলো।

কফম্যান শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। সকালের ঘটনাটা ছিলো নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ভুল।' বাইরের সৈন্যগুলোর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এই ব্যাটারা না বুঝেই এমন করে ফেলেছে। আমি সাথে থাকলে আটকাতাম। তবে আমি এখন সশরীরে বর্তমান। তাই কথা দিচ্ছি, এরকম কিছু আর হবে না।'

সুসানকে তারপরেও আশ্বস্ত মনে হলো না, 'এরা সবাই খুনী।'

'আমি জানি। এটাই এদের কাজ। তবে এখন তো সব ঠিক আছে, ওদেরকে আর এসব করতে হবে না।' কফম্যান বললেন।

'আপনি কেন এসব করছেন?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

'তোমাকে বলতে পারলে ভালো হতো, তবে তাতে তোমার ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি হবে।' কফম্যান বললেন।

'আমি আপনাকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে চাই না।' সুসান সরাসরি বলে দিলো।

'আমি সেটা জানি, তবে আমার যে তোমার সাহায্যের দরকার আছে। তাই যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি তোমার বন্ধুদের খেতে দেবো, পানি দেবো, আর বাকি জীবনটা বাঁচতেও দেবো। আর তুমি যদি কথা না শোনো, তাহলে আমাকে তো অন্য রাস্তা দেখতে হবে মেয়ে। তোমার মত বদলানোর আগ অবধি ওরা ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত অবস্থাতেই পড়ে থাকবে।'

সুসান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো। এতকিছুর পরেও কফম্যানের কথাগুলো ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। কফম্যান যে তাকে বোঝানোর জন্য কথাগুলো বলছে, এটুকু বোঝার বুদ্ধি সুসানের আছে। তবে ও আর উনাকে রাগাতে চায় না। আর বেশি গুলির শব্দ বা রক্ত ও সহ্য করতে পারবে না।

'কী ঠিক করলে, কথা শুনবে তো?'

সুসান উপরে তাকিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকালো।

কফম্যান বললেন, 'বাহ! খুব ভালো। এখানেই আশেপাশে, সম্ভবত মন্দিরটার ভেতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আছে। সেগুলো খুঁজে বের করতেই তোমার সাহায্য দরকার।'

সুসান আবারো মাথা ঝাঁকালো।

'তুমি মন্দিরের ভেতরটা দেখেছো?'

'না।'

'তোমার বন্ধুরা দেখেছে নাকি?'

'প্রফেসর ম্যাককার্টার আর ড্যানিয়েলি দেখেছেন।'

'ওরা কি ওখান থেকে কোন কিছু সরিয়েছে? কোন প্রকার ধাতব জিনিসপত্র?'

'ধাতব? না, ধাতব কিছু আমি দেখিনি।' সুসান বললো।

কফম্যান এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। যেন সুসান ঠিক জবাব দিচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ওকে নিশ্চিত হতে দিতে চান। তারপর বললেন, 'চলো, তুমি আমাদেরকে ভেতরটা ঘুরে দেখাবে।'

এতক্ষণে সুসান বাহানা করার একটা জিনিস খুঁজে পেলো, 'আমি ওখানে যেতে পারব না। ঐ ধোঁয়ার শ্বাস আমি নিতে পারি না।'

'আমি জানি। ধোঁয়ার কথা আমিও শুনেছি। মারাত্মক দুর্গন্ধ। তবে তার জন্য ব্যবস্থা আছে।' বলতে বলতে কফম্যান পাশের একটা বক্স থেকে একটা গ্যাস মাস্ক বের করলেন।

'চলবে না?'

সুসান ফাঁকা দৃষ্টিতে মাস্কটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর আর কি বলার আছে- এটা তো অবশ্যই চলবে।

গাছের গুঁড়ি থেকেই নড়েচড়ে ম্যাককার্টার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন সুসানের উপর নজর রাখতে।

'ওকে দিয়ে ওদের কি দরকার?' ফাঁকা প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

ভেরহোভেন জবাব দিলো, 'আপনি যা জানেন, সুসানও তা জানে। তবে ও বয়সেও ছোট, মানসিকভাবেও দুর্বল। সে জন্যই ওরা ওকে নিয়ে গেছে। আমরা যা উদ্ধার করেছিলাম, ওরা এর বাইরেও আরো কিছু খুঁজছে। সেজন্যই ওর সাহায্য এদের দরকার।'

'ওর বদলে আমাকে নিলেই ভালো হত।' ম্যাককার্টার বললেন।

ভেরহোভেন সায় দিলো তাতে, 'ও যদি বুদ্ধি করে বেকুব সেজে থাকতে পারে তাহলে ওরা আপনার কাছেই আসবে।'

'পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে খবর দেয়া যায় না? এরা এসব করছে কিভাবে?' ব্রাজোস জিজ্ঞাসা করলো।

'আমরা বহুদূরে। আমাদের খোঁজ আর কেউ পাবে কি না আমার সন্দেহ।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

'হকার আর পোলাস্কি? ওরা তো আমাদের কথা জানে।' ম্যাককার্টার বললেন।

'ওদের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করা যাবে না। আমাদেরকে নিজেদেরকেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।' ড্যানিয়েলি বললো।

'কিন্তু যদি ওরা আমাদের খুঁজতে আসে? হকার ফিরলেই বুঝবে যে কিছু একটা গোলমাল আছে, তখন ও নিশ্চয়ই...'

'হকার মারা গেছে।' ড্যানিয়েলি আর কষ্টটা একা বইতে পারছিলো না। 'হকার আর পোলাস্কিকে নাকি মানাউস পৌঁছার অনেক আগেই গুলি করে ভূপতিত করা হয়েছে। আমাদেরকে যে হেলিকপ্টারটা আক্রমণ করেছিলো, ওটা দিয়েই।' বলতে বলতে ড্যানিয়েলি বুঝলো ওর কথাগুলো অন্যদেরকেও মারাত্মকভাবে আহত করছে।

আজ থেকে ওরা একা, চিন্তাটাই সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিলো। ভেরহোভেন দাঁতে দাঁত পিষলো। তবে কিছু বললো না। সম্ভবত ও আগেই ব্যাপারটা ধারণা করেছিলো। বাকিরাও কোনো কথা বললো না। ড্যানিয়েলি আবার ওর মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই ও ছিলো সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। আর এখন? এখন ওরা আধা সামরিক একটা দলের কাছে বন্দি। ভাড়াটে সৈন্যরা ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে, আর ওর দলের বাকিরা মরে পড়ে আছে চত্বরের এখানে সেখানে। জঙ্গলের কোথাও হকার আর পোলাস্কিও মরে পড়ে আছে। আর মুর... মুরের দয়ার্দ্র চেহারাটা ভেসে উঠলো ড্যানিয়েলির মনে। বাবার মতোই ছিলো লোকটা ওর কাছে। সবকিছু ওর কাছে কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে। ভেতরে আবারো একটা রাগ দানা বেঁধে উঠলো ওর। মনে মনে শপথ করলো, এই জায়গা থেকে ও মুক্ত হবেই, আর সব ব্যাটাকে তাদের কাজের মাশুল দিতে হবে। না হয় অন্তত চেষ্টা করতে করতে মরবে। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বললো, 'ভেরহোভেনের কথাই ঠিক। আমাদেরকে সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, তা যতো ছোটই হোক না কেন।'

ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'একটা সম্ভাবনা আছে যে, আপনি ওদের কাজে লাগবেন। যদি ওরা আপনাকে নিয়ে যায়, তাহলে ফেরার পথে দরকারি যা মনে করেন, সাথে নিয়ে আসবেন। বিশেষ করে এই শেকলটা কাটা যায় এমন কিছু যদি হয়, তাহলে খুব ভালো হয়।'

'ভালো হয়? কিসের চেয়ে ভালো হয়?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'এখন যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে তো ভালো হয়।'

ম্যাককার্টার জোরে একটা শ্বাস নিলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এসব পাগলামি ছাড়া আর কিছু না।'

বোঝাই যাচ্ছে তিনি পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেন নি। এজন্যই বেসামরিক লোক আনতে ড্যানিয়েলির এত আপত্তি।

ড্যানিয়েলি ভেরহোভেনের দিকে ফিরলো, 'শেকলের চাবিগুলো কার কাছে তা খেয়াল করেছেন?'

ড্যানিয়েলি তখন খেয়াল করে নি। কারণ তখনো ও একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো। এখন আস্তে আস্তে মাথা কাজ করছে।

'হ্যাঁ, দেখেছি। সুসানকে নিয়ে যাওয়ার সময়ই খেয়াল করলাম। লোকটার বাম চোখের উপর একটা কাটা দাগ আছে। মারামারি করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলো বোধহয়।'

ড্যানিয়েলি আবার ম্যাককার্টারের দিকে ফিরলো, 'আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই ওরা কাজে ডাকতে পারে। যদি ডাকে, আর যদি আপনি সুযোগ পান, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখবেন কিছু করতে পারেন কিনা।'

ভেরহোভেন যোগ করলো, 'যদি সুযোগ পান, তাহলে সুসানকে বলবেন রেডি থাকতে।'

'কিসের জন্য রেডি থাকতে?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞাসা করলেন।

'যে কোনো কিছুর জন্য। আর যখন ফিরবেন, তখন কিছু বলতে হবে না। আমার চোখের দিকে তাকাবেন। আমি থুতু ফেললে বুঝবেন, কিছু করার সময় হয়েছে।'

ড্যানিয়েলিও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো। তবে ম্যাককার্টারকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ লাগছে। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'থুতু... কিছু নিতে হবে... কিছু করতে হবে... সব পাগলামি।'

তারপর আকাশের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইলেন আর ড্যানিয়েলি প্রার্থনা করতে লাগলো যেন উনি পুরোপুরি ভেঙ্গে না পড়েন।

অধ্যায় : ২৭

তিনবারের চেষ্টার পর সুসান ব্রিগসের মুখে একটা মাস্ক ফিট হলো। কফম্যান ওর সাথে নরম্যান ল্যাঙ এর পরিচয় করিয়ে দিলো। নরম্যান যা বলবে, তা করাই হবে সুসানের কাজ।

ল্যাঙকে অবশ্য বেশ নার্ভাস লাগছে। সুসানের চেয়ে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা। ওজনও ১৪০ পাউন্ডের বেশি হবে না। লোকটা কফম্যান বা ওর সৈন্যদলের মতো গাট্টাগোট্টা না হলেও কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সুসান অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। লোকটা ক্রমাগত নিজের ঠোঁট চাটছে আর চোয়ালের পেশি শক্ত করছে। যেন একবার দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে আর ছাড়ছে। গত দশ মিনিটে কমপক্ষে পাঁচবার নিজের চশমা পরিষ্কার করেছে।

কফম্যান, সুসান আর ল্যাঙ মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলো। সাথে এলো কফম্যানের দুজন ভাড়াটে গুণ্ডা। সবাই দেখা গেলো মাস্ক পরে থাকার পরেও বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ওরা। ল্যাঙের হাতে একটা ভিডিও রেকর্ডার। মন্দিরের দেয়ালের জায়গায় জায়গায় রঙের ছোপ। বহু আগে লাল রঙ দিয়ে কিছু একটা আঁকা হয়েছিলো দেয়ালে। তবে সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন হলদেটে হয়ে গেছে। সেসব জায়গায় আলো পড়লে চকচক করছে। ল্যাঙ হলুদ জায়গাগুলোতে ক্যামেরা তাক করে জুম করে দেখতে লাগলো।

দেখে টেখে বললো, 'সালফার। গ্রানাইট পাথরকেও খেয়ে ফেলেছে।'

ওরা প্রথম ঘরটায় ঢুকলো তারপর। খুলির স্তূপগুলোর দিকে চোখ গেলো সুসানের। এটা যে এতো বড়, ম্যাককার্টার ওকে এ কথাটা চেপে গিয়েছিলেন। ল্যাঙ হাতের সব বাতি নিভিয়ে দিতে বললো, তারপর নিজে একটা কালো রঙের টর্চলাইট জ্বেলে দিলো। অন্ধকারে ওদের চোখ, দাঁত আর ল্যাঙের কেডসের ফিতা জ্বলজ্বল করতে লাগলো। দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলোর ভেতর থেকেই আলো বেরুচ্ছে।

খুলিগুলোকে তো আরো ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগলো। দেয়ালের গায়ের অসংখ্য অদৃশ্য দাগ আর ফুটকিও দেখা যাচ্ছে। ল্যাঙ লাইট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন খুঁজলো, তারপর না পেয়ে আবার লাইট জ্বেলে দিতে বললো।

সবাই মিলে এরপর গেলো দ্বিতীয় ঘরটায়। আগের রুমটার মতোই এটাকেও অতিবেগুনি আলোয় পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু দরকারি কিছুই পাওয়া গেলো না।

ল্যাঙ সুসানের দিকে ফিরে বললো, 'এরপর কী?'

সুসান ম্যাককার্টারের কাছ থেকে যা শুনেছে, সে অনুযায়ী বলে যাচ্ছিলো এতক্ষণ, 'এরপর বেদিওয়ালা রুমটা থাকার কথা।'

পরের রুমটা বেদিওয়ালা ঘর, তবে সেটায় যেতে ওদেরকে সেই আলোর পর্দাটা পার হয়ে যেতে হবে। ল্যাঙ আলোর উৎসের দিকে বাতি ধরলো। একটা লম্বা, সরু ফাটল বেয়ে আলোটা আসছে। ওকে কেমন সন্দিগ্ধ মনে হলো, 'কোনো ফাঁদ-টাদ নেই তো এখানে?'

'ফাঁদ?'

'হ্যাঁ, লুকানো ফাঁদ। আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলেই লুকানো জায়গা থেকে ধারালো বর্শা ছুটে আসবে।'

সুসান মাস্কের ভেতরেই চোখ পিটপিট করলো কয়েকবার, 'আপনি ফাজলামো করছেন, তাই না?'

ল্যাঙের চেহারা দেখে মনে হলো না ও ফাজলামো করছে।

সুসান আবার বললো, 'বেশি বেশি সিনেমা দেখেন বোধহয় আপনি।'

ল্যাঙ কিছু না বলে সামনে এগিয়ে আলোর রশ্মিটার ভেতর দিয়ে চলে গেলো। এরপরেই বেদিঘর। ল্যাঙ এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে নানান জিনিস পরীক্ষা করতে লাগলো আর ভিডিও করতে লাগলো। বেশ কয়েকবার টর্চলাইট জ্বেলে কি পরীক্ষা করলো। ব্যাগ থেকে আরো কিছু যন্ত্রপাতিও বের করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। কিন্তু কিছুতেই তাকে সন্তুষ্ট মনে হলো না। সবার শেষে মঞ্চটার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার সব বাতি নিভিয়ে দিতে বললো। এবার অতিবেগুনি রশ্মিতে দরকারি কিছু ধরা পড়লো। মঞ্চটার সামনের দিকে পাথরে নানান জ্যামিতিক আঁকিবুঁকি কাটা।

সুসান সেদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

কফম্যান সেটা খেয়াল করে বললেন, 'চেনো নাকি এগুলোকে?'

সুসান চিনতে পারেনি চিহ্নগুলো, 'এগুলো তো হায়ারোগ্লিফের মতো নয়।'

ল্যাঙ ওর লাইট মঞ্চের উপরে তাক করলো। সেখানেও দাগ কাটা। দুটো লম্বা খাঁজ মঞ্চের পাথরের সামনে থেকে পিছন অবধি চলে গেছে। শুরুতে খাঁজ দুটো দূরে থাকলেও মাঝপথে কাছাকাছি এসে সমান্তরাল হয়ে গেছে, তারপর আবার দূরে সরে গেছে। মঞ্চের শেষ মাথায় খাঁজদুটো পুরোপুরি দুদিকে বেঁকে গেছে। তারপর আঁকাবাঁকা নকশা করে দুদিকে চলে গেছে। মঞ্চটার জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট খানাখন্দ। সবই অবশ্য খাঁজ দুটোর ভেতরে।

সুসান ওর আঙুলে ভর দিয়ে নকশাগুলো দেখার চেষ্টা করতে লাগলো।

কফম্যান ওকে ইশারা করে বললেন, ‘এগুলো আগে কখনো দেখেছো?’

সুসান নকশাটা ভালো করে পরীক্ষা করে বললো, ‘এগুলোও হায়ারোগ্লিফ না।’

কফম্যান মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

সুসান হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বললো, ‘তবে এগুলো দেখতে অনেকটা...’

‘কিসের মতো অনেকটা?’

সুসান কফম্যানের দিকে ফিরে বললো, ‘একটা গাছের মতো।’

কফম্যান আবার খাঁজগুলো পরীক্ষা করলেন। উনার কাছে সেরকম মনে হলো না।

সুসান বুঝিয়ে দিলো। খাঁজদুটো যেখানে সবচেয়ে কাছাকাছি মিলেছে সেখানটা দেখিয়ে বললো, ‘এটা হলো মূল।’ তার উপরে দেখিয়ে বললো, ‘এটা হলো গাছের কাণ্ড। আর এই আঁকাবাঁকা নকশা হলো গাছের ডাল আর পাতা।’

কফম্যান আর ল্যাঙ আবারো নকশাটার দিকে ভালো করে তাকালেন। খাঁজগুলো বেশি স্পষ্ট না, অনেকটা শুধু আঁচড়ের মতো। এটাকে তাই গাছ হিসেবে চিন্তা করাটা একটু কষ্টই বটে।

সুসান বুঝতে পারলো সেটা। তারপর বললো, ‘আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা অন্য সব চিহ্নের মতো না। আর সবকটি দেখুন শুধু সরলরেখা আর কোণ। এটাই আঁকাবাঁকা।’

কফম্যান আবার তাকালেন, ‘তোমার কাছে কেন গাছ মনে হচ্ছে? আমাদের কাছে তো মনে হচ্ছে না।’ তারপর সুসানের দিকে ফিরে বললেন, ‘তুমি কি একটা গাছের নকশা খুঁজে পাবে মনে করছিলে?’

‘না। গাছ দেখতে পাবো, তেমন আশা করছিলাম না। তবে, মায়ান যত ছবি আছে, তার মধ্যে গাছের ছবি প্রায়ই দেখা যায়। এটাকে বলে, “বিশ্ব বৃক্ষ।” এটা তিনটা জগৎকে একসাথে প্রকাশ করে। মূলের দিকটা হলো মৃত্যুর পরের জগৎ, গাছের কাণ্ড হলো আমাদের বর্তমান জগৎ, আর শাখা প্রশাখাগুলো হলো দেবতাদের আশ্রম। এটাও আমার কাছে তা-ই মনে হয়েছে। এটা একটা ছবি, কোনো লিপি না।’ সুসান বললো নিশ্চিত স্বরে।

কফম্যান আরো একবার নকশাটা দেখে ল্যাঙের গায়ে একটা চাপড় মারলেন। ল্যাঙ আবার সাধারণ বাতি জ্বেলে দিলো।

কফম্যান সুসানকে বললেন, ‘মিস ব্রিগস, আপনি ইলেকট্রোগ্রাফিক গ্রাউন্ড স্ক্যানের কথা শুনেছেন?’

সুসান মাথা ঝাঁকালো, 'এটা দিয়ে মাটির নিচের খনিজ পদার্থের ঘনত্ব মাপা যায়। আমরাও এর আগে পুরাকীর্তি খুঁড়তে ব্যবহার করেছি।'

কফম্যান বললেন, 'এটাকে একটা আলট্রাসাউন্ড মেশিনের মতো ব্যবহার করা যায়। আমরা সকাল থেকে জায়গাটা ইলেকট্রোগ্রাফিক স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করছি। তাতে মনে হচ্ছে এই জায়গাটা বানানো হয়েছে বিশাল একটা গুহার উপর। কথাটা শুনে কি অবাক হলেন?'

সুসান আর ম্যাককার্টার আগেই ভেবেছিলো যে এখানে একটা গুহা আছে। তবে ও সেটা প্রকাশ করলো না, 'খুব একটা না। সালফারের যে ধোঁয়া মন্দিরের ভেতরে, তার উৎস হতে পারে দুটো। হয় আগ্নেয়গিরির কোনো ফাটল, নয়তো সালফারের খনি। খোঁজাখুঁজি করেও আমরা সালফার কোন দিক দিয়ে ঢুকছে তা বের করতে পারিনি।'

কফম্যান হাসলেন, 'তার কারণ মন্দিরটা গুহার ঠিক উপরে বানানো। পানির উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। এই মন্দিরটাই হলো সেই গুহার প্রবেশপথ।'

কফম্যান কুয়াটার দিকে ইশারা করলেন আর তিনজনই মাথা ঝুঁকিয়ে ওটার অতল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কফম্যান স্বগোক্তি করলেন, 'পো সাহেব (লেখক) এ জিনিস জানতে পারলে খুশি হতেন।'

সুসান আবার কূপের ভেতর নজর দিলো।

কফম্যান তার এক লোককে ডেকে বললেন, 'এনাকে অন্যদের কাছে নিয়ে যাও। আর সবার জন্য খাবার আর পানির ব্যবস্থা করতে বলো।' তারপর সুসানের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলে তো, আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

'আমি যা যা দেখলাম, তা নিয়ে আমি অন্যদের সাথে আলোচনা করতে পারব?' সুসান জিজ্ঞাসা করলো।

'অবশ্যই। আলোচনা করতে কোনো বাধা নেই। প্রফেসর ম্যাককার্টার হয়তো নতুন কিছু বেরও করে ফেলতে পারেন। আর সেটা হলে আমি আরো বেশি খুশি হব।' কফম্যান জবাব দিলেন।

সুসান মাথা ঝাঁকালো। কফম্যানের কথায় সে বেশ অবাক হয়েছে। সব দ্বিধা না কাটলেও আগের চেয়ে মন অনেক শান্ত এখন ওর।

বের হওয়ার আগমুহূর্তে সুসান কফম্যানের দিকে ফিরে তাকালো। উনি পকেট থেকে কি যেন বের করছেন, কিন্তু জিনিসটা কি বোঝার আগেই প্রহরী ওকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে তুলে দিলো।

এদিকে বেদিঘরে কফম্যান ল্যাঙকে বললেন, 'এখানেই ডিক্সনেরা পাথরগুলো খুঁজে পেয়েছিল, সাথে ছিলো পঞ্চম স্ফটিকটা।'

ল্যাঙকে অবশ্য খুশি দেখালো না। 'লোকটার মাথা খারাপ। ওর কোনো কথা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি আপনি যা ভাবছেন, ওই স্ফটিকগুলো তা-ই হয়, তাহলে ওগুলো কোনো না কোনো যন্ত্রপাতিতে লাগানো থাকার কথা। এটাতে না।' বলে ও বেদিটা দেখালো।

'স্ফটিকগুলো প্রথমে আদিবাসীরা খুঁজে পায়। স্ফটিকগুলোর ক্ষমতা দেখে ওরা ওগুলোকে পবিত্র কোনো জিনিস মনে করে আর পূজা করা শুরু করে।'

'এটা তো NRI-এর কথা।'

'এটার উপর ভিত্তি করেই এরা– মানে আমরা এতদূর চলে এসেছি। এখন আর এটা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।'

ল্যাঙ পেছনে সরে আবার কালো বাতিটা জ্বাললো। বেদিতে সুসানের গাছটা আবার দেখা গেলো। গাছটার গোড়ার দিকে চারটা ছোট গর্ত। গাছের কাণ্ডের মাঝ বরাবর আরো একটা, আর মাথার দিকে আরো চারটা।

'আমি প্রমাণ চাই,' বললো ল্যাঙ।

কফম্যান মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের ছোট বাক্সটা খুললেন। গয়নার বাক্স ওটা। ভেতরে ডিক্সনের খুঁজে পাওয়া পাথর আর স্ফটিকটা। কফম্যান ওগুলো গর্তগুলোয় বসিয়ে দিলেন। পাথরগুলো গোড়ায় আর স্ফটিকটা মাথায়। পাথরগুলো ঠিকমতই বসে গেলো, কিন্তু স্ফটিকটা বসলো না। তিনি ওটাকে মাঝখানের গর্তে বসালেন। এবার বসলো ঠিকঠাক। তারপর পকেট থেকে আরো একটা বাক্স বের করলেন, এটা উনি নিয়েছেন ড্যানিয়েলির পকেট থেকে। এর ভেতর আছে মার্টিনের পাওয়া স্ফটিকগুলো। গাছের মাথার দিকের গর্তগুলোয় ঠিকমতই বসে গেলো ওগুলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

ভাড়াটে সৈন্যগুলোর একজন শিস দিয়ে মন্তব্য করলো, 'কই, জাদুকরী কিছুই তো হলো না।'

'আমরা এখানে কোন জাদুমন্ত্র করতে আসিনি।' কফম্যান মন্তব্য করলেন।

ল্যাঙ বললো, 'জাদুর চেয়ে কম কি ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, তা বটে।' কফম্যানের মনে পড়লো NRI একটা স্ফটিক কেটেকুটে দেখেছিলো। তার মানে পাঁচটা গর্ত থাকলেও আস্ত স্ফটিক চারটা। ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে এখানে সেরকম কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। এটাতো কিছুই না, তাই না?'

ল্যাঙ মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় না এখানে কোনো ধরনের শক্তি উৎপাদন সম্ভব। মেয়েটার কথাই ঠিক। এটা একটা ছবি। একটা প্রাচীন ছবি।'

কফম্যান চারিদিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিই। ঠিক একটা চার্চের মতো। চকচকে সব জিনিসপত্র চোখের সামনে থাকে, তবে আসল জিনিসটা লুকানো থাকে কোনো লুকানো সিন্দুকের ভেতর।'

ল্যাঙ মাথা ঝাঁকালো, 'আমার মনে হয় আল্ট্রাসাউন্ডটা দিয়ে একবার পরীক্ষা করা উচিত।'

কফম্যান কিছু বললেন না। মনোযোগ দিয়ে উনি আবারো বেদির নকশাটা দেখছেন, 'তোমার কি এটাকে গাছ মনে হচ্ছে?'

ল্যাঙও নকশাটা আবার দেখে বললো, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তিন জগতের সমন্বয়ে, বিশ্ব বৃক্ষ। মেয়েটা যেমন বললো।'

'জিনিসটা কি একটা সুড়ঙ্গ হতে পারে না? স্ফটিকগুলো সবকটিই দাগদুটোর মধ্যে। আমার কাছে জিনিসটা কেমন একটা ফাঁপা জিনিস মনে হচ্ছে। একটা ফাঁপা গাছ হলো একটা সুড়ঙ্গের মতো, অথবা একটা কুয়ার মতো।'

ল্যাঙ একবার কফম্যানের দিকে তাকালো, তারপর নকশাটার দিকে, তারপর বেদির পিছনে কুয়ার দিকে, 'আপনি কি ভাবছেন, বুঝতে পেরেছি। তবে তার আগে আমাকে আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে একবার দেখতে দিন।'

কয়েক মিনিট পরেই ল্যাঙ ওর আল্ট্রাসাউন্ড রেডি করে ফেললো। আর কফম্যান উনার ভাড়াটে সৈন্যদের লাগিয়ে দিলেন প্রবেশপথের বাকি পাথরগুলো সরাতে। আরো জিনিসপত্র ভেতরে ঢোকাতে হবে। কিন্তু লোকগুলো পাথরটা সরাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেললো। পাথরটায় আগেই চিড় ধরেছিলো। এখন সেই বরাবর দুই ভাগ হয়ে গেলো। একভাগ সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়লো।

কফম্যান বিরক্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করো।'

সৈন্যদল তাদের যন্ত্রপাতি রেখে দ্রুত পরিষ্কার করতে লেগে গেলো।

ল্যাঙ ভাঙ্গা পাথরটার দিকে ইশারা করে বললো, 'ভালোই তো। এসবের জন্যেই এদেরকে এত টাকা দিয়ে রেখেছেন নাকি?'

কফম্যান খোঁচাটা পাত্তা দিলেন না, 'কাজটা ভালো করেনি ঠিক আছে। তবে সরাতে না পারলে তো শেষমেষ ভাঙতেই হতো।'

অধ্যায় : ২৮

চারিপাশের সবকিছুই এখন শান্ত আর স্থির। ইঞ্জিনে গুলি লাগার পর হেলিকপ্টারটা মিসাইলের মতো আছড়ে পড়ে জঙ্গলের উপরে, তারপর গাছগুলো ওটাকে গিলে নেয় নিজের উদরে। তবে হেলিকপ্টারটা বিস্ফোরিত হয়নি বা আগুনও ধরেনি। আর দুর্ঘটনার এক ঘন্টার মধ্যেই হেলিকপ্টারের সব তেল বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ অচেতন থাকার পর জ্ঞান ফিরলো হকারের। তারপর বহু কষ্টে নিজেকে আর পোলাস্কিকে মুক্ত করলো। পোলাস্কি তখনও অজ্ঞান। একটা গাছে হেলান দিয়ে শুইয়ে, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মুখটা মুছে দিতে তারপর জ্ঞান ফিরলো ওর।

চোখ অর্ধেক খুলেই পোলাস্কি ব্যথায় কুঁকড়ে গেলো।

'ঠাণ্ডা, খুব ঠাণ্ডা...' বিড়বিড় করে বললো ও।

হকার নিজের জ্যাকেট খুলে ওকে পরিয়ে দিলো। তারপর জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের বাক্স খুলে কম্বল এনে জড়িয়ে দিলো। কিন্তু তাও পোলাস্কির কাঁপাকাঁপি থামলো না। অবস্থা খুবই নাজুক। মাথায় গুঁতো খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। বুকের হাড্ডিও ভেঙ্গেছে কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত মেশানো বুদবুদ বেরুচ্ছে। তার মানে ভেতরে ভেতরেও রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'আমাকে বাঁচান, আমার মেয়ে...' পোলাস্কি হকারকে বলার চেষ্টা করলো।

অস্ত্রপাতি হাতে একজন সার্জন হয়তো পোলাস্কিকে বাঁচাতে পারতো, কিন্তু হকারের কিছুই করার নেই। তারপরেও মিথ্যে বললো, 'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। আপনি, আপনার মেয়ে দুজনেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। এখন কথা কম বলে চুপচাপ বিশ্রাম নিন।'

'খুব ঠাণ্ডা লাগছে।' আবারও বিড়বিড় করে পোলাস্কি শূন্য দৃষ্টিতে হকারের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর আস্তে চোখ বুঁজলো। সাথে সাথে তার বুকের ওঠানামা আর মুখের ফেনা বের হওয়াও বন্ধ হয়ে গেলো।

'আমি দুঃখিত।' ফিসফিস করে বললো হকার। কথাটা বলার কোনো অর্থ নেই এখন। তবে কেন যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো ওর। হকারের নিজেরও

কেমন ঝিমঝিম লাগছে, ঘাড়ের পিছনটা ডলতে লাগলো ও। সম্ভবত এক বা দু ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলো। মাথায়ও আঘাত পেয়েছে ভালোই। এখন ঘুমিয়ে পড়লে আর কখনো না-ও জাগতে পারে। তাই জোর করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা গাছকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে হাঁটতে থাকলো। পা দুটো খুব ভারী লাগছে, মনে হচ্ছে যেন বালির বস্তা দিয়ে ওগুলো বানানো। বারবার ঝাঁকি দিয়ে পায়ে কিছুটা বল সঞ্চারণের চেষ্টা করলো। কিন্তু সমগ্র শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়া ছাড়া কিছুই হলো না। সীট বেল্টের টানের কারণে বুকের হাড় আর গলায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে। পড়ে যাওয়ার সময় ধরতে গিয়ে হাতের এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। ডান চোখের নিচে জমাট বাঁধা থকথকে রক্ত।

কিন্তু তারপরেও বেঁচে তো আছে। পোলাস্কি সেটাও নেই। হকারের একবার মনে হয়েছিলো পোলাস্কিই বোধহয় তথ্য পাচার করছে। লোকটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে কাজ করতো, অথচ এরকম অভিযানে স্বেচ্ছায় এসেছে। একেবারে শান্তশিষ্ট, কারো সাতেপাঁচে নেই। টিকটিকিগুলো এরকমই হয়। কিন্তু ধারণাটা ঠিক না দেখা যাচ্ছে। পোলাস্কি নিতান্তই একজন ছাপোষা মানুষ, হঠাৎ একটু রোমাঞ্চ করার শখ হয়েছিলো। এই অভিযান যে কতটা ভয়ঙ্কর, এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। ড্যানিয়েলি, মুর বা হকার ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে রেখেছিলো। এই নিরীহ লোকটার এভাবে জঙ্গলে পড়ে পশুর খাবার হওয়া মানায় না।

হকার জরুরি অবস্থার বাক্স থেকে একটা ভাঁজ করা কোদাল বের করলো। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে মাটিতে কোপ দেয়া শুরু করলো। কোপানো আরম্ভ হতেই হকারের হৃদস্পন্দন বাড়তে লাগলো। মাথার ঝিমঝিম ভাবটাও কমে গেলো অনেকটা। সাথে সাথে হাজার হাজার চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করতে লাগলো। তবে কোনোটাই স্পষ্ট না। কেমন যেন একের পর এক ছবি মনে উঁকি দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

আক্রমণের উদ্দেশ্য ভালোই বোঝা গেছে। কিন্তু আক্রমণ করলো কে? কেনই বা করলো?

সম্ভবত যারা ড্যানিয়েলিকে জাহাজঘাটে আক্রমণ করেছিলো, তারাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও হকার এদের সম্পর্কে কিছুই বের করতে পারেনি। তার মানে রুইকাতলা কারো হাত আছে এর পেছনে, যে সবার চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছে। কারা আক্রমণ করেছে বের করতে না পেরে, কেন আক্রমণ করেছে ভাবতে বসলো ও। নিশ্চিতভাবে এদেরও লক্ষ্য NRI বা ড্যানিয়েলি যেটা খুঁজছে সেটাই। কি সেটা, তা ও নিজেও জানে না, তবে জিনিসটা মন্দির সম্পর্কিত এ ব্যাপারে নিশ্চিত। প্রথমে অবশ্য ভেবেছিলো ওরা যেসব হাতিয়ার আর তৈজসপত্র উদ্ধার করেছে সেগুলোই বোধহয়। ম্যাককার্টার আগেই

সাবধান করেছিলেন যে এসব প্রাচীন জিনিসপত্রের বাজার বেশ রমরমা। এসব জিনিস তাই চুরি, পাচার আর কালোবাজারিও নিয়মিতই ঘটে। কিন্তু এসব জিনিসের আসল দাম কত হতে পারে? লাখ, দশ লাখ। কিন্তু এর জন্যে এত কিছু! বিশ্বাস হতে চায় না। কোনো কানাগলিতে ছুরি মেরে বা ঠ্যাং ভেঙ্গে জিনিসগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু একেবারে অস্ত্রসজ্জিত NOTAR নিয়ে আক্রমণ? ঐ গুলি করার বেঞ্চটার দামই তো কোটি টাকার কাছে হবে। তাহলে কি? সোনা? হীরা? ওরা আসলে এ ধরনের কিছু খুঁজতে এসেছে? কোনো কিছুই মিলছে না। কোদাল চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলো হকার। NRI খুবই সংগঠিত একটা প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক বা বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস না হলে ওদের সেটার পিছনে লাগার কথা না। আর তেল বাদে ওরকম গুরুত্বপূর্ণ তো আর কিছু নেই। দিনকে দিন তেলের দাম বেড়েই যাচ্ছে। এরকম একটা বন্ধুপ্রতীম দেশে তাই তেলের খনি আবিষ্কার হলে আমেরিকার লাভই হবে। সালফার মাটিতে তেলের অস্তিত্ব নির্দেশ করে, তবে মন্দিরের ভেতর তেলের খনি থাকার আর কোনো লক্ষণ নেই। আর তাছাড়া তেল খোঁজার জন্য ব্রাজিলের NRI-র দরকার নেই। আর NRI যদি তেল খুঁজেও পায়, তারা গোপনে তেল উত্তোলন করতে পারবে না। তাহলে ব্যাপারটা আসলে কী?

নাহ্, এটা কোনো কিছুর দখলের অভিযান না। ছিনতাইয়ের অভিযান। খোঁজা, পাকড়াও, ভাগ এর অভিযান। আরেকজনের বাড়িতে দুই চোর গয়নার দখল নিয়ে ঝগড়া করছে। এই দুইজন যেটার পিছনেই লাগুক, সেটা সহজেই বহনযোগ্য আর সচরাচর দেখা যায় এমন কোনো জিনিস না। আর এর মূল্যও সম্ভবত কল্পনাতীত।

হকার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অনুধাবন করলো, এই প্রশ্নের উত্তর বের করা ওর কাজ না। কে বা কেন ঘটনাটা ঘটিয়েছে, তা ও জানে না। তবে ওর সামনের মরা মানুষটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো কিভাবে কাজটা করা হয়েছে।

হকার, পোলাস্কি বা NRI-র অভিযানের আর সবার কাছেই এই ফ্লাইটটা ছিলো আকস্মিক। ওয়াশিংটনের দুর্ঘটনার কথা শুনে একেবারে শেষ মুহূর্তে ওরা রওনা দেয়। কিন্তু অন্য কেউ ঠিকই জানতো ওরা কখন আসবে। খুব সতর্কতার সাথে হিসাব নিকাশ করে পরিকল্পনাটা সাজানো। ওরা ঠিক জানতো কি করে হকার আর পোলাস্কি ঠিক সময়ে ভুল জায়গায় থাকবে। এই ঘটনার আর কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। NOTAR-টাকে অনেক দূর থেকে উড়ে আসতে হয়েছে। তাই হকার আর পোলাস্কি কখন এই এলাকায় থাকবে তা NOTAR-এর পাইলটের খুব ভালভাবে জানা থাকতে হবে। যেকোনো

একপক্ষ দশ মিনিট আগে পিছে করলেই কেউ কারও দেখা পেতো না। কিন্তু ওদের হাতে দশ মিনিট সময়ও ছিলো না। পোলাস্কির ওয়াশিংটনের ফ্লাইট ধরতে তক্ষুণি না বের হলে দেরি হয়ে যেত। সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করা। শুধু সময়মত পোলাস্কির মেয়ের এক্সিডেন্টের খবর পৌঁছে দেয়া। সম্ভবত পোলাস্কির মেয়ের দুর্ঘটনার খবরটাও ভুয়া। তবে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য একেবারে ঠিক। তবে একটা সমস্যা থেকেই যায়, তা হলো ভালোভাবে খোঁজ নিতে পারলে এই ভুয়া খবর আর পাত্তা পায় না।

গত কয়েক বছরে হকার একটা জিনিস শিখেছে। তা হলো মানুষ যখন শয়তান হয়ে যায়, তা শয়তানের শয়তানিকেও হার মানায়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা এমন কাজ নেই যা করতে পারে না। একটা দাবার চাল দেয়ার লক্ষ্যে পুরো একটা পরিবারকে মেরে ফেলতে পারে।

দাঁতে দাঁত পিষে হকার কোদালটা পাশে সরিয়ে রাখলো। দুর্ঘটনা সত্যি হোক আর না হোক, পোলাস্কি নিজের মেয়ের জন্য চিন্তা করতে করতেই মারা গেছে। হতে পারে ওর মেয়েও মারা গেছে। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ দুভাবেই হকার এতে জড়িয়ে গেছে। নিজেকে খুব দোষী মনে হতে লাগলো ওর।

কবর খোঁড়া শেষ। বেশি গভীর না অবশ্য। হকার আস্তে পোলাস্কিকে তুলে সেখানে শুইয়ে দিলো। হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে মাটি দেয়া শুরু করলো। হঠাৎ পোলাস্কির মৃত্যুটা ওর উপর চেপে বসলো। ড্যানিয়েলির সাথে ওর তর্কবিতর্কের কথা মনে পড়লো। হকার নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলো যে ও চুপ থাকবে। হকার ভেবেছিলো ড্যানিয়েলি সবাইকে রক্ষা করতে পারবে। বিপদের কথা বলে খামোখা সবাইকে আতঙ্কিত করার দরকার নেই। আজ ওর নীরবতার কারণেই এতগুলো ঘটনা ঘটলো। পোলাস্কি মারা গেলো, হয়তো পোলাস্কির মেয়েও মারা গেছে। বাকি সবার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। এরা যেহেতু হকার আর পোলাস্কি কোন পথে উড়ে যাবে এটা জানে, তার মানে ওরা কোত্থেকে রওনা দিয়েছিলো সেটাও জানে। তার মানে হয়তো এতক্ষণে ওখানেও আক্রমণ করেছে।

'খোদা, রক্ষা করো।' পোলাস্কির কবরে মাটি ঢালতে ঢালতে বিড়বিড় করে বললো হকার। তারপর চুপচাপ পোলাস্কির সারা দেহ মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো।

নিজেকে কেমন অনুভূতিশূন্য লাগছে ওর। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে মাটিগুলো সমান করে দিলো। তারপর মনে মনে প্রার্থনা করলো পোলাস্কির জন্য। '*প্রভু বললেন, কে কষ্টে আছো? কার কাঁধে ভীষণ বোঝা? আমার কাছে এসো। আমি শান্তি দেবো।*' বাইবেলের এই লাইনগুলো ও প্রায়ই মনে মনে আওড়ায়। ওর আর পোলাস্কির এই পরিস্থিতির জন্য একেবারে মানানসই।

তারপর আরো একবার মাটি সমান করতে করতে বলতে লাগলো, 'শান্তিতে ঘুমাও, পোলাস্কি।'

তারপর উঠে দাঁড়ালো। হুকারের সামনে এখন আরো বড় কাজ পড়ে আছে। ওর বন্ধুদেরকে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু কীভাবে?

সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি হলো, নদীর ধার ধরে সোজা পূর্ব দিকে চলে যাওয়া। কোনো না কোনো ট্রলার চোখে পড়বেই। তাহলেই রেডিওতে একটা কল করতে পারবে NRI-র কাউকে। মুর, গিবস বা এই অপারেশন সম্পর্কে জানে এমন কাউকে জানালেই ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হলো, ভাগ্যটা সবচেয়ে ভালো হলেও এক সপ্তাহের আগে ওর কোনো ট্রলার খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর জানানোর পর সব রেডি করে লোকজন পাঠাতেও আরো এক সপ্তাহ লেগে যাবে।

এত সময় হাতে নেই। ততদিনে চিড়িয়া ভাগবে। আর NRI-র সদস্যরা সব গুম বা নিহত হয়ে পড়ে থাকবে। কে জানে, এতক্ষণে হয়তো মরেও যেতে পারে। ম্যাককার্টার আর সুসানের কথা মনে পড়লো ওর। কুলিগুলো মাত্র দিনে একশো টাকার জন্য ওদের সাথে এসেছিলো। ড্যানিয়েলির কথাও মনে পড়লো ওর।

হঠাৎ মনের মধ্যে কেমন একটা রাগ আর অপরাধবোধ একসাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা পরীক্ষা করলো। তারপর জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরলো। যেদিক থেকে এসেছিলো, সেদিকেই ফিরে যাচ্ছে আবার। এই নরকের কুকুরগুলোর মাঝে ওর বন্ধুদেরকে রেখে ও যাবে না, কারণ এই দশার পেছনে ওর ভূমিকাও কম নয়। হেঁটে হেঁটেই আবার ও ফাঁকা চত্বরটায় যাবে। এতে হয়তো ও বহুবছর ধরে যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেই যুদ্ধ আর রক্তপাতই আবার হবে। তবে কিছুই করার নেই। এটা আর এড়ানোর উপায় নেই। মনের ভেতরের কালো ছায়াগুলো আবারো উঁকি দিচ্ছে। হয় ও চত্বরে ফিরে গিয়ে ওর বন্ধুদের উদ্ধার করবে, নয়তো ওদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে একে একে খুন করবে।

অধ্যায় : ২৯

দেখতে দেখতে কফম্যানের লোকেরা চত্বরটাকে একটা যুদ্ধ ক্যাম্প বানিয়ে ফেললো। এখানে সেখানে গর্ত, বাঙ্কার, অস্ত্রের ঝুড়ি, গোলাবারুদের বক্স। এদিকে ল্যাঙ তার আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা সেরে ফেলেছে। তাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, মন্দিরের নিচেই একটা গুহা আছে আর একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে এটা মাটির উপরে উন্মুক্ত। বেদির পিছনের ঐ কূপটা না, বরং একটা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তার মতো সুড়ঙ্গটা। আর এর মুখটা ধরা পড়লো বেদিঘরেই। কূপের খোলা মুখের ঠিক পরেই। ভালো করে নজর বুলাতেই কূপের দেয়ালের দুটো পাথরের মাঝের চিড়টা ধরা পড়লো। কফম্যানের লোকেরা কপিকল ব্যবহার করে কয়েক ইঞ্চি তুলতে পারলো কিন্তু তার পরই কিছু একটাতে আটকে গেলো।

ল্যাঙ পাথরটার নিচে একটা দুফুট বাই চারফুট কাঠের তক্তা গুঁজে পাথরটা আটকে দিলো। তারপর ফাঁকা জায়গায় একটা অস্থায়ী ব্রিজ বানিয়ে ফেললো। হামাগুড়ি দিয়ে ওটার উপর উঠে নিচে আলো ফেলে দেখতে লাগলো।

সুড়ঙ্গটা বেশি প্রশস্ত না, পাঁচ ফুট মতো লম্বা কিন্তু ব্যাস মানুষের কাঁধের চেয়ে বেশি হবে না। ঢালু হয়ে নেমে গেছে। নিচে একটা কপিকল আর তাতে ঝোলানোর জন্য পাথর টাথর, এইসব হাবিজাবি দেখা গেলো। তবে এগুলোতে বাঁধা দড়িগুলো বহু আগেই নষ্ট হয়ে পচে গেছে।

কয়েক মিনিট পর আবার ল্যাঙকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দেখা গেলো। তবে এবার সাথে সুসান ব্রিগস আর চারজন লোক। পা টিপে টিপে ওরা নামতে লাগলো। প্রতিটা ধাপ আগের ধাপের চেয়ে বেশি ঢালু বলে মনে হচ্ছে। নিচে কিভাবে পৌঁছাবে, কে জানে! ল্যাঙের দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। সত্য কথা হলো, এই ফালতু কাজটা করা শুরুর পর থেকেই ওর এরকম লাগে। বহু বছর ধরেই ও কফম্যানের হয়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টে কাজ করছে। ও জানে, কফম্যান বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু এবার যা হলো, তা ও কখনো কল্পনাও করেনি। গুলি করে মানুষ মারা, জিম্মি রাখা— এসব আগে কখনোই হয়নি। ল্যাঙ নিজেও লোভী, নৈতিকতার কোনো বালাই

ওর মধ্যে নেই। কিন্তু এতটা নিচে ও কখনো নামতে পারবে না। কিন্তু ওর কি-ই বা করার আছে? ও যদি কাজটা ছেড়ে দেয়, তাহলে ফলাফল ভালো হবে না। চারিপাশে জঙ্গল, অস্ত্রহাতে খুনেরা কিলবিল করছে। এর মধ্যে কফম্যানের সাথে টেক্কা দেয়ার চিন্তা স্রেফ পাগলামি। ল্যাঙ বাস্তববাদী, ও জানে টিকে থাকতে হলে কি করতে হয়। আর এই মুহূর্তে বেঁচে থাকতে হলে কফম্যানের কথামতো চলতে হবে। দেশে ফেরার পর দরকার মনে হলে কিছু করা যাবে। কিন্তু আপাতত এই জঙ্গলে লাশ হয়ে পড়ে থাকার পরিকল্পনা ল্যাঙের নেই।

ও সুসানের দিকে ঘুরে বললো, 'আর কতদূর?'

সুসান ফাঁকা চোখে গ্যাস মাস্কের ভেতর দিয়ে ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি কিভাবে বলব?' বোকার মত হয়ে গেছে প্রশ্নটা। সুসান আসলেই জানে না। ল্যাঙ সুসানের সাথে কথাই বা বলছে কেন? আবার নামতে লাগলো ধরে ধরে। ইতোমধ্যে পা জ্বলা শুরু হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর একটা খোলা জায়গায় নেমে আসলো ওরা। জায়গাটা একটা বিশাল ঘর। নিচ থেকে ছাদ দেখা যায় না। এক কোণা দিয়ে আরেক কোণাও দেখা দুষ্কর। শব্দ করলেই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। দেখে অনেকটা অন্ধকার স্টেডিয়ামের মতো লাগছে। সবাই ভয় মিশ্রিত স্বরে ফিসফিস করে হাতের আলোগুলো চারিদিকে ফেলে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দেয়ালগুলো এতো দূরে যে আলো সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে ফিকে হয়ে গেলো।

ওরা এখন মন্দিরের ঠিক নিচে। ওদের সামনেই একটা ছোট্ট পুকুর মতো জলা। পুকুর না ঠিক, দিঘি বলাই ভালো। স্থির স্বচ্ছ পানি তাতে। দিঘিটা কমপক্ষে পাঁচশো গজ লম্বা। গুহার দুপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ওটার পরে আরো কিছু দূর পর্যন্ত ঘরটা বিস্তৃত।

ল্যাঙ কোমরের বেল্ট থেকে ELF রেডিওটা তুলে নিলো। ELF মানে Extreme low frequency (অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ)। আদর্শ তরঙ্গের চেয়ে এটা কার্যকর। নৌবাহিনীতে ডুবোজাহাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় এ ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। হাজার ফুট পানির নিচেও যোগাযোগে কোনো সমস্যা হয় না। ল্যাঙ আর কফম্যানেরও তাই ধারণা পাথরের ভেতর দিয়েও এটা সংকেত পাঠাতে পারবে।

ল্যাঙ রেডিওটা মুখের কাছে ধরে বলা শুরু করলো, 'আমরা গুহামুখে পৌঁছে গেছি। এখানে বিশাল বড় একটা দিঘি আছে।'

কফম্যানের কথা কেমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসতে লাগলো, 'বুঝতে পেরেছি... অনেক বড়...পানি...ভরা...'

'ঠিক ধরেছেন,' ল্যাঙ বললো।

কিন্তু ওপাশ থেকে আর সাড়া নেই। কফম্যান কি ওর কথা শুনতে পেয়েছে নাকি পায়নি বোঝা গেলো না। ব্যাপার না। ওরা আপাতত জায়গাটা একটু ঘুরে দেখবে তারপর ফিরে যাবে।

আগের মতোই ল্যাঙ ভিডিও করা শুরু করলো। সাথে টর্চলাইট দিয়ে পরীক্ষা তো আছেই। এবার অবশ্য আরো কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে কি কি পরীক্ষা করলো। কিন্তু তেমন কিছুই পেলো না। ও দিঘিটার দিকে নজর দিলো, পানির শেষ মাথায় কেমন একটা উঁচুমত জায়গা দেখা যাচ্ছে। ও পর্যন্ত আলো ঠিকভাবে পৌছায় না। তবে জায়গাটাকে সমতল বলেই মনে হচ্ছে। গুহার বাকি সব জায়গা এবড়ো-খেবড়ো।

'আমাদেরকে দিঘিটা পার হতে হবে। রাস্তা পাওয়া না গেলে নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে।' ল্যাঙ বললো

বাকিদেরকে।

একটু খুঁজতেই দিঘির ডান ধার ঘেঁষে একটা রাস্তা পাওয়া গেলো। শুরুতে পানির ধার ঘেঁষে ওরা এগুতে লাগলো, কিন্তু কিছুদূর পরেই দেখা গেলো সেদিকে চুন জমে জমে শক্ত দাঁড়ার মতো হয়ে আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে বিশাল মাশরুমের মতো দেখতে কিছু জিনিস। ফলে ওরা পানির দিক ছেড়ে দেয়াল ঘেঁষে এগুতে লাগলো। কিছুদূর পর আবার ওদের পানির দিকে সরে আসতে হলো, কারণ রাস্তাটা খুবই সরু হয়ে গেছে। শুধু কোনোমতে পা রাখা যায় এমন। শেষমেষ পাড়ের কাছাকাছি এসে রাস্তাটা আবার প্রশস্ত হলো। পাড়টা আসলে মানুষ নির্মিত একটা বাঁধ। বাঁধের ডান দিকে ছোট ছোট কিছু জলাধার। দেখে অনেকটা মৌচাকের মতো লাগে। আর বাম পাশে দিঘি।

ল্যাঙ ভিডিও করতে করতে বললো, 'মোট সাতটা ডোবা।'

গোলাকার ডোবাগুলোর ব্যাস দশ ফুটের মতো হবে। একটা আরেকটা থেকে দেয়াল তুলে আলাদা করা। এগুলোর উচ্চতাও বাঁধটার সমানই। আর সবকটিতে পানির উচ্চতা সমান। তবে দিঘির পানির চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি। তার মানে এগুলোর নিজেদের ভেতরে পানি চলাচল করার জন্য সংযোগ থাকলেও দিঘির সাথে এগুলোর কোনো সংযোগ নেই। ঘুরে ঘুরে ল্যাঙ সেসব ভিডিও করতে লাগলো। তারপর ভিডিও নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো, 'এটা বিশেষ কোনো স্থাপনা হবে, বাঁধ আর এগুলো একই ধরনের পাথরে তৈরি করা। পাথরগুলো মসৃণ, অনেকটা সিরামিকের মতো। আগ্নেয়গিরি থেকে প্রাপ্ত সম্ভবত। কিন্তু এগুলোর কাজ কি, তা বোঝা যাচ্ছে না।'

সাথে আসা লোকগুলোর একজন ল্যাঙের কথা শুনে হেসে দিলো, তারপর সাথের আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাথটাব!'

শুনে অন্যরাও হেসে দিলো। ল্যাঙ ততক্ষণে আরেকটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছে। জায়গাটা ফাঁকা, সমতল। বোঝাই যাচ্ছে জায়গাটা সমতল ছিলো না, করা হয়েছে।

'আমাদেরকে ওখানে যেতে হবে।' সেদিকে আঙুল তুলে বললো ল্যাঙ।

লোকগুলোকে রেখে শুধু সুসান আর ল্যাঙ জায়গাটার দিকে এগুলো। কিন্তু একজন বাঁধা দিলো। 'দাঁড়ান, এখানে কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে।'

লোকটা তার ফ্লাশলাইট একটা ডোবার দিকে ধরে রেখেছে।

'কি?' ল্যাঙ জিজ্ঞাসা করলো। নিশ্চিত লোকটা ভুল দেখেছে।

'চকচকে কিছু একটা জিনিস। আমার লাইট প্রতিফলিত হয়েছে।'

আরেকজন লোক সামনে এগিয়ে এসে জার্মান ভাষায় বললো, 'মুনজেন! গোল্ড মুনজেন!' এর মানে হলো

স্বর্ণমুদ্রা।

ল্যাঙ ব্যাখ্যার আশায় সুসানের দিকে তাকালো।

সুসান বললো, 'মায়ানরা প্রায়ই এরকম কুয়ার ভেতর জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতো, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া আর কি। মেক্সিকোর কুয়াগুলোও এরকম বলির জিনিসপত্র দিয়ে ভরা। তবে ওগুলো অনেক গভীর আর প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি। এরকম ছোট ছোট মানুষের বানানো ডোবা না।'

'কি ধরনের জিনিস এরা বলি দেয়?' লোকগুলোর একজন জিজ্ঞেস করলো।

ল্যাঙ জবাব দিতে গেলো কিন্তু তার আগেই সুসান জবাব দেয়া শুরু করল, 'গহনাপত্র, থালাবাটিই দিতো বেশিরভাগ সময়, তবে মানুষও দিতো।'

'স্বর্ণ দিতো না?'

'মায়ানদের খুব বেশি সোনাদানা ছিলো না।'

সৈন্য দুজন মুখ টিপে হাসলো। প্রথমজন বললো, 'আমি নিশ্চিত এগুলো সোনা। আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই।'

অন্য দুজন সৈন্যও বাকি ডোবাগুলো খুঁজতে লাগলো। যেন নিজের ভাগের দখল নেবে। ল্যাঙ কাঁধ ঝাঁকালো। ও আর কফম্যানও তো আরো দামি কিছুর লোভেই এখানে এসেছে। এরা তাহলে একটু স্বর্ণের লোভে এমন করলেই ক্ষতিই বা কি! ও নিজেও কাছ থেকে একবার দেখতে চাইলো। তাই একেবারে শেষ প্রান্তের একটা ডোবার দিকে এগিয়ে গেলো। সৈন্যরা উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করেছে। যে সর্বপ্রথম প্রতিফলনটা দেখতে পেয়েছিলো, সে ততক্ষণে জামাকাপড় খুলে ফেলেছে।

'আমি নামছি।'

লোকটা অন্তর্বাস পর্যন্ত খুলে ফেলেছে। সুসান লজ্জায় লাল হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ল্যাঙ একবার ভাবলো ভিডিও করবে কিনা। তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'শালার ইউরোপিয়ান!'

নগ্ন লোকটা ডোবার প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত সোজা তুলে ধরলো। যেন হাঁসের মতো ঝাঁপ দেবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে তার সিদ্ধান্ত বদল করলো। আর ওর বন্ধুরা হতাশ হয়ে হৈ হৈ শুরু করলো।

লোকটা বললো, 'কেমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।'

ল্যাঙ আবার নিজের সামনের ডোবাটার দিকে নজর দিলো। ফ্লাশলাইট সেদিকে ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু তেমন কিছু দেখা গেলো না। ধাতব কিছু তো না-ই। ভিডিও ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে আবার ডোবাটার দিকে ফেললো। এটার লাইট ওর ফ্লাশলাইটের চেয়ে শক্তিশালী। সৈন্যটা আবার লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। ল্যাঙ পাত্তা দিলো না। ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিলো। এক মুহূর্তের জন্য পানিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি আলো সরিয়ে চোখ সরিয়ে নিলো পানি থেকে।

ওদিকে সৈন্যটাকে লাফ দেয়ার জন্য সবাই উৎসাহ দিয়েই যাচ্ছে। ল্যাঙ ওর লেন্স ঠিকঠাক করে আবার তাকালো। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু বুদবুদ বাদে কিছু দেখা গেলো না। কোকের বোতল খুললে যেরকম বের হয় সেরকম। হঠাৎ 'ঝপাৎ' শব্দে ও মুখ তুলে তাকালো। শেষ পর্যন্ত সৈন্যটা লাফ দিয়েছে। নাক চেপে ধরে প্রথমে পা দিয়ে লাফিয়েছে ও। অন্যরা উল্লাসধ্বনি দিয়ে উঠলো। লোকটা প্রথমে ডুবে গেলো, এক সেকেন্ড পরেই মাথা তুলে মুখ থেকে একগাদা তরল উগরে দিয়ে ভয়ানকভাবে চিৎকার করে উঠলো।

প্রথমে সবাই হেসে উঠলো। সবাই ভেবেছে ঠাণ্ডার জন্য বোধহয় এরকম করছে। কিন্তু একটু পরেও চিৎকার থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। উল্টো লোকটা পাগলের মতো পানি হাতড়ে দেয়াল খুঁজতে লাগলো। চোখ বন্ধ। ওর বন্ধুদের হাসি মাঝপথেই থেমে গেলো। কি করবে বুঝতে পারছে না। যখন বুঝলো আসলেই কিছু একটা হয়েছে, ওকে ধরার জন্য দৌড়ে গেলো। লোকটা দেয়ালের কাছেই পৌছে গেছে। ধরে উপরে উঠতে চাইলো কিন্তু দেয়াল মসৃণ হওয়ায় হাত পিছলে গেলো। অন্যরা দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে টান দিলো কিন্তু আবারো পিছলে পানিতে পড়ে গেলো, আর আগের চেয়েও জোরে কাঁপতে আর চিৎকার করতে লাগলো।

'কি হয়েছে উনার?' সুসান আতঙ্কিত চোখে জিজ্ঞাসা করলো।

সৈন্যরা তার কোনো জবাব দিলো না। একজন পানিতে ঝুঁকে লোকটার চুল ধরে টেনে কিনারে নিয়ে এলো, তারপর অন্যরা শক্ত করে ধরে টেনে উঠিয়ে বাঁধটার উপর শুইয়ে দিলো। শুয়ে শুয়েও লোকটা খিঁচুনি দিতে লাগলো। চিৎকার করার শক্তি আর নেই।

এবার ওর বন্ধুরা আতঙ্কিত চোখে ওকে ছেড়ে দূরে সরে গেলো। লোকটার চামড়া, মাংস গলে গলে পড়ছে। চোখের সামনে পুরো শরীর ফোস্কায় ভরে গেলো। পা আর কোমর থেকে রক্ত মাখা ফেনা চুইয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের নিজেদের শরীরেও জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে আতঙ্কিত চিৎকার আর ছুটোছুটি শুরু হলো। কাপড়ে হাত মুছে জ্বলুনি কমাতে চাইছে। একজন একটা পানির বোতল হাতে তুলে নিয়ে জার্মান ভাষায় চিৎকার করলো, 'ওয়াসার!' অন্যরাও দ্রুত পানি দিয়ে হাতের তরলটা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। লোকগুলো পাগলের মতো হাত ডলতে ডলতে একদিকে সরে গেলো। সুসান প্রথমবারের মতো লোকটাকে দেখতে পেলো। দেখেই বমি পেলো। মনে হলো ভেতর থেকে নাড়িভূড়ি সব বের হয়ে আসবে। হাঁটু গেড়ে বসে ওয়াক ওয়াক করতে লাগলো। ব্যস্ত হাতে মুখের মাস্ক টেনে খুলতে খুলতে স্মরণ হলো, ম্যাককার্টার একটা এসিডের ডোবার কথা বলেছিলেন। ওর খেয়াল ছিলো না। আর এটা যে সেটা হতে পারে, একথা ওর ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসেনি।

ষাট ফুট দূরেই ল্যাঙ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্যটা বাঁধটার উপর ক্রমাগত খিঁচেই চলেছে, যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। জিহবা ফুলে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর বন্ধুরা একবার ওর দিকে এগুচ্ছে, আবার ভয়ে পিছিয়ে আসছে। একজন রাইফেল তুলে নিয়ে তাক করলো। এতো কষ্ট পাওয়ার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু আরেকজন বাঁধা দিলো। খিঁচুনি কমে গেছে।

খিঁচুনি পুরো থামার পর ল্যাঙ ওর চোখ বন্ধ করার শক্তি ফিরে পেলো। একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে আবার চোখজোড়া খুললো। দৃষ্টি পাশের শান্ত, ঘন কালো জলের দিকে। তবে এবার বুদবুদের সারির পাশেই আরো একটা জিনিস চোখে পড়লো ওর। সোনালি না, কেমন সবুজ জিনিসটা। একটা ছোট সবুজ চাকতি। না না, দুটো। দুটো সবুজ চোখ!

অধ্যায় : ৩০

পানি থেকে একটা কালো অবয়ব ছোবল দিলো। ওটার আঘাতে ল্যাঙ পিছন দিকে ছিটকে পড়লো। হাত থেকে ক্যামেরা উড়ে গেলো আরেকদিকে। পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ে ক্যামেরা আর ফ্লাডলাইট দুটোই চুরমার হয়ে গেলো। আর বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের নীল আলোয় গুহার ভেতরটা আলোকিত হয়ে গেলো। অন্যরাও সেদিকে ঘুরলো। গুহার মৃদু আলোয় দেখা গেলো ল্যাঙের উপর একটা কালো আকৃতি। জিনিসটা ল্যাঙকে চেপে ধরে নিজের মাথা নাড়ছে। যেন ঠোকর দেয়ার জায়গা খুঁজছে। ল্যাঙ জিনিসটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতেই জিনিসটা একটু থামলো, তারপর এক কামড়ে ল্যাঙকে পুরো দুই ভাগ করে ফেললো। ল্যাঙের আর্তচিৎকার মাঝপথেই থেমে গেলো। তারপরই জন্তুটা ল্যাঙের শরীরের উপরের অংশ হতভম্ব সৈন্যদলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু কারো নড়ার লক্ষণ নেই।

জন্তুটা এবার ওদের দিকে এগুতেই সবার সম্বিত ফিরলো। ত্রস্ত হাতে মাত্রই নামিয়ে রাখা অস্ত্রগুলো আবার তুলে নিলো হাতে। ওদের এলোপাতাড়ি গুলির কোনোটা জন্তুটার গায়ে লাগলো কিনা বোঝা গেলো না। তবে ওটা ঠিকই একজন সৈন্যকে আক্রমণ করে বসলো। কামড়ে ধরে সোজা দিঘির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। তারপর পানির নিচে তলিয়ে গেলো। লোকটার বেল্টের লাইটের আলো আস্তে আস্তে গভীরে যেতে যেতে একসময় নিভে গেলো। বাকি দুজন সেদিকে গুলি করলো এক পশলা। কিন্তু জন্তু বা লোকটার কাউকেই আর দেখা গেলো না। শুধু পানির উপর কিছু রক্তাক্ত বুদবুদ ভেসে উঠলো। পানির ধারের সৈন্যটা পিছিয়ে গিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলো, 'জিনিসটা কি মরেছে?'

অন্য সৈন্যটাও পানিতে এক নজর দেখে মাথা নাড়লো। জিনিসটা মরেনি, কিন্তু তাদের সহযোদ্ধা আর নেই। সে আর একবার সাতটা ডোবা আর ল্যাঙের আধখানা শরীরের দিকে তাকালো।

ব্যস! আর সহ্য হলো না ওর। পড়িমড়ি করে যে পথে এসেছিলো সে পথে দিলো দৌড়। যে করেই হোক, এখান থেকে বেরুতে হবে। ওর চোখ একবার সামনের রাস্তা, একবার দিঘির অপর প্রান্তের বের হওয়ার পথ,

আরেকবার দিঘির পানিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অপরজন ওকে চিৎকার করে থামতে বললো, কিন্তু কে শোনে কার কথা। লোকটা দৌড়াতেই লাগলো। সামনে যত পাথরের খণ্ড পড়ছিলো, একজন দক্ষ হার্ডলারের মতোই পেরিয়ে গেলো সব। শেষমেষ হয়তো বের হওয়ার সুড়ঙ্গটার কাছে পৌঁছেও যেতো কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে পানিতে একটা আলোড়ন ওর দিকে আসতে দেখা গেলো। দিঘির শেষ প্রান্তের কাছেই পানির ঢেউ সৈন্যটার কাছে পৌঁছে গেলো আর জন্তুটা আবারো পানি থেকে ছোবল দিলো। এক লাফে ওটা সৈন্যটাকে গুহার দেয়ালে আছড়ে ফেলে পা কামড়ে ধরে পানিতে টেনে নামিয়ে নিলো। ঠিক কুমির যেভাবে মহিষকে পানিতে টেনে নামায়। তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেলো। তারপর শুধু পানিতে জন্তুটার ঝাঁপাঝাঁপির শব্দ শোনা যেতে থাকলো, সৈন্যটার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে।

বাকি থাকলো শুধু সুসান ব্রিগস আর একজন সৈন্য। ওরা এখনও বাঁধের কিনারেই দাঁড়িয়ে আছে। সুসান হাঁটু ভেঙ্গে বসে হাঁপাচ্ছে। হাঁপানির টান উঠেছে ওর। সৈন্যটা ল্যাঙের শরীরের অর্ধেক থেকে রক্তাক্ত ELF রেডিওটা তুলে নিলো। চিৎকার করে রেডিওতে বলতে লাগলো, 'এখানে মারাত্মক সমস্যা হয়েছে। সাহায্য দরকার।'

কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। কিন্তু সৈন্যটা বারবার চেষ্টা করেই গেলো। কথা বলার সুইচটা সর্বশক্তি দিয়ে চাপতে লাগলো যেন এমন করলে ওর কথাগুলো ভালোভাবে পৌঁছাবে।

'ল্যাঙ মরে গেছে। শুধু আমি আর মেয়েটা বেঁচে আছি। একটা জানোয়ার আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। আমাদেরকে বাঁচান।'

তাও কোনো জবাব এলো না। চেষ্টা করে লাভ নেই। ওরা মাটির অনেক গভীরে। এত নিচ থেকে উপরে সিগন্যাল পৌঁছাবে না।

সৈন্যটা কথা বলা বন্ধ করে নিজের ফ্লাশলাইট বন্ধ করে দিলো। তারপর বাঁধটা থেকে সরে গেলো পিছনে। সুসান যেখানে হাঁপাচ্ছে, সেখানে। ওখান থেকে জায়গাটা আরেকবার জরিপ করলো। ল্যাঙের ফ্লাশলাইটটা থেকে বেরুনো আলোয় চারপাশ কেমন ভূতুড়ে ঠেকছে। লেকের ধারে দেখা গেলো পানি থেকে একটা অবয়ব ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। এদিকে সুসান ক্রমাগত কেশেই যাচ্ছে। বিপদ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। সৈন্যটা ঠিক করলো জন্তুটা মেয়েটাকে আক্রমণ করলেই ও গুলি করবে। রেডিওটা দু পায়ের ফাঁকে মাটিতে নামিয়ে রেখে দুহাতে রাইফেলটা চেপে ধরলো ও।

আবছা আলোয় ছিপছিপে, হাড্ডিসার জানোয়ারটা সুসানকে তাকিয়ে দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর মাটিতে পেট ঘষড়ে ঘষড়ে সামনে এগুতে লাগলো। ওটার লম্বা লম্বা পাগুলো কেমন এলোমেলোভাবে পড়ছে মাটিতে। প্রতি পদে ধারালো

নখরগুলো পাথরে শব্দ করছে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে ওটা। কিছুদূর এগিয়ে থেমে পড়লো, এক পা মেঝেতে ছুঁইয়ে আবার তুলে নিলো, যেন মেঝে গরম হয়ে গেছে। তারপর ঝুঁকে জায়গাটা শুঁকলো কিছুক্ষণ। তারপর জায়গাটা ঘুরে আরেকদিক দিয়ে আসতে লাগলো।

এক মুহূর্ত পর জন্তুটা আবার থামলো। সুসান কোনোভাবে ওর কাশি থামাতে পেরেছে। চারপাশ হঠাৎ নীরব হয়ে যাওয়ায় সম্ভবত জন্তুটা একটু থমকে গেছে। একটু উঁচু হলো, তারপর এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে সুসানের কাছাকাছি আসতেই সৈন্যটা দাঁতে দাঁত চাপলো। সুসান জন্তুটার দিকে পিছনে ফিরে আছে। জন্তুটা আক্রমণ করলে দেখতে পাবে না। সৈন্যটা ওর রাইফেল তুললো। এত কাছ থেকে মিস করবে না।

'... তোম...আছ?...কি...য়েছে?'

সৈন্যটা নিজের পায়ের দিকে তাকালো। রেডিওটা খড়খড় করছে। তারপর আবার চুপ হয়ে গেছে। আবার উপরে তাকাতেই জন্তুটা ওকে আঘাত করলো। দাঁত আর নখের একটা ঝলকানি দেখা গেলো, আর ওর নিজের রক্তেই মুখ, মাথা সব ভিজে গেলো। জন্তুটা সৈন্যটাকে ঝটকা মেরে একপাশে ফেলে দিলো, পায়ের আঘাতে রেডিওটা উড়ে গিয়ে পড়লো কোথাও। রাইফেল পড়ে গেছে আগেই, সৈন্যটা নিজের ছুরি তুলে নিলো হাতে। তারপর সোজা উপর দিকে চালিয়ে দিলো। কিন্তু মনে হলো ছুরিটা একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে ফিরে এলো। ও জন্তুটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু ততক্ষণে জন্তুটা ওর পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলেছে। তারপর ওকে আরো কাছে টেনে এনে গলায় দাঁত বসিয়ে দিলো। সৈন্যটার মুখ হা হয়ে গেলো– যেন চিৎকার করবে।

সুসান আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। জন্তুটা সৈন্যটার নিষ্প্রাণ দেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অবাক করা ব্যাপার হলো, এটা লাশটার আর কোনো ক্ষতি করলো না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাশটা দেখতে লাগলো। শুধু ওর চোয়াল একবার খুলতে আর বন্ধ করতে লাগলো। আবছা আলোয় ওর হাড্ডিসার দেহ চকচক করছে। লাশটাকে একবার শুঁকলো। জিনিসটার ঘাড়ের কাছে কিছু ছোট, খাড়া লোম পিছন দিকে ঢেউ খেলছে, বাতাসে নলখাগড়া যেমন দোলে তেমন। গলা থেকে কেমন ঘড়ঘড় একটা শব্দ করলো জন্তুটা, তারপর ওর লেজটা মাথার উপর তুলে ধরলো, ঠিক একটা বিচ্ছুর মতো। তারপর মাথাটা নিচু করে এক অপার্থিব সুরে কান্না শুরু করলো।

আরো প্রায় আধঘণ্টা পর সাহায্য পৌছালো। ভাড়াটে সৈন্যদলের প্রধান তার ছয়জন লোক নিয়ে নেমে আসলো নিচে। উপরে রয়ে গেছে আর ছয়জন। পুরো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই ওরা এসেছিলো, কিন্তু নিচে নেমে যুদ্ধ করার মতো

কিছু পেলো না। একজন মাত্র লোক ওরা খুঁজে পেলো, কিন্তু সে সাহায্যের ঊর্ধ্বে চলে গেছে ততক্ষণে।

একজন সৈন্য ঝুঁকে লাশটা পরীক্ষা করলো। সালফারের কড়া গন্ধ লাগলো নাকে। এসিড তখনো লাশটা পুড়িয়েই চলেছে। ওখান থেকে রক্তের একটা ধারা নেমে গেছে পাশের ডোবায়। লোকটা লাশটার ছেঁড়া শার্টটা তুলে নিয়ে ওটার মধ্যে ফেললো। মুহূর্তের মধ্যে পানিতে ফেনা জমে গেলো, আর শার্টের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেলো।

'এটা পানি না, এসিড।' বললো বাকিদের।

আরেকজন বললো, 'মনে হয় মেয়েটা ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো।'

'তাহলে বাকিদের কি হয়েছে?' আরেকজন জানতে চাইলো।

দলের প্রধান গুহার চারপাশে আলো ফেলে দেখতে লাগলো। ল্যাঙের ভিডিও ক্যামেরা আর দুটো হাড্ডি-মাংসের স্তূপ আবিষ্কৃত হলো। এ দুটোর গায়ে কোনো এসিডের গন্ধ নেই। তবে আশেপাশে রক্তমাখা পায়ের ছাপ দেখা গেলো। দুই কাঁটাওয়ালা একটা ছাপ। একটা লাশ থেকে আরেকটা লাশের দিকে চলে গেছে। সেগুলো পরীক্ষা করতে করতেই হঠাৎ গুহা চিরে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেলো। সৈন্যরা জায়গায় জমে গেলো। আওয়াজটা কোনো শিকারি প্রাণীর, সবাই ঝটপট বন্দুক তুললো। প্রধান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, 'ফিরে চলো।'

'বাকিদের কি হবে? আর মেয়েটা?' একজন মনে করিয়ে দিলো। দুজন সৈন্যের লাশ উদ্ধার হয়নি।

দলপতি রক্তের রেখাটা পার হতে হতে বললো, 'ওদেরকে আর পাওয়া যাবে না। পেলেও জ্যান্ত অবস্থায় না।'

তারপর সোজা বের হওয়ার রাস্তাটার দিকে এগিয়ে গেলো।

সৈন্যদলের ফেরার অপেক্ষায় কফম্যান মন্দিরের ছাদে বসে আছেন। প্রতি মুহূর্তে টেনশন বেড়ে চলেছে তার।

ডেভারস তার দিকে এগিয়ে গেলো, 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিলো।'

'এখন না।' কফম্যান কড়া গলায় বললেন।

ডেভারসও ক্ষেপে গেলো, 'কখন তাহলে? আপনি বলেছিলেন ক্যাম্প দখল করেই আপনি আমাকে এখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। একেবারে প্রথম ফ্লাইটেই পাঠাবেন বলেছিলেন। আপনার হেলিকপ্টার তো চলে গেছে। আমাকে যেতে দিলেন না কেন?'

'পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল হয়েছে। আদিবাসীরা আবার আক্রমণ করতে পারে। আর সেজন্য তোমাকে আমার দরকার হবে।' কফম্যান জানালেন।

'আসুক। ওরা যখন আসবে, আমি তখন এখানে থাকতে চাই না।' একটু বেশিই জোরে বলে ফেললো ডেভারস।

কফম্যান উঠে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষুতে ডেভারসের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাতেও ডেভারস থামলো না, 'আর এরকম তো হবার কথা ছিলো না। আপনি বলেছিলেন, কারও গায়ে ফুলের টোকাও লাগবে না।'

কফম্যানের মন চাইছিলো উনার একজন লোককে ডেকে এনে ডেভারসকে আচ্ছামত পিটিয়ে একটা শিক্ষা দিতে। কিন্তু ভেবে দেখলেন, লোকটাকে আরো বেশি বেজার করার চাইতে বাস্তবতা দেখিয়ে দেয়াই ভালো। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কফম্যান বললেন, 'নিজের পায়ে কুড়াল মারার চেষ্টা কোরো না ডেভারস। আমি তোমার মালিক। তোমাকে যা বলবো, তুমি তা-ই করবে। তুমি শুধু আমার কাছ থেকে ঘুষই খাওনি, এখন তুমি কয়েকটা খুন করার জন্যও দায়ী। দুইদল অস্ত্রধারী লোক যখন একই জিনিসের পেছনে লাগে, তখন কি হয় বলে তোমার মনে হয়? একদল আরেকদলকে চুমু খায়?'

ডেভারস চুপ মেরে গেলো। ডেভারসের সাথে প্রথম দেখা হবার পর থেকে কফম্যান এই প্রথম তাকে চুপ থাকতে দেখলেন।

'এসব আমার কাজের মধ্যে পড়ে না। আমার কাজ ছিলো শুধু তথ্য সরবরাহ।' ডেভারস বললো।

কফম্যান ওর চিন্তাভাবনা ধরতে পারলেন। এটা নতুন কিছু না। যেন সামান্য বিশ্বাসঘাতকতা বড় কোনো বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে কম অপরাধ।

'এক টাকা ঘুষ খাওয়া যা, একশো টাকাও তা।' কফম্যান বললেন।

ডেভারস তার দিকে তাকিয়েই রইল।

'এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, না ডাকলে আর আসবে না।'

ডেভারস মাথা নিচু করে সরে যেতেই ভাড়াটে সৈন্যদলের দেখা পাওয়া গেলো।

'ল্যাঙ কোথায়? বাকি সবাই?' কাছে আসতেই কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাই মারা গেছে। কোনো এক জানোয়ারের আক্রমণে। আপনি যে জানোয়ারের কথা বলেছিলেন, ওটা সত্যিই আছে। এই গুহাতেই থাকে। আমি ডাক শুনেছি।' দলপ্রধান জানালো।

কফম্যান আগেই সৈন্যদের ডিক্সনের বলা জানোয়ারটার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। তবে উনার বেশি চিন্তা ছিলো আদিবাসীদের নিয়ে।

'তুমি শিওর?' জিজ্ঞেস করলেন।

'দুই দাঁড়ওয়ালা নখের রক্তমাখা ছাপ দেখেছি আমি।' প্রধান জানালো।

'ডিক্সন এগুলো বনে দেখেছিলো, মন্দিরে না,' কফম্যান বললেন।

'তার মানে এগুলো একটা না, আরো আছে।' দলপ্রধান জানালো, তারপর অস্ত্র তুলে ধরে বললো, 'আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।'

কফম্যান কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ল্যাঙের মৃত্যুর জন্য না শুধু, জানোয়ারটার কথা শুনেও। উনি ভেবেছিলেন মন্দিরের ভেতরটা নিরাপদ। ডিক্সন বা NRI-র এই দলটার কিছু হয়নি। উনার-ই হলো।

'সুড়ঙ্গের মুখটা আমাদের বন্ধ করে দেয়া উচিত।' ভোগেল বললো। কিন্তু কিছুই কফম্যানের কানে ঢুকছে না। তিনি তার চিন্তার ভুলটা ধরতে পেরেছেন। আক্রমণ মন্দিরে হয়নি, হয়েছে মন্দিরের নিচের গুহায়। জায়গা দুটো একই না। তার ভুল হয়েছে। তিনি সৈন্যদের দিকে ঘুরে প্রধানের দিকে চেয়ে বললেন, 'আসল বিপদ এখানে না, ওখানে।' জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করলেন উনি। 'ডিক্সন আগেই বলেছিলো একটার বেশি আছে। ও ওগুলোকে একটা আরেকটাকে ডাকতেও শুনেছে। আদিবাসীদের সাথে দৌড়াতে শুনেছে। আর ওগুলো আসে রাতের বেলা।'

কফম্যান গাছগুলো ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকালেন। বেলা পড়ে এসেছে। তারপর বললেন, 'সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ করে দাও, আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

অধ্যায় : ৩১

আমাজনের বুকে আঁধার নামলো। মায়ানদের মতে দেবতাদের রাজ্য উল্টে গেলো। দিনভর ছিলো স্বর্গ, আর তার দেবতাদের রাজত্ব। এখন তারা চলে গেলো পৃথিবীর নিচে। রাতভর চলবে পাতালপুরীর দেবতা জিবালবা আর বাকি নয়জন রাত্রিদেবের খবরদারি।

NRI-এর সদস্যদের জন্য অবশ্য রাত নতুন কোনো পরিবর্তন নিয়ে এলো না। এখনো তারা চত্বরের মাথার সেই গাছের সাথে বাঁধা। দূর থেকে কেউ তাদের দিকে নজর রাখছে, কিন্তু সেটা রাখার জন্যই রাখা। নইলে সেভাবে কেউ ওদেরকে খেয়াল করছে না। ওরা সবাই মিলে প্রায় আধা ডজন পালানোর পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার জন্য আগে এখান থেকে ছাড়া পেতে হবে। ভেরহোভেন আর ড্যানিয়েলি হাতকড়া থেকে হাত ছোটাতে গিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছে, কাজ হয়নি। যখনই কফম্যানের কোনো লোককে ওদের দিকে আসতে দেখে তখনি আশা আর ভয় মিশ্রিত মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় ওদের মধ্যে। আশা যে হয়তো ওদের ছেড়ে দেবে। ভয় যে হয়তো ওদেরকে গুলি করে মেরে রেখে যাবে। কিন্তু কোনোটাই ঘটলো না। বরং রাত বাড়তে ওখানেই ওদেরকে বেকায়দায় ঘুমাতে হলো।

ঘণ্টাখানেক ঢুলুনির পর পায়ের পেশিতে টান লাগায় প্রফেসর ম্যাককার্টারের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। পা-টা ইস্পাতের মোচড়ানো পাতের মতই শক্ত হয়ে গেছে। পা সোজা করে, কোঁকাতে কোঁকাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ঝিঁঝিঁ আরম্ভ হবে।

চারিপাশের বাতাস ঠাণ্ডা আর স্থির। চত্বরটাও পুরোপুরি চুপচাপ। আকাশটাও শেষ কবে এত ঝকঝকে পরিষ্কার দেখেছেন মনে করতে পারলেন না। অসময়ের শুকনো বাতাস বওয়া মানে হলো গরম দিন আর ঠাণ্ডা সন্ধ্যা। আর ঝকঝকে রাতের আকাশ। সামনের ক্যাম্প পুরোপুরি অন্ধকার। পাশে তাকালেন, ড্যানিয়েলি আর ভেরহোভেন বাদে সবাই ঘুম। ওরা নিচু স্বরে নিজেরা আলাপ করছে। হঠাৎ নিজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করলেন ম্যাককার্টার। এরা জেনেশুনে তাকে আর সুসানকে এই বিপদের মধ্যে এনে

ফেলেছে। একবার অনুমতি পর্যন্ত নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বিপদের কথা এরা আগে থেকেই জানতো। অস্ত্রধারী প্রহরী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, রেডিওর বদলে স্যাটেলাইট দিয়ে যোগাযোগ, সবকিছু সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। অভিযানের শুরু থেকেই সবাই ছিলো ঝুঁকির মধ্যে। এমন না যে উনি এসব আগে খেয়াল করেননি। করেছেন, কিন্তু ভেবেছিলেন সবই বোধহয় চোলোকোয়ানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু হচ্ছে নাকি?'

'নাহ্।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

'এখনও না আরকি।' ভেরহোভেন বাড়িয়ে বললো।

ভেরহোভেনের কথায় অশুভ কিছু একটা ছিলো। কিন্তু ম্যাককার্টার কিছু বলার আগেই আশেপাশে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেলো। অনেকটা মৃত সৈন্যদের বিদেহী আত্মার চিৎকারের মতো। দূরে কোথাও একটা ফ্লাশলাইট জ্বলে আবার নিভে গেলো। আশেপাশে হঠাৎ তোড়জোড় শুরু হলো। বন্দুকের ঝনঝনানি আর গুলি ভরার শব্দে ভরে গেলো চারপাশ। স্থির বাতাসে মনে হতে লাগলো যেন প্রতিটা পদধ্বনিও ওরা শুনতে পাচ্ছে।

'খোদা, এত চুপচাপ চারিপাশ!'

'হুম, একটু বেশিই চুপচাপ। বহুক্ষণ ধরেই এমন চুপচাপ।' ভেরহোভেন বললো।

ম্যাককার্টার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানে?'

ভেরহোভেনের মুখে হাসির ঝিলিক, 'ঝামেলা হবে।'

ম্যাককার্টারের হাত ব্যথায় টন টন করে উঠলো। ভেরহোভেনের গলার স্বর তার পছন্দ হয়নি। 'কি ধরনের ঝামেলা?'

ভেরহোভেন আশেপাশের গাছপালা দেখিয়ে বললো, 'গতরাতের মেহমানেরা বহুক্ষণ যাবৎই চারিপাশে জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু এই গাধার বাচ্চারা মাত্র টের পেলো।'

ম্যাককার্টার তার মাথা ঘুরিয়ে অন্ধকার বনের দিকে দেখতে চেষ্টা করলেন। কিছু দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারলেন। সম্ভবত ভেরহোভেন বলে দেয়ার কারণেই।

'চোলোকোয়ান?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা মন্দিরে ঢোকার পর ওরা এসেছিলো, কিন্তু এরপর আর আমাদের বিরক্ত করেনি। তবে এই লোকেরা সারাদিন এখানে উল্টাপাল্টা কাজ করছে। এসব সম্ভবত এদের পছন্দ হয়নি।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

মন্দিরের বাইরে থাকার সিদ্ধান্তটা অবশ্য ওরা ভেবে চিন্তে নেয়নি। কিন্তু ঘটনা দুটো একসাথেই মিলে গেছে। ম্যাককার্টার আবার বনের দিকে তাকালেন।

আক্রমণের সময় উনারা সবাই গাছের সাথে বাঁধা থাকলে কি হতে পারে সেই চিন্তাটা তাকে আতঙ্কিত করে তুললো। আগেরবারের আওয়াজ আর আগুনের কথা মনে পড়লো তার।

'আমাদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করলেন।

'কি আর হবে? আমরা হলাম হাত পা বাঁধা মুরগি।' ভেরহোভেন বললো।

ম্যাককার্টারের চেহারা কুঁচকে গেলো।

ড্যানিয়েলি তা দেখে চোখের ইশারায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো, 'আমাদের এখনো কিছু হয়নি। চোখ কান খোলা রাখুন। গণ্ডগোলের মধ্যে ভালো কোনো সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতে হবে।'

ম্যাককার্টার পরিস্থিতি আঁচ করতে পারলেন। অন্য সময় হলে হয়ত তর্ক করতেন, কিন্তু এখন তিনি জানেন আশার ক্ষীণ রেখাও কতটা মূল্যবান। ভালো সুযোগ দূরে থাক, কোনো সুযোগ পান কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তার কাছে মনে হলো প্রার্থনা করেও কোনো লাভ নেই। ঈশ্বর এতো বড় প্রার্থনা পূরণ করেন না। তবে একশতে এক ভাগ সুযোগের জন্য হয়তো চাওয়া যায়, যাতে তাদের জিম্মিকারীদের ছোটখাটো কোন ভুলের কারণে ছোটোখাটো কোনো সুযোগ পেয়ে যায় তারা।

ম্যাককার্টার তার পা সোজা করার চেষ্টা করলেন। তারপর আবারো রাতের আকাশের দিকে আরো একবার তাকালেন। তারাগুলো আজ বেশি উজ্জ্বল লাগছে, যেন তাকে ভেংচি কাটছে।

'মায়ান লোকজন জঙ্গলে এরকম গর্ত করে তারা দেখতো। এদের সব মন্দির বিষুব রেখা বা নিরক্ষরেখা নাহয় ছায়াপথের ঠিক মাঝ বরাবর। কেউ জানে না ওরা কিভাবে এসব বের করেছে। এরা আমাজনের জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলেছে শুধু স্বর্গ নিয়ে গবেষণা করার জন্য, তাদের দেবতাদের সম্পর্কে জানার জন্য।'

ম্যাককার্টার চত্বরের উপরের খোলা আকাশ দেখতেই থাকলেন, 'সময়ের সাথে সব জায়গায় আবার জঙ্গলে ভরে গেছে। শুধু এই জায়গাটাই এখনো ফাঁকা আছে। এখান থেকেই তারাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। হয়তো এটাই সে প্রাচীন দেবতাদের আশ্রয়।'

উনাকে হেয় করা মন্তব্যের আশায় ম্যাককার্টার প্রথমে ড্যানিয়েলি তারপর ভেরহোভেনের দিকে তাকালেন কিন্তু উনাকে অবাক করে দিয়ে ভেরহোভেন হেসে বললো, 'প্রার্থনা করুন যেন সেই দেবতারা আজ আমাদের সাহায্য করে।'

চত্বরের ভেতরের তোড়জোড় থেমে গেছে। ম্যাককার্টার উনার শরীরে ঢিল দিলেন। চারপাশের নীরবতায় মনে হল উনার সংবেদনশীলতা আরো বেড়ে

গেছে। এতদূর থেকেও ক্যাম্পের মাঝখানের মৃদু আলো তাঁর চোখে পড়লো। তার আলোয় অদ্ভুতভাবে আলোকিত এক সারি মুখাবয়বও চোখে পড়ল। একমুহূর্ত লাগলো তার বুঝতে। আলোটা আসছে চত্বরটার চারপাশে আগুন লাগানোর কারণে। জিনিসটা ভেরহোভেনেরও নজর এড়ালো না।

'দোস্তরা চলে এসেছে দেখি।' নিচু গলায় বললো ভেরহোভেন। তাতেই ওর দলের একমাত্র জীবিত লোক রোমার জেগে গেলো। ম্যাককার্টার ভাবলেন সুসানকে ডাক দেবেন, পরমুহূর্তেই মনে পড়লো যে ও আর বেঁচে নেই। এ কথাটাও উনি মেনে নিতে পারছেন না।

ভেরহোভেন সবাইকে সতর্ক করলো, 'পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। চোলোকোয়ানদের দেখা পেলেও নড়াচড়া করবেন না। যদি ওরা বোঝে যে আমরা বন্দি, তাহলে আমাদের উপর দয়া করতে পারে। নাহলে আক্রমণ করবেই। তবে যদি আমরাও জবাব দিতে যাই, তাহলে একেবারে জবাই হয়ে যাবো।'

'যদি গাছে আগুন ধরিয়ে দেয়?' ভীত কণ্ঠে ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'তাহলে প্রার্থনা করবেন যাতে ওরা আগে আপনাকে মেরে নেয়।'

ম্যাককার্টার চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে সামনের ক্যাম্পের দিকে তাকালেন। ডেভারসের চেহারা নজরে পড়লো তার, দূরে কিছু একটা দেখাচ্ছে। জঙ্গলের পশ্চিম দিক থেকে কেউ একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে। আধামাইলটাক যাওয়ার পর তা থেকে একটা ছোট্ট প্যারাস্যুট খুলে গেলো। তারপর আস্তে আস্তে বাতাসে ভেসে দক্ষিণে এগুতে লাগলো।

'সাদা ফ্লেয়ার। সাথে আবার প্যারাস্যুট লাগানো। কিন্তু জিনিসটাতো চত্বর থেকে কেউ ছোড়েনি। তার মানে ওদিকের জঙ্গলে কেউ একজন আছে।' ভেরহোভেন বললো।

ফ্লেয়ারের আলোয় পুরো ক্যাম্প আলোয় ভরে গেছে।

'আটজন সৈন্য দেখা যাচ্ছে।' ম্যাককার্টার বললেন।

'আমিও আটজন-ই গুনলাম।' ড্যানিয়েলি বললো।

'আরো আছে। আমি জানি। এখন লুকিয়ে আছে। আক্রমণ হলে বের হবে।' ভেরহোভেন জানালো।

'চোলোকোয়ানদের দেখা যাচ্ছে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

ভেরহোভেন পিছনের জঙ্গলে আরো একবার ভালো করে তাকিয়ে বললো, 'এখনো না।'

ম্যাককার্টারও চত্বরটা থেকে মুখ ফিরিয়ে জঙ্গলে তাকালেন। তারপর চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তেই আবার সামনে তাকালেন। এবার উত্তর দিক থেকে ফ্লেয়ার ছোঁড়া হয়েছে। এবারেরটা লাল। সম্ভবত ল্যাপটপের

মাধ্যমে ছোড়া হচ্ছে ওগুলো। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল। এক মুহূর্ত পরেই বাকি সব অস্ত্র গর্জে উঠলো।

পরিস্থিতি খুবই খারাপ ঠেকলো ম্যাককার্টারের কাছে, আর এক মিনিট পরেই যখন কফম্যানের এক লোককে তাদের দিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেলো, তখন আর উনার মনে কোনো সন্দেহ থাকলো না যে পরিস্থিতি আসলেই খারাপ। লোকটাকে কফম্যান হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছে। আদিবাসীদের আক্রমণের কারণে বন্দিরা তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কফম্যান তাদেরকে গাছের কাছে একা ফেলে রাখতে চান না। কিন্তু অন্য কোথাও নিরাপদে রাখার মতো জায়গাও নেই, আর উনি চান না এরা যুদ্ধের সময় কোনো প্রকার ঝামেলা করুক। তাই ভেবেচিন্তে তার সিদ্ধান্ত হলো, বন্দিরা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। শুধু পাহারা দেয়ার জন্য একজন সৈন্য থাকবে। আর এই সৈন্যটাই বন্দিদের পাহারা দেয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে পেয়েছে।

সৈন্যটা এগিয়ে এসে ম্যাককার্টারের পায়ে লাথি মারলো।

'আমি জেগেই আছি।' পা সরাতে সরাতে ম্যাককার্টার বললেন।

'বেশ! এখন চুপচাপ পড়ে থাকো।' সৈন্যটা বললো। রাইফেলের নলটা সবার উপর একবার ঘুরিয়ে বললো, 'সবাই।'

ম্যাককার্টার মনোযোগ দিয়ে সৈন্যটাকে দেখলেন। বন্দি থাকতে থাকতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। এত ভয় পেতেও আর ভালো লাগছে না। ভেরহোভেন তখন এদের একজনকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কি যেন বলছিলো। এখান থেকে ব্যাটার ঘাড় বা কপালে একটা কষে লাগাতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে, আর কাজটা করার এখনই সময়।

দূরে আবার গোলাগুলি শুরু হয়েছে। এখানে সেখানে বিস্ফোরণের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। সৈন্যটাও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকটা দেখছে। ম্যাককার্টার শরীর বাঁকিয়ে ওর কাছাকাছি চলে গেলেন। উদ্দেশ্য ল্যাং মেরে ব্যাটাকে মাটিতে ফেলে দেয়া।

ম্যাককার্টারের লাথি খেয়ে সৈন্যটা খুবই অবাক হলো। শুধু সে নয়, সাথে ড্যানিয়েলি আর ভেরহোভেনও। কিন্তু উনি কেন এমন করছেন কেউ ভেবে পেলো না। হাত বাঁধা থাকায় ম্যাককার্টারের লাথিটা যুতমতো হয়নি। সৈন্যটা পড়ার সাথে সাথেই আবার রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর ঘুরে রাইফেল তাক করে গালাগাল শুরু করলো। ম্যাককার্টার মাথা নিচু করে ফেললেন। গুলির শব্দ হলো। তবে ম্যাককার্টার না, সামনের প্রহরীই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। ম্যাককার্টার চোখ খুলে মাটিতে পড়া মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, দূরে রাইফেলের গর্জন চলছেই। ভেরহোভেন আর

ড্যানিয়েলি আশেপাশে গুলির উৎস খুঁজতে লাগলো। হঠাৎই জঙ্গল থেকে একটা অবয়ব ছুটে এলো।

ভেরহোভেন তা দেখে বললো, 'নরকের দরজা খুলে দিয়েছে নাকি?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে।' সৈন্যের মৃতদেহটা পেছনে টানতে টানতে হকার জবাব দিলো।

'তুমি দেখি বারবার মরেও আবার বেঁচে ফিরে আসো!'

ড্যানিয়েলি হাসলো, 'ঈশ্বরের শুকরিয়া! আপনি আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'চেষ্টা করা যেতে পারে।' হকার বললো।

ম্যাককার্টারের কানে এসব কিছু ঢুকছে না। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন। দৃষ্টি মৃত সৈন্যটার দিকে। আরো একটা জীবন গেলো, তার জীবনের বিনিময়ে। দূরে গোলাগুলি থামতেই হকার হামাগুড়ি দিয়ে গাছের পাশে বসে সৈন্যটার শরীরে চাবি খুঁজতে লাগলো।

'বাকিরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'ডেভারস বাদে সবাই মারা গেছে। ও আসলে ওদের লোক।' ড্যানিয়েলি বললো।

'হুম, বেশ কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।' হকার বললো। লাশটাকে উল্টে এখন পেছনের পকেট দেখছে ও।

'পোলাস্কি কোথায়?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

হকার শান্ত চোখে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও বেচারাও আর দুনিয়ায় নেই।'

সৈন্যটার পকেটের ওয়াকিটকি খড়খড় করে উঠলো।

'ওরা সম্ভবত গুলির আওয়াজ পেয়েছে। দেখতে আসবে। তাড়াতাড়ি করো।' ভেরহোভেন তাড়া দিলো। হকার খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পেলো না, 'নাহ্, চাবি নেই।'

ভেরহোভেন সৈন্যটার দিকে তাকালো, 'এর কাছে চাবি নেই। ব্যাপার না। আমাকে মুক্ত করো।'

হকার মনে মনে ভেরহোভেনের অনুরোধ কিভাবে রাখবে, ভাবতে লাগলো। এদিকে আবার ওয়াকিটকিতে মৃত সৈন্যকে সাড়া দেয়ার আহ্বান জানানো হলো।

'তাড়াতাড়ি! এই মরার রশি থেকে আমাকে মুক্ত করো।' ভেরহোভেন আবার চেঁচালো।

বাকি সবাই কেবল ভেরহোভেন আর হকারের কথাবার্তার বিষয়বস্তু ধরতে পারলো। কিন্তু কি করতে হবে, তা বুঝলো কেবল ওরা দুজন।

হকার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন হাত?'

'বাম।' ভেরহোভেন বললো। তারপর বাম হাত গাছের গোড়ার উপর রাখলো। বুড়ো আঙুল উঁচু করা আর কনিষ্ঠা আঙুল গাছের শিকড়ের উপর রাখা। আর ডান হাত যতদূর পারা যায় দূরে ঠেলে দিলো। কি হচ্ছে তা অন্যরা কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো হকার ওর বুটপরা পা উপরে তুলে সোজা মাটিতে ভেরহোভেনের হাতের উপর নামিয়ে আনলো। মট করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো। সাথে কিছু মাংস আর তন্তুও ছিঁড়ে গেলো। ভেরহোভেন ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে আহত হাতটা তুলে ধরে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লো। হাতটা আর ব্যবহার করতে পারবে না, তবে ও আর বন্দিও নেই এখন। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে হকারের দিকে তাকালো। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাগলা কুকুরে কামড়েছে। পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের পিস্তলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হকার বললো, 'এটা তোমার লাগবে।'

এক হাতে ভেরহোভেন রাইফেল ধরতে না পারলেও পিস্তল ঠিকই পারবে। ও পিস্তলটা নিলো, আর হকার নিলো মৃত সৈন্যটার রাইফেল।

ভেরহোভেন বললো, 'বাহ! এখন অস্ত্রধারী আমরা দুজন। যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি।'

'আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই সবকিছু দেখছি, কিন্তু তারপরেও কি হচ্ছে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।' হকার জানতে চাইলো।

'এরা চত্বরের চারিদিকে বৃত্তাকারে কিছু গর্ত খুঁড়ে রেখেছে।' ভেরহোভেন এটুকু বলেই ব্যথা সামলানোর জন্য থামলো। তারপর আবার বললো, 'ছয়-সাতটা হবে। প্রতি গর্তে দুজন সৈন্য। প্রতিটার দূরত্ব পঞ্চাশ মিটারের মতো হবে। একটা থেকে আরেকটা ষাট ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। আর মাঝখানে তাবুর মধ্যে বসিয়েছে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ওখান থেকেই গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছে। আমি নিশ্চিত, এই ব্যাটা সবচে কাছের গর্তটা থেকে এসেছে। তার মানে ওখানে আর একজন আছে।'

ওয়াকিটকিটা আবার শব্দ করে উঠলো। এবার হকার ওটা ধরলো। ভাগ্য ভালো যে তাতে শুধু কি করতে হবে সে আদেশ দেয়া হলো। কোনো প্রকার প্রশ্ন না। যে কথা বলছিলো, সে কোনো প্রত্যুত্তরও আশা করেনি।

চত্বরটা এখনো উপরের লাল ফ্লেয়ারের আলোয় আলোকিত। কিন্তু বাতাসের কারণে ওটা কিছুটা নেমে দক্ষিণে সরে চত্বর ছাড়িয়ে জঙ্গলের উপর চলে গেছে। তীর্যকভাবে আলো পড়ার কারণে বন্দিদের উপর এখন ছায়া। কিন্তু ত্রিশ গজ পরেই আর ছায়া নেই। গোপনে আক্রমণ করার জন্য আলোটা অনেক বেশি। আর ফ্লেয়ারটা নিভে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো সময়ও নেই।

‘আচ্ছা। একবার চেষ্টা করে দেখি। তোমরা থাকো এখানে।’ হকার বললো। তারপর মৃত সৈন্যের কোট আর বিশেষ ধরনের টুপিটা পরে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে এগিয়ে গেলো সামনে।

‘তুমি পাগল হয়ে গেছো।’ ভেরহোভেন বললো।

হকার পাত্তা দিল না। ইতোমধ্যে ও চত্বরের দিকে এগুতে শুরু করেছে। এগুতেই ওয়াকিটকি আবার বেজে উঠলো। এবার প্রশ্ন করা হচ্ছে, জানতে চাওয়া হচ্ছে কেন সে ফিরে যাচ্ছে। হকার রেডিওটা মুখের কাছে ধরে সামান্য যেটুক জার্মান জানা আছে, তা দিয়ে জবাব দেয়ার চেষ্টা করলো। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু কিছুই করার নেই।

অন্য প্রান্তের কথা থেমে গেলো। আর হকার গর্তের দিকে এগুতে লাগলো। গর্তের দিক থেকে একটা অবয়ব ওর দিকে ইশারা করলো তাড়াতাড়ি যেতে। হাঁটা ছেড়ে তা আস্তে দৌড় শুরু করলো ও। পিছনে ফ্লেয়ারের আলো ফিকে হতে শুরু করেছে। হকার জানে সৈন্যগুলো শুধু ওর অবয়বটাই দেখতে পাবে, চেহারা না। আশা করলো, ওরা শুধু অবয়ব দেখে ওকে চিনতে পারবে না। গর্তটার ত্রিশ ফুট দূরেই হকার দৌড় থামিয়ে দিলো। গর্তে সৈন্য দুজন। ভেরহোভেন যেমন ভেবেছিলো, তেমন না। দুজনের হাতেই রাইফেল।

অধ্যায় : ৩২

অবাক হলেও গতি কমালো না হকার। এখন উল্টোদিকে ফেরা মানেই আত্মহত্যা। সৈন্য দুজনকে পরখ করতে করতে গর্ত খোড়ার জিনিসপত্রের দিকে চোখ পড়লো ওর। গর্তের কিনারে পৌছেই হকার রেডিওটা ধরে ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করলো। এমন ভাব যে রেডিওটা নষ্ট হয়ে গেছে। এতে করে সৈন্যদুটো ওর চেহারা খেয়াল না করে রেডিওর দিকে নজর দেবে। ও কাছের সৈন্যটার দিকে রেডিওটা ছুঁড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে গর্তে নামলো। একটা বড়সড় শাবলের ঠিক পাশে। তারপরেই ঝুঁকে ওটা দুহাতে তুলে ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগলো। প্রথম আঘাতেই কাছের লোকটার নাক সমান হয়ে গেলো, মারা গেলো সাথে সাথে। অন্যজন লাফিয়ে পিছনে সরে গেলো। কি করবে বুঝতে পারছে না। ও নিজের হাতের রেডিওটা হকারকে এগিয়ে দিলো। কিন্তু তাতেও হকারের হাতের শাবল না নামায় নিজের ভুল বুঝতে পারলো। সাথে সাথেই রেডিও ফেলে রাইফেল উঁচু করলো। কিন্তু গুলি করার আগেই হকারের শাবল ওর মাথায় নেমে এলো। কাটা কলাগাছের মতো ধুপ করে পড়ে গেলো সৈন্যটা। মাথার পাশে আরেকটা বাড়ি দিয়ে হকার নিশ্চিত করলো লোকটা আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে না। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে গর্তের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো। এক সেকেন্ড পরেই ফ্লেয়ারের আলো নিভে গেলো আর চত্বরটা আবারো ডুবে গেল আঁধারে।

গাছের গোড়ায় বসে একাগ্রচিত্তে ভেরহোভেন সব দেখলো। ফ্লেয়ারের আলোয় মারামারির শুরু দেখা গেলেও আলো নিভে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কি হলো বোঝা যায়নি। কারো কোনো সাড়া নেই। গুলির শব্দও নেই, হকারেরও খোঁজ নেই। পাশেই ম্যাককার্টার এখনো তার বিহ্বলতা কাটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ড্যানিয়েলি অস্থির হয়ে গলা বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে সামনে কি হলো।

'কি হলো বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।' ভেরহোভেন বললো।

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'না, সবই অন্ধকার।'

ভেরহোভেন আবারও সামনে দেখায় মনোযোগ দিলো। ওর আশঙ্কা হকার হয় মারা গেছে, না হয় মারাত্মকভাবে আহত। সেক্ষেত্রে ভেরহোভেনকে ওখানে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনতে হবে। কফম্যানের লোকজন দেখে ফেললে এটা হবে আত্মহত্যা। কিন্তু হকার ওদের জন্যই আবার এত কষ্ট করে ফিরে এসেছে। ভেরহোভেন ওকে এখানে একা একা মরতে দেবে না। শেষ মুহূর্তে ওর চোখে এক বিন্দু আলো ধরা পড়লো। একবার জ্বলছে, আবার নিভছে। মোর্স কোড: 'পাছাটা একটু নাড়াও।'

এটা হকার না হয়েই পারে না।

ফ্লেয়ার নিভে যাওয়ায় আলো নেই। তবে এদের কাছে অবশ্যই রাতে দেখার গগলস আছে। তাই চত্বর পার হতে গেলেই ও সহজে ধরা পড়ে যাবে। ভেরহোভেন ক্যাম্পের মাঝখানে তাকালো। মাঝে মাঝে প্রতিরক্ষামূলক একটা আলো ঝলকানি দিচ্ছে, এর বেশি কিছু না। সম্ভবত প্রতিটা গর্তের একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে পাহারা দেয়ার জন্য। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত সৈন্যরা নিজেদেরটা বাদে অন্য এলাকায় খুব একটা নজর দেয় না। আশা করলো এক্ষেত্রেও তা-ই হবে। হকারের গর্তের এলাকা কোনটা হতে পারে অনুমান করে সেদিক দিয়ে দৌড় দিলো ভেরহোভেন। গর্তে ঝাঁপ দিয়েই চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিলো। তারপর হকারকে জিজ্ঞেস করলো, 'চাবি পেয়েছো?'

'না, চাবি নেই। কিন্তু আমাদের অনেক কিছুই আছে।' হকার জানালো।

হকার একটা নাইটভিশন গগলস তুলে ধরলো, NRI-র জিনিস।

'শালারা সবকিছুই তন্নতন্ন করে খুঁজে নিয়ে গেছে।' ভেরহোভেন বললো।

'কিছু খুঁজছিলো নাকি?'

'সেরকমই তো মনে হলো।'

হকার গগলসটা চোখে পরে ক্যাম্পটা পর্যবেক্ষণ করলো। গর্তগুলো সব বৃত্তাকারে সাজানো। অন্য সব গর্তের সৈন্যরাই রাইফেল বাগিয়ে ধরে চারপাশে নজর রাখছে। সবারই দৃষ্টি আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট জায়গায়।

'এরা এখনো আমাদের ব্যাপারে টের পায়নি।' হকার বললো।

বলামাত্রই ওয়াকিটকি শব্দ করে উঠলো আর একই সাথে বেশ কয়েকটা রাইফেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। বাঁচার জন্য দুজনেই গর্তে শুয়ে পড়লো।

'তুমি নিশ্চিত?' মাটিতে শুয়ে বললো ভেরহোভেন। দৃষ্টি উপরের দিকে।

গুলি চলতে লাগলো, তবে শব্দটা কেমন অস্বাভাবিক। গুলি ওদের দিকে না বরং ওদের থেকে দূরে করা হচ্ছে। ভেরহোভেন সাবধানে গর্ত থেকে ওর মাথাটা উঁচু করলো।

‘এরা সম্ভবত তোমাকে চমকে দিয়ে জঙ্গল থেকে বের করতে চাইছে। তুমিই তো ওই ফ্লেয়ারগুলো মেরেছিলে,তাই না?’

‘হ্যাঁ, আমি ভাবলাম এদের নজর আরেকদিকে ফেরাতে পারলেই আমাদের সুবিধা।’ হকার বললো।

‘কিন্তু তুমি বনের চারপাশের সেন্সরগুলো পার হলে কিভাবে?’

‘আমার ট্রান্সপোন্ডার এখনো আমার সাথেই আছে। এরা আমাদের জিনিসপত্রই ব্যবহার করছে বুঝতে পেরে সোজা হেঁটে চলে এসেছি।’ হকার জানালো।

‘বুদ্ধি খাটিয়েছো ভালোই, তবে এক্ষেত্রে তোমার ভাগ্যটা ভালো ছিলো।’

হকার মাথা ঝাঁকালো, ‘দুটো জিনিসই এখন আবার দরকার হবে।’

আবারো ওয়াকিটকিতে গুলি করার আদেশ ভেসে এলো, এবার উত্তর দিকের জঙ্গলে। হকার আর ভেরহোভেন আবারো মাথা নিচু করলো, তবে এবার আগের মত ত্রস্ত হয়ে না।

‘শালারা গুলি করছে কিসের দিকে?’ ভেরহোভেন জিজ্ঞাসা করলো।

‘আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে দুর্ঘটনাক্রমে আমাদেরকে মেরে ফেলার আগেই মনে হয় কিছু একটা করা উচিত।’ হকার বললো।

‘আমার মনে হয় সামনে যাওয়া উচিত। একবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের দখল নিতে পারলেই আর দেখতে হবে না। এদের সবকটিকে পুতুল নাচ নাচানো যাবে।’

হকার ক্যাম্পের দিকে তাকালো, ‘জায়গাটা অনেক দূর।’

ভেরহোভেন একবার নিজের হাতের দিকে তাকালো, তারপর খোলা জায়গাটার দিকে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কমপক্ষে সত্তর গজ দূরে। এই আঁধারে পিস্তল দিয়ে এতদূর গুলি করে সে লাগাতে পারবে না, ‘আমাকেই দৌড় মারতে হবে আরকি।’

হকার মাথা ঝাঁকালো।

‘শালারা আবার গুলি করা শুরু করলেই যেতে হবে।’ ভেরহোভেন বললো।

হকার গুলি করার জন্য রাইফেলটা তুলে ধরলো। ‘আমার নিশানার ডান দিকে থাকবে।’

ভেরহোভেন দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত হলো। আবার গুলি করার জন্য অপেক্ষা। পুরো এক মিনিট চলে গেলো, আরো এক মিনিট। কিন্তু ওদের গুলি করার খবর নেই। ওয়াকিটকি আর বন্দুক দুটোই চুপ।

‘আরে! হলোটা কি?’ হকার ফিসফিস করে বললো।

‘মনে হচ্ছে আর গুলি করবে না।’ ভেরহোভেন বললো।

হকার ব্যাপারটা মানতে পারলো না। রাইফেলটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে গগলস লাগিয়ে দেখতে লাগলো। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মানুষগুলো চশমার ঠিক সামনে, ওর দিকেই ঝুঁকে আছে। চাইলেই এখন আরামসে গুলি করে ওদেরকে ফেলে দেয়া যায়। কিন্তু এই নীরবতার মাঝে তা করা মানে নিজেদেরকেই গুলি করে মেরে ফেলা।

চুপচাপ কেটে গেলো আরো কিছু সময়। ভেরহোভেন মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'এভাবে হবে না। নতুন কিছু ভাবতে হবে।'

'কি?'

'জানি না কিন্তু এটা...'

বলতে না বলতেই ওয়াকিটকি আবার চিৎকার করে উঠলো। গুলি শুরু হতেই ভেরহোভেন দিলো দৌড়। হকার শান্তভাবে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রিগার চাপলো। প্রথম গুলিটা একেবারে লোকটার ঠিক বরাবর বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো। কোনো শব্দ না করে লোকটা পিছন দিকে পড়ে গেলো। সাথে সাথে হকার পরবর্তী গুলিটা করলো। দৌড়ানো অবস্থাতেই ভেরহোভেন দ্বিতীয় গুলিটা কানের পাশ দিয়ে হিস করে ছুটে যেতে শুনলো। গুলিটা লোকটাকে আঘাত করা মাত্র সে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে গেলো। ডেভারসকে দেখা গেলো কাঁধ চেপে ধরে মাটিতে কাতরাচ্ছে আর কফম্যান একজন মৃত সৈন্যের লাশের উপর ঝুঁকে তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা খুলে হাতে নেয়ার চেষ্টা করছেন। শব্দ শুনে কফম্যান ঘুরে তাকাতেই ভেরহোভেন উনার কপালের পাশে বাড়ি দিয়ে ফেলে দিলো। বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে গোঙ্গাতে লাগলেন কফম্যান। অর্ধেক অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডেভারসকে দেখে মনে হলো যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। ব্যথা চেপে হাঁচড়েপাঁচড়ে ওর নিজের অস্ত্রের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু ভেরহোভেন আবার বাড়ি দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর পিস্তলটা ভাষাবিদের কপাল বরাবর তাক করে বললো, 'ঠিক ধরেছো বাছা, আজ রাতে তোমার কপালে শনি আছে।' কিন্তু তখনই ডেভারসের জীবন বাঁচাতেই যেন দূরে রাইফেলের গর্জন থেমে গেলো। একটু পরেই হকার ছুটে এলো। ভেরহোভেন কফম্যানকে দেখিয়ে বললো, 'একে তো গুলি করোনি।'

'মনে হচ্ছে আমাদের দুজনকেই আবার গোনা শিখতে হবে ভালোমত।' হকার জবাব দিলো।

ভেরহোভেন ঘুরে মাঠটা জরিপ করলো। ওরা যেখানে আছে, এখন সেখান থেকে প্রতিটা গর্ত বরাবর একটা সরলরেখা টানা যাবে। ঠিক চাকার পাখির মত। ওরা যেটা ফেলে এসেছে সেটা বাদে আরো পাঁচটা গর্তে মানুষ আছে। এর মধ্যে চারটায় দুজন, আর বাকিটায় একজন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার

এখনো অনেক বাকি। তবে হকার আর ভেরহোভেন এখন শক্ত অবস্থানে, আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ওদের হাতে। ফলে শত্রুপক্ষের চেয়ে ওরা এগিয়ে। শুধু এরা সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি। সেটাও বেশিক্ষণ আর থাকবে না।

'ওরা এখনো গাছগুলোর দিকেই নজর রাখছে। ভেবেছে বেকুব জুলুদের মতো এরাও চিৎকার করতে করতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে।' ভেরহোভেন বললো।

ভেরহোভেন সামনে রাখা বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে চোখ বুলিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিলো। হকার রেডি হলেই কাজ শুরু করবে। হকার রাইফেল তাক করতে করতে বললো, 'আহারে বেচারারা!'

পয়েন্ট ৪৫-এর নল দিয়ে ভেরহোভেন আস্তে করে একটা সুইচ ঠেলে দিলো, আর সাথে সাথে ওদের চারপাশ দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেলো। একই সাথে হকার লাইন ধরে গুলি করা শুরু করলো। কফম্যানের ভাড়াটে সৈন্যদের সবাই তখন গর্তের দেয়াল থেকে ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে সামনে দেখছে। সবার পিঠ হকার আর ভেরহোভেনের দিকে ফেরানো। হঠাৎ গুলির শব্দ অথচ ওয়াকিটকিতে কোনো আদেশ নেই, আবার ফ্লাডলাইট, সবাই মোটের উপর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। সাথে সাথে মাথা নিচু করে এদিক ওদিক দেখে কেউ কেউ ওয়াকিটকিতে যোগাযোগের চেষ্টা করলো, কেউ এদিক সেদিক এলোপাথাড়ি গুলি করতে লাগলো। চত্বরের সবদিকে গুলি চালালেও নিরাপত্তা কেন্দ্রের দিকে ভুলেও কেউ বন্দুক তাক করলো না। যারা কেন্দ্রের দিকে দেখার চেষ্টা করলো সবারই চোখ ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো। ফলে সব দিকেই বিভ্রান্ত হয়ে লোকগুলো কি করবে ভেবে পেলো না।

এদিকে হকার দ্রুত হাতে গর্তে থেকে গর্তে গুলি করে গেলো। দশ সেকেন্ডের মাঝে চারটা গর্ত পুরোপুরি নীরব হয়ে গেলো। কিন্তু পঞ্চম গর্তে গুলি করার আগেই হকারের পাশের যন্ত্রপাতিগুলো গুলির আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। ও আর ভেরহোভেন লাফ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

'উত্তর দিকে। ওদিকেই একজন বাকি আছে।' ভেরহোভেন চিৎকার করলো।

হকার হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে ঘুরলো, তারপর গুলি করলো। গর্তের লোকটা মাথা উঁচু করে আবার গুলি করলো। আশেপাশে ধুলো আর কাঠের জিনিসপত্র থেকে চলটা তুলে বুলেট চলে গেলো। একটা পাথর ছুটে এসে ভেরহোভেনের ঘাড়ে লাগলো। ঘাড় ডলতে ডলতে রেগে মেগে সামনের দিকে গুলি করা শুরু করলো ও।

'কমপক্ষে দুজন বাকি আছে।' ভেরহোভেন আবার চেঁচালো।

গণ্ডগোলের ভেতরেই কফম্যান নাড়াচাড়া শুরু করলেন। 'না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন উনি, 'আপনারা বুঝছেন না কি করছেন।'

ভেরহোভেন আবার উনাকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিলো। আবার এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে একটা ফ্লাডলাইটকে চুরমার করে দিয়ে চলে গেলো। এবার আর হকার মিস করলো না। সোজা সৈন্যটাকে গেঁথে ফেললো। কিন্তু অন্যজন লাফিয়ে গর্তে লুকিয়ে পড়লো।

'আমার কথা শুনুন। আমরা একসাথে সব সামলাতে পারবো।' কফম্যানের কণ্ঠে অনুনয়।

'চুপ শালা।' ভেরহোভেন গর্জে উঠলো।

অবশ্য ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কফম্যানের শেষ লোকটা হঠাৎ গুলি করার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো আর হকার গুলি করলো। বুলেটের ধাক্কায় লোকটা এক মুহূর্ত যেন থমকে গেলো, তারপর মুহূর্তেই পিছন ফিরে পড়ে গেলো। হাতের রাইফেল থেকে তখন সোজা আকাশের দিকে গুলি ছুটছে। আরেকটা গুলি করতেই রাইফেলটা হাত থেকে পড়ে গেলো।

তারপর আবার চারিদিক নিশ্চুপ। হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়েছে অবশেষে ।

অধ্যায় : ৩৩

সেদিনকার চোলোকোয়ানদের সাথে ঝামেলার রাতের মতো আজকের যুদ্ধটাও শেষ হলো চারিপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে। তবে আজকের ধোঁয়াটা গান পাউডার, পোড়া ফ্লেয়ার, আর আলো দেখে উড়ে আসা মথ আর পোকামাকড়ের পোড়া শরীরের পুতি গন্ধে ভরপুর।

হকার আর ভেরহোভেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে পুরো চত্বর খুঁজে দেখলো কোথাও জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় কিনা। কফম্যান আর ডেভারসকে আগেই নড়তে নিষেধ করে দিয়েছে। পর্যবেক্ষণ শেষে হকার রাইফেল নামালো। চোখে মুখে হতাশা। শেষমেষ ওর বন্ধুরা এখন নিরাপদ, তবে চড়া মূল্যের বিনিময়ে। ভেরহোভেনও ওর ভেতরের দ্বন্দ্বটা ধরতে পারলো। মৃদুস্বরে বললো, 'এটাই তোমার আসল পরিচয়। বিশ্বাস করো আর না করো, এ কাজের জন্যই তোমার জন্ম।'

পিছন থেকে কফম্যান বললেন, 'কি যে সর্বনাশ আপনারা করলেন, তা জানেন না, মোটেও জানেন না।'

হকার সেদিকে এগিয়ে ওর থুতনির নিচে রাইফেলের নলটা ঠেকিয়ে বললো, 'কিন্তু আপনি কি করেছেন তা আমি জানি। একটা কুকুর আপনি। আর আপনার কাজের বদলা আমি নেবই। আমি এখন আমার লোকজন সবাইকে মুক্ত করবো, তারপর ফিরে এসে খুন করবো আপনাকে।'

কফম্যান ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিলেন, 'যান, আপনার বন্ধুদের মুক্ত করুন। সেটাই করা উচিত। তবে আমাকে মারার পরিকল্পনা করে সময় নষ্ট করবেন না। কারণ আমি সাহায্য না করলে এই জঙ্গলে থেকে কেউ জ্যান্ত বের হতে পারবেন না।' এরকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার কণ্ঠে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস।

'দেখা যাবে। আগে চাবিগুলো দিন।' হকার বললো।

কফম্যান ইঙ্গিতে মৃত সৈন্যটা দেখিয়ে বললেন, 'ওর কাছে।'

হকার লোকটার শরীর হাতড়ে বুকপকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করলো। প্রথমেই ভেরহোভেনের ডান হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে দিলো। তারপর গাছের দিকে রওনা দিয়ে বললো, 'আলো নিভিয়ে দাও।'

ভেরহোভেন আবার সুইচটা ঠেলে দিলো আর ধাতব-হ্যালাইড বাল্বগুলো ধীরে ধীরে হালকা কমলা হয়ে তারপর কালো হয়ে গেলো। আলো সরে যেতেই আবার অন্ধকার এসে চারিপাশ গ্রাস করে নিলো। হকার দ্রুত পদক্ষেপে চত্বরটা পার হলো। কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ ওর দিকে চোখ রাখছে। গত কয়েকঘণ্টা ধরেই মাঝেমাঝে এমন লাগছে ওর। খুলির দেয়ালের কাছেও ওর এরকম অনুভূতি হয়েছিলো। হঠাৎ সন্দেহ হলো কফম্যান আবার অতিরিক্ত লোকজন কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো?

হঠাৎ ও থেমে একটা গর্তে নেমে পড়লো। তারপর চোখে রাতে দেখার গগলস পরে চারপাশ আবারো পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না।

নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ভেরহোভেন এক কোণায় সরে বন্দি দুজনের উপর নজর রাখছে। বন্দুক দিয়ে ইশারা করে ডেভারসকে কফম্যানের আরো কাছে সরে যেতে আদেশ করলো। ডেভারস সরে বসলো। ওর ভালো হাতটা দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে আছে। হকারের বুলেট ওখানে একটা ছিদ্র করে বেরিয়ে গেছে।

'আমাকে অন্তত রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য তো কিছু দিতে পারেন।' ডেভারস অনুরোধ করলো।

'দিতে পারি। কিন্তু দেবো না।' ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেরহোভেন বললো।

কফম্যান আবার একই কথা পাড়লেন, 'আপনার বন্ধু তো আমাকে পাত্তাই দিলো না। আপনি অন্তত কথা শুনুন। আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবো। কিন্তু ও যদি আমাকে গুলি করে তাহলে জীবনেও এখান থেকে...'

ভেরহোভেন ওর জ্বলন্ত চোখ দিয়ে কফম্যানকে ভস্ম করে দিলো। তারপর কাটা কাটা গলায় বললো, 'অনেক নিরীহ মানুষকে আপনি মেরেছেন। বিশ বছর ধরে আমার সঙ্গী ছিলো ওরা। দোয়া করুন যাতে ও আপনাকে গুলি করে মারে। তা না হলে আমি আপনার দু হাত কেটে রেখে জঙ্গলে ছেড়ে দেবো, যাতে জন্তু জানোয়ারের খাবার হতে পারেন।'

কফম্যান আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না। আমরা সবাই বিপদে আছি এখন। আমি একা না। আপনি, আপনার বন্ধুরা সবাই। যদি আপনারা...'

একটা মৃদু বীপ ধ্বনি শুনে কফম্যান থেমে গেলেন। শব্দটা আসছে চত্বরের চারপাশের অ্যালার্ম সিস্টেম থেকে। কিছু একটা চারিপাশের সেন্সর ভেদ করে অবৈধভাবে চত্বরে অনুপ্রবেশ করেছে।

চত্বরের ভেতরে হকারের ওয়াকিটকি খড়খড় করে উঠলো, 'হক? শুনছো? পশ্চিম দিকে কিছু একটা ঢুকেছিলো। এটা এখন চলে গেছে, তবে ঢুকেছিলো যে নিশ্চিত। গাছের দিকে যাওয়ার সময় পূর্ব দিক দিয়ে যাও।'

হকার আবারো গগলস দিয়ে চারিপাশ দেখলো। কফম্যানের লোকদের কথা মনে পড়লো। ও জঙ্গল ছেড়ে চত্বরে ঢুকে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ওরা ওদিকে গুলি করেই যাচ্ছিলো। চোলোকোয়ানরা কি কাছাকাছি এসে পড়েছে নাকি? ওয়াকিটকি মুখের কাছে নিয়ে বললো, 'কি ঢুকেছিলো? কত দূরে?'

'জিনিসটা একাই ছিলো। সেন্সরের কাছাকাছি ঢুকেই আবার চলে গেছে। বনের ভেতরে পঞ্চাশ গজের মতো হবে।'

হকার দ্রুত একবার পশ্চিমে চোখ বুলিয়ে ভেরহোভেনের কথামত পশ্চিম দিক দিয়ে প্রায় দৌড়ে এগুলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে থামতে বাধ্য হলো। শোনা যায় না প্রায় এমন নিচু গলায় একটা কুকুরের কান্নার আওয়াজ।

এদিকে কফম্যানের চেহারা পুরোই বিপর্যস্ত। হাল ছেড়ে দেয়া গলায় বললেন, 'আপনার বন্ধুকে ফিরে আসতে বলুন। সামনে বিপদ।'

ভেরহোভেন ল্যাপটপের দিকে চেয়ে বললো, 'এখন আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

কফম্যান দ্রুত জবাব দিলেন, 'না দেখা যাক। আদিবাসীদের কিছু আজব জানোয়ার আছে। ওগুলো দিয়ে ওরা আমাদের মত বিদেশি বা ওদের শত্রুদের শিকার করে। গুহার ভেতর এই জানোয়ারগুলোই আমার লোকদের ধরেছিলো।'

ভেরহোভেন উনার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। আগেরবার কফম্যান সুসানের মৃত্যুর কারণ বলেছিলেন গুহার ছাদ ধসে দুর্ঘটনা। সেই মুহূর্তে ভেরহোভেনের মাথায় ছিলো শুধু পালানোর চিন্তা। তাই সুসান মারা যাওয়া সত্ত্বেও কফম্যানের পাঁচজন লোক মারা যাওয়ার খবরে খুশিই হয়েছিলো।

'তার মানে গুহায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি?' জিজ্ঞেস করলো।

'তখন আমি মিথ্যা বলেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি না, বিশ্বাস করুন। ওদেরকে একটা জানোয়ার আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে।'

ঘটনাটার পর ভেরহোভেনের সৈন্যদের মুখচোখের কথা মনে পড়লো। সবাই ছিলো কেমন ভয়ার্ত। এ ভয়ের উৎস কোনো দুর্ঘটনা না বরং কোনো অতিপ্রাকৃতিক জিনিস যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তখনি খটকা লেগেছিলো, এখন কফম্যানের কথায় তার সত্যতা মিললো। তাতে ওর নিজেরও কেমন অস্বস্তিবোধ হলো। কফম্যানের এতো কথা বলার উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটাই। বিরক্ত হয়ে তাই ধমকে উঠলো, 'চুপ করুন তো। আপনার এক কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেলো।'

ওয়াকিটকিতে হকারের গলা শোনা গেলো। ভেরহোভেনও কুকুরের কান্নার আওয়াজটা শুনতে পেলো। কেমন একটা ভীতিকর করুণ আর্তনাদ। আগের চোলোকোয়ানরা আক্রমণ করলে কুকুরগুলো মোটেও এরকম শব্দ করেনি।

'আলো জ্বেলে দাও।' হকার বললো।

ভেরহোভেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন সম্ভব না।'

কফম্যান আবার মিনতি করলেন, 'ওকে ফিরে আসতে বলুন। এখন আমাদের একমাত্র সুযোগ হলো গুলিবন্দুক যা আছে, তা নিয়ে এখানে একসাথে থাকা।'

'চুপ।' ভেরহোভেন গর্জালো।

'আলোগুলো জ্বালাও তো।' হকারের অধৈর্য গলা শোনা গেলো।

লাইটগুলো এত সময় ধরে জ্বলেছে যে ফের জ্বালাতে গেলে আগে কমপক্ষে আরো পাঁচ মিনিট ওগুলো ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দিতে হবে। নাহলে এখন সুইচ দিলেই ওগুলো বিস্ফোরিত হতে পারে। হকারকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভেরহোভেন বললো, 'পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরো।'

কফম্যান আবার মুখ খুললেন, 'বাকিদের কথা ভুলে যান। ওরা খরচের খাতায় চলে গেছে।'

'আপনার নোংরা মুখটা বন্ধ করবেন?' ভেরহোভেন আগের চেয়েও জোরে চিৎকার দিলো।

সত্তর গজ দূর থেকেও বাতাসে ভেসে কুকুরের কান্না ওর কানে এলো। আর তখনি একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে চত্বরের এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে গেলো। অনেকটা চোলোকোয়ানদের বিলাপ ধ্বনির মতই। তবে আরো শক্তিশালী, আরো স্পষ্ট, আরো অমানবিক।

'ওরা আসছে। ওরা প্রথমে ওদেরকে মারবে, তারপর আমাদের। ওকে ফিরে আসতে বলুন।' কফম্যান জোর করলেন।

ভেরহোভেন ঝট করে পিস্তল তাক করে বললো, 'আর একটা কথা মুখ দিয়ে বের হলে খুলি ফুটো করে দেব।'

কালো পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে কফম্যান চুপ করে গেলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই অ্যালার্ম কিচির মিচির করে উঠলো। নতুন কিছু একটা ঢুকেছে চত্বরে। এবার সরাসরি হকার যেদিকে দাঁড়ানো সেদিকে।

ক্যাম্পের যেদিকে কুকুরগুলো রাখা হকার এখন সেখানে। নামে কুকুরশালা হলেও আসলে এখানে একটা খুঁটি গেড়ে কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। গোলাগুলির সময় কুকুরগুলো অস্থির হয়ে ঘেউঘেউ করেছে, থামতেই আবার চুপ হয়ে গিয়েছিলো। সম্পূর্ণ নতুন কিছু একটা এখন ওদের অস্বস্তির কারণ। জিনিসটার অস্বস্তি ওরা টের পাচ্ছে, গন্ধও নাকে আসছে কিন্তু কি জিনিস বুঝছে

না। নাকের ফুটো বড় বড় করে গন্ধ নিচ্ছে, চারিপাশে চোখ বড় বড় করে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। ভীত আর বিভ্রান্ত অবস্থা সবকটির। হকারের আকস্মিক আগমনে প্রথমে চমকে গেলেও পরমুহূর্তেই ওর পরিচিত গন্ধ নাকে লাগায় আবার জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। একটা হঠাৎ মাথা নিচু করে গরগর করতে করতে দাঁত ঘষতে লাগলো, কিন্তু বাকি সবকটি পিছু হটলো। জঙ্গল থেকে দূরে সরে যেতে চায় ওরা। গলায় বাঁধা দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গেলে দড়ি ছেঁড়ার জন্য টানাটানি আরম্ভ করলো। একটা আতঙ্কিত হয়ে মাথা আছড়ানো শুরু করলো। দড়ি থেকে মাথা ছুটাতে চায়। সাথে কান্না আর বিলাপ তো আছেই।

'আরে এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন?' হকার অবাক হলো। ও জীবনেও একটা কুকুরের দলকে এভাবে ভয় পেতে দেখেনি।

রেডিওতে ভেরহোভেনের গলা ভেসে এলো। 'জিনিসটা এখন সোজা তোমার সামনে। এখন অবশ্য দুটো।'

একটা কানফাটা আর্তনাদ জঙ্গল চিরে দিয়ে চলে গেলো। হকার সাথে সাথে চোখে গগলস লাগালো কিন্তু কিছুই দেখা গেলো না।

একটা কুকুর ডাক ছেড়ে উঠলো।

'এটা ঠিক তোমার সামনে।' ভেরহোভেন আবারো বললো।

পিছন থেকে কফম্যান বলে উঠলেন, 'গুলি করুন। শয়তানটাকে গু.....' কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেরহোভেন লাইন কেটে দিলো। পরমুহূর্তেই হকারের ডান পাশে মট করে একটা গাছের ডাল ভাঙলো।

কুকুরগুলো তীরবেগে সেদিকে ছুটে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকানো কিছু একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হকারও সাঁই করে ঘুরে অন্ধের মতো সেদিকে গুলি ছুঁড়লো। জিনিসটা হঠাৎ দক্ষিণ দিকে দৌড় দিলো। বন্দিরা তখনও ওদিকে গাছের সাথে বাঁধা। হকারও সেদিকে দৌড় দিলো। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা না যেতেই ভূতুড়ে ছায়াটা বন্দিদের গাছের কাছে পৌঁছে গেলো। একটা বীভৎস চিৎকার ভেসে এলো ওদিক থেকে। পিছন থেকে ভেরহোভেন দুটো ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মারলো আকাশে। ফসফরাসের কৌটাগুলো বিস্ফোরিত হতেই কিছু একটা হকারের মুখে বাড়ি খেলো। ঠিক যেন কোবরা সাপ ছোবল মারলো। হকার পাশের দিকে ঝাঁপ দিলো আর খালি বাতাসে খটাশ করে জিনিসটার চোয়াল আর দাঁত বাড়ি খেলো। ডিগবাজি খেয়ে সোজা হয়েই গুলি করলো জিনিসটার দিকে। জিনিসটা জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত করতেই থাকলো। তারপর পড়িমড়ি করে ছুটলো আতঙ্কিত বন্দিদের দিকে। ওরা তখনো চিৎকার করেই চলেছে। কাছে যেতেই আরেকটা অবয়ব ছুটে পালালো। জিনিসটা কালো,

মোটাসোটা। কিছু একটা টেনে নিয়ে গেলো যাওয়ার সময়। হকার পায়ের শব্দ শুনে অনুমান করে গুলি করলো সেদিকে। তবে তার আগেই ওটা বনের গহীনে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ড্যানিয়েলি চিৎকার করে ওকে ডাকলো, 'হকার!'

হকার দৌড়ে গিয়ে ওর পাশে বসে হাতকড়া খুলে দিলো। তারপর ওর হাতে চাবি তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো, আর ড্যানিয়েলি বাকিদেরকে মুক্ত করলো। হকার পকেট থেকে একটা ফ্লেয়ার বের করে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। যদি গুলি করার মতো কিছু পাওয়া যায় সেই আশায়। আলোয় ছায়া ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে কিন্তু জঙ্গলে কোনো নড়াচড়া দেখা গেলো না।

হকার এবার বন্দিদের দিকে চোখ ফেরালো। ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার অক্ষতই আছে। ব্রাজোস নামের কুলিটা বেঁচে আছে তবে আহত, দাঁড়াতে পারছে না। আর রোমার নামে ভেরহোভেনের লোকটা নেই। হাতকড়াটা মাটিতে পড়ে আছে। রক্তমাখা চামড়া সেঁটে আছে তাতে। কিছু একটা ওকে টেনে হাতকড়া থেকে ছুটিয়ে ফেলেছে। দূর থেকে ওর আর্তনাদ ভেসে এলো।

'জিনিসটা ওকে টেনে নিয়ে গেছে। আমার পায়ে আর হাঁটুতেও আঁচড় দিয়েছে।' ব্রাজোস বললো।

ম্যাককার্টার ওর কাঁধে হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন। পায়ে ভর দিতে পারছে না ও।

'জিনিসটা কি? চিতাবাঘ?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'বিড়াল জাতীয় কিছু না। পচা, স্যাঁতসেতে গন্ধ গায়ে।' ব্রাজোস বললো।

ড্যানিয়েলিও সায় দিলো, 'জিনিস-টা যা-ই হোক, ওটা ফিরে আসার আগেই এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার।'

ব্রাজোস খোঁড়াতে খোঁড়াতে ম্যাককার্টারের কাঁধে আরো খানিকটা ভর দিলো। জানোয়ারটা রোমারকে টেনে হাতকড়া থেকে ছোটানোর সময় ওর হাঁটুতে পাড়া দিয়েছিলো।

'নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের দিকে চলে যান। ওখানে ভেরহোভেন আছে।' হকার বললো।

কোনো কথা না বলেই বন্দিরা সেদিকে পা বাড়ালো। ব্রাজোস ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টারের কাঁধে ভর দিয়ে এগুচ্ছে। হকার থেকে গেলো। জঙ্গলের দিকে মুখ, ওরা পৌঁছুলে তবে ফিরবে। মাটির দিকে তাকালো ও। মাটিতে দুই দাঁড়ওয়ালা পায়ের ছাপ। আগেরবার চোলোকোয়ানদের আক্রমণের আগে ভেরহোভেনও জবাই করা পশুগুলোর পাশে এমনটাই দেখেছিলো। মানুষের আর্তনাদটা জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে গেলো। হকার সেদিকে আরো কিছু

গুলি করলো। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার চিন্তা ভুলেও মাথায় আনলো না। এক মিনিট পরেই, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে হুকারকে দেখা গেলো। ওকে দেখেই কফম্যান একটা লাইটের খাম্বা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আগেই বলে...' কথাটা শেষ করার আগেই হুকার তাকে খাম্বাটার সাথে চেপে ধরলো, 'জিনিসটা কি?'

কফম্যান মুখ খুলতেই মুখের কোণে রক্ত দেখা গেলো। জিহ্বায় কামড় লেগে কেটে গেছে। 'আমি জানি না জিনিসটা কি।' থুতু দিয়ে কিছু রক্ত ফেলে বললেন, 'গুহার ভেতর এগুলোই আমার লোকজনকে আক্রমণ করেছিলো।'

'কিসের গুহা?' হুকার জানতে চাইলো।

'মন্দিরের নিচের গুহা। এরা সম্ভবত ঐ জায়গাটা পাহারা দেয়। আমরা এগুলোকে মারতে পারতাম, কিন্তু আপনাদের বাড়াবাড়ির কারণে এখন আর আমাদের হাতে পর্যাপ্ত লোকবল নেই। একবার ঐ লোকটাকে খাওয়া শেষ হলেই আমাদেরকেও ধরার জন্য আসবে। আর আমার জানা তথ্য যদি ঠিক হয়, তাহলে আদিবাসীরাও সাথে আসবে। তবে এবার আর গতবারের মতো খালি হাতে ফিরে যাবে না।'

কফম্যান মাথা ঘুরিয়ে আরেকদলা রক্তমাখা থুতু ফেললেন। হাত বাঁধা থাকায় কাঁধে মুখ ঘষে মোছার চেষ্টা করলেন। তারপর ড্যানিয়েলিকে ডেকে বললেন, 'দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার লোকজনকে কিছু না জানিয়েই নিয়ে এসেছেন।'

ড্যানিয়েলি বললো, 'কি সব আবোলতাবোল বলছেন! কিছুই তো বুঝলাম না।'

'আমার ধারণা আপনি ঠিকই বুঝেছেন।' কফম্যান বললেন।

রাইফেলের নল দিয়ে হুকার কফম্যানের চেহারাটা আবার নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো, 'আমার কথা শেষ হয়নি।'

কফম্যানের ইচ্ছা ছিলো ড্যানিয়েলিকে আরো কিছু কথা শোনানো। উদ্দেশ্য ছিলো ড্যানিয়েলিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে ওর অপরাধবোধ কাজে লাগিয়ে একটা সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরি করা। হুকারের হুমকি অগ্রাহ্য করেই তাই আবার বললেন, 'সবাই দাবার বড়ে, তাই না মিস. লেইডল?'

মুখ থেকে শেষ শব্দটা বের হওয়া মাত্র হুকার হাঁটু বাঁকা করে উনার পেটে সজোরে গুঁতো দিলো। কফম্যান কুঁকড়ে ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। প্রচণ্ড ব্যথায় শব্দও বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে কিন্তু তারপরও ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ড্যানিয়েলিও অপলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিন্তু ল্যাপটপের মনিটরে নড়াচড়া ধরা পড়তেই সেদিকে ফিরে তাকালো। আবার অ্যালার্ম বাজা শুরু হয়ে গেছে।

অধ্যায় : ৩৪

বাকি রাতটা সবাই জড়োসড়ো হয়েই কাটিয়ে দিলো, সবার চোখ চত্বরের সীমানার দিকে। ওদের কাছে আছে মাত্র দুটো রাইফেল আর ভেরহোভেনের পিস্তল। কিন্তু কারোরই রাতের আঁধারে গিয়ে মৃত সৈন্যদের অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে আনার সাহস হলো না।

রাতজুড়ে কমপক্ষে আরো ডজন খানেক বার অ্যালার্ম বাজলো। প্রতিবার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, ভেরহোভেন লাইট জ্বেলে দেয় আর হকার সেদিকে একটানা কিছুক্ষণ গুলি করে। মাঝে মাঝে জিনিসগুলো দুদিকে ছড়িয়ে যায়, আবার কখনো কখনো জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে থাকে। কিন্তু ওগুলো মানুষ না জানোয়ার, কিছু বোঝা গেলো না।

কারো চোখেই ঘুম এলো না, কথাও বললো না কেউ খুব একটা। সবার মনেই এক ধরনের ভয় জেঁকে বসেছে। রাত্রির কালিমা দূর হতে শুরু করার পর সবাই একটু স্বস্তি পেলো। তবে সূর্য পুরোপুরি উঠার পরই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সূর্য যেন সমস্ত মায়ান দেবতা আর তাদের অশুভ সব কার্যকলাপ বাষ্প করে উড়িয়ে দিলো। হঠাৎ ম্যাককার্টারের নিজেকে এই প্রাচীন জাতির খুব কাছের কেউ বলে মনে হতে লাগলো। প্রাচীনকালের বেশিরভাগ জাতিই কেন সূর্যের আরাধনা করতো, আজ তা বুঝতে পারছেন।

পাশেই হকার এসে দাঁড়ালো, 'আমার কারো সাহায্য দরকার।'

ড্যানিয়েলি বললো, 'কি সাহায্য? কোথায় যাবেন আপনি?'

হকার চত্বরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখতে।'

ড্যানিয়েলি চোখ ছোট ছোট করে বললো, 'কেউ বেঁচে আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আমাদের ওদের বন্দুকগুলো লাগবে। আর নিশ্চিত হতে হবে ওরা মারা গেছে। ভাগ্যক্রমে যদি কেউ বেঁচেই যায়... আমাদের উচিত হবে তাকে সাহায্য করা।' হকার ব্যাখ্যা করলো।

হকারের স্বর শুনেই ম্যাককার্টার বুঝতে পারলেন জিনিসটা কতটা অবাস্তব। আর আজবও বটে। হকার আর ভেরহোভেন সারা রাত ধরে এটাই নিশ্চিত

করেছে কেউ যাতে বেঁচে না থাকে। আত্মসমর্পণ বা কোনোরকম দয়া না দেখিয়েই পিঠে গুলি করে মেরে দিয়েছে সবকটিকে। আর এখন ওরা নাকি কেউ বেঁচে থাকলে তাকে সাহায্য করবে। এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ায় ম্যাককার্টারের মনটা এমনিই ভার হয়ে ছিলো। তাই স্বেচ্ছায়ই উনি এগিয়ে এলেন। গর্তে গর্তে ঘুরে ঘুরে উনি আর হকার মোট এগারোটা জার্মানিতে তৈরি হেকলার-কশ রাইফেল, ডজন খানেক গুলির বাক্স, আর ওদের নিজেদের কালাশনিকভ উদ্ধার করলেন।

হকার প্রত্যেকের নাড়ি পরীক্ষা করলো, তারপর নীরবে সবার গলা থেকে পরিচয় খোদাই করা ডগ ট্যাগগুলো ছিঁড়ে নিলো। হকারকে খুবই দুঃখিত মনে হলো, যেন সৈন্যগুলো ওর শত্রু ছিলো না, ছিলো সহযোদ্ধা। ম্যাককার্টার ভেবে পেলেন না হকার এসব দিয়ে করবেটা কি। হয়তো এগুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা এদের দেশের সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে যাতে দরকারি ব্যবস্থা নিতে পারে।

'হয়তো এদেরও বাচ্চা কাচ্চা পরিবার আছে।' নিজের মনেই ফিস ফিস করে বললেন ম্যাককার্টার। হকার শুনলো কিনা বোঝা গেলো না। কিন্তু কিছু বললো না।

শেষ গর্তে জীবিত একজনকে পাওয়া গেলো। সোনালি চুল আর লাল দাড়ি লোকটার। জ্ঞান নেই বললেই চলে। প্রলাপ বকছে। মুখের একপাশ রক্ত জমে লালচে হয়ে আছে। কাটা দাগ দেখে অনুমান করা যায় হয় কোনো বুলেট এর গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে নয়তো কোনো বুলেট পাথরে বাড়ি খেয়ে মুখে লেগেছে। ফলে লোকটা জ্ঞান হারালেও মারা যায়নি। দুর্বলভাবে এক হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলো।

'ইংরেজি জানো?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

লোকটা মাথা নাড়লো, 'জার্মান।'

হকার জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'কি নাম তোমার?'

'এরিক।' জবাব দিলো লোকটা।

হকার লোকটার শরীর খুঁজে দেখলো কোনো অস্ত্র আছে নাকি, তারপর ধরে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে গেলো। ড্যানিয়েলি লোকটার দায়িত্ব নিলে, হকার আর ম্যাককার্টার আবার ফিরে গিয়ে সবকটি মৃতদেহ বাতাসের উল্টোদিকের একটা গর্তে জমা করে মাটি চাপা দিলো।

ক্যাম্পে ফিরতেই সবার মনে ঘুরতে থাকা প্রশ্নটা ম্যাককার্টার করলেন, 'এখন আমরা কি করবো?'

'আর কিছু হওয়ার আগেই এই নরক থেকে আমরা চলে যাব। দেখুন তো রেডিও দিয়ে কারো সাথে যোগাযোগ করা যায় কিনা।' তারপর কফম্যানকে

দেখিয়ে বললো, 'একে সাথে নিয়ে যান। উনি জানে কোথায় কথা বললে কাজ হবে। আর যদি কোন ঝামেলা করার চেষ্টা করে, সোজা গুলি করে দেবেন।'

'শেষের কাজটা আমি করব।' ভেরহোভেন এগিয়ে এলো।

কফম্যান নীরবে উঠে দাঁড়ালেন, ভেতরে ভেতরে যে রাগে ফেটে পড়ছেন, তা বোঝাই যাচ্ছে। হাত বাঁধা অবস্থাতেই উনি ম্যাককার্টার আর ভেরহোভেনকে নিয়ে আরেকটা তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা যেতেই হকার ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে দেখতে লাগলো। কি করা যায় ভাবছে। কিছুদূর এগুতেই একগাদা কাদামাখা যন্ত্রপাতি চোখে পড়লো। কফম্যানের লোকেরা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে এসব উদ্ধার করেছে। জিনিসগুলো খুবই আধুনিক, এখনও মরিচা বা ক্ষয় হয়নি, আর খুব চেনা চেনা লাগলো হকারের কাছে। হকার ঝুঁকে একটা জিনিস তুলে নিলো সেখান থেকে। তারপর একপাশের কাদা ঘষে তুলে ফেললো। একটা খোদাই করা ছাপ দেখা গেলো সেখানে। লেখা TSC : Texas Sounding Corp. বিতৃষ্ণায় মাথা ঝাঁকালো হকার। NRI এর সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে TSC। কয়েকদিন আগেই এই কোম্পানির জিনিসপত্র সে হেলিকপ্টারে করে ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টারকে এনে দিয়েছে।

'আগেই বোঝা উচিত ছিল।' নিজেকেই বললো হকার।

'আপনার একটা ধন্যবাদ পাওনা আছে,' পেছনে একটা কণ্ঠ শোনা গেলো। কণ্ঠটা ড্যানিয়েলির।

'কিসের জন্য?'

'আমাদের বাঁচাতে ফিরে আসার জন্য। গতরাতে কফম্যানকে থামানোর জন্য।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। আমি জানতাম উনি কি বলবেন।'

ড্যানিয়েলির দৃষ্টি তখন হকারের হাতে ধরা যন্ত্রটার দিকে। হকার জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা আসলে সব ব্যাপারে কতটা জানতো? আমরা যা জানি, ততটাই? নাকি কম?'

'কে কতটা জানতো?'

'আমাদের আগে যে দলটা অভিযানে এসেছিলো। এই যন্ত্রগুলো যারা ফেলে গেছে,' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

হকার আবার বলা শুরু করলো, 'এটা একটা আল্ট্রাসাউন্ড রিসিভার। ঠিক এটার মতই একটা সেদিন আমি ম্যাককার্টারের জন্য এনে দিয়েছিলাম। জিনিসটা অবশ্য ঠিকমত কাজ করেনি, তবে এটা আর ওটা যে এক, আমি নিশ্চিত। একই কোম্পানির বানানো। NRI-এর যন্ত্রপাতি এগুলো।'

যন্ত্রটা তারপর তুলে ধরে আবার বললো, 'এজন্যই আপনারা আগেই সাথে করে অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। এর আগেও একটা দল এসে গায়েব হয়ে গেছে, সেজন্যই এবার এত সতর্কতা।'

ড্যানিয়েলি বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিছু না বললেও কথাগুলো অস্বীকার করলো না। না বলে ভালোই করলো।

হকার আবার মুখ খুললো, 'আমাকে অন্তত বলা উচিত ছিলো।'

'তা, কি এমন হতো?' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

'আপনারা আগেও একদল লোক হারিয়েছেন। তার মানে কাজটার ঝুঁকি আরো বেশি।'

ড্যানিয়েলি ভ্রু উঁচালো, 'জেটির গোলাগুলি, নদীর লাশ, এসব দেখেও আপনার কাছে এটা ঝুঁকিপূর্ণ লাগেনি?'

ড্যানিয়েলির কথা ঠিক। আগেই বোঝা উচিত ছিলো। যা ঘটেছে, তা হকার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। নিজেকেও এর জন্য দায়ী মনে হচ্ছে সারাক্ষণ।

'লোকগুলোর কি হয়েছিলো?' জিজ্ঞাসা করলো হকার।

'আমি জানি না। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে পৌছে ওরা খবর পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তখন ওরা এখানে আসছিলো না, এখান থেকে যাচ্ছিলো।' বলে ড্যানিয়েলি পশ্চিমে তাকালো, 'ওদিক দিয়েই ওরা এসেছে। ওরা খুলির দেয়ালের কথা জানতো না। আমাদের মতো এত তথ্যও ওদের কাছে ছিলো না। আমি জানি না ওরা এই জায়গাটা কিভাবে খুঁজে পেলো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খুঁজে পেয়েছিলো। তারপর...' ড্যানিয়েলি কাঁধ ঝাঁকালো। 'আপনি যা ভাবছেন, আমারও সেটাই ধারণা। আদিবাসী... ওই জানোয়ারগুলো... কিজানি, জানি না।'

হকার সদ্য কবর দেয়া গর্তটার দিকে তাকালো। মাত্র দাফন করা লোকগুলোর কথা মাথায় ঘুরছে। ওদের নিজেদের লোক কয়জন মারা গেছে সে খবরই নেয়া হয়নি ওর।

'আমাদের কয়জন মারা গেছে?' প্রশ্ন করলো।

'ব্রাজোস বাদে সবকটি কুলি, ভেরহোভেনের সবকটি লোক, সুসান, পোলাস্কি। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করছিলো এরা। তারপর ওখান থেকে মাটিতে নেমেও শুরু করে গোলাগুলি। আমরা ভেবেছিলাম আপনিও মারা গেছেন।' ড্যানিয়েলি জানালো।

হকার ড্যানিয়েলির দিকে তাকালো। 'আমিও যখন এদিকে রওনা দেই, তখন নিশ্চিত ছিলাম যে আপনারা সবাই মারা গেছেন।'

তারপর চোখ সরিয়ে নিলো। এখনো বেঁচে আছে ওরা, তাই কৃতজ্ঞবোধ করছে। যদিও তার জন্য কড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তারপর বললো, 'আমাদের এই লোকগুলোকে এখানে আনা উচিত হয়নি। আমরা আগেই জানতাম কি হতে পারে।'

ড্যানিয়েলি বললো, 'আমি জানি। সব আমার দোষ। কিন্তু এখুনি ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই। এখন আবার সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা যা খুঁজতে এসেছি, তা খুঁজে নিয়ে যাওয়াই উচিত।'

হকার কিছুক্ষণ কথা বললো না। তারপর বললো, 'আপনার কি মাথা খারাপ?'

'খারাপ যা হওয়ার, তা তো আগেই হয়ে গেছে হকার।'

'মোটেও না। আসল খারাবির এখনো বহুত বাকি। কফম্যান কি বলেছে শোনেন নি? কাল রাতে কোথায় ছিলেন? আবারো ঐ জানোয়ারগুলোর সামনে পড়তে চান? আদিবাসীদের হাতে কচুকাটা হবার খুব খায়েশ নাকি? এগুলোতো আছেই, সাথে আছে কফম্যান। কুকুরটা মুখে যা-ই বলুক, আমি নিশ্চিত লোকটার আরো অনেক লোক আছে কোথাও লুকানো। বহুক্ষণ যাবত কফম্যানের খোঁজ খবর না পেলে ওরা খুঁজতে আসবে। আপনার কি ওদের সাথেও মোকাবেলা করার খায়েশ?' হকার বললো রাগান্বিত স্বরে।

'আমার মোটেও এসব ইচ্ছে নেই। তবে আমাদের কর্তব্য তো করতে হবে।' ড্যানিয়েলি শান্তভাবে জবাব দিলো।

'ঠিক আছে। তাহলে এই লোকগুলোকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাই। তারপর নতুন একটা দল নিয়ে আবার আসি। আপনি চাইলে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যও সাথে আনতে পারবেন। তখন যে মধু খুঁজতে এসেছেন, সেটা সহজেই খুঁজে পাবেন। নিরীহ মানুষদেরও আর মরতে হবে না, ঠিক আছে?'

'এখন আর এসব করার সময় নেই। আমাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য সব ফাঁস হয়ে গেছে। আর যদি কফম্যানের আরো লোকজন থেকেই থাকে, তাহলে আমরা মানাউস পৌছার আগেই আমাদের ধরে ফেলবে। কাজটা করতে চাইলে এক্ষুনি করতে হবে।'

হকার ড্যানিয়েলিকে বোঝাতে পারছে না। এখন কার্যসিদ্ধির চেয়ে বিপদ এড়ানোটাই বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। হকার ওর রাগ কমিয়ে বললো, 'কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন। কাল রাতে আমরা জিতেছি কারণ কফম্যানের লোকগুলো অন্যদিকে ব্যস্ত ছিলো। মরার আগে কে গুলি করেছে সেটা টেরও পায়নি। পরেরবার কিন্তু ওরা আমাদেরকেই খুঁজতে আসবে।'

ড্যানিয়েলি ইতস্তত করতে লাগলো। দৃষ্টি ক্যাম্পের দিকে। কফম্যান, ম্যাককার্টার আর ব্রাজোস এর সাথে হাঁটছেন। তারপর বললো, 'যা কিছু হয়েছে তার জন্য আমি সত্যিই আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনি যতটা ভাবছেন, তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে আমার। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এই ফালতু অভিযানে আমার আসারই কোনো ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু যা বলা হয়,

তার বাইরে করা অথবা যেখানে যেতে বলা হয়, তার বাইরে যাওয়ার এখতিয়ার আমার নেই। আর এই মুহূর্তে আমার উপর নির্দেশ আছে যে জন্য এখানে এসেছি, সেটা শেষ করেই ফেরার জন্য। তাতে যা হওয়ার হোক। যেটার জন্য আমরা এত কষ্ট করলাম, সেটা এখন হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও ফেলে যেতে পারি না।'

'আসলে খুঁজছিটা কি আমরা?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

উত্তর পাবে আশা করেনি। কিন্তু ড্যানিয়েলি জবাব দিলো, 'গুহার ভেতরে কোথাও একটা শক্তির উৎস খুঁজছি আমরা। এমন একটা সিস্টেম, যা দিয়ে শীতল ফিউশনের (জ্বালানির) কলাকৌশল জানা যাবে। কিভাবে এসবের খবর পেলাম সে তথ্য আপনাকে দেয়া যাবে না। তবে নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি মজা করছি না। মার্টিন সাহেব যে স্ফটিকগুলো উদ্ধার করেছিলেন, আসলে সেগুলো কোনো ধরনের নিম্ন স্তরের ফিউশন বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছিলো। এগুলো হয় সরাসরি বিক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছিলো অথবা এগুলোর আশেপাশে কোথাও বিক্রিয়াটা হয়েছিলো।'

হকার অবাক হয়ে গেলো, 'এ ধরনের জিনিস এখানে থাকবে কেন?'

'কেউ এখানে রেখেছে, তাই। এটুকুই আপনাকে বলা যাবে। আর যদি আমরা জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে আমরা দুনিয়াটাই বদলে দিতে পারবো। বৈশ্বিক উষ্ণতা, তেল নিয়ে যুদ্ধ, দূষণ সব বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাপারটা অনেকটা ম্যানহাটন প্রজেক্টের মতো, শুধু ফলাফল হবে উল্টো। *আমরা পৃথিবীটাকে নতুন জীবন দান করবো। আবার সুস্থ করে তুলবো।*' ওপেনহেইমারের বিখ্যাত উক্তিটার মতো করে বললো ড্যানিয়েলি।

কথাগুলো শুনে হকার দোনোমনায় পড়ে গেলো। চিন্তায় মাথার পাশে হাত দিয়ে ঘষতে লাগলো। ড্যানিয়েলিই আবার বললো, 'দেখুন, আমি জানি আপনি আমাদের কাজকর্ম পছন্দ করেন না। করার কথাও না। এরাই আপনাকে বিনা কারণে নির্বাসিত করেছে। কেন করেছে, জানি না। আমাকে আপনার ব্যাপারে পঞ্চাশ পাতার একটা রিপোর্ট দেয়া হয়েছিলো যার দুই তৃতীয়াংশ কালো কালি দিয়ে ঢাকা। কিন্তু আপনাকে যেটুকু দেখলাম, তাতে আমি জানি সঠিক কাজটা করতে আপনি পিছপা হবেন না। তাতে আপনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলেও।'

'সবসময় না।' হকার মনে করিয়ে দিলো।

'আসল কথা হচ্ছে, আমিও এখানে ঠিক কাজটাই করার চেষ্টা করছি। আর যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন, আমি কথা দিচ্ছি এর উপযুক্ত প্রতিদান আপনি পাবেন। এটাই আপনার সুযোগ, হকার। আপনি সুযোগটা নিলে নিজের জীবনটা বদলাতে পারবেন, আরো বড় করে বললে, আরো অনেক জীবন বদলে দিতে পারবেন।'

আরো বড় করে দেখলে! হকার কখনোই খুব বড় করে কিছু দেখার সুযোগ পায় না। কারণ, আশেপাশে ছোট করে দেখার মতো ঘটনাগুলোই ওর জীবন ত্যানা ত্যানা করে দিচ্ছে।

ড্যানিয়েলি বলেই চললো, 'হকার, আমি জানি আপনি সবাইকে নিয়ে ফিরে যেতে চান। কিন্তু যদি আপনি চলে যান, তাহলে ওরা আপনার ফাইলের উপর সীল মেরে বন্ধ করে দেবে। সবকিছু আরো বেশি খারাপের দিকেই যাবে। কাজগুলো আমি করবো না। খোদা সাক্ষী, আপনার জন্য আমি জীবনও বাজি ধরতে পারবো। কিন্তু যারা আপনাকে নির্বাসিত করেছিলো, ওরাই এখনো সবকিছুর হর্তাকর্তা। এই অভিযান ব্যর্থ হলে ওরা সব দায়ভার চাপানোর জন্য আপনাকেই বেছে নেবে, আর এবার শুধু নির্বাসিত করেই ক্ষান্ত হবে না। ওরা আপনাকে খুঁজে বের করে শেষ করে দেবে।'

হকার ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। রেগে গেছে কিছুটা, দ্বিধান্বিতও। মনে মনে ভাবলো, শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে আসতে দিন। বহু কষ্টে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে বললো, 'এখানে লোকজন সব মরে যাচ্ছে। নিরীহ মানুষ– আমাদেরই লোকজন এরা। আপনি এদেরকে মিথ্যে বলেছেন, আমি তাতে সাহায্য করেছি। তারপর হাসতে হাসতে এদেরকে হাতে ধরে নরকে এনে ফেলেছি। আপনি যদি ভেবে থাকেন এসবের জন্য কোনো দাম দিতে হবে না, তাহলে ভুল করছেন।'

'আমি সবই জানি। যেসব মানুষকে আমি পছন্দ করতাম, তারাও মারা গেছে। সব ছেড়ে চলে গেলে তারা ফিরে আসবে না। কিন্তু কাজটা শেষ করলে অন্তত তাদের আত্মত্যাগের প্রতি কিছুটা সম্মান তো দেখানো হবে।'

ড্যানিয়েলি হকারের চোখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'আমাকে কাজটা শেষ করতেই হবে, হকার। আপনি চান আর না চান, আমাকে শেষ করতেই হবে। দরকার হলে আমি একা কাজটা করবো, কিন্তু আমি খালি হাতে এখান থেকে ফিরবো না।'

হকার বুঝতে পারলো ওরা আর একমত হতে পারবে না। তারপর বললো, 'আমার মনে হয় শেষমেষ আপনার মনে হবে ফিরে গেলেই ভালো হতো।'

ড্যানিয়েলি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর সামান্য পিছু হটে ঘুরে হনহন করে হেঁটে ক্যাম্পের দিকে চলে গেলো।

হকার হতাশায় মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাতের যন্ত্রটা মাটিতে ফেলে লাথি মেরে চত্বর পার করে দিলো। জিনিসটা কয়েকবার গোত্তা খেয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দীর্ঘ এক মুহূর্ত হকার টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো, যেন ওগুলো কোনো গূঢ় অর্থ বহন করছে।

হঠাৎ দূরে কোথাও চিৎকারের শব্দে ওর চটক ভাঙলো।

ম্যাককার্টার কিছু একটা হাতে করে ক্যাম্প থেকে দৌড়ে বের হলেন। প্রথমেই চোখে পড়লো ড্যানিয়েলিকে। ব্যস্ত ভঙ্গিতে প্রফেসর কিছু একটা বললেন, তারপর ওর হাত ধরে আবার হকারের দিকে টেনে নিয়ে আসতে লাগলেন। ওর কাছে আসতে আসতে উনার দম ফুরিয়ে এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমাদেরকে আবার মন্দিরের ভেতর ঢুকতে হবে, এক্ষুনি।'

হকার অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে লাগলো। 'আপনাদের সবার মাথাই কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি একসাথে?'

ম্যাককার্টার ব্যাখ্যা করে সময় নষ্ট করলেন না। হাতের কমলা জিনিসটা তুলে ধরলেন। কফম্যানের ELF রেডিও। শব্দ বাড়িয়ে দিতেই শোনা গেলো।

'কেউ কি শুন...? কফ... প্লিজ জবা...' সুসান ব্রিগসের গলা! কফম্যানকে খবর পাঠাচ্ছে।

'ও বেঁচে আছে! আমরা ওর কথা শুনলেও, ও আমাদেরটা শুনতে পাচ্ছে না। আমরা কথা বলেও তাই জবাব পাচ্ছি না।' ম্যাককার্টার উত্তেজিত হয়ে বললেন।

'কোথায়? কিভাবে?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'মন্দিরের নিচের গুহার ভেতর ও কোথাও আছে। আর কফম্যানের কথা সত্যি হলে ওখানে ঐজানোয়ারগুলোও আছে। ও একা একা ওখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না। আমাদেরকে ওকে উদ্ধার করতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে আমাদের।' ম্যাককার্টারের কণ্ঠে অধৈর্য।

হকার আড়চোখে ড্যানিয়েলির দিকে তাকালো। ওরা দুজনেই জানে এর মানে কি। যেভাবেই হোক, ড্যানিয়েলি গুহাতে ঢোকার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে।

তারপর ড্যানিয়েলিকে বললো, 'আমি নিশ্চিত আপনার জীবন নয়টা। তবে কয়টা গেছে আর কয়টা আছে সে হিসাব ভুলে যাবেন না।'

অধ্যায় : ৩৫

মন্দিরের নিচের গুহার অন্ধকারে হ্কার দিঘির ধারে দাঁড়িয়ে সামনের পানির দিকে তাকিয়ে আছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি। দিঘির নিচটা জুড়ে সাদা সাদা পাথর। জায়গায় জায়গায় মটর আকৃতির কিছু দানা দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে বলা হয় গুহার মুক্তা। ফ্লাশ লাইটের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠলো। হ্কার লাইটটা ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাক করলো। চল্লিশ ফুট উপরে ছাদ। বিচিত্র সব কাঠামো দেখা যাচ্ছে সেখানে। চুন ঝরে ঝরে বিশাল বিশাল মোচাকৃতির দণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, যেন পাথরে বানানো তলোয়ার। কোনো কোনোটা পনের ফুট লম্বা, আর গোড়ার কাছে তিন ফুট চওড়া। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোটছোট চোখা কাটার মত আরো অনেক চুনের দণ্ড, যেন সারি সারি হাঙ্গরের দাঁত। এরপরেই একসারি পাতলা সুতার মতো কিছু জিনিস ঝুলছে। এগুলোকে বলে 'সোডার খড়'। মাথার কাছটা ভেজা হওয়ার কারণে চিকচিক করছে।

'সেইরকম গুহা তো,' হ্কার বললো। কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেলো। ভেরহোভেন, ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টারও তার সাথে একমত হলো। ম্যাককার্টার বললেন, 'সালফার গুহা। বেশিরভাগ গুহাই তৈরি হয় চুনাপাথর দিয়ে। কিন্তু কোনো কোনোটা সৃষ্টি হয় পাথরের উপর সালফিউরিক এসিডের প্রতিক্রিয়ার ফলে। যেমন ধরুন, নিউ ম্যাক্সিকোর লেচুগিলা। কূপের পানিতে এসিডের উপস্থিতির কারণও এটাই।'

হ্কার আলো ফেলে পানিটা আবার দেখলো। ও আর ভেরহোভেন কয়েকবার করে ল্যাঙের ভিডিওগুলো দেখেছে। ছবি দেখা না গেলেও কয়েকবার পানিতে ঝাঁপাঝাঁপির শব্দ পাওয়া গেছে। ওরা জানে বিপদ আসলে পানি থেকেই আসবে। কিন্তু এই জায়গাটা নিরাপদই মনে হলো।

'কোনদিকে যাবো?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

হ্কার আঙুল তুলে বললো, 'ডানদিকে একটা রাস্তা গেছে। ওটা দিয়ে অপর পাড়ে যাওয়া যায়। হ্কার ওর লাইটটা রাইফেলের ব্যারেলে লাগিয়ে নিলো। বাকিরাও তা-ই করলো, শুধু ভেরহোভেন বাদে। ওর হাতে একটা আরেক ধরনের অস্ত্র। একটা পাম্প-চালিত মসবার্গ শটগান। কফম্যানের অস্ত্রভাণ্ডারের

ভেতর এটা পাওয়া গেছে। ওর ডান হাতে ট্রিগার ধরা আর ফুলে ওঠা বাম হাতের সাথে পাম্পটা টেপ দিয়ে শক্ত করে আটকানো। এই হাত দিয়েই পাম্প করতে পারবে।

ওরা এক সারি হয়ে সামনে আগালো, সবার নজর পানির দিকে। হকার সবার সামনে, পিছনে ড্যানিয়েলি। ওর কাঁধে একটা জিনিসপত্রে ভরা ব্যাকপ্যাক। পায়ে বাঁধা গাইগার কাউন্টার। সামনে এগুতেই ওটা মৃদু একটা শব্দ করে উঠলো।

'সাবধানের মার নেই। মার্টিনের স্ফটিক আর এখানকার মাটি দুটোতেই তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।' সবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাবে বললো ড্যানিয়েলি।

'জানানোর জন্য ধন্যবাদ।' হকার বললো।

'চিন্তার কিছু নেই, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনেক কম। আপনার সমস্যা করতে টানা কয়েক বছর লাগবে এটার।'

সেটা যা-ই হোক একটা ব্যাপারে হকার নিশ্চিত, ওরা এখানে বেশিক্ষণ থাকছে না। ও আবার বাঁধের দিকে এগুলো। কিছুক্ষণেই পৌঁছে গেলো সাতটা ডোবার ওখানে।

হকার থামলো। ভেরহোভেনের দিকে ফিরে বললো, 'শেষ ভিডিওটা এখানেই করা হয়েছিলো। তুমি রেডি তো?'

ভেরহোভেন মাথা ঝাঁকালো, 'এটার গোলাগুলো কিন্তু পাঁচ ছয় ফুটের বেশি গভীরে যাবে না।'

'জানি। কিন্তু যদি এর ভেতর কিছু থেকে থাকে তাহলে এটাতেই ব্যাটা সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে।'

ভেরহোভেন আবার মাথা ঝাঁকালো। 'আমি তোমার পিছনের দিকটা দেখছি।'

হকার একটু সামনে এগিয়ে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দিঘিটা এক নজর দেখলো তারপর ঘুরে অন্য দিকে এগুলো। ভেরহোভেন বাঁধের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলো, দিঘি থেকে কিছু ঝাঁপ দিলেই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

হকার প্রথম ডোবাটার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর দ্রুত দুটো গুলি করে লাফিয়ে সরে এলো। পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে পুরো গুহায় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ডোবার পানিতে নড়াচড়া নেই। একটা গেলো, আরো ছটা বাকি।

হকার বাকি ডোবাগুলোর দিকেও এগিয়ে একই কাজ করতে লাগলো। কিন্তু সবকটিতে গুলি করার পরেও কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। সবকটি

খালি। বাঁধ থেকে সরে এসে চারপাশে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিলো। সন্তুষ্ট হয়ে ইশারায় জানালো কোনো বিপদ নেই।

'আজব কাঠামো তো। সাতটা ডোবা। এটাই কি সপ্ত গুহা, সপ্ত গিরিখাত নাকি?' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি মনে করিয়ে দিলো, 'আর টক জলের শহর।'

হকার ফ্লাশলাইট জ্বেলে গুহার চারপাশ দেখতে লাগলো। সমতল জায়গাটার দৈর্ঘ্য আড়াআড়ি প্রায় একশ ফুট। গুহার একপাশ থেকে অন্যপাশ। কাছেই আরো গভীরে ঢুকে গেছে। ওদিকেই যাওয়া উচিত বলে মনে করলো হকার। তবে তার আগে আরো একবার যে পথে এসেছে সে পথে আলো ফেলে দেখলো। আলো ঘোরাতে গিয়েই আবার থেমে গেলো। দিঘির পানিতে মৃদু তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মুহূর্ত আগেও জায়গাটা ছিলো কাচের মতো স্থির। হকারের চোখ এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। আলো ঘুরিয়ে একবার গুহার গভীর দিকটা দেখলো, আবার পানিতে আলো ফেললো।

'কিছু হয়েছে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'কিছু একটা পানিতে নেমেছে অথবা পানি থেকে উঠে এসেছে।' হকার জানালো।

রক্তের শুকনো দাগ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আগের দুটো শিকারই আক্রান্ত হয়েছিলো খোলা জায়গায়। এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। হকার বাকিদেরকে ডাকলো।

'সরে আসুন, আমাদেরকে কিছু একটার আড়ালে যেতে হবে।'

হকার সমতল জায়গাটার পিছন দিকে চলে এলো। মসৃণ মেঝে এখানে গুহার রুক্ষ দেয়ালের সাথে মিশেছে। ওরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। সবার ডানে হকার, সবার বামে ভেরহোভেন। ওদের সামনে খোলা সমতল। অবস্থানগত দিক দিয়ে জায়গাটা খুবই ভালো। পিছন থেকে কিছু ওদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। করলে পাশ বা সামনে থেকে। আর সেক্ষেত্রে ওরা গুলি করতে পারবে সহজেই।

'তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' ভেরহোভেন জিজ্ঞেস করলো।

'শুধু পানি।'

ভেরহোভেন কিছু একটা বলতে গেলো একটা শব্দ কানে যেতেই থেমে গেলো। একটা খাপছাড়া আঁচড়ের মতো লাগছে। কেমন একটা ক্যাঁচক্যাঁচে ঘষড়ানোর শব্দ। যেন কেউ পাথরের উপর পাথর টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ড্যানিয়েলি ভালভাবে শোনার জন্য গাইগার কাউন্টার বন্ধ করে দিলো।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ কিছু বললো না কিন্তু সবার চোখ শব্দের উৎস আতিপাতি করে খুঁজে চলেছে। অন্ধকার গুহায় চিরে দিচ্ছে ওদের আলো। একটু পর আবার শব্দ

শোনা গেলো। দুটো দীর্ঘ, ধীর আঁচড়ের শব্দ। তারপরই একটা অদ্ভুত টিক শব্দ করে থেমে গেলো। চারপাশে পিনপতন নিস্তব্ধতা। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে যেন সবাই। চোখ অন্ধকারে কিছু একটা খুঁজছে।

'সুসান নাতো?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন। গুহার ভেতর ঢুকেও ওরা বেশ কয়েকবার সুসানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাজ হয়নি।

'এমনও তো হতে পারে গুহার কোথাও ধসে পড়ে সুসান ওর ভেতর আটকে পড়েছে। আর আমাদের সংকেত দেয়ার চেষ্টা করছে। লোকজন তুষারধসে আটকে পড়লে এরকম সংকেত দেয়।'

আরেকবার শব্দ হতেই হকার মনোযোগ দিয়ে শব্দটা শুনে বললো, 'এটা সুসান না।'

'আপনি নিশ্চিত? হতেও তো...' ম্যাককার্টার বললেন।

'শব্দ একটা না, কয়েকটা। কয়েক জায়গা থেকে শব্দটা আসছে।' হকার বললো।

অন্ধকারের ভেতর আঁচড়ের শব্দটা আরো স্পষ্ট হলো। মৃদু কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। টিক...টিক, ঘ্যাস... ঘ্যাস।

'শব্দগুলো আসছে কোত্থেকে?' ড্যানিয়েলি ইতিউতি তাকাতে তাকাতে বললো।

প্রশ্নটা সবার মনেই ঘুরছে। কিন্তু গুহাটার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণে মনে হচ্ছে শব্দটা গুহার সব দিক থেকেই আসছে। টিক টিক... ঘ্যাস ঘ্যাস... টিক টিক।

হকারের বামে ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারছে না। হকার পাত্তা দিলো না। আরো ভালোভাবে চারিদিকে খুঁজতে লাগলো। ও জানে ভেরহোভেনও একই কাজ করছে। আর ওদের অবস্থানটাও সুবিধাজনক জায়গায়। তাই জিনিসটা যা-ই হোক, দিঘির পানি থেকেই আসুক, আর গুহার গভীর থেকেই আসুক, ওদের আক্রমণ করতে হলে ওটাকে এই ফাঁকা জায়গা পেরিয়েই আসতে হবে।

'দেয়াল ছেড়ে নড়বেন না। যা কিছু হোক দেয়ালের সাথে মিশে থাকবেন আর আমার বা ভেরহোভেনের সামনে পড়বেন না।' হকার বললো।

আবার শোনা গেলো, টিক... টিক, ঘ্যাস... ঘ্যাস। এবার আরো জোরে, আরো কাছে।

ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার পারলে দেয়াল ভেদ করে ঢুকে যায়, এতো জোরে চেপে রইলো। হকার অন্ধকারে সামনে ঝুঁকে আলো ফেলে দেখতে লাগলো। ডান পাশ, বাঁ পাশ, ছাদ, সমতল জায়গা–কিন্তু গুহার দাঁতগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। তার পিছনেই গুহার বাকি অংশ। কিছু লুকিয়ে থাকলে ওখানেই আছে। তবে কাছেপিঠে কিছু দেখা গেলো না।

‘তোমার পাশে কিছু দেখা যায়?’

ভেরহোভেন মাথা নাড়লো, ‘নাহ্! কিচ্ছু নেই।’

টিক..টিক..

‘থাকার কথা।’ হকার বললো।

ভেরহোভেন চাপা স্বরে বললো, ‘বললাম তো কিছু নেই এদিকে।’

আরো একবার আঁচড়ানোর শব্দ শোনা গেলো। আগের চেয়েও ধীরে। তারপর থেমে গেলো। আবার নিস্তব্ধতা নামলো গুহার বাতাসে। ঐ আঁচড়ের শব্দের চেয়ে এই নীরবতাই আরো ভয়ঙ্কর লাগতে লাগলো ওদের কাছে। ওরাও সেই দীর্ঘ নীরবতার সাথে তাল মিলিয়ে চুপ করে থাকলো, শরীরের প্রতিটা পেশি টানটান হয়ে বিপদের অপেক্ষা করছে। কান খাড়া করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শব্দও শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু আর কিছুই দেখা বা শোনা গেলো না। নাড়াচাড়া নেই। টিকটিক শব্দ নেই, শুধু ওদের বুকের ধুকপুকানিই শোনা যাচ্ছে। দূরে কোথাও পানির ফোঁটা পড়ছে, ওদের কাছে মনে হচ্ছে সময় স্থির হয়ে গেছে–আর কখনো ফুরোবে না। পাথুরে মেঝে চকচক করছে, বাতাসে সালফারের গন্ধও বেড়েছে, কিন্তু কোনো কিছু নড়াচড়া করতে দেখা গেলো না।

হকার লাইট দিয়ে ভেরহোভেনের পাশটাও দেখলো ভালো করে, তারপর আবার ডান দিকে। কিছু একটা ধরতে পারছে না। কিন্তু জিনিসটা কি? ভাবতে ভাবতেই একটা ক্ষুদ্র আলোর বিচ্যুতি ওর চোখে ধরা পড়লো। ড্যানিয়েলির ফ্লাশলাইটের আলোয় ধুলোবালির একটা সূক্ষ্ম ধারা দেখা যাচ্ছে, নামতে নামতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন আণুবীক্ষণিক তারা খসে পড়ছে। ঠিক তক্ষুনি নিজেদের বোকামি ধরতে পারলো হকার। ঝট করে উপরে তাকালো।

‘সরে যান।’ বলে চিৎকার দিয়ে ড্যানিয়েলিকে টেনে সরিয়ে আনলো দেয়াল থেকে। পরমুহূর্তেই পঞ্চাশ ফুট উপরে ছাদ থেকে একটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়লো। ড্যানিয়েলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো ঠিক সেখানেই জন্তুটা আছড়ে পড়লো। হকার টেনে সরানো সত্ত্বেও ড্যানিয়েলির পায়ের পিছনে আচড় বসিয়েই দিলো ওটা। মুহূর্তেই সবাই সরে গেলো ওখান থেকে। আলোয় জন্তুটার ধারালো দাঁত আর নখর ঝিকমিকিয়ে উঠলো। জন্তুটা মাথা ঝাঁকাতেই বাতাসে ওটার লালা ঝরে পড়লো আশেপাশে। ওটা একটা পাক খেয়ে ম্যাককার্টারের দিকে এগুতে গেলো। সাথে সাথে ভেরহোভেনের শটগান ওটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো।

‘পিছনে!’ ম্যাককার্টার চেঁচিয়ে উঠলেন।

আরেকটা জানোয়ার ভেরহোভেনের ঠিক পিছনে লাফিয়ে পড়েছে। ওটা ভেরহোভেনের পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিতেই হকারের রাইফেল গর্জে উঠলো।

মুহুর্মুহু গুলির আগুনে গুহার ভেতরে এক অদ্ভুত আলোকসজ্জার সৃষ্টি হলো। বুলেট জন্তুটাকে ছিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে গেলো আর ওটা ধপ করে ভেরহোভেনের পিঠের উপর আছড়ে পড়লো। ভেরহোভেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো আর হকার আবার গুলি করলো। জন্তুটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে লাফ দিলো। কিন্তু ম্যাককার্টারের লাইটের আলো চোখে পড়তেই হিসহিসিয়ে পিছিয়ে গেলো। তারপর তার দিকে থুতু ফেলে গুলির বেগে অন্ধকারে দৌড় দিলো। ওটার পিছনে ছুটলো হকারের করা গুলির ঝাঁক। গুহার অন্ধকারে তন্ন তন্ন করে আলো ফেলে ওটাকে খুঁজলো ওরা। গুহা জুড়ে এখন জানোয়ারগুলোর ত্রস্ত পায়ের ছুটোছুটি, হিসহিসানি আর মানুষের ভারি বুটের শব্দ। সাথে আছে মাঝে মাঝে গুলির গুমগুম শব্দ।

ড্যানিয়েলি হামাগুড়ি দিয়ে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে গিয়ে বসলো। পায়ের পেশি ব্যথায় টনটন করছে আর জ্বলছে। একটা ফ্লেয়ার তুলে নিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে ছুঁড়ে মারলো। আলোর ঝলকানিতে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেলোও পরমুহূর্তেই হালকা হলুদ আলোয় দেখা গেলো একটা অবয়ব দিঘির পানিতে নেমে যাচ্ছে। আর আরেকটা প্রাণী নিজের আহত দেহটা টেনে সমতল জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করছে। তৃতীয় আরেকটাকে দেখা গেলো তখনো ছাদে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। নখ দিয়ে ছাদের দণ্ডগুলো আঁকড়ে ধরে আছে, পিঠ মাটির দিকে।

'হকার!' চিৎকার দিয়ে ড্যানিয়েলি ছাদের দিকে দেখালো। হকার মাথা ঘুরিয়েই জন্তুটাকে দেখতে পেয়েই গুলি করলো। যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো ওটা। গলার স্বরটা অনেকটা বিষুবীয় অঞ্চলের পাখির মতো, শুধু আওয়াজটা হাজার গুণ বেশি। গুলি খেয়ে ওটার পিছনের পা ছুটে গিয়ে ঝুলতে লাগলো। হকার আবার গুলি করলো। এবারো লাগলো গুলি। জন্তুটা প্রচণ্ড ব্যথায় গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে ছাদ থেকে দিঘির পানিতে পড়ে গেলো। সাথে পড়লো ছাদের কিছু ভাঙ্গা অংশ। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে ওগুলো তলিয়ে গেলো।

সবকিছু এখন হকারের কাছে পরিষ্কার। জন্তুগুলো পানি থেকে উঠে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে উল্টো হয়ে ওদের দিকে নজর রাখছিলো। টিক টিক শব্দটা আসলে হচ্ছিলো ওরা যখন ছাদের দণ্ডগুলো ধরে ধরে এগুচ্ছিলো, তখন। আর শরীর টেনে সরানোর সময় রুক্ষ পাথরগুলোয় ঘষা লেগে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দটা হচ্ছিলো। উপরের এবড়োখেবড়ো ছাদটা আবার ভালো করে পরীক্ষা করলো। পুরো ছাদ জুড়ে চুনের দণ্ড না হয় আর সব জিনিস। এক জায়গা থেকে তাই পুরো ছাদ পরীক্ষা করা সম্ভব না। ও তাই ঘুরে ঘুরে ঘাড় বাঁকা করে দেখতে লাগলো। বিশ ফুট দূরে ম্যাককার্টারও একই কাজ করছেন। ড্যানিয়েলি আবার একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মারলো। ততক্ষণে

ভেরহোভেন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ও ওর আহত হাতটার উপরই আবার থুবড়ে পড়েছিলো। অকল্পনীয় ব্যথায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে ছিলো এতক্ষণ। শটগান আটকে রাখা টেপটার খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। তারপরও ভেরহোভেন কষ্টেসৃষ্টে আরেকটা গোলা ঢুকিয়ে টান দিয়ে বাকিটাও ছিঁড়ে ফেললো। তারপর মাথা ঘুরিয়ে সমতল এলাকাটা ভালোভাবে দেখলো। ছাদটা দেখতেও ভুললো না এবার। বিপদ নেই বুঝতে পেরে এবার ওর ব্যথার কারণটার দিকে তাকালো। আহত প্রাণীটা বহু কষ্টে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে দিঘির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভেরহোভেন অভিশাপ দিতে দিতে ওটার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর ধীরে সুস্থে নিশানা করে ওটার খুলি বরাবর ট্রিগার টিপলো। সাথে সাথে জানোয়ারটা মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে গেলো।

সন্তুষ্ট হয়ে ভেরহোভেন মসবার্গটা নামালো। বাকিরা তখনো ছাদ দেখে বেড়াচ্ছে। ভেরহোভেনও দ্রুত একবার দেখে নিলো ছাদটা। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটলো মুখে।

'শালারা ভেগেছে।' চিৎকার করে বললো ও। কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস। 'একটা মরেছে, বাকিগুলো ভেগেছে।'

ভেরহোভেন নিজেও জানে না জীবনে ঠিক কতবার গোলাগুলিতে অংশ নিয়েছে ও। তবে প্রত্যেকটারই একটা আলাদা নিজস্বতা ছিলো। এটাও ব্যতিক্রম না। একটা জানোয়ার মৃত, বাকিদুটো লেকের পানিতে আহত হয়ে পড়ে আছে, ও ইতোমধ্যে যুদ্ধের মজা পাওয়া শুরু করে দিয়েছে। জিনিসটা অনেকটা ঝড়ো বাতাসের মধ্য দিয়ে এগোনোর মতই রোমাঞ্চকর। আরো একবার চারিপাশে তাকালো ও। মেঝে বা ছাদ, কোথাও কিছু নেই। তারপর ড্যানিয়েলির দিকে এগিয়ে গেলো, 'আপনার লেগেছে নাকি?'

ড্যানিয়েলির পাশেই ফার্স্ট এইডের বক্স খোলা। পায়ের ক্ষতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড লাগাচ্ছে।

'মরবো না।' ড্যানিয়েলি বললো।

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বুদবুদ হয়ে ফেনিয়ে গেলো। ভেরহোভেন ম্যাককার্টার আর হকারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাদ দাও। এভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকলে যে কোনো সময় আছাড় খাবে।'

ম্যাককার্টার খোঁজা বন্ধ করে রাইফেল নামিয়ে নিলেন। তারপর আরো কয়েকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে অন্যদের দিকে ফিরে চললেন। কিন্তু হকার খোঁজা থামালো না। গুহার গভীর দিকটাও ভালো করে দেখতে এগিয়ে গেলো। বিশেষ করে ঝাড়বাতির মতো পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে ছায়া, ওগুলোর ভেতরে। ভেরহোভেন সেদিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'পাগল!'

তারপর ড্যানিয়েলির ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললো, 'যুদ্ধের আঘাত হিসেবে চমৎকার। দারুণ একটা কাটাদাগ হবে আপনার।'

ড্যানিয়েলি চোখ গরম করে ওর দিকে তাকালো, ভেরহোভেন আবারো হেসে দিল। এত শব্দ করে ওকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি।

ফেরার পথে ম্যাককার্টার মৃত জানোয়ারটা ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে গেলেন। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা। বোঝাই যাচ্ছে মৃত, কিন্তু শরীরের এখানে ওখানে তখনো কাঁপছে। শরীরের ক্ষতস্থান থেকে গাঢ় তরল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে আর একটা জঘন্য বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গন্ধটা শুঁকে ম্যাককার্টারের পচা শাকসবজির কথা মনে পড়লো। জন্তুটার কাছে গেলে সালফারের গন্ধ ছাপিয়ে এই গন্ধটাই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। গাছে বাঁধা অবস্থায় যে জন্তুটা আক্রমণ করেছিলো, ওটার চেয়ে এটা আকারে বেশ ছোট। ওটার অর্ধেক হবে এটা। লম্বা লম্বা হাত-পা মিলিয়ে কেমন বেঢপ একটা আকৃতি। সম্ভবত কিশোর বয়সী হবে। দুইশ পাউন্ড মত ওজন। অবশ্য যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলো, তখন বেশ বড়-ই লেগেছিলো দেখতে।

মাথার প্রায় বেশিরভাগটাই শটগানের বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মানুষের মাথা হলে খুঁজেও পাওয়া যেতো না। জন্তুটার শরীরের তুলনায় মাথা বড়। কেমন কোণাকৃতির, অনেকটা কীলকের মতো দেখতে, সামনের দিকটা একদমই চোখা। যে চোখটা অবশিষ্ট আছে সেটা খোলা। একটা ভেজা, মসৃণ পাথরের মতো চকচক করছে। জিনিসটার আগাগোড়া কালো, তবে কোথাও কোথাও কালোটা কিছুটা হালকা। দেখে মনে হয় ওখানকার চামড়াটাই আলাদা। সারা শরীর কেমন একটা গাঢ় তরলে পিচ্ছিল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে তরলটা নিঃসৃত হচ্ছে। জানোয়ারটা যা-ই হোক ম্যাককার্টার জীবনে কোনোদিন এ ধরনের কিছু দেখেন নি বা শোনেন নি। এমনকি এটার আকৃতিটাও অচেনা। শরীরের প্রতিটা অংশই কোণাকার, যেন ছাঁচের উপরে ছাঁচ বসিয়ে বানানো। হাত পা মোটা হলেও অস্থিসন্ধিগুলো বের হয়ে আছে। দেখতে দরজার কবজার মতো। উপরের অংশে একটু লাগানো, নিচের অংশে আরেকটু লাগানো। ভাঁজ হওয়া জায়গাটায় পেশিতন্ত্র দেখা যাচ্ছে, যেন একগাদা কারেন্টের তার জড়ো হয়ে আছে। ভাঙ্গা ঘাড়টা দেখতে অনেকটা পোকামাকড়ের মতো। ঘাড়ের ঠিক নিচে কয়েক সারি শক্ত, খাড়া লোম। একসাথে মিলে 'V' আকৃতির সৃষ্টি করেছে।

'শয়তানের অবতার।' ম্যাককার্টার মনে মনে ভাবলেন। মানুষ সবসময় শিকারিদেরকে মোটা দাগে এভাবেই কল্পনা করে আসছে। চকচকে শক্তিশালী শরীর আর হাতে পায়ে নখ ধারালো ইস্পাতের ছুরির মতো। জিনিসটার মুখ হা হয়ে খুলে আছে। ভেতরে রেলের কাটার মত ধারালো দাঁত।

ম্যাককার্টার আবার ছাদের দিকে তাকালেন। একটা প্রাচীন মায়ান চিত্রকর্মের কথা মনে পড়লো তার। মানুষেরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিলিবানরা যে ঠিক ওদের পায়ের নিচে, সেটা কেউ জানে না। ওরা পৃথিবীর উল্টো দিকে পা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মনে মনে ভাবলেন, 'আগে যদি জানতাম আমার পায়ের নিচেও এরকম উল্টো হয়ে কিছু হাঁটছে, তাহলে আমিও এটাকে মর্ত্যলোকই ভাবতাম।'

এসব ভাবতে ভাবতেই ড্যানিয়েলি আর ভেরহোভেনও এগিয়ে এসে উনার মতো প্রাণীটাকে দেখতে লাগলো। ভেরহোভেন যেদিক দিয়ে গুলি করেছে ড্যানিয়েলিকে সেদিকেই বেশি আগ্রহী দেখা গেলো। আঘাতটা দেখতে লাগছে বলের আঘাতে ভাঙ্গা জানালার কাচের মতো। ক্ষতস্থান থেকে এদিক সেদিকে ফাটা জায়গা ছড়িয়ে পড়েছে।

ড্যানিয়েলি রাইফেলের নল দিয়ে জন্তুটাকে ঠেলা দিলো, কিন্তু ওটা নড়লো না। তারপর শরীরের উপর বাড়ি দিলো। শব্দ শুনে মনে হলো ভেতরটা বোধহয় ফাঁপা। ড্যানিয়েলি অবাক হলো। 'বহিরাবরণী! শরীরের বাইরে হাড্ডি! বড় প্রাণীদের তো কখনো এরকম হয় না। পোকামাকড়ের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়।'

'এটা তাহলে একটা গোগগা।' ভেরহোভেন বললো।

যেসব পোকা বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠে আফ্রিকান ভাষায় সেগুলোকে গোগগা বলে। ম্যাককার্টার ভেরহোভেনকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে ওর জ্যাকেটের একটা লালচে জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন। প্রাণীটা ওখানেই ওর উপর আছড়ে পড়েছিলো। জ্যাকেটের সুতা কেমন ক্ষয় হয়ে রঙ চটে গেছে। লালচে দাগটা যেন ক্ষয়কারী।

'এর সারা গা দেখি পিচ্ছিল কি একটা ভরা।' ড্যানিয়েলি বললো।

ভেরহোভেন জ্যাকেটটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে দিলো।

ড্যানিয়েলি প্রাণীটার আরো কাছে ঝুঁকে বললো, 'গন্ধটা কি আপনারাও পাচ্ছেন?'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'অনেকটা অ্যামোনিয়ার মতো। গত রাতে যখন আক্রমণ করেছিলো তখনও এই গন্ধটা পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আরো ভালোভাবে পাচ্ছি। অবশ্য এটা অনেক ছোট।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকিয়ে বাঁধের পাশের ডোবার দিকে তাকালো। 'আমিও একই কথাই ভাবছিলাম। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি কেন এমন গন্ধ। অ্যামোনিয়া একটা ক্ষারক, এসিডকে প্রশমিত করে। আমার মনে হয় এর গা থেকে অ্যামোনিয়াই বেরুচ্ছে। তবে যেভাবে ভেরহোভেনের কাপড়টা নষ্ট করেছে, আমার মনে হয় এটা অ্যামোনিয়ার চেয়েও অনেক শক্তিশালী।'

'এতে এগুলোর লাভটা কি?' ভেরহোভেন জিজ্ঞাসা করলো।

ড্যানিয়েলি ডোবাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'এটাই এদেরকে টিকিয়ে রাখে। ওদের শরীর থেকে বেরুনো এসব জিনিসই ওদেরকে এসিডের মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখে।'

ম্যাককার্টারের উনার ছেলের কথা মনে পড়লো। ছেলেকে রসায়ন পড়াতে গিয়ে প্রায়ই নানা অজানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। সেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে তখন যেতেন উনার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপকদের কাছে। সেখান থেকেই উনি জানেন, ক্ষার এসিডের মতোই মারাত্মক। যখন এ দুটো একসাথে মেশানো হয়, তখন একটা আরেকটাকে প্রশমিত করে, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে এসিড হলো ক্ষয়কারী আর ক্ষার হলো দাহ্য পদার্থ। দুটোই মারাত্মকভাবে জীবন্ত কোষের জন্য ক্ষতিকর। শুধু মানুষের চামড়া না, আরো অনেক শক্ত জিনিসও এরা গলিয়ে দেয়। তিনি ড্যানিয়েলির দিকে ফিরলেন। পায়ের নিচটা খোলা। প্যান্টের নিচের দিকটার ছেঁড়া অংশ কেটে ফেলেছে ও। আঘাত পাওয়া জায়গাটা লাল হয়ে আছে, তবে ফোস্কা পড়েনি।

'পায়ের কী অবস্থা?' জিজ্ঞাসা করলেন।

ড্যানিয়েলি পায়ের দিকে তাকালো। ওর মনে হচ্ছে ওর প্যান্টের ছেঁড়া অংশটাও ভেরহোভেনের জ্যাকেটের মত ক্ষয়ে গেছে। ও অন্ধকারেই কোনদিকে যেন ওগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে, 'পারঅক্সাইড লাগিয়েছি। ইনফেকশন হয় কি-না কে জানে। অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে লাগিয়েছি। কিন্তু পারঅক্সাইডও কিছুটা অম্লধর্মী। তার মানে চামড়ার ক্ষারকে এটা প্রশমিত করে দিয়েছে। এজন্যেই কেমন অদ্ভুত লাগছিলো। যেন পায়ে ঠাণ্ডা আগুন জ্বলছে। মুখে মেনথল দিলে যেমন লাগে, তেমন।'

'আরো খানিক লাগালে বোধহয় ভালো হবে।' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি আবার বোতলটা বের করলো। ভেরহোভেন মৃত প্রাণীটার উপর হাত রেখে ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'আর কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো।

ভেরহোভেন বললো, 'মৃত প্রাণীর শরীর থেকে তাপ বের হয়। মনে হয় যেন আঘাত পাওয়া জায়গা থেকে চুইয়ে চুইয়ে তাপ বেরুচ্ছে। কিন্তু এটার এমন হচ্ছে না।'

'তার মানে কি?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'শীতল রক্তের প্রাণী বোধহয়। অথবা আমরা যেসব প্রাণী দেখি, তাদের চেয়ে রক্ত শীতল।'

'এজন্যই তাপসংবেদী যন্ত্রে এরা সহজে ধরা পড়ে না,' ড্যানিয়েলি বললো।

ভেরহোভেন লেজের দিকে ইঙ্গিত করলো। লেজের মাথা দুই ভাগ হয়ে গেছে, যেন দুটো হুল।

'কিছুর সাথে মিল পান?'

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো। ম্যাককার্টারের নদীতে দেখা লাশটার কথা মনে পড়লো। বুকের সেই ছিদ্র দুটো, কিন্তু একটা ঢুকে আবার বের হয়ে গিয়েছিলো।

জিনিসটা ভয়ানক–একটা খুনে যন্ত্র। কিন্তু তারপরও ম্যাককার্টারের কেমন একটা সম্ভ্রম জাগলো মনে, 'এগুলো আসলে কি?' বলে ভেরহোভেন আর ড্যানিয়েলি দুজনের দিকেই তাকালেন। কেউই কিছু বলতে পারলো না।

একটু পর হকার ফিরে এলো। প্রাণীটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললো, 'বাহ্! এবারের সফরে দেখি বেশ ভালোই মজা হচ্ছে। পরের বার পুরো পরিবার নিয়ে আসবো।' তারপর ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'এখানে কেন এসেছি সে কথা কি ভুলে গেছেন?'

মনের ভেতর ভীতি আর সম্ভ্রমের ভাবটা ধরে রেখেই ওরা সমতল জায়গাটা ছেড়ে গুহার ভেতরের দিকে এগুলো। একটু পরেই রুক্ষ পাথুরে দেয়াল সরু হয়ে এলো, তারপর আবার সমতল হয়ে গেলো। বোঝাই যায়, এটা মানুষের কাজ। জায়গাটা অনেকটা সরু উপত্যকার মতো। কিছুদূর গিয়েই সেটা একটা সুড়ঙ্গে রূপ নিলো। কারণ চারপাশের ছাদ বাঁকা হয়ে নেমে এসেছে নিচে। বাঁকা সুড়ঙ্গটা আরো সরু একটা আয়তকার দরজায় গিয়ে শেষ হলো। দরজাটা চারফুট উঁচু, আর আঠারো ইঞ্চিরমতো চওড়া। বুকে ভর দিয়ে চেপেচুপে দরজাটা পার হলো ওরা। অপর প্রান্তে পৌঁছাতেই একটা দুর্বল, কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেলো, 'মি. কফম্যান?'

ম্যাককার্টার জবাব দিলেন, 'কফম্যান না সুসান, আমরা!'

সুসান ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এলো, 'প্রফেসর ম্যাককার্টার?'

'তুমি ঠিক আছো?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

সুসান ওদের দিকে দৌড়ে এলো। এক ঝাঁপে ম্যাককার্টারকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো। ম্যাককার্টারও ওকে জড়িয়ে ধরলেন, অবশ্য কিছুটা বিব্রত। সুসান হাঁপাচ্ছে টের পেতেই পকেট থেকে ওর ইনহেলার বের করে দিলেন। আসার সময় মনে করে নিয়ে এসেছেন। সুসানও তাড়াতাড়ি ওটা মুখে পুরে জোরে প্রশ্বাস নিলো। সুসানের চোখ ভরা পানি। আর্দ্র কণ্ঠে বললো, 'আমি গুলির শব্দ শুনেছি। ভেবেছিলাম...' কথা থামিয়ে বাকিদের দিকে তাকালো ও। হকারকে দেখে কেমন যেন থমকে গেলো ও।

'আপনি এখানে কিভাবে এলেন? কফম্যানের লোকেদেরই বা কি হয়েছে?'

জবাবটা ম্যাককার্টার দিলেন, 'বেশিরভাগই মারা গেছে। কফম্যান আছে ওপরে। ব্রাজোস পাহারা দিচ্ছে। আমরা রেডিওতে তোমার আওয়াজ পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমাদেরটা পাওনি।'

'আমিতো কোনো সাড়া শব্দই পাইনি। আসলে বুঝতে পারছিলাম না ঠিকভাবে খবর পাঠাতে পারছি কিনা। টিপতে টিপতে ব্যাটারি শেষ করে ফেলেছি।' সুসান বললো।

তারপর ও কিভাবে বেঁচে গেলো সে ঘটনা শুনালো সবাইকে, 'জিনিসটা শেষ লোকটাকে মারার পরেই রেডিওটা ওটার পায়ে বাড়ি খেয়ে আমার দিকে সরে আসে। আমি ওটা হাতে তুলে নিয়ে দেই দৌড়। তারপর এখানে এসে এই দরজাটা খুঁজে পাই। এরপরে আর যাওয়ার জায়গা নেই। আমি বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ঐ জিনিসগুলো বারবার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। দরজার আশপাশটা আঁচড়ে কামড়ে বহুবার চেষ্টা করেছে, তবে ভাগ্য ভালো যে শেষ পর্যন্ত পারেনি ঢুকতে। আমিও তাই আর নড়িনি এখান থেকে।'

'শুনে ভালো লাগলো। তবে আমাদেরকে ও পথেই ফিরতে হবে। সেটা যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই মঙ্গল।' হকার বললো।

সুসান ম্যাককার্টারের হাত ধরে বললো, 'অবশ্যই, তবে আমার মনে হয়, তার আগে কিছু জিনিস আপনাদের দেখা দরকার।'

সুসান ওদেরকে ঘরটার ভেতরের দিকে নিয়ে গেলো, একটা সরু করিডোর পার হতেই আরেকটা খালি রুমে এসে পড়লো ওরা। তারপর আরেকটা। ঘরগুলো পাথর কেটে বানানো। মসৃণ, সোজা দেয়াল, সমতল মেঝে। বাঁধের পাশের সমতল জায়গাটার চেয়েও এটা আরো উন্নত কারিগরির পরিচয় বহন করছে। এমনকি পায়ের ধাক্কায় নিচের ধুলো সরে গেলে মেঝেটা দামি মার্বেল পাথরের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ম্যাককার্টার ঝুঁকে পরীক্ষা করতে গেলেন, কিন্তু সুসান ওর সাথে আসতে ইশারা করলো।

একটা দেয়ালের দিকে দেখালো ও। নানান জ্যামিতিক নকশা কাটা তাতে। আর পাশেই মায়ান হায়ারোগ্লিফ। তারপর ও একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে গেলো। দেয়াল আর ছাদের একটা পাশ ধসে পড়েছে। ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

ম্যাককার্টার হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ওখানে একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। অর্ধেক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া। ধূসর আলোয় মনে হল, একটা বাচ্চা ছেলের লাশ। কিন্তু অন্ধকার সয়ে আসতেই বোঝা গেলো এটা আসলে অন্য কিছু।

শরীরটা চার ফুট লম্বা। পা আর শরীরের নিম্নাংশ ধড় থেকে আলাদা করা। গায়ে মাংস চর্বি হয়তো এককালে ছিলো, এখন আর নেই। মাথার খুলির আকৃতি অনেকটা মানুষের মতই, তবে অনেকটা বাল্বের মতো দেখতে। মুখের উপরের দিকে বিশাল দুটা গর্ত। ওখানে সম্ভবত চোখ ছিলো। তার উপরে অস্থিময় কিছু খাঁজ, তার উপরে কপাল উপর দিকে উঠে গেছে। বুকে পাঁজরের বদলে আছে বিশাল চ্যাপ্টা দুটো হাড়। মেরুদণ্ডের সাথে জোড়া লাগানো। হাড়গুলোও সামনে এসে মিলে গেছে। পুরো বুকটাই এ দুটো দিয়ে ঢাকা।

অনেকটা মৃত জানোয়ারটার শরীরের বহিঃআবরণীর মতোই। হাড্ডিদুটোর ভেতর হাজার হাজার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র।

ম্যাককার্টার খুলিটা একবার ছুঁয়ে দেখলেন। মসৃণ উপরিভাগ। এটা দেখে উনার ছোটবেলায় সমুদ্রতীরে কুড়িয়ে পাওয়া একটা কাঁকড়ার কথা মনে পড়ে গেলো।

সুসান বললো, 'এটা পুরোপুরি চাপা পড়ে ছিলো। সময় কাটানোর মতো কিছু না পেয়ে আমি এতটুকু পরিষ্কার করেছি।'

'জিনিসটা কী?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

সুসান মাথা নাড়লো।

ড্যানিয়েলির চেহারা দেখে মনে হলো কোনো কথাই ওর কানে ঢুকছে না। চোখ মুখ দুটোই বড়বড় হয়ে হা হয়ে গেছে। 'হায় খোদা!' ফিসফিসিয়ে বললো ও। 'আমিতো কল্পনাতেও... আমি বিশ্বাস করি না, জীবনেও এটা হতে পারে না।'

অধ্যায় : ৩৬

ড্যানিয়েলি লেইডল ধ্বংসস্তূপের নিচের বিকৃত লাশটার দিকে চেয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। সম্ভবত ও ধরতে পেরেছে জিনিসটা কি। কিন্তু ওর নিজের কাছেই ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ম্যাককার্টারও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, 'বাকি সবার চেয়ে আপনার চিন্তাভাবনা আলাদা। তাই আপনার কাছে এটা অস্বাভাবিক লাগছে।'

ড্যানিয়েলি কি বলবে ভেবে পেলো না। একবার ভাবলো মিথ্যে বলে। ওরা যা ভাবছে, সেটাই বলে যে, একটা একটা হাজার বছরের পুরোনো ভাঙ্গাচোরা কঙ্কাল। জন্মগত ক্রটির কারণে এরকম হয়েছে। কিন্তু ও জানে এটা তা নয়। আর মিথ্যে বলতে বলতে ঘেন্না ধরে গেছে। আবারও খুলিটার দিকে তাকালো, কপালের মসৃণ বাঁকগুলো দেখছে। হাড্ডির মাঝে একটা চিকন দাগ চোখে পড়লো ওর, সোনালি রঙের একটা সুতো, মাকড়শার জালের মতোই চিকন। একই রকম সুতা চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে খুলির চূড়ার দিকে উঠে গেছে। কানের দিকে দেখা গেলো আরেকটা সুতার উপর দিয়ে হাড্ডি দেখা যাচ্ছে, যেন একটা গাছ এর চারপাশে বাঁধা একটা রশিকে গ্রাস করে নিয়েছে। এটা দেখে ড্যানিয়েলি নিশ্চিত হয়ে গেলো, ওর অনুমান নির্ভুল। ম্যাককার্টারও সুতাটা খেয়াল করলেন, তারপর ওর দিকে তাকালেন। ড্যানিয়েলি বুঝলো, আর মিথ্যে বলা যাবে না।

'এটা আমার কাছে আসলেই অন্য কিছু মনে হচ্ছে।' ম্যাককার্টারকে বললো ড্যানিয়েলি।

ম্যাককার্টার ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, উনার চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো, 'কফম্যান আর তার লোকজন আক্রমণ করার পরেই বোঝা গিয়েছিলো যে আমরা এখানে শুধু মায়ান পুরাকীর্তি উদ্ধার করতে আসিনি। এটার জন্যেই কি আমাদের এখানে আগমন? এটা নিয়েই এতো খুনোখুনি?'

হকার আস্তে বললো, 'শান্ত হন, প্রফেসর।'

ড্যানিয়েলি হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'না, ঠিক আছে।'

তারপর হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরলো। ওর অসুস্থ লাগছে।

পাশেই ম্যাককার্টার একটা দম নিয়ে বললেন, 'আমি সবকিছুর ব্যাখ্যা চাই।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলা আরম্ভ করলো, 'এই জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমার আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন ছিলো। কারণ আমাদের, মানে NRI-এর বিশ্বাস, এখানে একটা শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এমন কোনো যন্ত্র খুঁজে পাবো যা দিয়ে শীতল ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।'

ম্যাককার্টারের চেহারা নরম হয়ে এলো। তবে সেটা অবাক হওয়ার কারণে। হকার যেসব প্রশ্ন করেছিলো, উনিও ঠিক একই প্রশ্নগুলোই করে গেলেন। 'এখানেই যে জিনিসটা পাওয়া যাবে, সেরকম কেন মনে হচ্ছে?'

'ঐ লোকটার জন্য, পুরুষ মহিলা যা-ই হোক, ও-ই জিনিসটা এখানে নিয়ে এসেছে।' লাশটা দেখিয়ে ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার আবারো লাশটার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগলেন। মনে হচ্ছে উনার মন কুয়াশায় ভরে গেছে। 'আমি কিন্তু ইচ্ছা করে না বোঝার ভান করছি না। আমি খুবই পরিশ্রান্ত আর তাই মাথাও ঠিকমত কাজ করছে না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

ড্যানিয়েলি একটা লম্বা দম নিলো। তারপর বলা শুরু করলো, 'আমি বলতে চাচ্ছি যে যদি NRI-র ধারণা ঠিক হয়, তাহলে আপনারা যে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটা হাজার বছর ধরে এখানে চাপা পড়ে থাকলেও এটার জন্ম আসলে অন্য কোনো সময়ে, ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে।'

সবাই হা করে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে রইলো। মিথ্যা বলছে নাকি কৌতুক করছে, তা বোঝার চেষ্টা করছে। ম্যাককার্টার আবার লাশটার দিকে ঘুরলেন, চোখ সোনার সুতোগুলোর দিকে। ড্যানিয়েলির মতোই, জিনিসগুলো কি সেগুলো নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছেন।

'আপনি মজা করছেন না তো?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো।

'আপনার এরকম ধারণার কারণটা কি?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন। কথায় তেজ কমেছে তবে রুক্ষতা পুরোপুরি যায়নি।

'ঠিক আছে। গোড়া থেকে শুরু করলে বুঝতে পারবেন। দুই বছর আগে জাতীয় নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরের কিউরেটর মার্টিনের খুঁজে বের করা স্ফটিকগুলো আমাদের নজরে আনেন। উনি ওগুলোতে কিছু একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করেছিলেন কিন্তু সেটা কি ধরতে পারছিলেন না। ঘনীভূত আলোর নিচে রেখে এগুলোকে দেখলে স্ফটিকগুলোর চারপাশে কেমন অদ্ভুত কুয়াশার মতো আস্ত রণ দেখা যায়। উনি আমাদেরকে জানান যে স্ফটিকগুলোর এমনিতে তেমন

কোনো গুরুত্ব নেই। জাদুঘরের স্টোর রুমেই পড়ে থাকে। উনি শুধু কৌতূহলবশতই কাজটা করেছেন। উনি আমার সাবেক সহকর্মী আরনল্ড মুরের বন্ধু হওয়ায় উনাকে ব্যাপারটা জানান। তখন আমরা ওগুলো নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। তা যা আবিষ্কার হয়, তা বিশ্বাস করা শক্ত। স্ফটিকগুলো মূলত কোয়ার্টজ, তবে এর উপরে একটা জটিল কোনো যৌগের পলিশ দেওয়া। ওগুলো খুবই নিম্নমানের তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন আর ওগুলো থেকে বায়বীয় ট্রিশিয়াম উৎপন্ন হচ্ছিলো।'

এটুকু বলেই ড্যানিয়েলি একবার সবার চেহারার দিকে তাকালো। তারপর আবার শুরু করলো, 'ট্রিশিয়াম সম্পর্কে আপনারা কে কি জানেন জানি না, তবে এটা এমন একটা গ্যাস যা শুধু পারমাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে স্ফটিকগুলো হয় কোনো ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে, নয়তো এটার আশেপাশে এরকম কোনো বিক্রিয়া হয়েছে। আর সবার ধারণা বিক্রিয়াটা হলো শীতল ফিউশন।'

ম্যাককার্টার বাধা দিলেন, 'এটা যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কিভাবে?'

ড্যানিয়েলি নিজেকেও বহুবার প্রশ্নটা করেছে। 'প্রথমদিকে আমরাও সেরকম ভেবেছিলাম। তবে প্রকৃতিতে এরকম কিছু কখনোই ঘটতে দেখা যায়নি। তবে আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর নিশ্চিত হওয়া গেছে এটা আসলে এমন কিছু একটার ফলাফল যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। একটা ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর আরো কিছু জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় স্ফটিকগুলো খুব দক্ষ হাতে বানানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্যামিতিক নকশা আর খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এক কথায়, ছিদ্রগুলো আসলে ছিলো ফাইবার অপটিক চ্যানেল। যেগুলো একেবারে অণু থেকে অণুতে সংযোগ দিতে সক্ষম। আজকের দিনের অতিক্ষুদ্র জিনিসপত্রের চেয়েও ক্ষুদ্র। আজকের যুগের প্রযুক্তি দিয়ে এটা তৈরি করা সম্ভব না। আমরা আসলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম–বুঝতে পারছিলাম না জিনিসটা কি। এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে মানুষের বানানো। এলোমেলো কোনো প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি না।'

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো। কথাগুলো উনি বুঝতে পারছেন দেখে আবার শুরু করলো, 'আমরা এটাও ভেবেছিলাম যে জিনিসটা ভুয়া নয় তো, কিন্তু পরীক্ষার পর সেই সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে গেলো। ছবি, ঘটনাপ্রবাহ, মাপজোক সব একেবারে মিলে গেলো। এই স্ফটিকগুলোই মার্টিন ১৯২৬ সালে আমাজন থেকে উদ্ধার করে আনেন। এখন প্রশ্ন হলো একটাই, পারমাণবিক যুগেরও বিশ বছর আগে বা এসব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বা ফাইবার

অপটিকসের আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর আগেই আমাজনের গহীনে এরকম একটা প্রাচীন উপজাতি জিনিসটা দিয়ে করছিলো কি?'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন উনি।

ড্যানিয়েলি বলে চললো, 'প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আমরা মার্টিনের উদ্ধার করা বাকি জিনিসগুলোর দিকে নজর দিলাম। স্বর্ণের ট্রে-টা নিয়ে গবেষণা করতেই সেই জবাব পেয়ে গেলাম।'

বলতে বলতেই মনে পড়লো কয়েক সপ্তাহ আগে ম্যাককার্টারের ট্রে-টার ছবি নিয়ে গবেষণা করার কথা। তখনি উনাকে বেশ আগ্রহী মনে হয়েছিলো।

'আপনার মনে আছে আপনাকে যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম?'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন।

ড্যানিয়েলি আবার বললো, 'ছবিটায় নিচের দিকের চারভাগের একভাগ ছিলো মাত্র। চারটা খোপের একটা। সাধারণ দূরত্ব থেকে দেখলে খোপগুলোর নকশাগুলো মনে হবে এমনি কারুকার্যের জন্য করা হয়েছে। কিছু ফোঁটা আর দাগ। কিন্তু ওটা ছিলো একটা নির্দিষ্ট তারার নকশা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য উপাত্তের সাথে মিলিয়ে আমরা ওগুলোর সম্ভাব্য অবস্থানও নির্ণয় করেছি।'

'কিভাবে?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

'নাবিকেরা রাতের বেলা যেভাবে পথ চলে, সেভাবে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে তুমি আছো তা তুমি তারার অবস্থান দেখেই বলে দিতে পারবে। দিগন্তের সাথে কোন তারা কত কোণে অবস্থান করছে, তা থেকে হিসাব নিকাশ করে বের করা যায়। আমরা অবশ্য বিভিন্ন গ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এই উপাত্তগুলো অনেকটা সময় সংকেতের মতো কারণ প্রত্যেকটা গ্রহ আলাদা আলাদা গতিতে ঘোরে। একটার তুলনায় আরেকটার অবস্থান একেবারে নিখুঁত একটা তারিখ নির্দেশ করে। কাজটা নাবিকদের কাজটার চেয়েও জটিল, তবে প্রতিটা খোপে আরো অনেক কিছুর উল্লেখ ছিলো যা দিয়ে আমরা শুধু অবস্থান না, তারিখও বের করে ফেলেছি।'

সবাই কেমন দ্বিধার দৃষ্টিতে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে আছে। ও ওদেরকে ব্যাপারগুলো হজম করার সময় দিলো। ও চায় সবাই ব্যাপারটা ঠিকভাবে উপলব্ধি করুক আর বিশ্বাস করুক। তাহলে সবাই বুঝবে কেন ও এতকিছু করেছে।

'সহজ কথায় ব্যাপারটা এরকম : সোজা আকাশের দিকে তাকালেই সূর্য দেখা যায়। মধ্যদুপুরে সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকে। যদি আপনি সূর্য আর চাঁদ দুটোই দেখতে পান আর দিন তারিখ আপনার জানা থাকে, তাহলে আপনি সহজেই আপনার অবস্থানের অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ বের করে ফেলতে পারবেন। রাতের বেলা তারাদের বেলায়ও একই কথা খাটে। যদি আপনি

আকাশে তাকান আর হ্যালির ধূমকেতু দেখতে পান, তাহলে আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন আপনি হয় ১৯১০, ১৯৮৬ বা ২০৬১ বা ৭৬ বছর বিরতিতে অন্য কোনো সময়ে অবস্থান করছেন। যদি এরকম কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যাপার আপনার মানচিত্রে থাকে, আর সাথে থাকে গ্রহগুলোর কক্ষপথে অবস্থান, তাহলে আপনি নিখুঁতভাবে কোথায় আর কোন সময়ে আছেন, তা বের করতে পারবেন। এটাই আমরা ট্রে-র খোপগুলোতে পেয়েছিলাম। প্রথমটাতো আপনাদেরকে দেখিয়েছিই, দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ। ওটা থেকে পাওয়া যায় দক্ষিণায়নের (২২ ডিসেম্বর) কাছাকাছি কোনো তারিখ, আর অক্ষাংশ পাওয়া যায় বিষুবরেখার দুই ডিগ্রী দক্ষিণে।'

'ঠিক আমরা যেখানে আছি।' ম্যাককার্টার বললেন।

'ঠিক। কিন্তু খোপটা থেকে দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়নি, সে জন্যই খোঁজাখুঁজি করা শুরু করেছিলাম।'

'অন্য খোপগুলোয় কী পাওয়া গেছে?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'আসলে ওগুলো আরো জটিল। তবে তারপরও ওখানে দেখানো গ্রহ, নক্ষত্র দেখে টেখে আমাদের মনে হয়েছে দুই আর তিন নম্বরটাও এই দক্ষিণ গোলার্ধের নির্দেশ করছে তবে দুটো দুই সময় নির্দেশ করছে। প্রথমটা খ্রিস্টপূর্ব ৩১১৪ সাল, আরেকটা ডিসেম্বর ২০১২ সাল।'

'মায়ানদের বড় পঞ্জিকার শুরু আর শেষ–মায়ান ক্যালেন্ডার,' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। 'আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানবেন, মায়ানরা সময় নিয়ে কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলো।'

ম্যাককার্টার বললেন, 'হুম, বিশেষ করে এই দুটো তারিখ নিয়ে।'

ড্যানিয়েলি খেয়াল করলো উনার কণ্ঠস্বরে আবার উনার শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। স্বভাবসুলভ কৌতূহলে ফেটে পড়ছেন।

ম্যাককার্টার আবার বললেন, 'তারপরও অনেক মায়ান লেখা বা চিত্রকর্মেই বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই মায়ান কোনো পুরাকীর্তিতে এরকম কিছু খুঁজে পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এর মানে এই না যে এটা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে গেছে।'

ড্যানিয়েলি উনার সংশয়ের কারণটা ধরতে পারলো। আসলে ভবিষ্যৎ থেকে আসার চিন্তাটাই কেমন গোলমেলে। তাই এটার কথা চিন্তা করলে আপনা আপনিই এর বিরুদ্ধে অবিশ্বাস তৈরি হয়।

ড্যানিয়েলি আবার বললো, 'অবশ্যই। ভবিষ্যতের একটা তারার নকশা থাকা মানেই সেটা ভবিষ্যৎ থেকে যাওয়া না, ঠিক তেমনি আগামী বছরের ক্যালেন্ডার আপনার কাছে থাকা মানেই আপনার আগমন ভবিষ্যৎ থেকে না।

কিন্তু আমরা খোপগুলোতে এমন অনেক নকশা পেয়েছি, যা খালি চোখে দেখা সম্ভব না। এমনকি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়েও না। এমন সব ধূমকেতু যা কিনা পৃথিবী থেকে হাজার বছরের দূরত্বে অবস্থিত, এমন সব নীহারিকা যা থেকে আলো বের হয় না, শুধু রেডিও তরঙ্গ আর এক্সরে। মায়ানদের এসব জিনিস দেখতে পাওয়ার কথা না, গ্যালিলিও পর্যন্ত এসব দেখেন নি। খোপগুলোর কিছু কিছু তারা শুধু আরেসিবোর (জায়গার নাম) বিশাল ডিশ এন্টেনার মতো দেখতে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়েই শনাক্ত করা সম্ভব। এসব আদিবাসী বা মায়ানদের নিশ্চয়ই এসব ছিলো না। তৃতীয় খোপের একটা জিনিস দেখেই ব্যাপারটা বিশ্বাস হয় আমার। ওখানে একটা বিস্ফোরিত নক্ষত্রের ছবি দেখানো আছে। একেবারে সঠিক অবস্থান আর সময়ে। ১৯৫৯ সালের আগে ওটার আলো পৃথিবীতে পৌঁছায়নি। ভুলে যাবেন না, এই ট্রে-টা ১৯২০ সালের দিকে উদ্ধার করা হয়, আর বানানো হয়েছিলো নিশ্চয়ই আরও অনেক আগে। যদি ধরেই নেই তখনকার দিনেরই কেউ এই তারার নকশাটা বানিয়েছে, তাহলে এই নক্ষত্রটা স্বাভাবিকভাবেই থাকার কথা, বিস্ফোরিত না। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে চিহ্নটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে নক্ষত্রটা বিস্ফোরিত হচ্ছে। অন্যকথায় বলা যায় নকশাটা কারো অনুমান ভিত্তিক না, বরং ইতিহাস জেনেই নকশাটা করা হয়েছে।'

'চার নম্বর খোপটা?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'ওটা উত্তর গোলার্ধের নকশা। খ্রিস্টপূর্ব ৩১৯৭ সালের। আমরা তার তাৎপর্য এখনো বের করতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ওখান থেকেই এগুলো অতীতে পাঠানো হয়েছিলো।'

রুমটা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলো। কেমন একটা দ্বিধা সবার মধ্যে। যা এতক্ষণ শুনলো, তা কি বিশ্বাস করবে নাকি করবে না তা নিয়ে মনের ভেতর যুদ্ধ চলছে। ড্যানিয়েলির নিজেরই বিশ্বাস করতে অনেক সময় লেগেছে। এমনকি গিবস যখন ওদেরকে এখানে পাঠালো ওর বিশ্বাস ছিলো ওরা খালি হাতেই ফিরে যাবে। এমনকি ওরা একটা সম্ভাব্যতার স্কেলও বানিয়েছিলো। অনেকটা রিখটার স্কেলের মতো। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যেটা কম ঘটার সম্ভাবনা বেশি, তার অধঃক্রমে সাজানো। মাত্রা ১ মানে হলো কিছুই পাবে না। মাত্রা ২ মানে এমন কিছু ধ্বংসাবশেষ পাবে, যার সাথে মার্টিনের স্ফটিকের কোনো সম্পর্ক নেই। ৩ আর ৪ মানে সত্যিকার কিছু মায়ান পুরাকীর্তি খুঁজে পাওয়া, ৫ মানে মায়ান স্ফটিক বাকিগুলোও খুঁজে পাওয়া। ৬ মানে এমন তথ্য উপাত্ত খুঁজে পাওয়া যা দিয়ে ওরা নিজেরাই একটা শীতল ফিউশনের যন্ত্র বানাতে পারবে। ৭ মানে ওরা ভবিষ্যৎ থেকে আসা একজন মানুষের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পাবে। তবে এটার সম্ভাবনা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ড্যানিয়েলি বললো, 'আমি জানি ব্যাপারটা শুনতে পাগলের প্রলাপের মতো, তবে বেশির ভাগ পদার্থবিদই কিন্তু সময় পরিভ্রমণে বিশ্বাস করেন। তাদের দ্বিমত হলো কিভাবে বা কিসে করে অথবা মানুষ শারীরিকভাবে কিভাবে টিকে থাকবে এটা নিয়ে।'

ড্যানিয়েলি ভাঙ্গাচোরা লাশটার দিকে তাকালো। ভাবছে এরকম হলো কিভাবে। পরিভ্রমণের কারণে লোকটার এমন হয়েছে নাকি বিবর্তনের ধারায় ভবিষ্যতের মানুষ ওরকম হয়ে গেছে। আবার বললো, 'আমাদের বিশ্বাস, কমপক্ষে একবার সময় পরিভ্রমণ হয়েছে। আমাদের ধারণা ছিলো সম্ভবত মানুষবিহীন কিছুতে করে জিনিসটা এসেছে। তাতে শুধু পাওয়ার সোর্সটা পাঠানো হয়েছে। সাথে হয়ত একটা সংকেতপ্রদায়ী বীকন থাকবে যাতে ভবিষ্যতের লোকেরা নিজেদের সময়ে এটা খুঁজে পায়। আমরা ভেবেছিলাম স্ফটিকগুলো একটা শীতল ফিউশনের যন্ত্রের বীকনের অংশ। ভয়েজার বা পায়োনিয়ারে করে যে রকম মহাশূন্যে পারমাণবিক জিনিসপত্র পাঠানো হয় সেরকম। অনেকটা মরুভূমির ভেতরের কোনো টাওয়ারের সোলার কোষ বা সমুদ্রের বাতিঘরের মতো।'

ড্যানিয়েলি সবার মুখের দিকে তাকালো। বিশেষ করে ম্যাককার্টারের দিকে। 'আমাদের পরিকল্পনা ছিলো যে জিনিসটা অন্তত খুঁজে দেখি। জিনিসটা হয়ত বিধ্বস্ত হয়েছে বা হয়ত আদিবাসীরা দেখতে পেয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে। এজন্যই ওদের হাতে এগুলো দেখা গিয়েছিলো।'

'আর ট্রে-টাতে কি খোদাই করা ছিলো?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'অন্যরাও যে আপনার মতোই করবে, এটা ভাবা ঠিক না। তবে আমরা মহাশূন্যে যতগুলো রকেট পাঠিয়েছি, তার সবকটিতেই কিন্তু বিভিন্ন তথ্য আর অভিবাদনে পূর্ণ একটা সোনার পাত পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে এমনকি সঙ্গীত, আর ছায়াপথের কোথায় পৃথিবী অবস্থিত এটা দেখানো হয়েছে। ট্রে-টা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আদিবাসীরাও ওরকম কোনো যানেই এটা খুঁজে পেয়েছে। জিনিসটা এমনও হতে পারে যে যারা পাঠিয়েছিলো তারা হয়তো ভেবেছে যে ওদের সময়ে এটার ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে ট্রে-টা উদ্ধার করবে নিজেদের পরীক্ষণের সত্যতা প্রমাণের জন্য। হয়তো আদিবাসীরা ওটা দেখে ওরকম একটা বানিয়েছে।'

'ম্যানহাটন প্রজেক্ট।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। আর কিছু বলার নেই ওর। বিশ্বাস করলে করুক, না করলে না করুক। এটা তাদের ব্যাপার। আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ও সামনে এগুলো। ওদিকে ফ্লাশলাইট তাক করতেই ধসে পড়া পাথরের ভেতর দিয়ে আলো পেছনের দেয়ালে গিয়ে পড়লো। ও সেদিকে

এগুতেই ওর গাইগার কাউন্টার চিৎকার শুরু করলো। 'ওদিকে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা আছে নাকি?'

'আমি খুঁজে পাইনি।' সুসান বললো।

ড্যানিয়েলি চারপাশে তাকালো। ওরকম কিছু চোখেও পড়লো না। তারপর ওর ব্যাকপ্যাক থেকে একটা নোটবুক কম্পিউটার বের করলো। এর ভেতর কফম্যানের করা আল্ট্রাসাউন্ড আর তড়িৎচুম্বকীয় বিশ্লেষণের উপাত্তগুলো আছে। সাথে আছে গুহাটার একটা ত্রিমাত্রিক ছবি।

রেজ্যুলেশন ভালো কিন্তু কম্পিউটারের পর্দা সমতল হওয়ায় তিন মাত্রা ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ছবিটা দেখে ও দিঘির সাপেক্ষে ওদের অবস্থান নির্ণয় করে ফেললো। তারপর ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে লাগলো। তারপর ছবিটা বড় করে ওদের অবস্থানের উপর স্থির করলো। ওরা যা দেখেছে, তার বাইরে কিছু নেই। পানি, পাথর আর ফাঁকে ফাঁকে কিছু ফাঁকা জায়গা, যেগুলো হল ঘর। গুহাটাতে আরো কিছু প্রকোষ্ঠ আছে, সবকটিই এই দেয়ালের ওপাশে। ওগুলোর দেয়াল অসমতল আর এবড়ো-খেবড়ো। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে মানুষের হাতের ছোঁয়া পড়েনি। ওদিকে আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

ও রুমের চারিপাশে আবার তাকালো। গুহার ভেতরে হিসেবে রুমটা বেশ বড়। কিন্তু লাশটা বাদে আর কিছুই নেই। সম্ভবত সব লুট হয়ে গেছে। না, লুট না, তাহলে এত পরিষ্কার হতো না জায়গাটা। সব সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। ওকে সুযোগ দিলেও সে-ও এরকমটাই করতো। ওদের আগেই কি এখানে কেউ এসেছিলো নাকি? তারপরই আবার চিন্তাটা নাকচ করে দিলো। তাহলে তো লাশটা ফেলে যেতো না। ও ঘরটার চারটা কোণই ঘুরে ঘুরে দেখলো। যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করল সবটা। আগের রুমটাতে ফিরে গিয়ে সেখানেও পরীক্ষা করে দেখলো। সেখানেও কিছু নেই। শুধু বিশাল ফাঁকা জায়গা, একটা গুদামের অর্ধেক হবে আয়তনে। কিন্তু লাশওয়ালা ঘরটার মতোই পুরো ফাঁকা।

ড্যানিয়েলি আতিপাতি করে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলো। যদি কোনো ধরনের যন্ত্রপাতির নিশানা পাওয়া যায়। তা দূরে থাক, একটা ভাঙ্গা টুকরোও পেলো না। চকচকে পাথর বাদে ওর চারপাশে আর কিছুই নেই। নাহ্! খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে ওকে। ওর ভাগ্যে সাফল্য নেই। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে হাতের ল্যাপটপটা সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে সবার দিকে এগিয়ে গেলো। বাকি সবাই এতক্ষণ ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলো। ও কি করে দেখছিলো।

সেদিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললো, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো হবে।'

অধ্যায় : ৩৭

সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে যে পথে এসেছে আবার সে পথেই ফেরার প্রস্তুতি নিলো। ম্যাককার্টার একটু দেরি করলেন। তার মনোযোগ এখনো লাশটার দিকে। একবার ভাবলেন নিয়ে যাবেন সাথে করে, অন্তত কিছু অংশ। জীবনে বহুবার পুরাকীর্তির সাথে হাড্ডিগুড্ডিও উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এবার কেমন যেন লাগছে। যেন জিনিসটা দেখাই তার উচিত হয়নি। কিছুটা অবৈজ্ঞানিক আবেগের বশবর্তী হয়েই ঠিক করলেন জিনিসটা নেবেন না। তারপর আগুয়ান দলটার পিছু নিলেন।

ত্রিশ মিনিট পরেই ওরা আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গটার উপরে পৌঁছে গেলো। উপরে উঠতেই হকার পাথরের নিচের কাঠের টুকরোটা সরিয়ে দিলো আর বিশাল গ্রানাইটের টুকরোটা হাতুড়ির মতো নেমে এসে কাঠের সেতুটাকে চুরমার করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলো। আশা করা যায়, নিচের কিম্ভুত জীবগুলো আর উপরে উঠতে পারবে না। কিন্তু পাশের কূপটার কথা খেয়াল হতেই মনে পড়লো, এতটুকুতে কাজ হবে না। নিচের দিঘির এসিড পানিই এই কূপে আসে। আর প্রাণীগুলো বেয়ে বেয়ে ভালোই উঠতে পারে। এই কূপের দেয়াল বেয়ে ওঠাও তাই ওগুলোর কাছে কোনো ব্যাপার হবে না। ঠিক করলো কূপের গর্তের উপর একটা মোশন সেন্সর লাগানো থাকবে, আর থাকবে বিস্ফোরক লাগানো লুকানো তার। এতে করেই পুরো নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কি-না ওরা জানে না, তবে ওদের অগোচরে কেউ এর ভেতর থেকে বের হতে পারবে না।

এক মুহূর্ত পরেই ওরা আবার হাজির হলো জঙ্গলের ঝাঁঝাঁলো বাতাসে। মুক্ত বাতাস আর চোখ ধাঁধানো আলোয় সবার মনমরা ভাব কেটে গেলো। ব্রাজোস ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। এতক্ষণ রাইফেল হাতে বন্দিদের পাহারা দিয়েছে।

'আমরা এখন ফিরে যাব?' জিজ্ঞেস করলো ও।

ড্যানিয়েলি হকারের দিকে একবার তাকালো, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

ডেভারস আর এরিক উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু কফম্যান বসেই রইলেন। নড়াচড়ার কোনো ইচ্ছে নেই বোঝাই যাচ্ছে।

তা দেখে হকার বললো, 'আমরা আপনাকে কোলে করে নিতে পারবো না। সুতরাং গুলি খেয়ে এখানে মরে পড়ে থাকতে না চাইলে ঝটপট উঠে দাঁড়ান।'

কফম্যান তাও নড়লেন না। 'যদি আপনি জঙ্গলটা হেঁটে পার হতে চান তাহলে জীবনেও পৌঁছাতে পারবেন না। সত্যি কথা হলো, আগামীকাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন কিনা সন্দেহ আছে। গতরাতের দেখা প্রাণীগুলোর শিকারে পরিণত হবেন। ওরা ইতোমধ্যে ঘোরাঘুরি করছে আশেপাশে। আর আদিবাসীরাও। আর জঙ্গলে আপনি ওদের সাথে কখনোই পারবেন না।'

'আপনার মাথায় আর কোনো বুদ্ধি আছে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'আমার জন্য সাহায্য আসছে।' গর্বিত স্বরে জবাব দিলেন কফম্যান।

'ও হ্যাঁ, আপনার সেই হেলিকপ্টার।' ড্যানিয়েলি বললো।

তা শুনে হকার বললো, 'আমিও ভাবছিলাম হারামজাদাটা কখন আসবে।'

'হ্যাঁ, আর এই হারামজাদাই আপনাকে গুলি করে নামিয়েছে,' কফম্যান আত্মতৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন।

প্রচ্ছন্ন হুমকিটার জবাবে হকার হাসলো। 'লড়াইটা মোটেও সমানে সমানে ছিলো না। তবে যদি আমরা এখান থেকে হাঁটার বদলে উড়ে যেতে পারি, তাহলে ঐ শালাকে আমার চুমু খেতে আটকাবে না।'

'সে ব্যবস্থা আমি করব, তবে বিনিময়ে আমারও কিছু চাওয়ার আছে।' কফম্যান বললেন।

'বিনিময়ে আপনার জীবন ফেরত দেয়া হবে। সেটাই যথেষ্ট।' ড্যানিয়েলি বললো।

হকার হেসে বললো, 'বসের যা ইচ্ছা।'

কফম্যান ঠোঁট গোল করলেন। দর কষাকষির অবস্থানে উনি আর নেই।

হকার ক্ষুদ্র তরঙ্গের রেডিওটার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললো, 'রাতের আগেই এখান থেকে চলে যাওয়া যাক।'

'অবশ্যই। আমিও সেটাই চাই। কিন্তু যদি পারতাম।' অদ্ভুত স্বরে বললেন কফম্যান।

'কেন? পারবো না কেন?'

'রেডিওটা চালান। দেখুন কিছু পান কিনা।' কফম্যান জানালেন।

হকার রেডিও চালু করতেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো, তারপর থেমে থেমে চলতেই থাকলো। হকার রেডিওর সব নব ঘুরিয়ে চেষ্টা করলো। কিন্তু কাজ না হওয়ায় বন্ধ করে দিলো।

'সমস্যা কি এটার?'

'আমরা যতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এনেছিলাম, সবকটিই নষ্ট হয়ে গেছে নয়তো নষ্ট হওয়ার পথে। আপনাদের আমাদের দুটো রেডিওই নষ্ট হয়ে গেছে।' কফম্যান জবাব দিলেন।

'নষ্ট হলো কিভাবে?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'তেজস্ক্রিয়তার তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য। এটার জন্যই ট্রানজিস্টর আর অন্য সব ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে। মিলিটারিরা যেটাকে EMP

মানে Electro Magnetic Pulse বলে, এটা অনেকটা ঐরকমই। যে যন্ত্র যত বেশি জটিল বা যেটা দিয়ে বেশি শক্তি খরচ হয়, সেটা তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। এজন্যই রেডিওগুলো আগে নষ্ট হয়েছে। যদি আমাদের একটা পুরাতন আমলের রেডিও থাকতো তাহলে সেটা দিয়ে কাজ হতো। কিন্তু নতুন প্রযুক্তির ছাপমারা সার্কিটের জিনিসপত্র সহজেই নষ্ট হয়।'

ড্যানিয়েলি বললো, 'উনি ঠিকই বলেছেন। জিনিসপত্র ব্যবহার শুরু করার আগেই সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যাটলিংকটাও গেছে।'

'কিছু কিছু তো কাজ করছে। ওয়াকিটকি, নিরাপত্তা অ্যালার্ম।' হকার বললো।

'এগুলো মিলিটারিদের বানানো। ওরা এগুলো বেশ ভালো আর মজবুত করে বানায়। কারণ যেকোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলেই চারিদিকের বিশাল এলাকায় তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। আর যুদ্ধের শুরুতেই সব যন্ত্রপাতি নষ্ট হোক এটা ওরা চায় না। তবে সব যন্ত্রই আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে যাবে। সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই যদি যোগাযোগ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আপনাকে তাড়াতাড়ি একটা মিলিটারিদের রেডিও খুঁজে বের করতে হবে।' কফম্যান জানালেন।

ELF-টা বাড়িয়ে ধরে ম্যাককার্টার বললেন, 'এটা ব্যবহার করা যায় না।'

'অবশ্যই, যদি আপনাকে উদ্ধারের জন্য আপনি একটা ডুবোজাহাজ ডাকতে চান,' ব্যঙ্গ করে বললেন কফম্যান।

হকার তা শুনে ম্যাককার্টারকে বললো, 'সাধারণ রেডিওতে এটা ধরা পড়বে না।' তারপর কফম্যানের দিকে ফিরে বললো, 'আপনার তো এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি। এখানে আসার পর থেকেই আমার লোকজন আপনাদের মতই চুপচাপই কাজ করছিলো। কোনো কল আসেওনি, যায়ওনি। কোনো ধরনের আগাম বার্তা না পেলে আমার পাইলট নির্ধারিত সময়ের আগে কখনোই আসবে না। আর সেই সময় আসতে এখনো বাহাত্তর ঘণ্টা বাকি। ও এই এলাকায় এসে সংকেতের অপেক্ষা করবে। একটা বিশেষ ধরনের ফ্লেয়ার দিয়ে সংকেতটা দেওয়া হবে। সেটা মিলে গেলে তারপরেই ও মাটিতে নামবে। তারপরেই আমরা এখান থেকে বেরুতে পারব। একমাত্র ওভাবেই জঙ্গলে হেঁটে পার হওয়া এড়ানো সম্ভব।' কফম্যান বললেন।

'আপনার কি মনে হয়? ওটায় করে আমরা সবাই যেতে পারব?' ড্যানিয়েলি হকারকে জিজ্ঞাসা করল।

'পারার তো কথা। ওজন বেশি হলে কিছু তেল ফেলে দিতে হবে।' হকার বললো, তারপর কফম্যানের দিকে ফিরে বললো, 'আপনার হেলিকপ্টার আছে এখন কত দূর?'

'এখান থেকে একশো মাইল দূরে, নদীতে আমার একটা জাহাজ আছে।'

'বুদ্ধিটাতো ভালোই।' ব্রাজোস মন্তব্য করলো।

'আমিও একমত। একবার চড়েই আসলে হেলিকপ্টার ভ্রমণের উপকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হয় নি। আরেকবার ভেবে দেখতে হবে।'

হুকার তাদের হেলিকপ্টার নিয়ে উচ্চাশা দেখেও কিছু বললো না। এখন এটা ছাড়া আর কোনো রাস্তাও নেই। জঙ্গলে পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে হাজারগুণ ভালো। তবে এটাতেও বিপদ কম না। কফম্যানকে বিশ্বাস নেই। তারপরও আশা অনেক বড় জিনিস। যেকোনো কাজে প্রেরণা জোগাতে এটার জুড়ি নেই। তাই চুপ করেই থাকলো ও। তারপর ড্যানিয়েলির দিকে তাকালো, সে ও মাথা ঝাঁকালো।

'ঠিক আছে। আমরা আপনার হেলিকপ্টারের জন্যই অপেক্ষা করব। তবে যদি কোনো ঝামেলা হয়, যদি ওটা এসে আমাদের কিছু করার চেষ্টা করে, অথবা জঙ্গলের ভেতর থেকে আপনার কোনো লোক আমাদের হামলা করে, খোদার কসম, আপনার আফসোসের কোনো অন্ত থাকবে না। সহজ কথায়, আমাদের সাথে লাগতে আসবেন না। ব্যাপারটা মোটেও ভালো হবে না।'

প্রকৃতপক্ষে কফম্যান আপাদমস্তক ব্যবসায়ী মানুষ। আবেগ, অনুভূতি তার কম। তার একমাত্র কদরের বস্তু হলো সর্বশেষ ফলাফল। এক্ষেত্রে সেটা হলো টিকে থাকা। হয় এই জঙ্গলে পচে মরতে হবে, নয়তো গ্রেপ্তার হয়ে দেশে ফিরতে হবে। তিনি সানন্দে দু নম্বরটাই বেছে নেবেন। তবে চিন্তা নেই। NRI-কেও ছেড়ে দেবেন না। সব ফাঁস করে দেবেন। আর বাঘা বাঘা সব উকিলও ভাড়া করতে পারবেন। তবে তার মনে হয় না জল অতদূর অবধি গড়াবে। কোনো না কোনো উপায় বের হবেই।

'আমি সে ভুল করবো না।' বলে কফম্যান হুকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ড্যানিয়েলিকে দেখতে লাগলেন। চোখে মুখে হতাশা স্পষ্ট। উনি আগে থেকেই জানতেন NRI কী খুঁজছে। কারণ শুরুর দিকে NRI এর সব তথ্যই উনার হাতে পড়তো। উনার লোকজনের মধ্যে ল্যাঙও মোটামুটি সব জানতো।

দুই দলই একই জিনিসের পিছনে লেগেছিলো, শীতল ফিউশন তৈরির যন্ত্র। ওদের বিশ্বাস ছিলো এখানেই পাবে ওটা। এত কষ্ট করার পর এখন খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। ড্যানিয়েলির জন্য তাই উনার কেমন একটা করুণাবোধ হল।

'কিছুই কি পাওয়া গেলো না?'

'নাহ্! ফাঁকা জায়গা আর পাথর বাদে আর কিছুই নেই।' ড্যানিয়েলি জবাব দিলো।

কফম্যানও ওর মতোই হতাশ হলেন। উনার অনুতাপটাও আসল। 'ভাবতেই খারাপ লাগছে। এত কিছুর পরে শূন্য হাতে ফেরাটা খুবই লজ্জার একটা ব্যাপার।'

অধ্যায় : ৩৮

সবকিছু মিলিয়ে অপেক্ষা করবে বলেই সিদ্ধান্ত নিল ওরা। আসুক বা না আসুক, কফম্যানের হেলিকপ্টার আসার দিন পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করবে। এদিকে ওরা ক্যাম্পটাকে একেবারে দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে। জঙ্গলের গোলকধাঁধার মতো সর্পিল ছায়া আর আঁধারের মধ্যে ভুলেও কেউ যাওয়ার চিন্তা করছে না। মাটিতে গর্ত খুড়ে ফাঁদ তৈরি করেছে ওরা, সাথে উভয়পক্ষের আনা অস্ত্র আর গোলাবারুদ তো আছেই। আর যদি এবার হামলাকারীরা আসে, তাহলে তাদেরকে গুলি বৃষ্টি পেরিয়েই আসতে হবে।

এটা অবশ্য শুরু থেকেই কফম্যানের প্ল্যান ছিলো। একেবারে প্রথম যেদিন আহত জ্যাক ডিক্সনের সাথে কথা হয় সেদিন থেকেই। তক্ষুণি কফম্যান বুঝতে পেরেছিলেন যে জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। এমনকি ডিক্সনের মর্মান্তিক কাহিনি শোনার আগে থেকেই ব্যাপারটা তার মাথায় ছিলো। তবে ডিক্সনের ওখান থেকে পালানো দরকার ছিলো তাই ও জঙ্গল পথে ঢুকেছিলো কিন্তু কফম্যান পালাতে চান না। তার ইচ্ছা সমস্যার মোকাবেলা করে যে জিনিস খুঁজতে এসেছেন তা উদ্ধার করা। চোলোকোয়ান বা জানোয়ারের জন্য কাজের ব্যাঘাত হোক তা তার কাম্য নয়। যাই হোক, পরিকল্পনার প্রথম অংশের ব্যর্থতার পর দুই দলের জীবিতরা এখন দ্বিতীয় আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে টিকে থাকার। আশা করা যায় এবার আগেরবারের চেয়ে ভালো হবে।

নতুন দুর্গ বানানোর পরিকল্পনাটা ভেরহোভেনের। ও ভেবে দেখলো যা করেছে তা আসলে অতটা বোকামি ছিলো না। ওরা যদি কফম্যানের বাহিনিকে নাও মারতো এইসব জানোয়ারের হাতেই সবকটি শেষ হতো। সবকটি গর্তই একটা থেকে আরেকটা অনেক দূর। একটা আক্রান্ত হলে অন্য পক্ষ থেকে তেমন কিছুই করার ছিলো না। এর কারণ আছে। পূর্ব ইউরোপিয়ান এসব সৈন্য গত কয়েক দশকের যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করেছে। আধুনিক যুগের যুদ্ধ ক্ষেত্র মানেই ভারী অস্ত্র আর মারাত্মক বিস্ফোরকের ঝনঝনানি। তাই একটা মাত্র মিসাইল বা বোমাতেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য দূরে দূরে অবস্থান নেয় সৈন্যরা।

কিন্তু ভেরহোভেন বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছে সম্মুখযুদ্ধে। সাভানার ঘাসবন, জঙ্গল বা আদিবাসী ভূমিতে হালকা অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছে। ওর শত্রুরাও সবসময় প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলেও সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশি। ঠিক এখন ওরা যেরকম পরিস্থিতিতে আছে সেরকম। আত্মরক্ষার জন্যে ওদের সবাইকে তাই কাছাকাছি থাকতে হবে। আর বাঁচার সবচে ভালো উপায় হলো হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র মজুদ থাকা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা আরো এক সারি গর্ত খুড়বে। তবে বেশি গভীর না, যাতে খোড়াও হয় তাড়াতাড়ি, আবার দ্রুত ওঠানামাও করা যায়। কিন্তু গর্তগুলো থাকবে কাছাকাছি। আমেরিকার পশ্চিম দিকে যেমন টানা গাড়ি একসাথে চক্রাকারে লাগানো থাকে সেরকম। ফলে চাইলেই পাশাপাশি দুটো গর্তের লোকজন একই দিকে গুলি করতে পারবে। ফলে হামলা যেদিক থেকেই আসুক জবাবের পরিমাণ দ্বিগুণ বা ক্ষেত্রবিশেষে তিনগুণও হতে পারে। ওদের জনবল কম হলেও আক্রমণের দিক দিয়ে ওরা এক প্লাটুনের সমান কাজ দেখাতে পারবে।

কফম্যানের বেঁচে যাওয়া সৈন্য এরিক আর বিশ্বাসঘাতক ডেভারসকে দিয়েই খোঁড়াখুঁড়ি করানো হলো বেশি। ভেরহোভেন নজরদারি করলো বসে বসে। আহত থাকা সত্ত্বেও ওরা কাজ চালানোর মতো গর্ত খুঁড়ে ফেললো। একটু দূরেই ড্যানিয়েলি সুসানকে গুলি করা শিখাচ্ছে। সুসান জীবনেও কোনোদিন গুলি ছোঁড়েনি। এখনো ইচ্ছে ছিলো না মোটেও কিন্তু লোকজন কম হওয়ায় ওকেও তাই দরকার। অন্তত গুলি ভরতে জানলেও অনেক কাজে দেবে। গুলি ভরা, নিশানা করা, গুলি করা, কার্তুজ আটকে গেলে ছুটিয়ে নেয়া সবই শিখে ফেলেছে। যদিও দুটো পুরো ক্লিপ খরচ করেও নিশানা মতো লাগাতে পারলো না একটাও, তবে সেটা কোনো ব্যাপার না। শুধু যদি চোলোকোয়ানরা একযোগে আক্রমণ করে তখনই ওর গুলি করার প্রয়োজন পড়বে। আর তখন গুলি করলেই কারো না কারো গায়ে লাগবে, নিশানা লাগবে না।

সুসান গুলি করা শিখতে শিখতে ব্রাজোস আর ম্যাককার্টার মিলে অভিযানের যন্ত্রপাতি সব পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো কোনোটা কাজ করে কিনা। নষ্ট যন্ত্রপাতি ফেলে না দিয়ে ওরা অন্য কাজে লাগাবে বলে ঠিক করলো। প্রতিরক্ষার সবচে আদিম উপায়টাই ওরা অনুসরণ করলো। যন্ত্রগুলোর মধ্যে স্টিলের যা কিছু আছে খুলে নিয়ে কেটে কেটে চোখা করলো তারপর চোখা প্রান্তটা উপরে রেখে মাটিতে গেঁথে দিলো। এখানে সেখানে কাঠখড়ি বা পাথর জমা করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো, যাতে যেটাই আসুক তাকে এঁকেবেঁকে আসতে হবে নয়তো সোজা ওদের বন্দুক বরাবর আসতে হবে। অন্যরা যখন

প্রতিরক্ষার কাজে ব্যস্ত, কফম্যান আর হকার কি কি অস্ত্র বাকি আছে সেসব উদ্ধারে বসেছে। ওরা প্রত্যেকটা অস্ত্র আর গুলি ভরা কাঠের বক্স খুলে খুলে দেখলো। সবকটি এসেছে কফম্যানের জাহাজ থেকে। স্বীকার করতে বাধ্য হলো NRI এর থেকে কফম্যানের অস্ত্রশস্ত্র অনেক বেশি আধুনিক। তবে দুটো অসম দলের মধ্যেই লড়াইটা এতো দ্রুত শেষ হয়ে গেছে যে বেশিরভাগই অস্ত্রশস্ত্র বের করারই দরকার হয়নি।

হকার অস্ত্রগুলো আলাদা আলাদা ভাগ করে ফেললো। দরকারিগুলো একপাশে, আর যেগুলো কাজে আসবে না সেগুলো আরেকপাশে। তারপর দরকারিগুলোর বক্স কাঁধে করে নিয়ে গেল ক্যাম্পের দিকে।

সন্ধ্যা নামার ঘণ্টাখানেক আগে একটা বাক্সের ঢাকনা খুলতেই হকারের হাসি খেলে গেলো। ওটার ভেতর শুয়ে আছে একটা বিশাল, হেভি ক্যালিবারের রাইফেল। একটা লেজার নিয়ন্ত্রিত শনাক্তকরণ যন্ত্র সাথে লাগানো। নাম ব্যারেট M107: পঞ্চাশ ক্যালিবারের পিশাচ একটা। এক হাজার গজের মধ্যে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। ঘণ্টায় দুহাজার মাইল বেগে বড় বড় গুলি ছুঁড়তে পারে, যা দিয়ে শক্ত ইস্পাতের কয়েক ইঞ্চি ছিদ্র করে ফেলা সম্ভব। এটা হাতে থাকলে জানোয়ারগুলোর গায়ের হাড্ডির আবরণও কোনো কাজ আসবে না। দাঁত বের করে হকার বললো, 'এটাকেই আমি বলি মুশকিলের আসান।' তারপর কফম্যানের দিকে ফিরে বললো, 'এটার জন্য গোলাবারুদ কেমন আছে?'

কফম্যান বললেন, 'অস্ত্রপাতি সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না। সৈন্যগুলোকে সেই জন্য ভাড়া করেছিলাম। এরিকের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।'

হকার ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে তুলে এরিকের সাথে যোগাযোগ করতে গেলো কিন্তু হঠাৎ কাগজ ছেঁড়ার মতো একটা শব্দ শুনে থেমে গেলো। ওদের ঠিক পেছনেই একটা ফ্লেয়ার সর্পিল পথে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। এটার অর্থ ও জানে। ঘুরেই গুলি করা শুরু করলো। কোন দিকে নিশানা করেছে, তার ঠিক নেই। তারপর ওর দিকে একটা অবয়বকে এগিয়ে আসতে দেখে সেদিকেই তাক করে ধরলো। আক্রমণকারী জানোয়ারটা তাতে একটুও পিছু হটলো না বরং পূর্ণশক্তিতেই হকারকে আঘাত করলো, তারপর দুজনেই জড়াজড়ি করে মাটিতে আছড়ে পড়লো। আরেকটা জানোয়ারকে দেখা গেলো কফম্যানের দিকে দৌড়াতে। উনি ভুল দিকে দৌড় দিলেন, ক্যাম্পের দিকে আসার বদলে তাকে দেখা গেলো ক্যাম্পের উল্টো দিকে ছুটতে। ভুল বুঝতে পেরে গোত্তা খেয়ে আবার চত্বরের মাঝ বরাবর ছোটার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার আগেই প্রাণীটা তাকে ধরে ফেললো। সামনের পায়ের এক থাবায় তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। ধুলোর ঝড় তুলে মাটিতে আছড়ে পড়লেন কফম্যান। উঠে

দাঁড়ানোর আগেই ছুরির মতো কিছু একটা উনার কাঁধ বরাবর ঢুকে গেলো আর একটু পরেই নিজেকে উনি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন ।

পঞ্চাশ গজ দূরেই হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হকার বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে। এত জোরে জোরে কাশি আরম্ভ করলো যে ওর মনে হলো ওর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। মাটিতে পড়ে ওর পাঁজরের হাড়ে ঘষা খেয়েছে। এখন প্রতি নিঃশ্বাসে মনে হচ্ছে আগুন ধরে যাচ্ছে। বিমূঢ় অবস্থায় চারিপাশে তাকালো, বেঁচে আছে বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রাণীটা পাশেই কিম্ভূত ভঙ্গিতে পড়ে আছে। মাথায় গুলি লাগায় আগেই মরে গিয়েছিলো কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসায় জড়তার কারণেই হকারকে এসে আঘাত করেছে। ট্রেন থামার পরেও যেমন অনেকদূরে এগিয়ে যায়, সেরকম। রাইফেলটা খেয়াল হতেই হকার ওটা হাতে তুলে নিলো। স্লাইড টেনে পরীক্ষা করে দ্রুত উঠে পড়লো। দূরেই কফম্যানের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। প্রাণীটা কফম্যানকে টেনে বনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উনার মুখ মাটির দিকে। ফলে মাটির সাথে চেহারা ঘষা খাচ্ছে ক্রমাগত। কাঁধ জ্বলে যাচ্ছে, টানের চোটে মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু বনের ধারে পৌঁছাতেই প্রাণীটা উনাকে ছেড়ে দিলো। কফম্যান কিভাবে উঠে দাঁড়ালেন জানেন না, কিন্তু দাঁড়ানোর সাথে সাথে আবার প্রাণীটা কোত্থেকে এসে আঘাত করলো। প্রাণীটা আবার কিছুদূর উনাকে টেনে হেঁচড়ে আছড়ে ফেলে দিলো।

'বাঁচাও,' বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি।

শয়তান জানোয়ারটা উনাকে মাটির সাথে পিষে ধরলো। কফম্যানের ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গিয়েছে। শ্বাস নেয়ার জন্য হাঁসফাঁস করতে করতেই প্রাণীটার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখানে নরম কিছুই নেই যা টিপে ধরা যায়, শুধু হাড় আর সন্ধি। গলায় না পেরে চোখের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু প্রাণীটা উনাকে আরো জোরে চেপে ধরলো। আতঙ্কিত হয়ে কফম্যান পাঁচশ পাউন্ডের শরীরটার নিচে মোচড়ামুচড়ি করতে লাগলেন। প্রাণীটা তার খণ্ডকায়িত লেজটা মাথার উপর তুলে কফম্যানের দিকে তাক করলো। কফম্যান ভীত চোখে দেখলেন লেজের তীক্ষ্ণ ডগা ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো আর কয়েক ফোঁটা পরিষ্কার তরলের ফোঁটা তার উপরে পড়লো।

'না।' চিৎকার করে উঠলেন কফম্যান।

লেজটা সামান্য ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেলো তারপর সামনে ছোবল মারলো।

এক সেকেন্ড পরেই হকার সেখানে পৌঁছে গেলো কিন্তু কফম্যান বা প্রাণী কোনোটারই টিকিটাও দেখা গেলো না। কিছু ভাঙ্গাচোরা ঝোপ আর রক্ত চোখে

পড়লো। একটা গাছের গুঁড়িতে সদ্য কাটা দাগ দেখা গেলো। উপরে গাছের ডালপালা এই বাতাসহীন অবস্থাতেও দুলছে। কিছু কিছু পাতায় দেখা গেলো প্রাণীটার গা থেকে বেরুনো তরল লেগে আছে। জানোয়ারটা চিতাবাঘের শিকারের মতো কফম্যানকেও নিয়ে গাছের উপরে উঠে গেছে। এরা গুহার ভেতর বেয়ে বেয়ে উঠতে পারতো, গাছে চড়াও তাই ব্যাপার না। মনে মনে ভাবলো হকার।

গাছটা আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে যেতেই ক্যাম্প থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। হকার গুলিটা থামার জন্য অপেক্ষা করলো, কিন্তু গুলিবর্ষণ চলতেই থাকলো। নিতান্ত অনিচ্ছাতেও তাই আবার সেদিকে দৌড় দিলো। ক্যাম্পে পৌছাতে পৌছাতে গুলি থেমে গেলো। মাথা গুনে দেখলো সবাই বহাল তবিয়তেই আছে। অন্যরা অবশ্য ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালো। মুখের একপাশ রক্তে লাল হয়ে আছে। চোখের নিচের ক্ষত থেকে পড়ছে।

'কফম্যান কোথায়?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'চলে গেছে।' হকার বললো।

'পালিয়েছে?'

'আমি এটাকে পালানো বলব না।'

ড্যানিয়েলি কথাটার মানে বুঝতে পেরে চেহারা কুঁচকে ফেললো।

হকার ওর রাইফেল থেকে ক্লিপটা বের করে বললো, 'গুলি?'

ড্যানিয়েলি একটা বক্সের দিকে দেখিয়ে দিলো। হকার ওটার পাশে বসে গুলি ভরা শুরু করলো। ভরতে ভরতেই ওর চোখ চত্বরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বড় স্নাইপার রাইফেলটা আনতে যাওয়া দরকার কিন্তু সূর্য প্রায় পুরোটাই ডুবে গেছে আর অস্ত্রটা বনের একদম কাছেই পড়ে আছে। এই আলোতে ওটা আনতে যাওয়া বোকামি হবে। সকালের আগে ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকে আর কি।

ঐ রাতে ক্যাম্পের চারিপাশে অবরোধ দিলো জানোয়ারগুলো। মোশন সেন্সর যন্ত্রে মোট উনচল্লিশবার অবৈধ অনুপ্রবেশ ধরা পড়লো। শুরুতে ওরা খুব নিশানা করে গুলি করলো যাতে গুলি না লাগুক অন্তত ভয় পেয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে যায় আর ওদের গোলাবারুদও সাশ্রয় হয়। কিন্তু জানোয়ারগুলো খুবই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলো, ফলে আর হিসেব করে গুলি করা সম্ভব হলো না। ফলে রাতভর চললো গুলিবর্ষণ। ফ্লেয়ার আর ফ্লাডলাইটের আলোর সাথে গুলির কটকট আওয়াজ আমাজনের বুকে এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা করলো।

'ওরা এখন আক্রমণ করছে কেন? এক সপ্তাহ হয় এখানে এসেছি। এতদিন তো খবর ছিলো না।' সুসান জিজ্ঞাসা করলো।

কিন্তু উত্তরটা কারোরই জানা নেই। হয়ত বারবার মন্দিরে ঢোকার কারণে অথবা আগের দিন নিজেরা নিজেরা মারামারি করে যারা মরেছিলো তাদের মৃতদেহের গন্ধে জানোয়ারগুলো আকৃষ্ট হয়েছে। তবে কারণটা যা-ই হোক, সবাই বুঝে গেলো সেদিনের মতো অল্পতেই আজ ওরা পার পাবে না। প্রাণীগুলো আলো আর শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ফলে ওরা একজন দুজন করে ক্যাম্পে হামলা করতেই থাকলো। তাঁবু ছিঁড়ে টিড়ে যন্ত্রপাতি ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিলো। ছোট ছোট গর্তগুলো ওরা এক লাফেই পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলো।

একটা তো ম্যাককার্টারের হাতে আঁচড়ও দিয়ে যেতে সক্ষম হলো, ভেরহোভেনের শটগান উনাকে রক্ষা করলো। আরেকটা দৌড়ে আসতে গিয়ে ছড়ানো ছিটানো জিনিসে পা হড়কে হুড়মুড় করে ব্রাজোস এর সামনে এসে পড়লো। একেবারে গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে ও গুলি করলো কিন্তু ওটা তারপরও উঠে উল্টোপথে দৌড় দিলো। এরপরও মরেণি।

ছোট আকৃতিরগুলোই বেশি জোরে জোরে আক্রমণ করছিলো। একটা তো লাফ দিয়ে একেবারে সবার মাঝখানে এসে পড়লো, গর্তগুলোর ঠিক কেন্দ্রে। ওপাশের জনের গায়ে গুলি লাগার ভয়ে কেউ গুলিও করতে সাহস করলো না কিন্তু কুকুরগুলো আক্রমণ করলো। কিন্তু গলায় রশি বাঁধা থাকায় ঠিক যুত করতে পারলো না। উল্টো মার খেলো ভালোই। ভেরহোভেন একটা চাপাতি হাতে নিয়ে এক কোপে ওদের রশির গোড়া কেটে দিলো। কিন্তু জানোয়ারটার গায়ে দাঁত বা নখ কোনোটাই বসানো সম্ভব না, ফলে ওদের সব আক্রমণই বৃথা গেলো। উল্টো মার খেয়ে কুকুরগুলোরই মরার দশা হলো।

'সবাই মাথা নিচু করুন।' হকার চিৎকার করে উঠলো। এক সেকেন্ড পরেই ওর রাইফেলের গর্জনে প্রাণীটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে আবারো লাফিয়ে পালিয়ে গেলো বনের দিকে।

তিনটা কুকুর ওটার আঘাতে মরেই গেছে। বাকি দুটোও মারাত্মক আহত, দরদর করে রক্ত ঝরছে। ভেরহোভেন বেদনার্ত মুখে বললো, 'ওদের ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে দিতে পারলে হয়তো বাঁচার একটা সম্ভাবনা থাকবে।'

ড্যানিয়েলি ফার্স্ট এইড বক্সটা হাতে এগিয়ে গেলো। কিন্তু তক্ষুণি আবার অ্যালার্ম বেজে উঠলো। আবার আক্রমণ হয়েছে।

মাঝরাতেরও দুই ঘণ্টা পরে অবস্থার আরো অবনতি হলো। ব্যাপারটা হয়তো পরিকল্পিত ছিলো না কিন্তু ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লোকগুলো ওটাকে আটকাতেও পারলো না। দুটো আলাদা আক্রমণে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে জানোয়ারগুলো আলো জ্বালার সমস্ত ব্যবস্থা নষ্ট করে দিলো। এখন ওরা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে হামলার জবাব দেয়া সম্ভব নয়।

প্রথমবার আক্রমণে একটা জন্তু দুটো লাইট ঝোলানো একটা বাঁশ ভেঙ্গে দিলো। বাঁশটাও ভাঙলো, লাইটগুলোও মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। স্ফুলিঙ্গে ভরে গেলো আকাশ। কয়েক মিনিট পরেই আরেকটু বড় আকারের আরেকটা প্রাণী দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে থাকা তারে জড়িয়ে গেলো। প্রাণীটা ক্ষিপ্ত হয়ে পা টানাটানি শুরু করে দিলো, যেন একটা হাঙ্গর জালে আটকা পড়েছে। টানতে টানতে ওটা বাকি ফ্লাডলাইটটাও ফেলে দিলো। তারপরও টানাটানি চলতেই থাকলো। এবার পুরো জেনারেটরটাই উলটে গেলো আর পুরো চত্বরটা আচমকা অন্ধকারে ডুবে গেলো। ড্যানিয়েলি দ্রুত হাতে একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মারলো কিন্তু প্রাণীটা ততক্ষণে পা জট থেকে ছুটিয়ে ফেলে পালিয়ে গেছে। পরবর্তী তিন ঘণ্টা ফ্লেয়ার দিয়েই কাজ চালাতে হলো। কয়েক ডজন ফ্লেয়ার খরচ হলো। কিছু মারা হলো ফ্লেয়ার গান দিয়ে, কিছু কিছু হাত দিয়েই ছোঁড়া হলো।

গোলাগুলির ফাঁকে একটা কেরোসিনের ড্রামে গুলি লাগলো। ড্রামটা বিস্ফোরিত হয়ে আকাশে উঠে গেলো আর আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। পাশের ড্রামটাতেও সাথে সাথে আগুন ধরে গেলো। দাউদাউ করে আগুন তার লকলকে জিহবা বের করে আকাশের দিকে উঠতে লাগলো। সাথে আশপাশটা পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়ায় ভরে গেলো। কিন্তু কিছুতেই যেন আর কিছু যায় আসে না ওদের। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে সবার। এত বেশি পরিশ্রান্ত যে বলার মতো না। দুদিন আগেও যাদের অস্তিত্ব ওরা কল্পনাতেও চিন্তা করেনি এমন সব আজব আর কিম্ভুত জীব ওদেরকে আক্রমণ করেই যাচ্ছে। মানুষ বা গুলি কোনোটাতেই ওদের ভয় নেই। অবশ্য ভয় থাকারও কোনো বাস্তব কারণ নেই। সারারাতের আক্রমণের পরেও একটা প্রাণীকেও পুরোপুরি মারা গেলো না। সবাই পালিয়ে গেছে।

অনেকেই এর মধ্যে আহত তবে একটাকেও চত্বরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেলো না। সবাই কারণ হিসেবে নানা জিনিস ভাবছিলো। একটা কারণ হলো, গুহার মধ্যে দেখা প্রাণীগুলোর চেয়ে এগুলো আকারে অনেক বড়। ড্যানিয়েলির ধারণা গুহার ভেতরেরগুলো হলো কিশোর বয়সী। আর এরা হলো প্রাপ্তবয়স্ক। ফলে এদের বহিঃকঙ্কাল আরো পুরু আর শক্তিশালী। ভেরহোভেনের বেশি অবাক লাগলো এদের অদ্ভুত আকৃতি দেখে। গায়ের এই বহিঃআবরণীটা ট্যাঙ্কের বর্মের মতো কাজ করে। সোজা আঘাত করা যে কোনো বস্তুকেই এটা প্রতিহত করতে পারে। ঠিক পানির উপর দিয়ে পাথর যেভাবে লাফিয়ে চলে যেতে পারে, সেভাবে। তবে কেউই নিশ্চিত হতে পারলো না।

সবচে খারাপ অবস্থা ডেভারস আর বেঁচে থাকা সৈন্য এরিক এর। ওরা একটা গর্তের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। এতদিন যারা ওদের

কয়েদী ছিল, পাশার দান উল্টে এখন ওদের ভাগ্য তাদের উপরই নির্ভর করছে। পরিস্থিতি কিরকম তা সৈন্য হিসেবে এরিক ভালোই বুঝছিলো। যখনি দরকার হচ্ছিলো তখুনি ও চিৎকার করে সতর্ক করে দিচ্ছিলো। কিন্তু ডেভারস আক্রমণের ফাঁকে যখনি সময় পাচ্ছিলো তখনি অভিযোগ, অনুযোগ বা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যস্ত ছিলো। শেষমেষ ভেরহোভেনের লাথি খেয়ে তারপর থামলো। বাকি রাত আর সাড়াশব্দ করেনি।

আর সবার অবস্থাও তথৈবচ। সময় যতই গড়াতে লাগলো অবস্থা আরো সঙ্গিন হতে লাগলো। চাপ সহ্য করতে না পেরে মাথা খারাপের মতো হয়ে গেলো সবার। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিসপত্র দেখা শুরু করলো চারিপাশে। সবাই হঠাৎ খুব আবেগী হয়ে গেলো। ম্যাককার্টার কিছুক্ষণ চরম হতাশায় চিৎকার করলেন, যা হয় হোক এই অবস্থা যেন শেষ হয় সেজন্য প্রার্থনা করলেন আবার কয়েক মিনিট পরেই উদ্ভটভাবে কোনো কারণ ছাড়াই হো হো করে হেসে উঠলেন। বাকি সবারই কম বেশি একই অবস্থা।

ভোর হতে এক ঘণ্টা বাকি সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো। বনের ভেতর থেকে আরো একটা শব্দ শোনা যেতে লাগলো। হালকা, ছন্দময় আওয়াজ, বনের ভেতর লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষেরাই এটা করছে। চোলোকোয়ানরা ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগলো। চত্বরটা ধীরে ধীরে ধোঁয়ায় ভরে গেলো। তবে এবার আর আর চোলোকোয়ানরা আগেরবারের মতো চারিদিকে আগুন লাগালো না। বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে আগুন দেখা গেলো তবে আগের দিনের মতোই একই সুরে গুনগুন করতে লাগলো। এবার ওদের কণ্ঠ আগের চেয়েও মোটা আর রুক্ষ শোনাচ্ছে। কেমন যেন হুমকি দিচ্ছে। যেন ওদেরকে ব্যঙ্গ করছে। তবে সবার আগে ওদেরকে আবার একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে : ওদেরকে এর আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো!

অধ্যায় : ৩৯

ভোর ঘনিয়ে আসতেই চোলোকোয়ানদের আওয়াজও কমে এলো। ভোরের কুয়াশার সাথে সাথে একেবারেই মিলিয়ে গেলো একসময়। কিন্তু আজ আর সূর্য কারো মনে স্বস্তি বা নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে পারলো না। মুক্তির কোনো মিথ্যে সান্ত্বনাও জাগলো না কারো মনে। শুধু মনজুড়ে গত রাতের নগ্ন বিভীষিকা।

শত শত গুলির খোসা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। যেন একগাদা সিগারেটখোর সারারাত সিগারেট টেনে ফিল্টারটুকু ফেলে গেছে। জায়গায় জায়গায় ফ্লেয়ারের ছাই পড়ে আছে, ওগুলোর আশেপাশের মাটি পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। খোঁচা খোঁচা ইস্পাতের দণ্ডগুলোর মাঝে পাথরগুলো সব খোয়ার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওদের তাঁবুগুলো এখন নাইলনের ছেঁড়া ফালি। আর বাতাস ভরা পোড়া কেরোসিনের জঘন্য গন্ধ।

এরকমই এক নিরানন্দ সকালে চত্বরটার আসল রূপটাই প্রকাশিত হয়েছে। চত্বরটা আসলে কিসের প্রতীক তা এখন সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এটা আসলে একটা পরিত্যক্ত জায়গা, একটা গোরস্তান। স্বর্গের মাঝখানে একটা কর্কট বিন্দু, যেখানে কিছুই জন্মায় না, কিছুই বাঁচে না। নূরী উপজাতির লোকেরা যেমন বলেছিলো, জীবন এই জায়গাকে ত্যাগ করেছে। তারপরেও আক্রমণে কিছুটা বিরতি পড়তেই সবাই ঘুমিয়ে নেয়ার সুযোগটা ছাড়লো না। ভাগ করে করে একদল ঘুমালো, আরেকদল অস্ত্র হাতে পাহারা দিলো। মনে মনে আশঙ্কা কখন আক্রমণ শুরু হয়, আর প্রার্থনা যেন আর না হয়। বারো ঘণ্টা পার হয়নি, এখনি যে অবস্থা, আরো ষাট ঘণ্টা কিভাবে পার করবে কে জানে। দুপুরে হকার ঘুম থেকে উঠে ভেরহোভেনকে ছুটি দিলো।

'এখন ছুটি।' হকার বললো।

'উঁহু।' হাতের অস্ত্র ঠিক করতে করতে বললো ভেরহোভেন।

ভেরহোভেন খুবই নিরাবেগী মানুষ। ওর চেহারা দেখে কেউ ওকে পড়তে পারবে না। তবে হকার টের পেলো কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

'কোনো সমস্যা?'

‘গোলাবারুদের হিসাব করছিলাম। গতরাতের মতো আরেকটা রাত কাটাতে হলে ভোর হওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।’ ভেরহোভেন জবাব দিলো।

হকার অবশ্য এতকিছু ভালোমত দেখার সুযোগ পায়নি, তবে ধারণা করছিলো যে ব্যাপারটা এরকমই হবে। জানোয়ারগুলো যদি আক্রমণ করা বন্ধ না করে তাহলে এই যুদ্ধে ওদের শুধু শক্তিক্ষয়ই হবে। বেঁচে ফিরতে পারবে না।

‘আমাদেরকে আরো হিসেব করে গুলি খরচা করতে হবে।’ হকার বললো।

‘সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে হক। এমনকি ড্যানিয়েলি, যার হাতের নিশানা এতো ভালো, সে-ও কিনা উল্টাপাল্টা গুলি খরচ করেছে। বাকিদের কথা তো বাদই দিলাম।’

‘ওরা ভয় পেয়েছে। আজ রাতে এমনটা হবে না।’ হকার বললো।

ভেরহোভেন এক সেকেন্ড মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার হকারের দিকে তাকালো। ‘না হলে তো ভালো। না হয় আমি ওদের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে নেবো। ওরা কি বললো বা ভাবলো তাতে কিছু আসে যায় না। দরকার হলে শুধু তুমি আর আমি গুলি করবো। আর কেউ না। ওরা বেজার হলেও বেঁচে থাকবে। বন্দুক হাতে মরার চেয়ে ওটাই ভালো।’

হকার ইতস্তত করলো। ড্যানিয়েলি ওর বন্দুক ছাড়বে বলে মনে হয় না। তবে অন্যরা মেনে নেবে। ও মাথা ঝাঁকালো। ভেরহোভেনও ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটা দিলো।

কয়েকমিনিট পরেই ফার্স্ট এইড বক্স হাতে ড্যানিয়েলিকে আসতে দেখা গেলো।

‘আশা করি আমার সেবা করার জন্যই এসেছেন।’ হকার মশকরা করলো।

‘আপনি যতটুকু করতে দেবেন। আপনার যত সমস্যা, তা ঠিক করা আমার কাজ না।’ ড্যানিয়েলি বললো।

হকার হাসলো।

‘অবশ্য একটা সমস্যা হয়েছে।’ ড্যানিয়েলিই বললো আবার।

‘তাই নাকি! আমিতো খেয়াল করিনি।’ আশেপাশে দেখতে দেখতে জবাব দিলো হকার।

‘কফম্যান।’ ড্যানিয়েলি বললো।

হকার একদৃষ্টিতে ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন ওর মন পড়ার চেষ্টা করছে।

‘হ্যাঁ, কফম্যান...?’

ড্যানিয়েলি আবার বললো, 'ওকে ছাড়া তো আমরা বিশেষ ফ্লেয়ার পাঠাতে পারবো না। ওর হেলিকপ্টার তো না-ও নামতে পারে। তার মানে তো আমরা এখান থেকে বের হতে পারবো না।'

'আমিও সেটা ভেবেছি। তবে ও কি সত্যি বলছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। ফ্লেয়ার ব্যবহার করা হয় যে আপনাকে খুঁজছে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। যে আগে থেকেই জানে আপনি কোথায়, তার জন্য কেন ফ্লেয়ার দিয়ে সংকেত দিতে হবে! ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে আমার কাছে। বেশি হলে ধোঁয়া ব্যবহার করা যায়। তাহলে দূর থেকেও কারো চোখে পড়বে না। আবার যে জানে, সে ঠিকই অবস্থান আর বাতাসের দিক সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। 'আমার কাছেও ব্যাপারটা কেমন যেন লেগেছে। তবে আমার ধারণা উনি মিথ্যে বলেছেন নয়তো উনি গল্পটা বলেছেন যাতে আমরা তাকে আলাদা গুরুত্ব দিই আর হুট করে মেরে না ফেলি। লোকটা শয়তান হলেও মাথায় বুদ্ধি বেশ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন কি করব? আমরা যদি ভুল সংকেত দেই, তাহলে তো পাইলট না-ও নামতে পারে। ভালো হবে কিছুই না করা। লোকটা কৌতূহলি হয়েই নিচে নেমে আসতে পারে। আমরা কফম্যানের লোকগুলোকে কবর থেকে বের করে ওদের পোশাকগুলো পরে নিতে পারি। পাইলট আমাদেরকে ওভাবে দেখলে নেমেও আসতে পারে... অথবা সে আমাদেরকে গুলি করে মেরে রেখেও যেতে পারে।' হকার বললো।

'আমি আবার হেলিকপ্টারের গুলির ভয়ে দৌড়াতে পারব না। কিন্তু হয় এটা, না হয় জঙ্গলে পাঁচদিন হাঁটতে হবে। কোনটা করতে চান?'

গতরাতের অভিজ্ঞতার পর হকারের আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ঐ গহীন জঙ্গলে ওগুলোর মুখোমুখি হওয়ার। ও নিশ্চিত হেলিকপ্টার আসবে, কিন্তু সমস্যা হলো ততক্ষণ কি ওরা বেঁচে থাকতে পারবে? আর পারলেও এরপর? হেলিকপ্টার কী ওদের নিতে নামবে? তারপরও চার পাঁচদিন জঙ্গলে ক্লান্তিকর যাত্রার চেয়ে দুইদিন এখানে চত্বরে বসে প্রতিরোধ করা আর একটা আধাআধি সুযোগ নেয়াই ওর কাছে বেশি শ্রেয় মনে হলো।

হয় ড্যানিয়েলিও সেটা বুঝেছে, নয়তো ও নিজেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই বললো, 'আমার মতে আমরা অপেক্ষাই করি। আর কফম্যানের ব্যাপারটা কাউকে বলার দরকার নেই।' হকার মাথা ঝাঁকালো। হঠাৎ দেখলো ম্যাককার্টার ওদের দিকেই আসছেন। হাতের ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ থেকে রক্ত পড়ছে। 'আপনার আরেকজন রোগী হাজির।' ড্যানিয়েলিকে বললো হকার।

ড্যানিয়েলি ঘুরে তাকালো, তারপর বললো, 'বসুন। আমি আবার ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি।'

ম্যাককার্টার বসলেন। তবে হাত স্থির রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ড্যানিয়েলি উনার হাত থেকে ব্যান্ডেজটা কেটে দিলো।

ম্যাককার্টারকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে আছেন, কিংবা হতাশ।

'খুব ঝক্কি গেলো, তাই না?' ম্যাককার্টারের মন কিছুটা ভালো করার উদ্দেশ্যে বললো হকার।

ম্যাককার্টার সরাসরি জবাব দিলেন না। 'যখন আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল তখন কখনো কখনো এমনও হয়েছে, কেমো (ক্যান্সারের চিকিৎসা) দেয়ার পর ও সারারাত ধরে বমি করেছে। এমনভাবে যে মনে হত সবকিছু বেরিয়ে যাবে। ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াক ওয়াক করেই যেত কিন্তু পেটে তো কিছু নেই, কিছুই বের হত না। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত থামতো, তারপর আবার শুরু হতো।' বলে চোখ বন্ধ করলেন কিছুক্ষণ, গলার কাছে কিছু একটা দলা পাকিয়ে আসছে তার। ঢোক গিলে সেটাকে চালান করে আবার বলা শুরু করলেন, 'কিন্তু ও কখনোই আমার সাহায্য নিতে চাইতো না। শুধু সুস্থ হতে চাইতো। মনে মনে সারাক্ষণ ভাবতো ও ভালো হয়ে যাচ্ছে, ওর থেরাপি কাজ করছে। তাই ও ওর করুণ দশা আমাকে দেখাতে চাইতো না। আমিও তাই ঘন্টার পর ঘন্টা বিছানায় শুয়েই থাকতাম। কি যে কষ্ট হত, কতবার ইচ্ছে করেছে দৌড়ে যাই ওর কাছে, আমিও ওকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। গতরাতেও আমার সেরকমই লেগেছে। বারবার সতর্ক করা হচ্ছে, তবু আমরা ভাব ধরে থাকছি, দেখেও না দেখার ভান করছি। সবাই জানি তারপরও ভাব করছি যে মরবো না।'

ম্যাককার্টার থামতেই হকার আর ড্যানিয়েলি চোখাচোখি করলো। দুজনেই নীরবে বলে গেলো অনেক কথা। হকার অবশ্য ম্যাককার্টারের অনুভূতিটা পুরোপুরি ধরতে পারলো না। জীবনে বহু মৃত্যু দেখেছে ও, তবে সবই ছিলো চোখের পলকে ঘটে যাওয়া এবং সেজন্য ও কৃতজ্ঞবোধও করে।

ও ম্যাককার্টারের চোখের দিকে তাকালো। ওদের সবার এখন শক্ত থাকা দরকার। সে কথাই মুখ দিয়ে বললো, 'ধৈর্য ধরুন, আমরা এখনো মরিনি।'

'হ্যাঁ, তবে আজ রাতেই সম্ভবত মরে যাব।' ম্যাককার্টার বললেন।

'হয়তো বা, আবার হয়তো না। যেকোনো যুদ্ধেই নিজের দিক থেকে দেখলে সবার নিজেকে খারাপ অবস্থানেই মনে হয়। কারণ চারিপাশে সব নিজের ক্ষতিই চোখে পড়ে, শত্রুপক্ষের না। আপনার মন বলছে আপনার শত্রুর অনেক শক্তি কিন্তু আসলে হয়তো সে শক্তি কমে গেছে অনেকটাই।'

হকার জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বললো, 'কাল রাতে আমরা অতটা খারাপ লড়াই করিনি। আমরা এখনো বেঁচে আছি। আর আমরা ঐ জানোয়ারগুলোর কয়েকটাকে ভালোমতই শায়েস্তা করে দিয়েছি। কয়েকটা

মরবে, কয়েকটা আহত হয়ে পড়ে থাকবে। তার মানে আজ রাতে কালকের মতো এতগুলো আক্রমণ করতে পারবে না।'

কথাটা শুনে ম্যাককার্টার একটু যেন চাঙ্গা হলেন বলেই মনে হলো। 'তা ঠিক, তবে ওরা তো আক্রমণ করবেই।'

'হ্যাঁ, আমারো তাই মনে হয়। তবে আজ আমরা ওদের জন্য পুরোপুরি রেডি থাকবো। গতকালকের চেয়ে আরো বেশি।' হকার বললো।

'কিভাবে?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রথমে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস একটু খুঁজে দেখতে হবে।' হকার বললো।

'খোঁজাখুঁজি? ওটা আমার অনেক পছন্দের কাজ। কি খুঁজতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখন আবার কি খুঁজবেন?' সন্দেহজনক সুরে বললো ড্যানিয়েলি। ম্যাককার্টারের হাতে নতুন ব্যান্ডেজ লাগাচ্ছে ও।

হকার জঙ্গলের দিকে আবারো আঙুল তুলে বললো, 'আমাদেরকে জঙ্গলে গিয়ে গাছগুলোতে একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে। কিছু জিনিস দেখা দরকার।'

ম্যাককার্টারের চেহারায় একটা না-বোধক ভঙ্গি ফুটে উঠলো, 'খোঁজাখুঁজি আমার কতটা অপছন্দ তা-কি আপনি জানেন? জিনিসটা আমার একেবারেই সহ্য হয় না!'

ড্যানিয়েলি হেসে দিলো। ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ।

'না, আসলেই। এসব কাজ আমার সহকারীরাই সবসময় করে থাকে।' ম্যাককার্টার ওর হাসি দেখে বললেন।

ড্যানিয়েলি বললো, 'ভালোই বলেছেন। তবে ও আপনার কথায় পটবে বলে মনে হয় না।'

এক মিনিট পরেই হকার আর ম্যাককার্টারকে দুটো ওয়াকিটকি হাতে দেখা গেলো। প্রথমটার শব্দ কাটা কাটা আর দুর্বল। হকার দ্বিতীয়টার মাইক অন করলো। ওটা মোটামুটি কাজ করছে।

ড্যানিয়েলি বললো, 'জিনিসটাকে কতক্ষণ রাখতে পারেন দেখুন। চার্জার কিন্তু নষ্ট।'

হকার ওর বেল্টে ওটা লাগাতে লাগাতে বললো, 'চমৎকার। কিছুক্ষণেরই মধ্যেই আমরাও এটার মতো হয়ে যাব।'

হকারও রাইফেল কাঁধে নিয়ে নিরাসক্ত ভঙ্গিমায় সামনের দিকে হাঁটা দিলো, তবে প্রফেসর ম্যাককার্টারকে বেশ উৎফুল্ল লাগছে। যতই মজা করুক, ড্যানিয়েলি জানে হকারের কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব। অন্য সবার একমাত্র আশা ভরসা এখন হকার। ওদের বিশ্বাস হকারই ওদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যতক্ষণ হকার বিশ্বাস করে যে ও টিকে থাকতে পারবে,

ততক্ষণ ওরাও সেটা বিশ্বাস করে। যদি হকার নিজেই হতাশ বা ভীতু হয়ে পড়ে, তাহলে বাকি সবারও দেবতা ভেঙ্গে যাবে।

হকার বনের দিকে এগুতেই ওকে নিয়ে ড্যানিয়েলির ভাবনা আরো ডালপালা মেললো। ও ভেবে অবাক হলো কিভাবে হকার আজ এই অবস্থায় এলো। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো এই প্রশ্নের জবাব দুনিয়াতে যে জানে, সে ওর পাশেই বসে আছে। ও ভেরহোভেনের দিকে ফিরে বললো, 'হকারের কাহিনিটা আমাকে একটু বলুন তো।'

ভেরহোভেন ওর গর্তের কিনারে বসে ওর ভালো হাতটা দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে রাইফেলে গুলি ভরছিলো। ড্যানিয়েলির প্রশ্ন শুনে ওর দিকে মুখ তুলে একবার চাইলো, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলো। প্রশ্নের জবাব দেয়ায় খুব বেশি আগ্রহ দেখা গেলো না।

ড্যানিয়েলি এক কৌটা তামাক নিয়ে উপস্থিত হলো। কফম্যানের এক লোক ওর কাছ থেকে এটা নিয়ে নিয়েছিলো।

'কথা বললে আপনার প্রাপ্তিটা খারাপ হবে না।'

ভেরহোভেন সরু চোখে ওর দিকে চাইলো।

ওর চেহারায় একটা মৃদু হাসির রেখা এসেও আবার মিলিয়ে গেলো। বোঝাই যাচ্ছে ড্যানিয়েলির প্রস্তাব ওর পছন্দ হয়েছে।

'কি জানতে চান?'

ড্যানিয়েলি ওকে কৌটাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আপনারা একসাথে কাজ করতেন, তাই না?'

'অনেক দিন আগে।'

'তো কি এমন হয়েছিলো যে আপনারা শত্রু হয়ে গেলেন?'

ভেরহোভেন কৌটা থেকে এক টুকরো তামাক মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেললো। তারপর বললো, 'আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম।'

ড্যানিয়েলি ওর নিরুত্তাপ জবাবটা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। ও ভেবেছিলো হয়তো কোনো মতের অমিল বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা টাকা অথবা মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল।

'অথবা ও ওরকমটাই মনে করে।' ভেরহোভেন আরো একবার তামাক চিবিয়ে বললো।

'কেন? ওরকম মনে করে কেন?'

ভেরহোভেন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর বলা শুরু করলো, 'একটা সময়ে আমরা খুবই ভালো বন্ধু ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেক কিছুই মিলতো না, কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা তখন কাজ করছি অ্যাঙ্গোলায়। হকার CIA-র হয়ে আর আমি দক্ষিণ

আমেরিকার স্পেশাল ফোর্সের হয়ে। আমাদের কাজ ছিলো ওখানে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চলে আসা অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। কাজটা ছিলো খুবই জঘন্য, অবশ্য সব কাজই ওরকম। তো সেই সময়ে হকার এমন কিছু কাজ করে, যা তাকে সবার বিরুদ্ধে ঠেলে দেয়। ওর বিরুদ্ধাচরণকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

'আমি কিছু কিছু শুনেছি। উনি নাকি কিছু কিছু নির্দেশ অমান্য করেছিলেন,' ড্যানিয়েলি বললো।

ভেরহোভেন থু করে একদলা তামাকের রস ফেললো। কাজটা করে মনে হলো ও বিশেষ আনন্দিত হয়েছে। তারপর বললো, 'কিছু থাকে আদেশ, কিছু থাকে নির্দেশ। কিছু কিছু আদেশ দেয়াই হয় সেগুলো অমান্য করার জন্য। এসব কাজে ওরকম করা লাগে। কিন্তু বাকিগুলো সব আইনের মতো, ভাঙ্গা যাবে না।'

'হকার সেগুলোই ভেঙ্গেছিলো।' ড্যানিয়েলি স্বগোক্তি করল।

ভেরহোভেন আরেক টুকরা তামাক তুলে নিয়ে কৌটাটা বুক পকেটে রেখে দিলো।

'হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা বোঝানো আসলে এত সহজ না। কি হয়েছে তা বুঝতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে আফ্রিকা কি জিনিস।'

ভেরহোভেন এক হাতেই আরো একটা কার্তুজ লাগিয়ে ফেললো। 'আমাদের দেশটা বাদে আফ্রিকার সব দেশেই নিরবিচ্ছিন্ন দুঃশাসন আর অরাজকতা বিদ্যমান। অ্যাঙ্গোলাতেও তাই। CIA সেখানে কয়েক যুগ ধরে আছে। বেশিরভাগ সময়ই ওরা জোনাস সাভিম্বি নামের এক ছিটগ্রস্ত লোককে সমর্থন দিয়ে গেছে। হকার যখন ওখানে যায়, CIA বুঝতে পারে জোনাস আসলে একটা পাগলা খুনী ব্যতিরেকে আর কিছুই না। তাই ওরা উল্টো পথে হাঁটলো এবার। সাভিম্বির বিরোধী কিছু ছোট ছোট দলের সাথে কাজ করতাম আমি আর হকার। অন্য কোনো জায়গা হলে সবাই একজোট হয়ে লড়াই করতো, কিন্তু আফ্রিকায় যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাজ করে না। এদিকে সাভিম্বি ওর পথের কাটাগুলোকে সরানোর জন্যে CIA-র সাথে একটা গোপন চুক্তি করলো, যার ফলে অনেক দলকেই সাহায্য দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।'

'এর মধ্যে আপনাদের দলও ছিলো, তাই না?' ড্যানিয়েলি অনুমান করলো।

ভেরহোভেন মাথা ঝাঁকালো। 'টাকা, অস্ত্র সবকিছুর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হলো। আর আমি আর হকার যে ছোট দলটার সাথে কাজ করতাম তাদেরকে ফেলে চলে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। বলা হলো ওরা এখন থেকে একারাই অ্যাঙ্গোলার সৈন্যদের সাথে লড়বে। অ্যাঙ্গোলার আর্মি তখন ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতোই রক্তের নেশায় ঘুরছে। হকার সেই নির্দেশ মানলো না। অবশ্য এ কথাটা কোথাও লেখা নেই। কখনো লেখা হবেও না।'

'হকার ওদেরকে অস্ত্রের যোগান দিতেই থাকলো?' ড্যানিয়েলি আবার বললো।

'যতটা পারে আরকি। ও ওদের সাথে খুব দ্রুত মিশে গিয়েছিলো। কথা দিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবে। তাই ও নিয়ম ভেঙ্গে এজেন্সির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে অস্ত্র কিনে ওদের দিতে লাগলো। এজেন্সি ওকে বহিষ্কার করলে চুরি করে হলেও ও অস্ত্র সরবরাহ ছাড়েনি।'

ভেরহোভেন থেমে আর কিছু গুলি ভরলো। তারপর আবার শুরু করলো, 'আপনাদের সরকারের সেটা পছন্দ হয়নি। তাই তারা আমাদেরকে নির্দেশ দেয় ওকে থামানোর জন্য। ওকে গ্রেপ্তার করে যেন ফেরত পাঠানো হয়। আমরা সেটাই করি। আর হকার যখন গ্রেপ্তার হয়ে আমাদের একটা ক্যাম্পে বন্দি, অ্যাঙ্গোলার সেনাবাহিনী ঐ দলটাকে পুরো টুকরো টুকরো করে ফেলে।'

শুনে ড্যানিয়েলির কেমন অসুস্থ লেগে উঠলো।

'ওখানে বন্দি থাকা অবস্থাতেই রোশ নামের এক লোক হকারের সেলে গিয়ে ওর বুকে গুলি করে। হকারের ধারণা গুলি করার আদেশ আমি দিয়েছিলাম।'

'এমনটা কেন ভাবে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ, কাগজে কলমে রোশ আমার অধীনে কাজ করতো, তাই। কিন্তু আসলে ওর কাছে আদেশ আসতো প্রিটোরিয়া থেকে। আমরা বা আমি এতদিন ধরে হকারের সাথে কাজ করেছি যে আমাদেরকে কাজটা দিতে ভরসা পাচ্ছিলো না। তাই রোশ আর স্পেশাল দলটাকে পাঠানো হয় কাজটা করার জন্য। কিন্তু প্রায় এক বছর হকার ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে সক্ষম হয়। এমনকি একবার রোশদের পাতা ফাঁদ থেকেও টাকা আর অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। রোশকে যখন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার চিন্তা করা হচ্ছিলো, ঠিক তখনই ও সফলকাম হয়।'

ভেরহোভেন চুকচুক করে শব্দ করলো, 'রোশের হাতে ধরা পড়ার পর হকারকে দেখে আমি চিনতেই পারিনি। মেরে হাড্ডি মাংস সব এক করে ফেলেছিলো।'

'আপনি ওদেরকে আটকাতে পারতেন না?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

ভেরহোভেন ঠাণ্ডা চোখে ড্যানিয়েলিকে বললো, 'বললাম তো, রোশ আমার অধীনে ছিলো না।'

ড্যানিয়েলি পেছনে হেলান দিলো। একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে ঘষে ঘষে গর্তের কিনার থেকে মাটি ফেলতে লাগলো। ভেরহোভেন আরো একটা ক্লিপ রাইফেলে ঢোকালো, মুখে পুরলো আরেক টুকরো তামাক।

'আমি আসলে ঠিকমতো জানি না। আমি হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এসে দেখি হকার মাটিতে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। রোশ পাশে দাঁড়ানো, হাতে পিস্তল, হকারের পালানোর ব্যাপারে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, কিন্তু হকার তখনো কিন্তু ওখানে বাঁধা অবস্থাতেই ছিলো। দেখে

মেজাজ গেলো খারাপ হয়ে। ওর বন্দুক দিয়েই ওকে পিটিয়ে আধমরা করে দিলাম। মেরেই ফেলতাম কিন্তু ওর একটা লোক এসে আমাকে থামালো। আসল ব্যাপার হলো ঐদিন বিকেলেই হকারকে নিতে CIA থেকে লোক আসার কথা ছিলো। আমার ধারণা, রোশ ভেবেছিলো ওরা হকারকে ছেড়ে দেবে। ব্যাপারটা ও মেনে নিতে পারেনি। তাই জেদের বশে এটা করে ফেলেছিলো।'

ঘটনাগুলো মনে পড়তেই ভেরহোভেন মাথা নাড়তে লাগলো, 'আমি হকারের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম ও মরে গেছে। মানে ওর গা নীল হয়ে গিয়েছিলো আর কোনো পালসও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এভাবে তো আর ওকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়া যায় না। তাই আমরা ওকে একটা জীপে করে কয়েক মাইল দূরের একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিয়ে আসলাম। আর আমেরিকান দূতাবাসে জানালাম ও পালিয়েছে।'

ভেরহোভেনের ভাঙ্গাচোরা মুখটায় হাসির রেখা দেখা গেলো, 'মজার ব্যাপার হলো, রোশ কাউকে বলতে পারবে না যে ও হকারকে গুলি করেছে। কারণ তাহলে ওকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। তাই ওকে বলতে হলো যে হকার ওকে মেরে তক্তা বানিয়ে পালিয়ে গেছে। এতে ও গেলো আরো ক্ষেপে।'

'হকার বাঁচলো কিভাবে?'

ভেরহোভেন কাঁধ ঝাঁকালো। 'জানি না। ও যে বেঁচে আছে সেটাই জানতাম না আমি। কয়েক মাস পরে গুজব শুনলাম একজন আমেরিকান পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে অস্ত্র সরবরাহ করে। ওদিকে খুব বেশি শ্বেতাঙ্গ নেই, আমেরিকান তো আরো কম। কয়েকমাস পর CIA আমাকে একটা ছবি পাঠায় শনাক্ত করার জন্য। এক সপ্তাহ আগে লাইবেরিয়াতে তোলা ছবিটা। ছবিটা ছিলো হকারের।'

ড্যানিয়েলির দাঁত বেরিয়ে পড়লো, 'আপনি তখন কি করলেন?'

'কি করতে পারতাম আমি? প্রথমে একচোট হাসলাম, তারপর পেলাম ভয়। তখন অবশ্য আমি দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছি। কয়েক বছর আগেই আমাদের দেশের পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে পরিস্থিতিও যায় বদলে। রক্ষীবাহিনী আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। বর্ণবাদ বিস্ফোরণের পরবর্তী সাউথ আফ্রিকার ইতিহাস ওর জানা আছে।

'রোশের কি হলো?'

'কয়েক বছর পর ও জোহানেসবার্গের এক দালান থেকে ঝাঁপ দেয়। বাইশ তলা পার হয়ে কংক্রীটে আছড়ে পড়ে।'

'হকার?'

ভেরহোভেন কাঁধ ঝাঁকালো। 'রোশের শত্রুর অভাব ছিলো না। যদিও ও তখন নিজেই সরকারি দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু লোকটা ছিলো আস্ত চামার।

নিজের উন্নতির জন্য হেন কাজ নেই যা সে করতো না। ফলে অল্প দিনেই ভালোই বিরোধী জুটিয়ে নেয় ও। তাই হকার নাও হতে পারে–আবার হতেও পারে। যে-ই হোক, সে আমাদের মস্ত উপকার করেছিলো।'

ভেরহোভেন দূরে হকারের দিকে তাকালো। 'আমি যতটুকু জানি, হকারকে ধরার কাজে যারাই ছিলো, তারাই মারাত্মকভাবে মারা গেছে। গুলি খেয়ে মরেছে কেউ, কেউবা বোমায় উড়ে। রোশের দলের প্রত্যেকটা কুকুর মারা গেছে, কেউ বেঁচে নেই।' তারপর আবার ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'তাই হকার যেহেতু ভাবে আমিই ওকে মেরে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম, তাই আমার ধারণা ওর বন্দুকের একটা গুলি অবশ্যই আমার জন্য বরাদ্দ আছে।'

তারপর শেষ কার্তুজটা ক্লিপে ভরে বললো, 'আর ওর জন্য আমার বন্দুকে একটা।'

হঠাৎ নীরবতা নামলো চারপাশে। ড্যানিয়েলি আর ভেরহোভেন নীরবে মাঝেমাঝে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলো। হঠাৎ ওয়াকিটকি খড়খড় করে ওঠায় ওদের চমক ভাঙলো।

'কেউ আছ নাকি ওখানে?'

ড্যানিয়েলি তুলে নিলো ওয়াকিটকিটা, 'আছি, হকার। কিছু পেলেন আপনারা?'

'হারানো লাশ। সম্ভবত যাদের আমরা মাটি চাপা দিয়েছিলাম তাদের। জানোয়ারগুলো সেগুলোকে খুঁড়ে বের করেছে। তারপর ওদের ইউনিফর্মগুলো খুলে নিয়ে গেছে।'

ড্যানিয়েলির মুখ বাংলা পাঁচের মতো হয়ে গেলো। 'কিহ্! এটার কথা তো কখনো চিন্তাও করিনি।'

'আমিও না। আমি যে প্রাণীটাকে কাল মেরেছিলাম, সেটাকেও নিয়ে গেছে।'

'একইসাথে শিকারী আবার মৃতভোজী?'

'সেরকমই তো লাগছে। শুনুন, আমি প্রায় বনের ধারে। বনের ভেতর ঢোকার আগে এদিকে যে কিছু নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।'

ড্যানিয়েলি ল্যাপটপের পর্দায় চোখ বুলালো। 'ল্যাপটপে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মানে ওরকম কিছু না আরকি।'

কট করে একটা শব্দ শুনে ড্যানিয়েলি বুঝলো হকার ওর কথা শুনেছে। তারপর আবার ও ভেরহোভেনের দিকে তাকালো। হুকুম আর হুকুমদাতার প্রতি হকারের রাগের কারণটা বুঝলো এখন।

'যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে আমি ওর সাথে কথা বলবো। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, তার জন্য এটুকু করা আমার কর্তব্য।'

অধ্যায় : ৪০

চত্বরটা পেরিয়ে হকার আর ম্যাককার্টার জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। চোলোকোয়ানরা আগুন দিয়ে চারপাশ পুড়িয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের ফাঁকগুলো তাই অনেক বড় হয়ে গেছে। শুরুর দিকের কয়লা হয়ে যাওয়া গাছগুলোর পিছনেই ঝকঝকে সবুজ গাছ ঝিলিক দিচ্ছে। ম্যাককার্টারের ভেবে অবাক লাগছে এত কাণ্ডের পরও উনি সাহস করে এখানে আসতে পেরেছেন।

হকারকে জিজ্ঞাসাক করলেন, 'আবার কেন এখানে মরতে আসলাম?'

'ঐ জানোয়ারগুলো সবসময় এই দিক থেকেই আক্রমণ করছিলো। এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। আর আক্রমণ শেষে বেশ কয়েকটাকে দেখেছি এখানে থেমে দাঁড়াতে। কারণটা আমি জানতে চাই।' হকার বললো।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কারণটা আপনি জানেন।'

গাছের গুঁড়ি পরীক্ষা করতে করতে আরো ভেতরে ঢুকে গেলো হকার। 'আমি কিছুই জানি না। তবে একটা জিনিস ধারণা করছি। জানোয়ারগুলোর শরীর অনেকটাই পোকামাকড়ের মতো। বাইরে শক্ত খোলস, ভয়ানক শক্ত কিন্তু সাধারণ সন্ধিযুক্ত। গতরাতে যেটাকে মেরেছিলাম, ওটার লাশ ওরা নিয়ে গেছে, সম্ভবত ওটাকে খাবে। বেশিরভাগ শিকারী প্রাণী কাজটা করে না। একটা সিংহ হয়তো তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করবে কিন্তু কখনোই তাকে খাবে না। বাঘ বা হায়েনাদেরও একই স্বভাব। হাঙ্গরের কথা অবশ্য আলাদা, মাঝেমাঝে ওরা সামনে যা পায়, তা-ই কামড়ায়, তবে বেশিরভাগ সময়ই ওরা মৃত হাঙ্গরকে রেখে দূরে চলে যায়। হাঙ্গরের মৃতদেহ থেকে এক প্রকার এনজাইম বের করে, হাঙ্গর তাড়ানোর যন্ত্র বের করা হয়েছে। এনজাইমটা অন্য হাঙ্গরকে খেদিয়ে দেয়।'

হকার গাছে গাছে খুঁজে না পেয়ে মাটিতে ছাপ খুঁজতে লাগলো। 'তবে পিঁপড়া কিন্তু নিজেদেরকে খায়। তেলাপোকা বা পৃথিবীর সব পতঙ্গেরই একই স্বভাব। ওরা মৃতদেহকে ওদের ঢিবিতে নিয়ে যায়, তারপর একটা পুরোনো গাড়িকে যেভাবে ছেঁড়া হয়, সেভাবেই ছিঁড়ে ফেলে। তাই এসব জানোয়ারও হয়তো পোকা। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এরা অবশ্যই গন্ধ অনুসরণ করে

চলে। হয়তো এরা সবসময় এই বরাবর আসা যাওয়া করে। কারণ প্রথম একজন এদিক দিয়ে গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছিলো আর অন্যরা তাকে চিন্তাভাবনা ছাড়াই অনুসরণ করছে। যেন এটা একটা একমুখী রাস্তা। ঠিক চিনির বস্তা খুঁজে পাওয়া পিঁপড়াদের মতো।'

সব শুনে ম্যাককার্টার হেসে দিলেন। 'কল্পনাশক্তি সত্যিই অসাধারণ আপনার।'

'হয়তো। তবে যদি আমার ধারণা ঠিক হয়, তাহলে আমরা ওগুলোর জন্য ফাঁদ পাততে পারি। মাঝরাতে শালারা আসলেই বোমা মেরে উড়িয়ে দেব সবকটাকে। আর যদি তা করা যায়, মানে যথেষ্ট পরিমাণ মারতে পারি, তাহলে হয়তো ওরা আমাদের ছেড়ে অন্যদিকে মন দেবে।'

'ব্যাপারটায় অনেককটি "যদি" বিদ্যমান।' ম্যাককার্টার বললেন।

'হ্যাঁ, তা জানি।' আরেকটা গাছের গুঁড়ি পরীক্ষা করতে করতে জবাব দিলো হকার।

'আসল সমস্যা হলো ওরা একসাথে আসে না, আসে একটা দুটো করে। ভয়ানক ঠাণ্ডা মাথা এদের... আর এরা গাছ বেয়ে বেয়ে উঠতে পারে।' এতক্ষণ যা খুঁজছিলো তার সন্ধান পেয়ে গেছে হকার। হকারের সামনের গাছটার দিকে ম্যাককার্টারেরও চোখ গেলো। একটা বিশাল ব্রাজিল নাট গাছ। গোড়ার কাছটা প্রায় দশ ফুট মোটা। উপর দিক প্রায় দুইশফুট উঠে গেছে। ডালপালা প্রায় তিন স্তরের চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। একেক স্তরে একেক ধরনের প্রাণী, পাখি বা অর্কিডের আবাস। তবে এই মুহূর্তে মনে হলো না ওটায় কেউ বাস করছে। সারি সারি সবুজ পাতায় আকাশের পুরো নীলকেই চুষে নিয়েছে।

'গাছ বেয়ে উঠতে পারে।' উপর দিকে চেয়ে ম্যাককার্টার স্বগোক্তি করলেন।

হকার মাথা ঝাঁকালো। 'গুহার মধ্যেও ওরা দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠেছিলো, মনে নেই?'

সেদিন কফম্যানকে যেটা ধরেছিলো, সেটাও এটা বেয়ে উঠে গেছে। কিন্তু আমাদের নজর সবসময় ছিলো গাছের গোড়ায়, মানে মাটিতে। তাপসংবেদী যন্ত্রেও তাই এগুলোকে দেখা যেতো না। নড়াচড়া সংবেদী যন্ত্রও টের পেতো শুধু যখন ওরা নিচে নামতো। এজন্যই মনে হতো এরা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উদয় হচ্ছে। তবে যদি আমরা মোশন সেন্সরগুলো নতুন করে সাজিয়ে গাছের মাথায় মাথায় সঠিক কোণে লাগাতে পারি, তাহলে আরো আগেই আমরা ওগুলোকে দেখতে পাবো। ফলে ব্যবস্থাও নিতে পারবো ভালো। তবে তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কত উঁচু পর্যন্ত এরা বেয়ে ওঠে।'

ম্যাককার্টারও সামনের গাছটা পরীক্ষা করলেন। গাছের গুঁড়ির জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। মাটি থেকে পাঁচ ফুট উপর থেকে দাগ হওয়া শুরু, তারপর সোজা উঠে গেছে নখের দাগ।

'এরা সম্ভবত একেবারে মাথায় উঠে যায়, টেলিফোন ঠিক করার লোকগুলোর মত।' ম্যাককার্টার বললেন।

'হ্যাঁ। আমাদেরকেও উঠে দেখতে হবে ওরা কত উপরে ওঠে। আমাকে একটা ঠেলা দিন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ম্যাককার্টার উনার রাইফেল নামিয়ে রেখে দু'হাত এক করে ধরলেন। হকার তাতে পা রেখে দাঁড়ালো, ম্যাককার্টার এক ঝটকা দিয়ে উপরে ঠেলে দিলেন। হকার নিজেও লাফ দিয়ে হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে নিচের ডালটা ধরে ফেললো। তারপর টেনে হিঁচড়ে উপরে উঠে গেলো।

হকার ওঠামাত্রই ম্যাককার্টার দ্রুত হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে চারিপাশটা ভালো করে নজর বুলালেন। তারপর হকারকে বললেন, 'কতদূর ওঠার ইচ্ছে?'

'ওরা যতদূর উঠেছে।' হকার বললো। তারপর উপরের ডাল ধরে উঠে গেলো।

'কতক্ষণ লাগতে পারে বলে মনে হয়?' ম্যাককার্টার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিক নেই। আপনার কি কারো সাথে জরুরি মিটিং আছে নাকি?'

'না। তা না। আসলে... না কিছু না।' আশেপাশে তাকাতে তাকাতে ম্যাককার্টার বললেন। এভাবে একা একা থাকতে আসলে তার মোটেও ভাল লাগছে না। তবে যদি ঐ জন্তুগুলো গাছের আগাতেই থাকে তাহলে তার গাছে ওঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

'এখানে আসা মোটেও ঠিক হয়নি। কোন দুঃখে যে এই তল্লাটে মরতে এলাম।' যেন নিজেই নিজেকে শোনালেন।

'চিন্তা করবেন না। আমার মনে হয় এরা সব নিশাচর।' হকার বললো।

'ওটাই চিন্তার বড় কারণ। তবে এখন আমি ওগুলোর কথা বোঝাচ্ছি না। এখানে বলতে আমি আপনার সাথে এখন্ন এখানে, সেটা বোঝাইনি। এটাও হতে পারে, তবে আমি বুঝিয়েছি এই অভিযানে আসার ব্যাপারটা। চোলোকোয়ানরা প্রথমবার হুমকি দেয়ার পরেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিলো। ওরা প্রথমবার আগুন লাগানোর পরই উচিত ছিলো আর না থাকা।'

হকার একমত হলো, 'হ্যাঁ, তাহলে এত ঝামেলা হতো না।'

'অবশ্যই। এতো কি, কোনো ঝামেলাই হতো না। আমি বুঝি না, আমাদের সবার মাথাই কি খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি, অ্যাঁ? আমরা ভাবছি আমরাই সেরা। আমাদের হাতে বন্দুক আছে, আমাদের কারো কথায় চলতে হবে না।' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন ম্যাককার্টার।

গাছের উপর থেকে হকার হেসে দিলো।

'আপনি ভাবছেন আমি মজা করছি? একদম না। আমি কিন্তু সিরিয়াস।' হকারের দিকে তাকিয়ে ম্যাককার্টার বললেন।

ম্যাককার্টারের হঠাৎ করেই নিজেকে অনেক শক্তিধর মনে হল। একটা বাচ্চা ছেলের মতোই নতুন খেলনা পেয়ে উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছে তাঁকে।

'আমার কথাই ঠিক। আমাদের সেদিনই চলে যাওয়া উচিত ছিলো। সোজা হোটেলে গিয়ে, স্পা-তে গা ডুবিয়ে বসে বসে স্কচ খাওয়া উচিত ছিলো!'

হকার মুখ টিপে হাসলো এবার, 'আপনি করবেন স্পা! আমার তা মনে হয় না।'

'তা অবশ্য ঠিক। স্পা না করি, স্কচ তো অবশ্যই খেতাম। আসল কথা হলো আমাদের উচিত ছিলো জায়গাটা যেভাবে আছে সেভাবেই চোলোকোয়ানদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া।'

'আমরা এখানে আসায় ওরা বেশ বেজার হয়েছে দেখলাম। কারণটা বুঝলাম না ঠিক।' হকার বললো।

ম্যাককার্টার কথাটা বুঝলেন না, 'মানে?'

হকার গাছ বাওয়া থামিয়ে নিচে তাকালো, 'মানে হলো, আমাদের উপর এত খেপার কি আছে? বুঝলাম আমাদের এখানে আসা ঠিক হয়নি, হয়তো আমরা জায়গাটাকে অপবিত্র করছি, আমরা মহামারি বা ওরা যা ভাবে ভাবুক। কিন্তু তাতেই বা কি? এটা তো আর ওদের বাপ-দাদার সম্পত্তি না। এটা মায়ানদের মন্দির, হাজার বছর ধরে এটা পরিত্যক্তই পড়ে আছে। এটার পবিত্রটা নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা কেন?'

'আমার মনে হয়...,' ম্যাককার্টার থেমে কপাল ডলতে লাগলেন, যেন চিন্তাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছেন। তারপর 'আমার ধারণা, এর কারণ হলো...' এটুক বলে একেবারেই থেমে গেলেন। তার মাথায় কিছু আসছে না। এই মন্দিরের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোর জন্য চোলোকোয়ানদের আসলেই কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কে আসলো, কে গেলো এতে ওদের কিছুই যাওয়া-আসার কথা না। এটা সন্দেহাতীতভাবে মায়ানদের মন্দির। কোনো প্রমাণ নেই যে চোলোকোয়ানরেয়া এটাকে নিজেদের মন্দির হিসেবে ব্যবহার করে। যাযাবর হয়ে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন মাসের পর মাস এরা এটার ধারে কাছেও মাড়ায় না। ওরা যদি এটাকে পবিত্রই ভাবতো তাহলে এরকমটা কখনোই করতো না। এমন জায়গায় যদি কেউ তাই ঢুকেও পড়ে, তাকে আক্রমণ করাটা মানানসই হয় না।

ম্যাককার্টার যতই ভাবতে লাগলেন, ততই আরো অবাক হলেন। চোলোকোয়ান আর মায়ান দুটো পুরোপুরি বিপরীতধর্মী জাতি। মায়ানরা ছিলো একটা সভ্য

সমাজ। সবকিছু ছিলো কাঠামোবদ্ধ আর নিয়মমাফিক। এ জায়গাটা দেখলেও তা বোঝা যায়। ওরা গড়তে জানতো, পরিবর্তন করতে জানতো। তারা বন কেটে সেটাকে আরো সভ্য করেছে। অন্য আর সব জাতির মতো মায়ানরাও ভবনের শুরুতেই নিজেদের ছবি এঁকে রাখতো–ওদের মন্দির, শহর বা যেসব নকশা ওরা করতো সবখানে। উদ্দেশ্য একটাই– পৃথিবীকে জানানো যে ওরা কারা আর ওরা কি করতে পারে। সময় সম্পর্কে ছিলো খুবই সচেতন, তাই খুবই আগ্রহী ছিলো নিজেদেরকেও ইতিহাসের অংশ করার।

আর চোলোকোয়ানরা পুরো একশ আশি ডিগ্রী উল্টো। এরা লুকিয়ে থাকতেই পছন্দ করে। বেশিরভাগ সময়ই প্রকৃতির দয়ার উপরেই নির্ভরশীল, বনের আর সকল পশুপাখি বা গাছগাছালির মতই। এদের সময়ের বা নিজেদের অমর করে রাখতে কোনো আগ্রহ নেই। এদের সম্পর্কে বলা হয়, পায়ের ছাপ বাদে এরা আর কিছুই ফেলে যায় না।

ম্যাককার্টার মুখ তুলে হকারের দিকে তাকালেন, 'ওদের আসলেই মাথাব্যথা থাকার কারণ নেই।'

'আমিও তো সেটাই বলি। কিন্তু হচ্ছে তো!'

'হ্যাঁ, হচ্ছে যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' ম্যাককার্টার হতাশ হয়ে বললেন।

এদিকে হকার আবার ওঠা শুরু করেছে। কিন্তু ও এখন এমন অবস্থানে আছে যে নিশ্চিত জানোয়ারগুলোরও এখান থেকে উঠতে কষ্ট হবে। মাটি থেকে ওর উচ্চতা এখন পঞ্চাশ ফুট। আর পাতার কারণে উপরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'বাহ, বেশ ভালো।' মুখে বললো হকার, তবে স্বর শুনেই বোঝা গেল ও আসলে পুরো উল্টো অর্থটাই বুঝিয়েছে।

হকার হাচড়ে পাচড়ে চেষ্টা করতে লাগলো। এত তাড়াহুড়োর কি আছে ম্যাককার্টার বুঝলেন না। 'কোনো সমস্যা?'

'উপরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে,' হকার জানালো। কণ্ঠস্বরের তিক্ততা স্পষ্ট বোঝা গেলো।

'কি দেখা যাচ্ছে? জানোয়ার?'

'নাহ্। এটা আমার কাছে একটা বাসা বলে মনে হচ্ছে। শুকানো কাদা আর শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি।' হকার বললো।

'বাসা থাকতেই পারে। মানে অনেক প্রাণীই তো...'

উনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হকার বললো, 'বাসা থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে।'

ম্যাককার্টারের চেহারা বদলে গেলো, 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

হকার বললো, 'সরে দাঁড়ান। আমি দেখি ওটাকে নিচে ফেলতে পারি কিনা।'

ম্যাককার্টার গাছের গুঁড়ি থেকে সরে গেলেন। সেখান থেকে আরো স্পষ্ট দেখা যায়। হকারকে দেখা গেলো একটা উপবৃত্তাকার জিনিসকে লাথি মারছে। বাসাটা গাছের কাণ্ড আর ডালের মধ্যে যে ওয়াই আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তার ফাঁকে আটকানো। ম্যাককার্টার হাতটা দেখতে পাচ্ছেন না। তবে একটা মানুষ যখন এঁটেছে, তখন ওটা ভালোই বড় আছে। হকার একটা লাথি দিতেই ঝুরঝুর করে কাদা খসে পড়লো। ম্যাককার্টার লাশের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আরো দূরে সরে গেলেন। আরো প্রায় আধ ডজন লাথি খাওয়ার পর বাসাটা ডাল থেকে ছুটে হুড়মুড় করে নিচে পড়া শুরু করলো। তারপর জোরে শব্দ করে ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে।

ম্যাককার্টার দৌড়ে গেলেন সেদিকে। একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে লোকটার শরীরের উপরের অংশের কাদা পরিষ্কার করতে লাগলেন। লোকটার গায়ে কফম্যানের লোকেরা যে পোশাক পরতো, সেই পোশাক। উনি লোকটার বুক থেকে আরো একদলা কাদা তুলেই থেমে গেলেন। মনে হলো যেন লোকটার হাত নড়ছে।

উনি চোখ কচলে আবার তাকালেন। আবার নড়ে উঠলো হাতটা। একটা সূক্ষ্ম নড়াচড়া, যেন লোকটা কোনো সংকেত দিচ্ছে।

অধ্যায় : ৪১

ওয়াকিটকিটা তুলে নিয়ে ম্যাককার্টার সাহায্য চাইলেন, 'ড্যানিয়েলি, একটা সমস্যা হয়েছে। জলদি মেডিকেল কিটটা নিয়ে আসুন।'

এরকম অস্থিরভাবে ম্যাককার্টারের কল পেয়ে তো ড্যানিয়েলির হার্ট অ্যাটাক করার দশা। 'কেন, কি সমস্যা, কি হয়েছে?'

'উম...আহ...কিছু হয়নি।' উনার কথা ড্যানিয়েলির উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বুঝতে পেরে আমতা আমতা করতে লাগলেন। 'মানে খারাপ কিছু হয়নি। মানে খুব খারাপ কিছু না আরকি। মানে সামান্য খারাপ আরকি।' কিছুক্ষণ থেমে নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারপর বললেন, 'হকার আর আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমরা আহত একজনকে খুঁজে পেয়েছি যার আপনার সাহায্য দরকার।'

শুনে ড্যানিয়েলি কিছুক্ষণ চুপ থাকলো, তারপর জানালো যে সে আসছে।

হকার আবারো নামা শুরু করেছে। ম্যাককার্টার লোকটাকে আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচি করেও আর কোনো নড়াচড়া দেখা গেলো না। উনি লোকটার গায়ে হাত দিলেন। ভীষণ ঠাণ্ডা। তার মানে লোকটা অনেক আগেই মারা গেছে।

ড্যানিয়েলিও সেখানে পৌঁছে দ্রুত হাতে পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

'একে আর কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব না প্রফেসর।'

'আমি জানি। আমি আসলে বুঝতে পারিনি। লোকটার হাত নড়ে উঠলো, তাও দুইবার। আমি ভাবলাম লোকটা হয়তো... মানে...জীবিত।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন ম্যাককার্টার।

সর্বশেষ ডালটা থেকে হকার লাফ দিয়ে নামলো। 'ভালোই হয়েছে বেচারা মরে গেছে। নইলে এত উপর থেকে পড়ে সাংঘাতিক ব্যথা পেতো।'

ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার মিলে বাকি মাটি পরিষ্কার করে ফেললো। লোকটার বুকের মধ্যেও বিশাল দুটো গর্ত। লোকটার জামা কেটে ফেলতেই দেখা গেলো চামড়ার নিচে কালো কালো ফোস্কার মত জায়গা। ঠিক নদীতে

ভাসমান নূরী গোত্রের লোকটার মতো। তবে এবার ফোস্কাগুলোর ভেতর কিছু একটা নড়তে দেখা যাচ্ছে। যেন চামড়ার নিচে পারদ নড়ছে।

'গ্যাস, আমি নিশ্চিত এই গ্যাসগুলোই ওর চামড়ায় টান দিয়ে হাতটা নাড়িয়েছে।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, 'যাক বাবা, মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তাহলে।'

ড্যানিয়েলি একটা রাবারের গ্লোভস পরে নিয়ে একটা স্কালপেল তুলে নিলো।

'ওকি! কি করছেন আপনি?' কেমন নার্ভাস ভঙ্গিতে বললো হকার।

ড্যানিয়েলি ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'আপনার তথ্য দরকার, তাই না?'

'আপনি কি সার্জন নাকি?'

'না, তবে মাইক্রোবায়োলজিতে আমার ডিগ্রী আছে। জীবনে বহু জিনিস কাটাকুটি করেছি।' বলেই একটা ফোস্কায় স্কালপেল ঢুকিয়ে দিলো। ওটা দুভাগ হয়ে গেলো আর কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। হকার এক পা পিছিয়ে গেলো।

ড্যানিয়েলি আবার ফিরে বললো, 'আপনি ঠিক আছেন?'

'আপনার যাতে ডিস্টার্ব না হয়, তাই দূরে সরে থাকছি।'

হকার সরে যেতেই ড্যানিয়েলি লোকটার হাত আবার আগের স্থানে নিয়ে আসলো।

'আজব তো। এখনো রাইগর মর্টিস শুরু হয়নি।' ও আবার লোকটাকে পরীক্ষা করলো। নদীর লাশটার মতই এটারও খুব সামান্যই পচন ধরেছে শরীরে। একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে কিছুটা রক্ত নিয়ে একটা টেস্ট-টিউবে রেখে দিলো। তারপর বুকের গর্তগুলো পরীক্ষা করলো। একটা পাঁজরের হাড্ডি ভেঙ্গে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে সোজা, কিন্তু পিঠ দিয়ে বের হয়নি। তার মানে মেপেই আঘাত করা হয়েছে। এটাও নদীতে পাওয়া লাশটার সাথে মিলে গেছে। ভেরহোভেনের ধারণা সত্যি হলেও হতে পারে। সম্ভবত চোলোকোয়ানরা নূরী লোকটাকে বেঁধে প্রাণীগুলোর উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলো। কিন্তু তাহলে লোকটা দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করেনি কেন? আর নদীতে ফেলার পর পায়ে পাথর বেঁধে দেয়ারই বা কারণ কি? আবার হাতে একটা কাঠও বেঁধে দিয়েছিলো যাতে ডুবে না যায়। আসলেই কি চোলোকোয়ানরা ওটার মাধ্যমে নূরীদেরকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল?'

ড্যানিয়েলি আরেকটা নমুনা নিতে গেলো কিন্তু খেয়াল করলো মাত্রই কাটা ফোস্কাটার ভেতর কিছু একটা নড়ছে। ভয়ে পিছিয়ে গেলো খানিকটা, 'আজব তো।'

'এখানের বেশিরভাগ জিনিসই আজব, আপনি এই মুহূর্তে কোনটা দেখছেন, সেটা ঠিক করে বললে ভালো হত।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি হাসলো কিন্তু জবাব দিলো না। তারপর একটা সাঁড়াশি দিয়ে একটা পিচ্ছিল, ধূসর জিনিস লোকটার বুকের ভেতর থেকে টেনে বের করলো। জিনিসটা দেখতে জোঁকের মতো কিন্তু দুটো লম্বা সুতার মতো জিনিস দিয়ে লোকটার বুকের ভেতরের কিছু একটায় আটকানো। ড্যানিয়েলি সুতোটা না কেটেই প্রাণীটাকে নামিয়ে রাখলো। তারপর সুতোগুলো কোথায় লাগানো তা খুঁজে বের করলো। লোকটার হৃদপিণ্ডের ঠিক উপরের বড় একটা ধমনীতে সুতোটা গাঁথা। হাতের স্কালপেলটা দিয়ে ধমনীটা কেটে দিলো ও। জোঁকের মতো পরজীবীটা সাঁড়াশি ভেতরেই প্রচণ্ড রকম মোচড়াতে লাগলো। সুতার মত জিনিসদুটোও ধমনীটা ছেড়ে দিয়ে নড়াচড়া শুরু করে দিলো। একটার উপর একটা পেঁচিয়ে প্যাঁচ খাচ্ছে। যেন ছোট দুটো অগ্নিনির্বাপক নল ছুটে গিয়ে মাটির উপর ইচ্ছেমত আছাড় খাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে জিনিসদুটো কিছু একটা খুঁজছে।

'কি এটা?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'সম্ভবত জানোয়ারগুলোর বাচ্চা।' ড্যানিয়েলি বললো।

হকারকে আগের চেয়েও কম উৎসাহী মনে হলো, 'লার্ভা নাকি?'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। 'পরজীবী হিসেবে বড় হচ্ছে।'

হকার বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে ফেললো, 'আপনি নিশ্চিত?'

'না, তবে সেরকমই মনে হচ্ছে। অনেক প্রাণীই পরজীবিতার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বিশেষ করে পোকামাকড়। যেমন, ভীমরুল। এরা অন্য পোকাদের কামড় দিয়ে অবশ করে দেয়, তারপর ওদের শরীরে ডিম ঢুকিয়ে দেয়। পোকাটা বেঁচে থাকে, তবে ভেতর থেকে ভীমরুলের ডিমটা ওটাকে শেষ করে দেয় আস্তে আস্তে।'

'পোকামাকড়ের আরো বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে।'

ড্যানিয়েলি চিকন শিরার মত সুতাদুটো দেখিয়ে বললো, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এগুলো দিয়ে এটা রক্ত থেকে পুষ্টি চুষে নিচ্ছিলো। সম্ভবত এটার বর্জ্য গ্যাসের কারণেই ফোস্কাগুলো হয়েছে।' ভাল করে দেখার জন্য ও ওটাকে হকারের দিকে তুলে ধরলো।

হকার আরো খানিকটা পিছিয়ে গেলো, 'সাবধান!'

ড্যানিয়েলি হেসে ওটাকে ম্যাককার্টারের দিকে ধরলো। উনি অবশ্য দেখার জন্য ভালোই আগ্রহী।

'বাকি ফোস্কাগুলোর কি অবস্থা?' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি পরজীবীটাকে একটা বয়ামে রেখে আবার লাশটার দিকে নজর দিলো। ও নিশ্চিত যে বাকিগুলোতেও একটা করে লার্ভা পাওয়া যাবে।

'এটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। কিছু পাওয়াও যেতে পারে।' ড্যানিয়েলি বললো।

হকারকে ব্যাপারটায় খুশি মনে হলো না। 'আমি জানতাম আপনি এ কথা বলবেন। কথা একটাই, জিনিসটা হারিয়ে ফেলবেন না, ঠিক আছে? হঠাৎ করে নিজের শরীরের রক্ত খাওয়া অবস্থায় এটাকে আবিষ্কার করতে চাই না আমি।'

ড্যানিয়েলি শেষ লার্ভাটাও কৌটায় রেখে মুচকি হাসি দিল। হকার ওয়াকিটকিতে ভেরহোভেনকে ডাকলো। 'কিছু C-4, কয়েকটা ফিউজ আর কিছু তার নিয়ে এদিকে এসো তো।'

'কি করবেন এসব দিয়ে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'লাশটা দিয়ে একটা ফাঁদ পাতবো।'

'কিহ্?' সমান বিরক্তি আর উষ্মা নিয়ে একই সাথে ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন, আমরা যেসব লাশ মাটিতে পুঁতেছিলাম, ওরা তার সবকটি নিয়ে গেছে। ওরা এটাকেও যেভাবে হোক নিয়ে যাবে। মানে আবার নিয়ে যাবে আরকি। আমি শুধু সুবিধাটা ব্যবহার করতে চাই।'

ফাঁদ হিসেবে মৃত লাশ ব্যবহার করাটা অরুচিকর, সন্দেহ নেই। তবে যেখানে অস্তিত্ব রক্ষাটাই প্রধান লক্ষ্য, সেখানে আসলে সবকিছুই জায়েজ। ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার তাই আর কিছু বললেন না।

ড্যানিয়েলির নমুনা সংগ্রহ শেষ হতেই ভেরহোভেনকে দেখা গেলো বিস্ফোরকসহ হাজির হতে। হকার লাশটাকে বেঁধে আবার গাছ বেয়ে উঠে গেলো। অন্যরা নিচে অপেক্ষা করতে লাগলো। ও নেমে এলে সবাই মিলে ফিরে গেলো ক্যাম্পে।

ম্যাককার্টার হকারের দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা যা খুঁজতে এসেছিলাম, তা কি পেয়েছি?'

'তার চেয়েও বেশি।' হকার জবাব দিলো।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। উনি ভেবেছেন হকার বোধহয় লাশ আর লার্ভাগুলোর ব্যাপারে ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিক দিয়ে উনার ধারণা ঠিক। তবে হকার শুধু লাশ বা ওগুলো থেকে বেরুনো পোকা নিয়ে চিন্তিত না। গাছের মাথায় সে বিভিন্ন আকারের অনেককটি গুটি দেখেছে। গাছের প্রায় প্রতিটা শাখায় একটা করে, কয়েক ডজন তো হবেই। ফলের থোকার মতো ঝুলে রয়েছে। কয়েকটা মনে হলো নতুন, কাদা এখনো শুকোয়নি। বাকিগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। তবে এগুলোর একপাশ ভাঙ্গা, ভেতরে লার্ভা বা যা-ই হোক, তা বের হয়ে গেছে। এজন্যই সম্ভবত আশেপাশে কোনো বন্য প্রাণী নেই। এই জানোয়ারগুলো সব ধরে ধরে খেয়ে ফেলেছে নিশ্চিত। গাছের মাথাতেই তার প্রমাণ ঝুলছে।

অধ্যায় : ৪২

ক্যাম্পে ফিরে এসেই ম্যাককার্টার নিজের জিনিসপত্র খুঁজতে লাগলেন। কফম্যানের লোকেরা ওগুলো নিয়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে তার নোটবুক আর স্কেচগুলো। গাদা করে রাখা কফম্যানের জিনিসপত্রের মধ্যে খুঁজতে লেগে গেলেন। যেটাই অদরকারি মনে হচ্ছিলো সেটাই আছড়ে ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন। কাজটা করতে গিয়ে নিজেকে কেমন শক্তিমান শক্তিমান লাগছিলো তাঁর। কিন্তু পিছনে কাশির শব্দ তাঁকে থামিয়ে দিলো, 'প্রফেসর?'

ঘুরে দেখলেন সুসান। গায়ে ধুলো-ময়লা, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল।

'তোমার না রেস্ট নেয়ার কথা?' ম্যাককার্টার জিজ্ঞাসা করলেলন।

'আমার ঘুম আসছে না। আশেপাশে শব্দ হলেই ভয়ে লাফ দিয়ে উঠছি। এভাবে বারবার ঘুম ভাঙ্গার চেয়ে না ঘুমানোই ভালো।' সুসান জবাব দিলো।

ম্যাককার্টার ব্যাপারটা বুঝলেন। তার নিজেরও ঘুমাতে অনেক কষ্ট হয়েছে।

'কি করছেন আপনি? মনে তো হচ্ছে ভালোই মজা...' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

'ও হ্যাঁ, আমি আসলে আমাদের জিনিসপত্রগুলো খুঁজছিলাম,' ম্যাককার্টার জবাব দিলেন।

সুসান উনার চামড়া মোড়ানো পুরোনো নোটবুকগুলো তুলে ধরে বললো, 'আমি চাই না আপনি যাওয়ার সময় এগুলো ভুলে ফেলে রেখে চলে যান।'

ম্যাককার্টারের মনে হলো এখনই তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়বে। বাচ্চা একটা মেয়ে। কিভাবে এত চাপ সহ্য করছে কে জানে। 'আর তোমার বাবা-মা ভেবেছিলো তুমি জঙ্গলে টিকতে পারবে না।'

'আমারও বিশ্বাস হয় না। প্যারিস যাওয়ার বদলে আমি এখানে চলে এসেছি।' বলতে বলতে ওর চোখ বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল।

ম্যাককার্টার ওর হাত থেকে নোটবুকগুলো নিয়ে বসে পড়লেন। 'আমরা দুজন মিলে প্যারিস যাব। তবে তার আগে চলো একটা অপ্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক প্রশ্নের সমাধান করি।'

সুসান রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রাখলো। 'অবশ্যই। এসব করলে হয়তো আবার স্বাভাবিক লাগবে কিছুটা।' তারপর ম্যাককার্টারের পাশে বসে বললো, 'প্রশ্নটা কী?'

ম্যাককার্টার বললেন, 'হকার আমাকে এই জায়গাটা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করেছে।'

'হকার?' সুসান কিছুটা অবাক।

'হ্যাঁ। লোকটার মাথায় বুদ্ধি ভালোই, কিন্তু বোঝা যায় না। যে কোনো ব্যাপার অন্যদের চেয়ে আগে টের পায়। ও খেয়াল করেছে যে একটা পরিত্যক্ত মন্দির নিয়ে চোলোকোয়ানরা বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ দেখাচ্ছে। অথচ মন্দিরটা ওদের কোনো কাজেই লাগে না। এরকম করার কারণ কী?'

সুসান প্রথমেই জবাব দিলো না। চারপাশে এক নজর তাকিয়ে বললো, 'উনার কথা তো ঠিকই মনে হচ্ছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো। নানান তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, তর্কাতর্কি শেষেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেলো না। তবে নতুন একটা প্রশ্নের উদয় হলো। প্রশ্নটা অবশ্য শুরু থেকেই ওদের মাথায় ছিলো। এই মন্দিরটাই কি তুলান জুয়ুয়া?

'আমার মনে হয় এটাই।' ম্যাককার্টার বললেন।

'আমরা তা প্রমাণ করতে পারব না।' সুসান বললো।

'না, তবে এটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সপ্তগুহা, টক জলের শহর, মায়ানরা তুলান জুয়ুয়া ছেড়ে যাওয়ার আগের সময়কার হায়ারোগ্লিফ...' ম্যাককার্টার একটু থেমে মাথা চুলকে বললেন, 'যদি আমরা ধরে নেই যে এটাই তুলান জুয়ুয়া, তাহলে আমাদের কি কোনো লাভ আছে? মানে আমি বলতে চাইছি যে তুলান জুয়ুয়া সম্পর্কে আমরা কি জানি যা আমাদেরকে এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে?'

সুসান বললো, 'মানুষদেরকে এখানে তাদের উপ দেবতাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়, তারপর তারা সবাই মিলে এখান থেকে চলে যায়।'

'ঠিক। আর আমরা যতদূর জানতে পেরেছি বা যেটুক জানতে পারিনি, তাতে মনে হয়নি যে এই জায়গাটায় বহুদিন ধরে কেউ থাকতো।' ম্যাককার্টার বললেন।

উনি আসলে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এমন কোনো চিহ্ন নেই যাতে মনে হয় এখানে কেউ থাকতো। রান্নাবান্নার জিনিসপত্র, হাড়ি-পাতিল, যন্ত্রপাতি, জবাই করা পশুর হাড়গোড় কিছুই নেই। অথচ এসব জিনিস সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া যায়। এমনকি কোথাও খুব বেশি লেখালেখি বা ছবিও নেই।

'আমরা শুধু মন্দিরের ভেতরে কিছু লেখা দেখেছি। তবে সেটাও সামান্য কিছু। কিন্তু অন্যান্য মায়ান শহরে যেমন দেখা যায়, তেমন বিশাল বিশাল নকশা বা হায়ারোগ্লিফ এখানে নেই। এখানে সবকিছু কেমন অসম্পূর্ণ। মনে হচ্ছে লেখা শুরু করে থেমে গেছে। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে সবাই যেন হঠাৎ সব ছেড়ে এখান থেকে চলে গেছে।'

'আপনার ধারণা সবাই পালিয়েছে?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।।

'জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে। *পপুল ভাহ্*-তে যেমন বলা হয়েছে, সেরকম সুশৃঙ্খলভাবে চলে যায়নি। ওখানেও কিন্তু দেখানো হয়েছে যে ক্রমাগত অন্ধকার আর বৃষ্টির কারণেই সবাই এখানটা ছাড়তে বাধ্য হয়।'

সুসান একমত হলো, 'আমরা আর কি জানি?'

ম্যাককার্টার গালের দুদিনের না কামানো দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে তার নোটবুকটা ঘাঁটতে লাগলেন। এবার তিনি উল্টোদিকে পড়া শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক জিনিসগুলো থেকে অভিযান শুরুর দিনগুলোর দিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। বুদ্ধিটা অনেক আগের। এভাবে করলে লেখাগুলো পড়তে আর চিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়। সোজা পড়ে গেলে শুধু চোখ বুলানো হয়, কারণ তিনি আগেই জানেন পরের পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে। পাতার পর পাতা পড়ে গেলেন উনি–হিজিবিজি লেখা, ছবি। নিজের লেখাই এখন উনার নিজের পড়তে কষ্ট হচ্ছে। এলোমেলো দাগগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর ভেবে বের করেন কি লিখেছেন। তারপর আবার আগের পাতায় ফেরত যান। একে একে অনেককটি পাতা শেষ করে হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল ঠেসে ধরলেন। তিনি জায়গাটায় কয়েকবার আঙুল ঘষলেন, জায়গাটা একটু অন্যরকম। একফোঁটা কফি পড়ে একটা অর্ধবৃত্তাকার দাগ হয়ে আছে ওখানে। হঠাৎই তার এই পৃষ্ঠাটা লেখার দিনটার কথা মনে পড়ে গেলো। উনি লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখানে যে হায়ারোগ্লিফটার বর্ণনা দেয়া আছে সেটা এই চত্বরের না। এটা পাওয়া গিয়েছিলো খুলির দেয়ালের গায়ে। উনি বারবার লেখাটা পড়লেন আর হঠাৎই একটা জিনিস ধরতে পারলেন। কয়েকদিন আগে হলেও জিনিসটা উনি ধরতে পারতেন না। যা খুঁজছিলেন, পেয়ে গেছেন উনি। উনি ঐ জায়গাটার নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলেন। তারপর বাকি পাতাগুলো তন্ন তন্ন করে একটা ছবি খুঁজতে লাগলেন। প্রথমদিন মন্দিরে ভেতরের বেদিমূলে বসে উনি ছবিটা এঁকেছিলেন।

উনি সুসানকেও বললেন কি খুঁজছেন। সুসান ওর ক্যামেরায় তোলা একটা ছবি উনার দিকে এগিয়ে দিলো। ক্যামেরা আর প্রিন্টার দুটোই এখন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ম্যাককার্টার ধন্যবাদ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আবার উনার

দাগ দেয়া লাইনটায় ফিরে গেলেন। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ছবিটা সুসানের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। ছবিটার বামদিকের একটা অংশ দেখিয়ে বললেন, 'এই চিহ্নগুলো দেখো। এগুলো সম্পর্কে আমরা কি ভেবেছিলাম মনে আছে?'

সুসান এক নজর ছবিটা দেখলো। তারপর নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনভাবে হায়ারোগ্লিফটা অনুবাদ করে শোনালো। *'যার নামে এই মন্দির, তার প্রতি সামান্য নিবেদন। তা আর কেউ নয়, রাজাধিরাজ আহাউ।'*

'ঠিক।' তারপর ছবিটার ডান দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আর এটাই হলো এত স্তুতিবাক্যের কারণ।' ওখানে একটা আরো বড় কিন্তু অস্পষ্ট লেখা দেখা যাচ্ছে। একদমই পড়া যায় না। পাথর বা হাতুড়ি ঘষে ওটাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এমন না যে আগে কখনো ওভাবে নষ্ট করা হায়ারোগ্লিফ দেখা যায়নি, তবে ওখানে এই একটা নকশাই এভাবে নষ্ট করা। ম্যাককার্টারের ধারণা কাজটা কেউ ইচ্ছা করে করেছে। আহাউ-এর নাম থাকার কারণেই তার ধারণাটা আরো বেশি দৃঢ়। আহাউ এর কাজই ছিলো এভাবে বিভিন্ন জায়গায় আসল নাম নষ্ট করে নিজের নাম লেখা। ফারাওরা যেমন মিশরের সকল স্মৃতিস্তম্ভ থেকে মুসার নাম মুছে ফেলেছিলো, সেরকম।

সুসান ছবিটা আরেকবার পরীক্ষা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'কি জানি, এখানে অবশ্যই কারো নাম লেখা আছে। কিন্তু যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে, তাতে এটা পড়া সম্ভব না। আর অন্যান্য মায়া সভ্যতার চেয়ে এত দূর আমরা একই রকম আর কোনো নকশাও খুঁজে পাব বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকেই এটার একটা নাম দিতে হবে।'

বরাবরের মতই ম্যাককার্টার বুঝলেন, সুসান গৎবাঁধা মুখস্থ উত্তর দিয়েছে। জবাবে উনি বললেন, 'তখন আমরা এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমরা ইতোমধ্যে জানি এটা কে। শুনলে তুমিও অবাক হবে।'

সুসান সন্দেহের চোখে ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো।

ম্যাককার্টার তার নোটবুকের একটা পাতা বের করে সুসানের দিকে এগিয়ে দিলেন। পাতাটায় খুলির দেয়ালে দেখা নকশাটা আঁকা। ছবিটার নষ্ট না করা চিহ্নগুলো হুবহু এটার সাথে মিলে যাচ্ছে। তার পাশেই ম্যাককার্টার ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটা নাম লিখে রেখেছেন : *সপ্ত ম্যাকাও*।

'এ তো অসম্ভব। সপ্ত ম্যাকাও তো ছিলো কাঠমানব। এদের পুরাকাহিনির অংশ, এদের মানুষ হওয়ার আগের কাহিনি এটা।'

ম্যাককার্টার ভ্রু উপরে তুললেন, 'কাঠমানবদের বর্ণনাটা মনে করো। এদের হাত আর পায়ে কোনো মাংস ছিলো না। বলার মতো কোন চর্বিও ছিলো না। মুখটা ছিলো মুখোশের মত। শরীরটাও ছিলো বিকৃত।'

'মন্দিরের ভেতরের লাশটার মতো।' সুসান বললো।

'ঠিক। কাঠমানবদের সময়ে তো সপ্ত ম্যাকাও নিজেকে দেবতা হিসেবে দাবি করতো, মনে আছে? কিন্তু *পপুল ভাহ্*-এর লেখকরা তাকে একজন জবরদখলকারী হিসেবেই দেখিয়েছে। কারণ দেবতাদের প্রতি তার অনীহা ছিলো পুরোপুরিই অভূতপূর্ব আর অচিন্ত্যনীয় একটা ব্যাপার।'

'উপমানব।' সুসান বললো।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'কিন্তু তখন ছিলো জোর যার মুল্লুক তার। ফলে সে নিজেকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলো। একটা দুর্বল সৃষ্টির বদলে সে নিজেই হয়ে গিয়েছিলো এক বিভীষিকা : *সপ্ত ম্যাকাও*।'

সুসান নষ্ট করা নকশাগুলো দেখতে লাগলো, আর ম্যাককার্টার বলতে থাকলেন, 'আরেকটা ব্যাপার। সপ্ত ম্যাকাওয়ের নাকি ধাতু দিয়ে বানানো একটা বাসা ছিলো। আর দাবি করতো ও আলো সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি সে নিজেকে সূর্য আর চন্দ্র হিসেবে দাবি করতো আর সে নাকি চাইলে পুরো পৃথিবী একসাথে আলোকিত করতে পারতো। কিন্তু *পপুল ভাহ্*- এর লেখকরাও জানতেন ব্যাপারটা ভুয়া। ওরা জানতেন যে ওর সৃষ্ট আলো ওর আশেপাশে কিছুদূর ছাড়া আর বেশি যেত না।'

তিনি মন্দিরটার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যদি ড্যানিয়েলির কথা সত্য হয়, যদি ঐ লাশটা ভবিষ্যৎ থেকে আসা কোনো মানুষেরই হয়, তাহলে অবশ্যই সে কোনো কিছুতে চড়েই এখানে এসেছে। জিনিসটাকে প্রাচীন মানুষগুলো ধাতু নির্মিত বাসা ভেবে ভুল করতেই পারে। মানে, ধরো যদি একটা বিমান বা রকেট এখানে পতিত হতো তাহলে ওরা কি ভাবতো? আর আমাদের ফ্লাডলাইটও কিন্তু আশেপাশের বেশ খানিকটা এলাকা আলোকিত করতে পারে। আর ভবিষ্যতের মানুষেরা কোন ধরনের আলো ব্যবহার করতো, সেটাই বা কে জানে।'

'যতই হোক, তা দিয়ে নিশ্চয়ই সারা দুনিয়াতে আলো দেয়া যাবে না।' সুসান বললো।

ম্যাককার্টারও একমত হলেন, 'না, যত চেষ্টাই করুক, তা সম্ভব না।'

'এবার সব মিলে যাচ্ছে। মানে যদি সত্যিই ওরকম কিছু থাকতো, তাহলে অবশ্যই আরো বেশি বেশি ওটার উল্লেখ পাওয়া যেতো।' সুসান উত্তেজিত স্বরে বললো।

ম্যাককার্টারও মাথা ঝাঁকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। উনার মাথায় এখন গুহাতে দেখা কঙ্কাল আর ওটার মাথায় দেখা সোনালি রঙের সুতো। উনার এক চাচার কথা মনে পড়লো। তার হাঁটু ছিলো টাইটেনিয়াম দিয়ে বানানো। হৃদপিণ্ডে পেসমেকার, চোখেও ছানির কারণে কৃত্রিম লেন্স বসাতে হয়েছিলো। উনার ধারণা ঐ সুতোগুলোও সম্ভবত ওরকম কিছুই হবে। কোনো কৃত্রিম অঙ্গ বা তার অংশ। হয়তো দেখতে সাহায্য করতো।

'মনে আছে সপ্তম্যাকাওকে যখন তীর মেরে অজ্ঞান করা হয়, তখন আততায়ীরা তার চোখ থেকে ধাতু খুলে নিয়ে যায়?'

সুসান মাথা ঝাঁকালো।

'ব্যাপারটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি কল্পনা হয়ে যায়, তবে আমার মনে হয় গুহায় যে লাশটা পাওয়া গেছে, সেটা সপ্ত ম্যাকাওয়ের হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।'

হঠাৎ সুসানও ব্যাপারটা ধরতে পারলো। 'অথবা নামটা আসলে পরে প্রচলিত হয়। হয়তো শয়তানি শক্তিকে বর্ণনা করতে লেখকেরা এটা ব্যবহার করেন।'

ওর কথাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এসব লোকগাঁথা ছড়াতে ছড়াতে তিল থেকে তাল হয়ে যায়। আর সবসময় দেখা যায় সকল গল্পের খলনায়ক একজনই। এমনকি সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকেই সকল দুর্দশার কারণ হিসেবে দেখানো হয়।

'যেটাই হোক–আমার ধারণা কঙ্কালটার সাথে এটার সম্পৃক্ততা না থেকে পারে না। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে সম্ভবত আমরা এই প্রাণীগুলোকেও আরো ভালো করে বুঝতে আর যুদ্ধ করতে পারবো।' ম্যাককার্টার বললেন।

সুসানও তার সাথে একমত হলো। 'আপনার ধারণা এই প্রাণীগুলোই জিপাকণা? সপ্ত ম্যাকাওয়ের ছেলে বা নাতিপুতি?'

'আমি সেটাই ভাবছি। তার ছেলে, তবে দৈহিকভাবে না। যেমন, জর্জ ওয়াশিংটন আমাদের জাতির জনক বা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে বিদ্যুতের জনক বলা হয়, কিন্তু ওরা তো আর এসব জন্ম দেননি।'

'হ্যাঁ, পিতা মানে তো, প্রশিক্ষক, রক্ষাকর্তা... বা স্রষ্টাও হয়।' সুসান মতামত দিলো।

ম্যাককার্টার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অতএব যদি গুহার কঙ্কালটা সপ্ত ম্যাকাও হয়, তাহলে সে জিপাকণার পালক বা এক অর্থে বাবা। ঐ ডোবাগুলোতেই হয়তো ওদেরকে পুষে বড় করতো ও।'

'কিন্তু ওটা যে-ই হোক, সে তো মরে গেছে। প্রাণীগুলো এখনো কি করছে?' সুসান জানতে চাইলো। ম্যাককার্টারও সেটাই ভাবছিলেন। 'ড্যানিয়েলি কি সব যন্ত্রপাতি খুঁজছিলো। হয়তো এখানে আমাদের উপস্থিতি কোন ধরনের অ্যালার্ম চালু করে দিয়েছে। সম্ভবত যখন কফম্যান স্ফটিকগুলো আবার বেদির গর্তগুলোয় বসান, তখন।'

'অথবা আমরা যখন ঐ দুই নাম্বার ঘরের আলোটা পার হয়েছিলাম, তখন।' সুসান বললো।

'হ্যাঁ, লুকানো ফাঁদগুলো বছরের পর বছর টিকে আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মাইন ফিল্ডগুলোর কথাই ধরো না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও মাইলকে

মাইল ধরে পড়ে আছে। আর এটাও যদি সেরকম কিছু হয়, তাহলে এই কাঠমানব বা বিকৃত মানুব বা জিনিসটা যা-ই হোক, তারাই এটাকে চালু করে রেখে গেছে। এ সবকিছুই অনুমান... তবে...'

'সেরকম নাও হতে পারে।' কথা কেড়ে নিয়ে বললো সুসান। 'গুহার ভেতর যখন ছিলাম, তখন একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি। আসলে ওখানে আমার দম বন্ধ লাগছিলো। সবাই আরো কথা বলে সময় নষ্ট করছিল তাই তাড়াহুড়ায় খেয়াল ছিলো না। আপনারা আসার আগেই আমি বসে বসে শুধু রেডিওতে কফম্যানকে খবর দেয়ার চেষ্টা করছিলাম আর প্রার্থনা করছিলাম যেন জানোয়ারগুলো আমার ধারেকাছে না আসে। ওদিক থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য আমি ওখানকার নকশা আর চিহ্নগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করি। আমি নিশ্চিত, জ্যামিতিক নকশাগুলোর মধ্যে একটা দ্বিসূত্রক প্যাঁচানো নকশা ছিলো। ওটা অনেক কিছুই হতে পারে। হতে পারে ওটা একটা খাড়া করা ইনফিনিটি চিহ্ন। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা আসলে DNA-এর একটা ছবি। ওষুধ কোম্পানিগুলোর লোগোতে যেমন থাকে আরকি।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন।

সুসান বলে গেলো। 'আর বাকি লেখাগুলোর মধ্যে কিছুকিছু আমি চিনতে পারছিলাম। কোনোটা ছিলো বাচ্চার প্রতীক, কোনোটা অশিক্ষিত বা শিখতে চায় না এমন কিছুর চিহ্ন। সবার শেষে ছিলো সংঘর্ষের প্রতীক। একদম শেষ চিহ্নটা ধ্বংস বা উপযুক্ত শাস্তি বোঝাচ্ছিলো।'

ম্যাককার্টার একটা দম নিয়ে ভাবতে বসলেন। 'ক্রমটা কি এরকমই?'

সুসান মাথা ঝাঁকালো। 'আমি অর্থটা ধরে নিয়েছিলাম যে বাচ্চারা কথা শুনলো না, তাই আমরা শাস্তি পেলাম। আমার ধারণা বাচ্চা মানে হলো তখনকার স্থানীয়রা আর তারা শাস্তি পায় জিপাকণাকে মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে।'

ম্যাককার্টার আহত কুকুরগুলোর দিকে তাকালেন। 'আমরা যেমন পশু পালি, হয়তো ওরাও ওরকম ছিলো।'

'কিন্তু কেন? এতকিছুর কি দরকার? কেন একটা পিরামিড বানিয়ে তার নিচের একটা গুহায় থাকতে হবে?' সুসান জিজ্ঞেস করলো।

ম্যাককার্টার এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিলেন। 'আহ! গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আমার ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তরটাও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরটাকে দেখে মনে হয় যেন গুহার মাথায় একটা যত্নে বানানো ঢাকনা। যাতে সালফার আর এসিড বাইরে বের হতে না পারে আর বাতাসের ঘনত্বও বাড়ে। গুহার ভেতর আর বাইরের পরিবেশ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মনে আছে, ওখান থেকে বের হওয়ার পরেই তোমার চামড়ায় জ্বলুনি শুরু হয়েছিলো? পানিতে ধোয়ার পর জ্বলা কমে।'

'অবশ্যই। আমারতো এখনো মাঝে মাঝে চুলকায়।' এক হাত দিয়ে আরেক হাত চুলকাতে চুলকাতে বললো সুসান।

'ওখানকার পানিতে মারাত্মক এসিড। যে সৈন্যটা লাফ দিয়েছিলো, সে গলে গেলো অথচ প্রাণীগুলোর কিছুই হলো না। ড্যানিয়েলির ধারণা তার কারণ ওদের শরীর থেকে এক ধরনের ক্ষারীয় পদার্থের ক্ষরণ হয়, যা এসিডের প্রভাব প্রতিহত করে দেয়। আমার ধারণা ওরা আগে থেকেই ওসব পানিতে থেকে অভ্যস্ত। সম্ভবত ওদেরকে এভাবেই বানানো হয়েছিল। গুহার কঙ্কালটার মধ্যেও কিন্তু একই রকম ছোট ছোট ছিদ্র দেখা গেছে। তাতে করে মনে হয় এরা শুধু অম্লীয় পরিবেশেই বাস করে।'

'হ্যাঁ! ভবিষ্যতে তো এসিড বৃষ্টিতেই দুনিয়া ডুবে যাবে।' দুঃখিত কণ্ঠে বললো সুসান।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণে সম্ভবত মানুষ আর প্রাণীদের কোনো বিবর্তন হয়, বা নিজেরাই নিজেদের বৈশিষ্ট্য আরো উন্নত করে নেয়। আর যখন আবার প্রাচীন পৃথিবীতে ফিরে আসে, তখন তাদের একই ধরনের পরিবেশ দরকার হয়ে পড়ে।'

'তাই তারা গুহার মাথাটা ঢেকে দেয়, যাতে এখানেই তাদের সুবিধাজনক একটা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। পুরোপুরি আরামদায়ক না হোক, যাতে তারা অন্তত বেঁচে থাকতে পারে।' সুসান বললো।

'হ্যাঁ, মঙ্গলগ্রহে বুদবুদ বানিয়ে থাকার মতো।' ম্যাককার্টার বললেন।

সুসান ব্যাপারটা নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা করলো। সব ঠিক আছে তবে আসল প্রশ্নের উত্তরটাই এখনো জানা হয়নি। 'ঠিক আছে। আপাতত যেটুক দেখেছি বা শুনেছি, তাতে আপনার কথাই ঠিক বলে ধরে নিলাম। কাঠমানব বা জিপাকণা আসলেই ছিলো। কল্পনাতে আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে তারা সেই প্রাচীন মায়ান লোকজনগুলোকে খাটিয়ে খাটিয়ে গুহার মাথায় মন্দিরটা বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তারপরেও

চোলোকোয়ানদের কি সমস্যা ধরতে পারছি না।'

ম্যাককার্টার অনেক ভেবেচিন্তে উত্তরটা প্রস্তুত করেছেন। সরাসরি উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যখন কাঠমানবেরা দেবতাদের কথা শুনতে অস্বীকার করলো, তখন তাদের কি হয়েছিলো? যখন তারা নিজেরাই নিজেদেরকে দেবতা হিসেবে দাবি করেছিলো?'

'তাদেরকে শেষ করে দেয়া হয়েছিলো। হারিকেন আর অন্যান্য দেবতারা মিলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। ওদের নিজেদের পোষা প্রাণীকেই ওদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।' সুসান জবাব দিলো।

'ঠিক। ওদের নিজেদের পোষা প্রাণী। এমন সব প্রাণী যারা ওদেরকে আক্রমণ করে একেবারে ছিঁড়ে খুড়ে ফেলে দেয়, যার বর্ণনা জিপাকণার সাথে

মিলে যায়।' তারপর তিনি *পপুল ভাহ্* থেকে আবৃত্তি করলেন, *'তারা বৃক্ষ পানে ধায়, তারা গুহার পানে ধায়। বৃক্ষ গুহা কোথাও তারা না পেলো আশ্রয়।'*

'আপনি বলছেন যে এখানকার আদিবাসীরা কাঠমানবদের সাথে চালাকি করেছিলো? ঝড় আসা মাত্র ওরা মন্দিরের দরজা আটকে দেয়?' সুসান বললো।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'সবকিছু বিচার বিবেচনা করে আমার মনে হয় সম্ভবত মায়ান লোকজন বিদ্রোহ করে। সপ্ত ম্যাকাওকে আহত করে। তখন ও মন্দিরের ভেতর পালায় আর লোকজন বাইরে থেকে আটকে দেয় সব। এদিকে ঝড় আসায় জিপাকণাগুলো আশ্রয় নেয়ার কোনো জায়গা না পাওয়ায় ওদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ফলে সামনে যাকেই পায়, তাকেই আক্রমণ করা শুরু করে। এমনকি সামনে কোনো কাঠমানব পড়লে তাকেও। আর তারপরেই ঝড় চলে আসে আর আগুনের বৃষ্টি সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

'দিনেও বৃষ্টি, রাতেও বৃষ্টি, বৃষ্টি সর্বক্ষণ।' সুসান আবৃত্তি করলো।

'আগুন বৃষ্টি করলো কালো, মানুষ-পশু-বন।' ম্যাককার্টার ছন্দটা পুরো করলেন।

বলামাত্র সুসানের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারমানে সুসানও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। ওর পরবর্তী প্রশ্ন কি হবে সেটাও বুঝে গেছে উনি আর তার উত্তরটাও তিনি জানেন। তাই আগে বাড়িয়ে নিজেই প্রশ্নটা করলেন।

'আচ্ছা ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিন যখন স্ফটিকগুলো চোলোকোয়ানদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়, তখন তারা কি করছিলো, মনে আছে?'

'তারা প্রার্থনা করছিলো। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।' সুসান বললো।

'একদম ঠিক।' ঠাস করে নিজের নোটবুকটা বন্ধ করতে করতে ম্যাককার্টার বললেন, 'চোলোকোয়ানরা এই জায়গাটা নিয়ে এতটা চিন্তিত কারণ ওরা হচ্ছে এই মন্দির যারা বানিয়েছিলো, সেই গোত্রের বংশধর। আর ওরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিলো। তবে সে বৃষ্টি ভালো ফসল বা নদীর পানি বৃদ্ধি বা আর কোনো কারণে না। কারণ বৃষ্টিই তাদের পূর্ব পুরুষদের একদিন বাঁচিয়েছিলো।'

অধ্যায় : ৪৩

ক্যাম্পের আরেকদিকে হকার ড্যানিয়েলির পাশে দাঁড়িয়ে একটা খালি অস্ত্রের বক্সের দিকে তাকিয়ে আছে। জিনিসটাকে একটা খাঁচায় রূপান্তর করা হয়েছে। ওটার ভেতরে বন থেকে উদ্ধার করা একটা লার্ভা ছুটে বেড়াচ্ছে। মাত্র দুই ঘন্টা হয়েছে, এর মধ্যেই এটাকে আর চেনা যাচ্ছে না। ছোট ছোট হাত পা এমনকি একটা লেজও গজিয়েছে। উপর থেকে দেখলে দেখতে অনেকটা গুহার ভেতরের জীবগুলোর মত লাগছে।

হকারের তো নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না। 'কতক্ষণ লাগলো এরকম হতে?'

ড্যানিয়েলি ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিলো, 'আমরা ফিরে আসার দশ মিনিট পরেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। প্রথমেই চামড়া শক্ত হয়েছে বড় প্রাণীগুলোর মত। একটু পর সুতোগুলোও আলাদা হয়ে যায় আর এটা সেটাকে খেয়ে ফেলেছে।'

জিনিসগুলো দেখলেই হকারের অস্বস্তি লাগতো; এখনতো প্রায় বমি পেলো।

'এটা ওর নিজের হাত চিবিয়ে খেলো?'

'উঁহু! নিজের চোখেই দেখে নিন।' মুচকি হেসে ড্যানিয়েলি বললো। হকারের অস্বস্তি দেখে মজা পাচ্ছে।

'ধন্যবাদ।' অন্যদিকে তাকিয়ে হকার বললো। 'বাকিগুলো কই?'

ড্যানিয়েলি ভ্রু কুঁচকে বললো, 'আমি থামানোর আগেই এটা বাকিগুলোকে মেরে ফেলেছে। গায়ের চামড়া শক্ত হতেই এটা মারাত্মক আগ্রাসী হয়ে গেছে।'

'সবকটিকেই?' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো, 'প্রায় সবকটিকেই বলা যায়। আমি একটার অর্ধেক খাওয়া শরীর উদ্ধার করতে পেরেছিলাম, নাহলে ওটাকেও খেতো সন্দেহ নেই।'

'এতো দেখি রাক্ষস একেবারে।'

'হ্যাঁ। কারণটা অবশ্য আমি জানি। আমি মরা লার্ভাটা থেকে নমুনা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখেছি। কোষ ভরা মাইটোকন্ড্রিয়া। মানুষের কোষের চেয়েও তিন-চারগুণ বেশি। এজন্যে এদের বিপাকীয় হারও মারাত্মক বেশি। আর এরকম বিপাক ধরে রাখতে চাইলে প্রতি পাঁচদিনে এদেরকে নিজের ওজনের সমপরিমাণ খাবার খেতেই হবে। বড় হলে চাহিদা হয়তো অর্ধেক বা তারও কমে নেমে আসে। তারপরও সেটাও কিন্তু কম না।'

'এজন্যেই সম্ভবত এগুলো এতো আক্রমণাত্মক।' হুকার বললো।

'আমার মনে হয় এ থেকে আরো একটা জিনিস জানা যায়। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যাপারটা কাজে লাগবে।' ড্যানিয়েলি বললো।

হুকার জানোয়ারগুলো মারার ব্যাপারে যে কোনো কিছু শুনতে খুবই আগ্রহী। ও ড্যানিয়েলির দিকে ঝুঁকে বললো, 'বলুন, শুনি।'

'কিভাবে যে ব্যাখ্যা করি। প্রকৃতিতে বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এগুলোর হারও বিভিন্ন। হামিং বার্ডের বিপাকীয় হার মারাত্মক বেশি। এদের পাখা এতো বেশি দ্রুত ঝাপটাতে পারে যে খালি চোখে ভালোমত দেখাই যায় না। আর সেই পরিমাণ বিপাকীয় হার ধরে রাখতে এদেরকে প্রতিদিন নিজেদের ওজনের সমান মধু খেতে হয়। সেই তুলনায় কচ্ছপ বা তারামাছের বিপাকীয় হার খুবই কম। খালি চোখে তারা মাছকে প্রায় অনড় মনে হয়। কিন্তু তবুও কিন্তু তারা নড়ছে। শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে এমনটা কিন্তু না- ওরাও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। কিন্তু সাধারণত সেটা খালি চোখে টের পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সময়ের ছবি দেখলে তা বোঝা যায়।'

হুকার ড্যানিয়েলির উত্তেজনা দেখে হাসলো, 'উমম! সমুদ্রবিদ্যা নিয়েও নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপক পড়াশোনা।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো। 'শখ বলতে পারেন। 'আমার রোদ উঠলে সমুদ্রে সার্ফিং করতে ভালো লাগতো। আর বিকিনিতেও আমাকে দারুণ লাগে।'

হুকার হাসলো, ' সে ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত!'

'কথা হচ্ছে, যদি তারা মাছ আমাদেরকে দেখতো, তাহলে আমরাও কিন্তু ওর চোখে ঝাপসা কিছু আলোর রেখা হিসেবেই ধরা পড়তাম। আবার হামিংবার্ডের কাছে আমাদের নড়াচড়া শীতকালে ঝিনুকের নড়াচড়ার মতই। যেন আমরা সবাই স্লো-মোশনে চলছি।' তারপর ড্যানিয়েলি বক্সের পোকাটা দেখিয়ে বললো, 'এই প্রাণীগুলোর অবস্থান আমাদের আর হামিংবার্ডের মাঝে কোথাও। এরা খুবই দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে যেকোনো প্রতিক্রিয়ায় সাড়াও দেয় খুব দ্রুত।' তারপর হুকারকে একটা সাঁড়াশি ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'ধরার চেষ্টা করে দেখেন।'

'দরকার নেই আমার। এমনিতেই আমি আর কোনোদিন চাইনিজ খেতে পারবো না।' হকার মুখ কুঁচকে বললো।

'কাঁটাচামচই হোক আর সাঁড়াশিই হোক, জিনিসটা ধরা আপনার জন্য সহজ হবে না। যত দ্রুতই ধরতে যান না কেন, এটা লাফিয়ে সরে যাবে। আমার ধারণা, যদিও আমি নিশ্চিত না, এদের কাছে আমাদের নড়াচড়া ভারি আর ধীর।'

তার মানে আমাদেরকে আরো জোরে জোরে দৌড়াতে হবে, হকার ভাবলো মনে মনে।

এজন্যই ও গতরাতে প্রথম প্রাণীটাকে মারতে পেরেছিলো। ও প্রায় অন্ধের মতো গুলি করছিলো। ভাবনা চিন্তা দূরে থাক নিশানা পর্যন্ত করেনি। টের পেতেই বন্দুক ঘুরিয়ে গুলি করা শুরু করে। ভালো একটা শিক্ষা হয়েছিলো সেদিন।

'আর কোনো সুসংবাদ?' জিজ্ঞেস করলো।

'দুটো। প্রথমত, যে লোকটার শরীরে আমরা এই পোকাগুলো পেয়েছি, তার শরীরে এক বিশেষ ধরনের এনজাইম পাওয়া গেছে, যা রক্তকে জমাট বাঁধতে দিতো না। ফলে লার্ভাগুলো ঠিকভাবে খেতে পারতো। সম্ভবত মারা যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে এনজাইমটা ওর শরীরে ঢোকানো হয়। ঠিক মশা যেমন কামড়ে রক্ত খায় সেভাবে। আমার ধারণা এই এনজাইমটাই লাশটাকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।'

'আর দু নম্বরটা?'

ড্যানিয়েলি গাছের সারির দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'আমি যেমনটা বলেছি, যদি এই প্রাণীগুলোর আসলেই অতোটা খাবার লাগে, তাহলে তাদের কিছু সমস্যা হওয়ার কথা। ওরা যতই প্রাণী মারছে, ততই ওদের জন্য খাবার বা ডিম পাড়ার মত প্রাণীর সংখ্যা কমছে। যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, ওরা এই এলাকার প্রায় সব প্রাণীকেই খেয়ে ফেলেছে, তারপর ওরা অন্যদিকে শিকারের খোঁজে চলে গিয়েছিলো। আমার ধারণা এজন্যই এখানে এসে আমরা প্রথমেই এদের মুখোমুখি হইনি। কারণ তখন আসলেই এই জায়গাটা পুরো খালি ছিলো। পোড়া জায়গায় যেমন আগুনের ভয় থাকে না সেরকম।'

হকারের মনে পড়লো গাছের মাথায় ও কি দেখেছিলো। তাতেই বোঝা যায় যে ড্যানিয়েলির কথাই ঠিক। 'কিন্তু ওরা আবার ফিরে এলো কেন?'

'হয়তো ওরা আমাদের গন্ধ পেয়েছে।' ড্যানিয়েলি বললো।

হকার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ম্যাককার্টার আর সুসান ওখানে এসে উপস্থিত হলো। ম্যাককার্টার প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'আমরা মারাত্মক একটা ভুল করছি।'

'কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'এখানে বসে থাকা। আমাদের উচিত এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়া। চোলোকোয়ানদের ওখানে।' বনের দিকে আঙুল তুলে বললেন ম্যাককার্টার।

হকারের ভ্রু কপালে উঠে গেলো। 'যারা আমাদেরকে এক হাজার বার মরার অভিশাপ দিয়ে গেলো তাদের ওখানে?'

এক হাত উঁচিয়ে সবাইকে থামিয়ে বললেন ম্যাককার্টার। 'আমি জানি। আমার মনে আছে সবই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা ছিলো একই সাথে হুমকি আর সতর্কবার্তা। এখন আমার ধারণা ওদের এমনটা করার কারণ ওরা জানতো যে গুহায় ঢুকলে কি হবে।'

'ওরা কিভাবে জানবে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ এরকম আগেও হয়েছে। যখন আমরা একটা রেডিও খুঁজছিলাম, কফম্যান আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের আগেও আরো একটা দল অভিযানে এসেছিলো; যাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমি নিশ্চিত উনি তখন আমাকে ধোঁকা দিয়ে দুর্বল করতে চাইছিলেন, তবুও আমার ধারণা উনি মিথ্যে বলেন নি।'

'না, বলেন নি। আমরা জানতাম না যে ওরা এখানে এসেছিলো। কিন্তু আমরা ওদের কিছু যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছি।' ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। ড্যানিয়েলি সত্য বলায় খুশি হয়েছেন। 'কফম্যান বলেছিলেন ডিক্সন নামের একজন নাকি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলেন। একটা ভাঙ্গা পা নিয়ে কোনোমতে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচে ও। গ্যাংগ্রিনের কারণে ওটা কেটে বাদ দিতে হয় পরে। তবে ও যা খুঁজতে এসেছিলো তা পেয়ে যায়। মন্দিরের ভেতর থেকে একটা স্ফটিক উদ্ধার করে ও। মার্টিনের স্ফটিকের সাথে তার মিল আছে।'

'আচ্ছা। আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এ থেকে কী বুঝাতে চাচ্ছেন?'

'এর মানে হলো আগের দলটা শুধু এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এর মানে হলো ওরা মন্দিরের ভেতরেও ঢুকেছিলো। কিন্তু আমরা যখন এসেছিলাম মন্দিরের প্রবেশপথ কিন্তু বন্ধ ছিলো। তাহলে কারা সেটা বন্ধ করেছিলো? নিশ্চয়ই যারা বনের ভেতর বাঁচার জন্য পালাচ্ছিলো তারা না। তাহলে কারা? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হলো চোলোকোয়ানরা। ওরা এখানে এসে পাথরটা আবার আটকে দেয় যাতে প্রাণীগুলো আর বের হতে না পারে।'

'তাহলে আগুন জ্বেলেছিলো কেন? তাও দুইবার।' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'একই ব্যাপার। মিথ্যা অনুমানের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত। আগুনের বদলে আগুন বলছিলো সেদিন মনে নেই? মহামারির জন্যে আগুন। আমরা ভেবেছিলাম যে আমরাই বোধহয় মহামারি। কিন্তু আমার ধারণা আগুন দেয়া হয়েছিলো লাশওয়ালা গাছগুলো পোড়ানোর জন্যে।' পোকাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ম্যাককার্টার। 'ওরা এগুলোকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো। গতরাতেও আমরা

ওদের কণ্ঠ আর বাদ্যবাজনা শুনেছিলাম। আমরা ভেবেছি যে ওরা হয়তো যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে। কিন্তু ওরা আক্রমণ করেনি। আর খেয়াল করে দেখুন, বাজনা শুরু হওয়ার পরেই কিন্তু জানোয়ারগুলো গায়েব হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত চোলোকোয়ানরা আসলে ঐ জানোয়ারগুলোকেই ধরতে এসেছিলো।'

'বর্শা আর ডাণ্ডা নিয়ে?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'আর সাথে পানি ভরা গর্ত।' ম্যাককার্টার ওদেরকে খুলির গুহার কাছের আজব গর্তটার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

'কিন্তু ওরা এসব করছেই বা কেন? এটাতো পুরোপুরি আত্মহত্যা।' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ ওরা শুধু জঙ্গলে বাসকারী কোনো আদিম বর্বর জাতি না। এরা হচ্ছে মায়ানদের বংশধর; যারা একসময় এখানে বাস করতো। আর সব গোত্র এখান থেকে চলে গেলেও চোলোকোয়ানরা সম্ভবত থেকে গিয়েছিলো।'

'তুলান জুয়ুয়ার গল্পটার মতো?'

'হ্যাঁ। তবে শুধু গল্প না, পুরো ব্যাপারটাই বাস্তব। আর আমি নিশ্চিত দুটোর মধ্যে খুব একটা পার্থক্যও নেই। অন্তত এই জায়গাটার ব্যাপারে ওখানে উল্লেখ আছে।'

তারপর হকারের দিকে ঘুরে বললেন, 'আপনি কী ধরতে পেরেছেন? এটাই আপনার প্রশ্নের উত্তর। আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কেন এই জায়গাটা নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা। আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম যে ওদের আসলেই মাথাব্যথা থাকার কথা না। বনের অন্য কোনো জায়গার মতোই জিনিসটাকে দেখার কথা। কিন্তু ওরা এটাকে সেভাবে দেখে না, এড়িয়েও যায় না। ওরা প্রতিবছর এখানে একবার আসে। তারপর আশেপাশের সব গাছ গাছড়া পরিষ্কার করে রাখে। মার্টিন যেমন খুলির দেয়ালের কথা বলেছিলেন যে ওর কাছে ওনাকে যেতে দেওয়া হয়নি। ওরা এভাবেই এই জায়গাটাকে বহিরাগতদের কাছ থেকে দূরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। কারণ এটা ওদের। আশীর্বাদ হোক আর অভিশাপ হোক–এই জায়গাটা ওদের।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন সবাই শহরটা ত্যাগ করে চলে যায়।' ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারকে মনে করিয়ে দিলো।

'হ্যাঁ, এখানে যারা থাকতো তারা সবাই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তারা এই জানোয়ারগুলোকে এখানে আটকে রেখে যায়। ঠিক জিপাকণাকে যেরকম একটা পাথরের পাহাড়ের নিচে চাপা দেয়া হয়, সেরকম। তবে জিনিসটা আসলে পাথুরে পাহাড় ছিলো না। এটা ছিলো পাহাড়ের মতো দেখতে একটা কাঠামো। পাথর দিয়ে বানানো একটা পিরামিড।' ম্যাককার্টার ঘুরে তাকালেন।

পিছনেই পিরামিড আকৃতির মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। হকার সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ম্যাককার্টার কী বলতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছে ও।

'তার মানে লোককাহিনিটা আসলে সত্যি।'

'হ্যাঁ। এটা সত্যের একটা রূপ। সময়ের সাথে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তবে আসল ঘটনা সত্য।'

ড্যানিয়েলি মন্দিরটার দিকে তাকালো। 'কাহিনি মতে মায়ানরা উদ্বাস্তুর মতো তুলান জুয়ুয়া ছেড়ে চলে যায়। আর অন্যরা থেকে যায় পিছনে। এই অন্যরা কারা, তা জানা যায়নি। আপনার ধারণা এই অন্যরাই হলো চোলোকোয়ান?'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনি আমাকে তুলান জুয়ুয়া খুঁজে দেয়ার জন্য ভাড়া করেছেন। আর আমার ধারণা এটাই সেটা। অন্তত এটা ওটার একটা অংশ। আর ওখানকার পিরামিডটা হলো এক ধরনের পাথরের পাহাড়। কাহিনি মতে অবশ্য এই দুটোর মধ্যে খুব বেশি সংযোগ নেই তবে এই লোককাহিনিগুলো ছড়াতে ছড়াতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কয়েক হাজার বছর বা কয়েক হাজার মাইল পেরুলেই দেখা যায় এদের মধ্যে ব্যাপক রদবদল ঘটে গেছে। কিন্তু সত্যটা ভেতরে থেকেই যায়। আর এক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে পেয়েছি। আমার ধারণা এই জায়গাটাই তুলান জুয়ুয়া আর যারা এই পিরামিডটা বানিয়েছিলো তারা একদল লোক কর্তৃক ভয়ানক অত্যাচারিত হয়। যাদেরকে ওরা মানুষ হিসেবেই ভাবতো না–মন্দিরের ভেতর যে কঙ্কালটা পাওয়া গেছে সেটা এদেরই একজনের। মায়ানরা ওদের ডাকতো কাঠমানব। আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এরা আসলেই আমাদেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ। কিন্তু মায়ানদের কাছে তারা ছিলো স্বৈরশাসক। আর কাহিনি মতে, অত্যাচারিতরা এক ভয়ানক ঝড়ের মাধ্যমে এদের হাত থেকে মুক্ত হয়। তবে মুক্ত হওয়ার পরেও ওদের সন্দেহ থেকে যায় যে এই মুক্তি কতদিন স্থায়ী হয়। তাই ওরা ওদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে চলে যায়। পিছনে রেখে যায় একদল যোদ্ধাদেরকে, যাদের দায়িত্ব থাকে চিরকালের মতো যাতে মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে, সে ব্যবস্থা করা। সম্ভবত যারা চলে গিয়েছিলো তারা এসব যোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগও করতো। কিন্তু সময় আর দূরত্বের কারণে তা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে পড়ে। *পপুল ভাহ্*-এ যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় সবাই তুলান জুয়ুয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাথে যাচ্ছে নিজ নিজ গোত্রের উপদেবতা। কিন্তু তারাও ছিলো এই যোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগে অক্ষম। যারা এই জায়গা ছেড়ে চলে যায় সময়ের সাথে সাথে তারাই হয়ে যায় মায়ান জনগোষ্ঠী। আর যেসব যোদ্ধারা থেকে গিয়েছিলো, তাদের পরিচয় হয় চোলোকোয়ান। আর তাদের ধর্ম হয় শুধু একটা কাজই করা।'

'কিন্তু এরা তো লেখালেখিও করে না, সময় দেখতে পারে না, কিছু বানায়ও না।' হকার জিজ্ঞেস করলো।

'যদি আজ আমাদের পুরো সভ্যতা গায়েব হয়ে যায়, তাহলে কাল আর কেউ দালানকোঠা বা জেট বিমান বানাবে না। ঠিকমতো একটা ঘর বানাতে পারলেই আমরা বর্তে যাব। প্রতিটা সভ্যতাই একটা কাঠামোর উপর তৈরি হয়, যাকে বলা হয় সামাজিক জ্ঞান। জ্ঞানটা ততদিনই কাজে লাগে, যতদিন কাঠামোটা স্থির থাকে। কাঠামোর সংস্কার করতে গেলেই বাড়ে পরস্পর নির্ভরতা, পরস্পর নির্ভরশীলতা বাড়ায় ভঙ্গুরতা। কোনো সভ্যতা ভেঙ্গে পড়লে সবার আগে বিশেষ গুণগুলোই লুপ্ত হয়। কারণ সবাই তখন মৌলিক ব্যাপারগুলো সামলাতেই হিমশিম খেয়ে যায়। মায়ানদের মধ্যে শুধু ওঝারাই লিখতে পড়তে জানতো আর দিনের হিসাব রাখতে পারতো। শুধু চিত্রকরেরাই হায়ারোগ্লিফ খোদাই বা বানাতে পারতো। এভাবেই অভিজাত সম্প্রদায় নিচু জাতদের নিয়ন্ত্রণ করতো। একদল যোদ্ধাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এসব গুণ থাকার কথা না। ওরা শুধু জানতো কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়।'

ম্যাককার্টার হকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ড্যানিয়েলির দিকে তাকালেন। 'আরও প্রমাণ আছে। প্রায় আশি বছর আগে ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিন ঠিক বৃষ্টি ডেকে আনার উৎসবের পরেই স্ফটিকগুলো চুরি করেন। এখন নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন চোলোকোয়ানদের বৃষ্টির দরকার কী? যারা কৃষিকাজ করে, তাদের বৃষ্টি লাগে। শিকারিদের বৃষ্টি হলে সমস্যা আরো বেশি। চোলোকোয়ানরা কৃষক না। তারা শিকার করে খায়, আর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বৃষ্টি ওদের কাম্য হতে পারে না। বৃষ্টি হলে মাটি কাদাপানিতে ভরে যাবে আর পশুপাখিও আশ্রয়ের খোঁজে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। ফলে তারা আর নদীর ঘাটে পানি খেতে আসবে না। যদি চোলোকোয়ানরা শুধু সাধারণ যাযাবর জাতিই হতো তাহলে তারা বৃষ্টি দূরে যাওয়ার জন্য দোয়া করতো। কিন্তু প্রাচীন মায়ান জনগণের মতো এরাও বৃষ্টি আসার জন্যেই প্রার্থনা করে।'

'কেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞেস করলো।

'প্রথমত, নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে। বহুকাল ধরে চলে আসা আচার পালনার্থে। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা কারণ আছে।'

ম্যাককার্টার এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। তারপর চিন্তা করলেন, 'হাত থাকতে মুখে কী?'

তিনি বেল্ট থেকে পানির বোতলটা নিয়ে ছিপি খুলে বক্সের ভেতরের লার্ভাটার গায়ে ঢেলে দিলেন। পোকাটার গায়ে পানি স্পর্শ করতেই ওটা লাফ দিয়ে উঠলো। এমনভাবে তড়পাতে লাগলো যেন কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ওর ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। একবার বক্সের কিনার বেয়ে উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু আবার পড়ে গেলো। অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড়াতে মোচড়াতে নিরাপদ জায়গার আশায় বক্সের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে বেড়াতে লাগলো ওটা। ম্যাককার্টার পুরো বোতলটাই ঢেলে দিলেন। পোকাটা আবারো হিসহিস করে বক্সটার মসৃণ দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু আবার

পড়ে গেলো। এরপর ক্রমাগত ওঠার চেষ্টা আর পতন চলতেই লাগলো। বক্সটার ভেতরে পানির উচ্চতা প্রায় এক ইঞ্চি। ফলে পোকাটার যাওয়ার আর জায়গা থাকলো না। ওটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতেই থাকলো। কিন্তু তারপরেও পানি থেকে দূরে থাকতে পারলো না। তারপর একসময় উল্টে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড রকম খিঁচতে আরম্ভ করলো। খিঁচুনির পরিমাণ বাড়তেই থাকলো, এমনকি বক্সটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে মোচড়াতে মোচড়াতে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে ওটা মারা গেলো। অবশেষে বিক্রিয়ার তীব্রতা কমে এলো আর পোকাটার গায়ের আবরণটা নরম হয়ে কালো কালো হয়ে গেলো। সম্ভবত এর কাঠামোর রাসায়নিক বন্ধন সব ভেঙ্গে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায় সেভাবেই গলে গেলো। বক্সের ভেতরে পানি কেমন ঘোলাটে কালো হয়ে গেলো।

'জিনিসটার হলোটা কী?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

জবাব দিলো ড্যানিয়েলি। 'মনে আছে বলেছিলাম যে এটা এক ধরনের ক্ষার জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে? কালো চটচটে পদার্থ যেটা ভেরহোভেনের জ্যাকেট নষ্ট করে দিয়েছিলো। জিনিসটা সালফিউরিক এসিডের মতোই মারাত্মক। কিন্তু কার্যক্রম পুরো উল্টো। এটা ক্ষয় করার বদলে দহন করে। কিন্তু ফলাফল একই। মন্দিরের ভেতরের পানি অম্লীয় হওয়ায় এই নিঃসরণ সেটাকে প্রশমিত করে। কিন্তু এই বোতলে ছিলো বিশুদ্ধ পাতিত পানি। কোনো এসিড ছিলো না। তাই প্রাণীটার নিজের নিঃসরণই ওটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলো।'

'দিনেও বৃষ্টি রাতেও বৃষ্টি, বৃষ্টি সর্বক্ষণ, আগুন বৃষ্টি করলো কালো মানুষ-পশু-বন।' ম্যাককার্টার প্রাচীন মায়ান পুঁথি থেকে আবৃত্তি করলেন। 'এভাবেই সব কাঠমানবগুলো ধ্বংস হয়েছিলো। আর এগুলো হলো জিপাকণা-কাঠমানবদের সন্তান বা পোষ্য।'

'লোককাহিনির রাক্ষস।' ড্যানিয়েলি বিড়বিড় করে বললো। ম্যাককার্টার তাকে ভুল ধরিয়ে দেয়ার আগেই নিজেই বললো, 'বাস্তবেও সত্যি হয়ে গেছে।'

হকার প্রাণীটার গলিত দেহটার দিকে চেয়ে রইলো। প্রথমে ওর ভেবে অবাক লেগেছিলো যে একটা প্রাণীর নিজের নিঃসরণই কিভাবে নিজের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তারপর মনে পড়লো মানুষের শরীরেও অতিরিক্ত উল্টাপাল্টা বিক্রিয়া হলে মারাত্মক এবং স্ব-বিধ্বংসী অবস্থা দেখা দেয়। মৃত্যুও হতে পারে। অ্যালার্জিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তা থেকে অ্যানাফাইলেকটিক শক হলে মুহূর্তে রক্তচাপ কমে যেতে পারে অনেকখানি। আরো অনেক উদাহরণ আছে। ওর এক বন্ধু একবার মারা গেলো অদ্ভুতভাবে। সে ছিলো পাইলট। একবার তার প্লেনটা রানওয়েতে পিছলে গিয়ে পাশের অগভীর ডোবার ঠাণ্ডা পানিতে গিয়ে পড়ে। তেমন ভয়ানক কিছু না। প্লেনের কিছু হয় নি। কিন্তু বন্ধুর নামার খবর নেই। ওরা তারপর গিয়ে দেখে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার

কারণে হকারের বন্ধুর হাত পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে হাতটা এত শক্ত হয়ে মুঠো হয়ে ককপিটের সাথে আটকে গেছে যে সে আর ছোটাতে পারে নি। ফলে মাত্র দশফুট পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়। অথচ বিমানের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি বলা চলে। মৃত পোকাটাকে দেখে হকার বুঝলো, এটারও একই দশা হয়েছে। এটার গায়ে পানি পড়তেই পোকাটা ক্ষার নিঃসরণ শুরু করে। যত পানি ঢালা হয়, তত বেশি বেশি ক্ষার নিঃসৃত হয়। এটা ওর একটা স্বাভাবিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু পানি যেহেতু অম্লীয় না, তাই ক্ষারটা প্রশমিত না হয়ে ওটার চামড়ার উপরেই বিক্রিয়া করা শুরু করে, এবং ওকে ধ্বংস করে দেয়।

ও ড্যানিয়েলির দিকে তাকালো। সে-ও ম্যাককার্টারের কথায় সায় দিলো। ম্যাককার্টার তার ব্যাখ্যায় ইতি টানলেন, 'আমার বিশ্বাস মন্দিরের ভেতরে যে কঙ্কালটা আমরা দেখেছি, মায়ান লোককাহিনি অনুসারে ওটা হলো *সপ্ত ম্যাকাও*। আর এই প্রাণীগুলো হলো *জিপাকণা*। লোকগাঁথা অনুযায়ী শুধু কাঠমানবেরাই আগুন বৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো। জিপাকণারা ছিল না। যদিও তাদের আগমন একই জায়গা বা সময় থেকে।' তারপর ড্যানিয়েলির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'আর বৃষ্টি, মানে আমাদের বৃষ্টিও জিপকণাদের একই পরিণতি সৃষ্টি করবে। তিন হাজার বছর আগে কাঠমানবদের যেমনটা করেছিলো।'

ড্যানিয়েলির প্রশ্ন আরো একটা বাকি ছিলো। 'আপনি কি মনে করেন আদিবাসীরা এটা জানে?'

'তারা জানে। তারা সবসময়ই জানতো।' বনের দিকে থুতনি নেড়ে বললেন, 'গত তিন হাজার বছর ধরে তারা ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসে। সবসময় এখানেই। সবসময় গ্রীষ্মকালে। এটাকে পাহারা দেয় আর বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে। যাতে ওরা বাকি বছরটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারে। আশি বছর আগে যখন মার্টিন ওদের কাছ থেকে স্ফটিকগুলো নিয়ে যায়, তখনো ওরা বৃষ্টির অপেক্ষা করছিলো। ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস বা নিতান্তই অভ্যাসবশত বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিলো। এখনো কোথাও ওরা একই কাজ করছে। কিন্তু এবারকার প্রার্থনাটা অন্যান্যবারের চেয়ে বেপরোয়া। আমরা যদি বাঁচতে চাই, তাহলে ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। বোঝাতে হবে যে, ওরা যা জানে তা আমরাও জানি। তারপর ওদের সাহায্য কামনা করতে হবে।'

অধ্যায় : ৪৪

ম্যাককার্টারের ব্যাখ্যাটা ড্যানিয়েলির ভীষণ মনে ধরলো। বিশ মিনিট পরেই দেখা গেলো ও হকার, ম্যাককার্টার আর ডেভারস জঙ্গলের ভেতর চোলোকোয়ানদের পায়ের ছাপ খুঁজছে। ভেরহোভেন অবশ্য ড্যানিয়েলির বদলে যেতে চেয়েছিলো। কারণ চোলোকোয়ানরা কড়া পুরুষতন্ত্র মেনে চলে আর ওর পায়েও ব্যথা। কিন্তু ড্যানিয়েলি সেগুলো নাকচ করে দিলো। কারণ ভেরহোভেনের হাতের অবস্থা ওর পায়ের চেয়ে খারাপ। আর জঙ্গলে হাঁটতে গেলে হাত, পা দুটোর উপর দিয়েই সমান ধকল যায়। তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণটা হলো, ওর মন বলছে এটাই ওদের এই জঙ্গল থেকে বের হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো আর সর্বশেষ উপায়। আর ও এটার প্রতিটা মুহূর্তেই সাথে থাকতে চায়।

ম্যাককার্টারের অবশ্য উল্টোই পছন্দ ছিলো। উনি ওর যাওয়াতে আপত্তিও করেছিলেন। কিন্তু ওকে মানাতে না পেরে শর্ত দিয়েছেন, ভুলেও যেন নিজ থেকে মুখ না খোলে। পুরুষপ্রধান চোলোকোয়ান সমাজ কখনোই ওর কথায় সাড়া দেবে না। ড্যানিয়েলিও রাজি হয়েছে। কথাবার্তা ম্যাককার্টারই বলবেন। কিন্তু তারপরও অন্তত ও সাথে থাকতে চায়।

সামনে এগুতেই জঙ্গল ঘন হয়ে এলো। এখন ওরা একেবারে মূল রেইনফরেস্টের ভেতরে চলে এসেছে।

আগেরবারের মতো চত্বরের কিনারে না। মাথার উপর বিশাল বিশাল গাছ আর তাদের ডালপালা থাকার কারণে মনে হচ্ছে যেন ওরা কোনো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে । নিচের আগাছার ভেতর দিয়ে ত্রস্ত পায়ে ছুটে যাচ্ছে ছোট ছোট জীব। সবকিছুই ড্যানিয়েলির কাছে নতুন লাগছে। কেমন যেন মন্দিরের নিচের অন্ধকার আর অশুভ গুহার মতোই লাগছে চারিপাশ। ভেতরে ভেতরে কেমন উদ্বিগ্ন বোধ করা শুরু করলো ও। আর যতই ওরা চত্বর থেকে দূরে যেতে লাগলো, ততই ওর উদ্বিগ্নতা বাড়তেই থাকলো। একজন বুড়ো নাবিক যেমন তীর ছেড়ে দূরে যেতে ভয় পায়, সেরকম। বহুকষ্টে ও চিন্তাটা দমন করলো। জানোয়ারগুলো, ম্যাককার্টার যেগুলোকে বলছেন জিপাকণা, হয়ত

আশেপাশেই কোথাও আছে। সেদিন কফম্যানকে সন্ধ্যার আগ দিয়ে আক্রমণ করায় হকারের ধারণা যে, এরা বোধহয় নিশাচর। কিন্তু ড্যানিয়েলির ধারণা অন্যরকম। বারুদের বক্সের ভেতরে পোকাটাকে পর্যবেক্ষণ করে ড্যানিয়েলি নিশ্চিত হয়েছে যে ওটা আসলে দিনের বেলা এড়িয়ে চলছিলো না, বরং সূর্যের আলো এড়িয়ে চলছিলো। পোকাটাকে ছেড়ে দিতেই ওটা বারবার কোণার ছায়াঘেরা একটা জায়গায় সরে যাচ্ছিল। ড্যানিয়েলি এক টুকরো কাপড় দিয়ে বাক্সের অর্ধেকটা ঢেকে দিতেই ওটা ঠিকই ছায়ার ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আবার ওটা সরাতেই চলে গেলো আবার কোণায়। ওর ধারণা ঠিক হলে প্রাণীগুলো এই অন্ধকার বনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শিকার ধরতে সক্ষম। সূর্যের আলোর দশ ভাগও এই ঘন ডাল-পালা ভেদ করে নিচে আসতে পারে না। ড্যানিয়েলি তাই তক্কে তক্কে থাকলো। ম্যাককার্টারের পাশে অলস ভঙ্গিতে হাঁটলেও চোখ ব্যস্তভাবে বনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর কয়েক গজ সামনেই ডেভারস। হাত পা খুলে দেয়া হয়েছে, তবে সঙ্গে অস্ত্র দেয়া হয় নি। ড্যানিয়েলি অর্ধেক নিশ্চিত ছিলো যে ও পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু দেখা গেলো ও জানে যে এই জঙ্গলে একাকী পালানো মানে আত্মহত্যা করা।

ডেভারসের কয়েক গজ সামনেই হকার জোর কদমে হেঁটে চলেছে। ওর হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন অদ্ভুত একটা ছন্দ। কয়েক মিনিট দুদ্দাড় করে হেঁটে সামনে চলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ থেমে যাচ্ছে, তারপর আবার দ্রুত গতিতে হাঁটা দিচ্ছে। প্রতিবার থেমে ও চারিপাশের জঙ্গলে ভালো করে দেখে নিচ্ছে। মাঝেমাঝে একেবারে চুপচাপ ঠায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওর ভেতর দিয়ে কোনো আত্মা চলে যাচ্ছে। আর বাকি সময় ও আশেপাশে যেসব চিহ্ন চোখে পড়ছে সেসব পরীক্ষা করে কোনদিকে যাবে তা ঠিক করছে। ভাঙ্গা ঝোপ, এলোমেলো আগাছা, ঝুরঝুরে মাটি এসব।

দেখতে দেখতে বিড়বিড় করলো, 'কতটা পথ পেরুলে বলো পথিক বলা যায়!'

ঘণ্টা দুয়েক ছাপ ধরে এগুনোর পর ড্যানিয়েলি এক জায়গায় ধোঁয়ার গন্ধ পেলো। সামনে বাড়তেই তাদের চারিপাশের পাতাগুলোর রঙ সবুজের বদলে সাদা হয়ে গেলো। সবকটির উপরে পাতলা ছাইয়ের আবরণ। ফাঁকা ঘরে আসবাবপত্রের উপর ধুলোর যেরকম আস্তরণ পড়ে, সেরকম। চোলোকোয়ানদের সেখানে দেখা গেলো। ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারকে টেনে থামিয়ে দিলো। সোজা সামনে দেখা গেলো কুচকুচে কালো দুজন লোক, একপাশে আরো তিনজন। ওর ধারণা আশেপাশের ঝোপে নিশ্চিত আরো কয়েকজন লুকানো আছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। ওদের হাতের পাথরের কুড়ালগুলো কোপ মারার ভঙ্গিতে উপরে তোলা। রুক্ষ মুখ, চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে রাগ। কেউ একজন চিৎকার করে কিছু একটা বললো। কিন্তু ডেভারস তার অর্থ বের করতে

পারলো না। অবশ্য তার দরকারও ছিলো না। এত হিংস্রভাবে কথাটা বলা হয়েছে যে, বোঝাই যাচ্ছে যে এটা হয় অভিশাপ না হয় হুমকি। বনের ভেতর থেকে আরো কয়েকজনকে বের হয়ে আসতে দেখা গেলো। মুহূর্ত পরেই প্রায় একডজন চোলোকোয়ান ওদেরকে ঘিরে ধরলো। কিছু একটা করতে হবে এক্ষুণি।

'ডেভারস, ওদেরকে বলুন আমরা ঝগড়া করতে আসিনি। শান্তি চাই আমরা।'

ডেভারস একটা লম্বা দম নিয়ে কোনোমতে কয়েকটা শব্দ বলতে পারলো। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। ড্যানিয়েলির পাশে ম্যাককার্টার অহিংসার প্রমাণ হিসেবে নিজের রাইফেল নামিয়ে রাখতে গেলেন।

হকার মাথা নাড়লো।

তা দেখে ড্যানিয়েলি বললো, 'এখুনি না। আগে দেখি কী হয়।'

ডেভারস আবার চেষ্টা করলো। ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে, ওরা চোলোকোয়ানদের সাহায্য করতে চায়, যুদ্ধ না। চোলোকোয়ানদের মতো ওরাও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলো। আর বৃষ্টি যাতে তাড়াতাড়ি আসে, তাতে সাহায্য করার জন্য ওরা বহু আগে লুট করা স্ফটিকগুলো নিয়ে এসেছে। সাহায্যের বিনিময়ে ওরা ওগুলো ফেরত দিতে রাজি।

প্রথম প্রথম চোলোকোয়ানরা কিছু না বলে শুধু ওদের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, যেন বিভ্রান্ত। শেষমেষ শুরুতে যে চিৎকার করেছিলো, সে কথা বলে উঠলো। লোকটার কথাবার্তা কেমন কাটা কাটা। অর্থ না বুঝলেও ড্যানিয়েলি নিশ্চিত যে ওদের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

ডেভারস তারপর অনুবাদ করে শোনালো, 'ওর নাম হলো পুটক। ও বলছে যে ও আমাদেরকে বা পশ্চিমের লোকদেরকে মোটেও ভয় পায় না। আরো বলছে যে ও এর আগেও বহুজনকে খুন করেছে।'

'শুনে জানে পানি এলো!' ড্যানিয়েলি বললো।

ডেভারস বলে চললো, 'ও বলছে যে আমাদের প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না বলার এখতিয়ার ওর নেই। আর...'

পুটক চিৎকার দিয়ে ডেভারসকে থামিয়ে দিলো। তারপর ও আর বাকি চোলোকোয়ানরা উল্টো ঘুরে বনের ভেতর ঢুকে গেলো।

'ও বলছে বাকিরা সিদ্ধান্ত নেবে।' ডেভারস কথা শেষ করলো।

'বাকিরা কারা?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'মুরুব্বিরা। পঞ্চায়েত আরকি।' ডেভারস ব্যাখ্যা করলো।

ড্যানিয়েলি একবার হকার, তারপর ম্যাককার্টারের দিকে তাকালো। এটাই ওরা চেয়েছিলো।

বনের আরো গভীরে, চোলোকোয়ানদের এলাকার দিকে পা বাড়ালো ওরা।

অধ্যায় : ৪৫

চোলোকোয়ানদের হঠাৎ তিরোধানে প্রফেসর ম্যাককার্টার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম কয়েক সেকেন্ডে বুঝলেনই না কি হয়েছে। সম্বিত ফিরতে দেখলেন বাকিরা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে।

দৌড়ে গিয়ে ধরলেন ওদের।

এদের গ্রামটা একটা নদীর বাঁকে অবস্থিত। নদীটা যথেষ্ট চওড়া। সূর্যের আলো নদীর পানিতে পড়তে পারে, গাছের কারণে আটকে যায় না। ম্যাককার্টার অনুমান করলেন বেশ ভেবেচিন্তেই জায়গাটা বাছাই করা হয়েছে। একই সাথে এটা যেমন চোলোকোয়ানদের পানি আর মাছ সরবরাহ করছে তেমনি চারিপাশের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা থেকে ওদের দিকে আক্রমণ হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। বাকি অংশটায় থাকে সর্বক্ষণ প্রহরা। একদল থাকে মাটিতে, একদল গাছের ডগায়। তার মানে খুলির দেয়ালের কাছে এরাই সেদিন পাহারায় ছিলো। প্রহরীদের ফাঁকে ফাঁকে এক সারিতে অনেক ছোট ছোট আগুন জ্বলছে। পঞ্চাশটা বা তারও বেশি হবে। গ্রামের দু প্রান্তের নদীর কিনার ছুঁয়ে বিশাল এক অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে আগুনগুলো। এটা হলো প্রথম স্ত রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আগুনের সাদা ধোঁয়ায় আশপাশটা ভরে আছে। ওরা পাতার উপর যে ছাই দেখেছিলো, সেটাও এখানেই তৈরি। আগুনের নিচে কাঠ গাদা করা। কিশোর বয়সী ছেলেরা কাঠ কুড়িয়ে এনে এনে ওখানে দিয়ে আগুনটাকে জীবন্ত রাখছে। .

চোলোকোয়ান প্রহরীরা পুটককে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। পুটক ওদের দেখে হাত নেড়ে কি বললো তারপর ওরা ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো। আগুন পেরিয়ে এখন ওরা গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ম্যাককার্টার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিপাশ দেখতে লাগলেন। জায়গাটা প্রায় ন্যাড়া করে ফেলা হয়েছে।

আগুনের কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন প্রত্যেকটা জিনিস উপড়ে ফেলা হয়েছে। শুধু বড় গাছগুলো বাকি। এটাকে আসলে গ্রাম না বলে বড় আকারের একটা ক্যাম্প বলাই ভালো। গাছের ডাল আর পশুর চামড়া দিয়ে

বানানো কয়েকটা ভাঙ্গাচোরা কাঠামো বাদে আর কিছুই নেই। তবে চোলোকোয়ানরা হলো যাযাবর। আবার যখন সময় হবে, তখন তারা এই জায়গাটা ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে। সাথে নিয়ে যাবে তাদের এই ভাঙ্গাচোরা ঘর। ম্যাককার্টার ভাবতে লাগলেন কতদিন এরা থাকবে এবার। বৃষ্টি আসার আগ পর্যন্ত তো অবশ্যই। বর্ষার প্রথম প্রবাহটা পর্যন্তও থাকতে পারে। পুটকের পিছু পিছু যেতে যেতে ওরা আরও কিছু আগুনের কুণ্ডলী পার হলো। এসব আগুনের পাশে আহত আর মুমূর্ষু লোকদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাদের পাশে আপনজনেরা জড়ো হয়ে বিলাপ করছে। দুজন উন্মাদ প্রায় মহিলা মাত্রই আনা একটা রক্তাক্ত দেহের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে। মারাত্মক আহত কয়েকজনকে দেখা গেলো তাদের মা, বোন বা স্ত্রীরা সেবা করছে। আহত প্রায় সবাইকেই ফালি ফালি করে ফেলেছে জানোয়ারগুলো। কাটা দাগ একেবারে হাড্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত। ছোট ছোট আঘাতগুলোতে আগুনে পাথর গরম করে ছ্যাঁক দেয়া হচ্ছে। আর বড় আঘাতগুলোর উপর কাদা আর পাতা দিয়ে লেপে দেয়া হয়েছে। ম্যাককার্টার গুনে দেখলেন প্রায় বিশজন মারাত্মক আহত লোক। আর প্রায় ডজনখানেক ইতোমধ্যে মরেই গেছে। ভেবে অবাক হলেন, এখনো কতজন ফিরে আসেনি, কতজনকে জিপাকণারা ধরে নিয়ে গিয়ে গাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছে। এক মুমূর্ষের পাশে বসে এক মহিলা আর এক শিশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাছেই এক তিন বছরের বাচ্চা খেলছে। এখনো কিছুই বোঝে না। বাচ্চাটা চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, পাখির মতো কিচিরমিচির করছে, আগুনের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে। ম্যাককার্টারের তার স্ত্রীর শোকসভার দিনে তার নাতির কথা মনে পড়লো। সেদিন ও শুধু দৌড়াদৌড়ি আর হাসাহাসি করছিলো। জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ সত্যটা মনে পড়তেই তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন।

পুটক ওদেরকে আহতদেরকে ছাড়িয়ে আশেপাশের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিয়ে এলো। গ্রামের ঠিক মাঝখানেই। ওরা ওখানে পৌঁছাতেই চারিপাশে নড়াচড়া আর ফিসফিসানি আরম্ভ হয়ে গেলো। অসংখ্য জোড়া জোড়া চোখ ওদেরকে গেঁথে ফেললো। তারপর সবাই বিদেশিদের চারিপাশে জড়ো হতে লাগলো। ভিড় বাড়তে বাড়তে একেবারে ওদের গায়ের উপর এসে পড়ার মতো অবস্থা হয়ে গেলো। মানব প্রাচীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ম্যাককার্টারের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

কয়েক মিনিট পর হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলো আর লোকজন দুইদিকে সরে গেলো। পঞ্চায়েতের লোকজন চলে এসেছেন।

পঞ্চায়েতের সদস্য পাঁচজন। তবে সর্দার আছেন একজন। একটা হ্যাংলা পাতলা মানুষ, বয়সের ভারে নুজ্য। একজন বয়স্ক বৃদ্ধের মতোই ভারী আর

সর্তক তাঁর চলন বলন। হাত আর মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। দেখে মনে হয় আঁশযুক্ত। চোখের চামড়াও ভাঁজ হয়ে অর্ধেক নেমে এসেছে। তাকে ডাকা হয় উয়ালন, বড় মুরুব্বি। গোত্রের সবচেয়ে বয়স্ক সর্দার আর সবার পরদাদা। চোলোকোয়ানরা এই মানুষটাকে সবার চেয়ে বেশি সম্মান করে। এনার কথা ওদের কাছে অলঙ্ঘনীয়।

কথা বলার আগে উনি একবার সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ওদের দিকে এগিয়ে সবার মুখে, হাতে উনার হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করলেন। দীর্ঘ জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়ে ওদের মূল্যায়ন সেরে নিলেন। উনি ড্যানিয়েলির পায়ের ব্যান্ডেজটাও দেখলেন, ম্যাককার্টারের কাঁধের ক্ষতটাও স্পর্শ করলেন, হকারের গালের রক্তাক্ত দাগটাতেও হাত বুলালেন। চোলোকোয়ান ভাষায় বললেন, 'যোদ্ধা।'

এরপর বড় মুরুব্বি আর পঞ্চায়েতের বাকিরা ওদের উল্টোদিকে গিয়ে বসলো। আশেপাশের লোকজন আরো চেপে আসলো।

বৃদ্ধ লোকটার গলা থেকে ভাঙ্গা স্বরে আওয়াজ বেরুলো। ধীরে ধীরে, যেন বহু কষ্ট হচ্ছে এমনভাবে তিনি কথা বলতে লাগলেন। ডেভারস অনুবাদ করতে লাগলো, 'উনি বলছেন যে, জ্যোতিষীরা নাকি আগেই এসব পশ্চিমের মানুষের কথা বলে গেছেন। নতুন আগতরা নাকি পুরাতনদের সাথে একটা লড়াই করবে। উনি বলছেন যে উনি যখন ছোট ছিলেন, তখন উনার বাবা একথাটা উনাকে বলে গেছেন। আর এখন তা সত্যি হলো।'

ডেভারস যদিও বলেছে যে, "পশ্চিমের মানুষ," কিন্তু ম্যাককার্টারের ধারণা ও এটা নিজেই বানিয়েছে। কারণ সম্ভবত বহিরাগতদের বর্ণনা করতে চোলোকোয়ানরা যে শব্দটা ব্যবহার করে, তার সঠিক ইংরেজি অনুবাদ নেই। এরকম ধারণা হওয়ার আরো একটা কারণ হলো উনারা এখানে এসেছেন পূর্ব দিক থেকে। নদীপথ দিয়ে মানাউস থেকে। উনাদের আসল দেশ যে পশ্চিমে, তা এদের জানার কথা না। উনি ড্যানিয়েলির দিকে তাকালেন। ও মাথা ঝাঁকালো।

ম্যাককার্টার বলা শুরু করলেন, 'উনাকে বলুন যে আমরা উনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। বলুন যে আমরা সাহায্য চাইতে এসেছি আর...' ম্যাককার্টার মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে স্বর নিচু করে বললেন, 'আর সম্ভবত উনার বাবার আমলে যে জিনিসটা চুরি হয়েছিলো তা ফেরত দিতে এসেছি।'

ডেভারস বললো, 'আপনাকে স্ফটিকগুলো দেখাতে হবে। এরা আমার কথা বুঝতে পারছে না। আর ওরা স্ফটিকগুলোকে কি নামে ডাকে, আমি জানি না।'

ডেভারস পঞ্চায়েতের দিকে ঘুরে কথা বলা শুরু করলো আর ড্যানিয়েলি কফম্যানের কাছ থেকে উদ্ধার করা বক্সটা বের করলো। ওটা থেকে স্ফটিকগুলো

বের করে ম্যাককার্টারের হাতে দিতেই চারপাশে একটা বিস্ময়ধ্বনির গুঞ্জন উঠলো। বড় মুরুব্বি ঝুঁকে স্ফটিকগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'টা আনিক জিপাকণা।'

ডেভারস অনুবাদ করলো, 'জিপাকণার চোখ।'

কথাটা শুনে ম্যাককার্টার একটা ধাক্কা মতো খেলেন। এর মানে তার ধারণাই ঠিক। এই যাযাবরেরাই আসলে মায়ানদের বংশধর।

বড় মুরুব্বি বলে চললেন, 'জিপাকণার কাজ হলো জীবন চুরি করা। ওরা মানুষ মারে, ওরা মহামারি। জিপাকণাই মৃত্যু সেজে রাতে ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যুর আরেক নাম হলো জিপাকণা।'

আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হলো না।

বড় মুরুব্বি আঙুল তুলে সমগ্র গোত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'সবাই এসেছে জিপাকণাকে দেখতে। সত্যিই জিপাকণা তার গর্ত থেকে উদয় হয় কিনা–পাথরের পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হয় কিনা, তা দেখতে। আমাদের আগের মানুষদের আমলে তাদেরকে দেখা যেত। হ্যাঁ, এতদিন তারা ঘুমিয়ে ছিলো। যতদিন না পশ্চিমের মানুষ তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। আর এজন্য মহান "আকাশ দেবতা" রেগে গেছেন। এবার আর বৃষ্টি আসবে না।'

আকাশ দেবতা? ম্যাককার্টারের যতদূর মনে পড়ে শব্দটা হলো, "আকাশের দেবতা।" দেবতাদের বোঝাতে, বিশেষ করে প্রধান দেবতা হারিকেনকে বোঝাতে ওরা এই শব্দটা ব্যবহার করে।

ম্যাককার্টার এবার সরাসরি বড় মুরুব্বির দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বৃষ্টিই জিপাকণাকে মেরে ফেলবে। যদি কালো বৃষ্টি আসে, তাহলে সবাই বেঁচে যাবে।'

বৃদ্ধ লোকটা ম্যাককার্টারের দিকে তাকিয়েই থাকলেন। সম্ভবত একটু আগে ম্যাককার্টার যেরকম নাড়া খেয়েছিলেন, উনার অবস্থাও সেরকম। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। চামড়ার আবরণে আর ওগুলোর ভেতরের উজ্জ্বলতা ঢাকা নেই। ম্যাককার্টার শুধু বৃষ্টি বলেননি। বলেছেন "কালো বৃষ্টি।" যা কি-না একটা অতি প্রাচীন লোকগাঁথার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শব্দটা উনি না জেনেই ব্যবহার করেছেন। উনার জানা ছিলো না যে চোলোকোয়ানরা সেই প্রথম ঝড়টাকে "কালো বৃষ্টি" বলেই ডাকে। অপেক্ষাতে থাকে কবে কালো বৃষ্টি ঝরে। ঝড় বৃষ্টি হওয়া মানেই হলো, চোলোকোয়ানদের জন্য চত্বর আর পাথুরে মন্দিরটা ছেড়ে যাওয়া নিরাপদ। মাঝে মাঝে এতো বেশি বৃষ্টি হয়, এমনকি গ্রীষ্মকালেও এত ঝড় হয় যে, কোনটা আসলে কালো বৃষ্টি এটা ওদেরকে সভা করে মীমাংসা করতে হয়। তবে মাঝে মাঝে এরকম যখন "এল নিনো" দেখা যায়, তখন কোনটা যে কালো বৃষ্টি, তা স্পষ্টতই বোঝা যায়।

ম্যাককার্টার তার কথার প্রভাব বৃদ্ধের চেহারায় দেখতে পেলেন। বুঝলেন যে বৃদ্ধ এবার নরম হবে। তবে কথা বলার আগে উনি ঝুঁকে বাকি সদস্যদের সাথেও আলাপ করে নিলেন। ডেভারস উনার কথা অনুবাদ করলো, 'উনি জানতে চান আমরা কী ধরনের সাহায্য চাই। আর তারা কী ধরনের সাহায্য আমাদেরকে করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি?'

'উনাকে বলুন যে আমরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে চাই। আমাদেরকে আগেই যেতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু আমরা শুনিনি। এখন শুনবো। তবে সেজন্য আমাদের সাহায্য লাগবে। আর এই সাহায্যের বদলে আমরা স্ফটিকগুলো, মানে জিপাকণার চোখগুলো ফেরত দেব।' ম্যাককার্টার হাতের বক্সটা উঁচু করে ধরলেন। তারপর আবার বললেন, 'উনাকে বলুন আমরা বাড়ি ফিরতে চাই। আমাদের নিজস্ব আকাশের নিচে ফিরে যেতে চাই আমরা।'

বড় মুরুব্বি বাদে বাকিরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করলো কিছুক্ষণ। উনি ম্যাককার্টারের দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন।

ডেভারস অনুবাদ করলো, 'যারা ঘুরতে বের হয়, তারা অনেকেই আর ঘরে ফেরে না।' তারপর নদীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'নদীতে প্রচুর স্রোত।' তারপর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, 'স্রোতে মানুষ ভেসে যায়। কাউকে বাড়ি ফিরতে হলে তাকে অবশ্যই স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনারা তা করতে রাজি না।' NRI-এর দলটার দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'কাজটা আপনাদের জন্য খুব বেশি কঠিন মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু নদীর স্রোত আমাদের ঘরের দিকেই বয়। নদীই আমাদেরকে নিয়ে যাবে।' ম্যাককার্টার বললেন। যদিও তিনি জানেন বৃদ্ধ লোকটা নদী বলতে নদীই বোঝাননি, উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তারপর আরো বললেন, 'এখানে আসার জন্য আমাদেরকে স্রোতের সাথে লড়াই করতে হয়েছে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে তো আপনাদেরকে যেতেই হবে। সাহায্য পান বা না পান, আপনাদেরকে যেতেই হবে।'

কথাটা শুনে ম্যাককার্টারের বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে উঠলো। উনি ভেবেছিলেন চোলোকোয়ানরা হয়তো স্ফটিকগুলোকে অনেক বড় কিছু ভাবে। শুরুতে যেভাবে পঞ্চায়েতের সবাই ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন, তাতে ভেবেছিলেন তার ধারণাই ঠিক। কিন্তু বাস্তবতার খাতিরে তারা তাদের সাহায্যের হাত ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আর সম্ভবত তাদেরকে এখান থেকে চত্বরে ফিরতেও কেউ এগিয়ে দেবে না। তার মানে তাদের কপালে আজ শনি আছে। ম্যাককার্টার চুপ করে যেতেই হকার ড্যানিয়েলিকে ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভাবগতি তো সুবিধার লাগছে না।'

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের দিকে ঝুঁকে বললো, 'হাল ছেড়ে দেবেন না। যা করার, এবারই করতে হবে। আর সুযোগ পাব না।'

'আর কি বলার আছে? ওরা তো না করে দিলো।' ম্যাককার্টার বললেন।

'কিছু একটা বানিয়ে বলুন।'

'কী বলব?'

'বলুন যে আমরা বন্দুক দেব, রাইফেল গোলাবারুদ সব। শুধু আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে।'

ম্যাককার্টার মাথা নাড়লেন, 'তাতে কী লাভ? এটা তো ফাঁকি দেয়া হবে। ওরা বন্দুক দিয়ে কী করবে?'

'আমরা ওদেরকে গুলি চালানো শেখাবো।'

'না, ব্যাপারটা আবারো ম্যানহাটন প্রজেক্টের মতো হয়।'

ড্যানিয়েলি কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ সর্দার বলে উঠলেন, 'কথাবার্তা শেষ।'

'প্রফেসর!' ড্যানিয়েলি আকুল হয়ে ডাকলো।

ম্যাককার্টারের মাথায় তখন ঝড় বইছে।

'আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব না।' সর্দার আবার বললেন।

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারকে ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'কিছু একটা করুন।'

কিন্তু ম্যাককার্টার কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এদিকে সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

'দাঁড়ান!' ড্যানিয়েলি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো। চারিপাশের লোকজন আবার বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলো। ম্যাককার্টার হায় হায় করে উঠলেন। উনি আগেই ড্যানিয়েলিকে নিষেধ করেছিলেন কথা না বলতে। চোলোকোয়ানরা মেয়েদের সরাসরি কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলাকে বেয়াদবি মনে করে। তাই ও যদি ওদের হয়ে কথা বলতে যায়, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এতক্ষণ তো ভালোই ছিলো। কিন্তু এখন ওদের কথা শোনার সামান্যতম সম্ভাবনাও যা ছিলো তা-ও গেলো। ড্যানিয়েলির আসলে মাথার ঠিক ছিলো না। সহজাত প্রবৃত্তির বশে এটা করে বসেছে। সবার চোখে দোষী হলেও সে দৃঢ়ভাবে নিজের বক্তব্য বলে গেলো। একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে ও। এটা নিয়ে কারো সাথেই কথা বলেনি আগে।

'আমরা আপনাদের সাথে থাকবো। আমরা আপনাদের সাথে থেকে লড়াইয়ে সাহায্য করবো।' তারপর ডেভারসের দিকে ফিরে বললো, 'উনাকে বলুন যে আমরা ইতোমধ্যেই জিপাকণার বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করেছি। কয়েকটাকে মেরেও ফেলেছি। ওরা যদি চায়, তাহলে আমরাও ওদের সাথে যোগ দিতে প্রস্তুত।'

ডেভারস একটু সময় নিচ্ছে দেখে তাড়া দিলো, 'তাড়াতাড়ি।'

ব্যাপারটা কিছুটা আজব। তবে ঐ চত্বরে একা একা পড়ে মরে থাকার চেয়ে এখানে শ'খানেক যোদ্ধাদের সাথে থাকা বহুগুণ নিরাপদ। ডেভারস উঠে দাঁড়িয়ে ওদের নতুন প্রস্তাব পেশ করলো।

'আমরা আপনাদের সাথে যোগ দিতে চাই। আমাদের কাছে শক্তিশালী অস্ত্র আছে,' বলে রাইফেলগুলো দেখালো। 'আর কয়েকজন যোদ্ধাও আছে,' বাকি তিনজনকে দেখালো ও। সবাই এখন দাঁড়ানো। 'আমাদের সাহায্য পেলে আপনাদেরও অনেক উপকার হবে। জিপাকণাকে মারতে এটা হবে অনেক বড় একটা পদক্ষেপ।'

আগুনের উল্টোপাশে দাঁড়ানো হাড্ডিচর্মসার বৃদ্ধের চোখ একবার ডেভারস, একবার ম্যাককার্টার আর একবার ড্যানিয়েলির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠোঁটের কোণটা কাঁপছে তার। কথা বলার আগে দীর্ঘক্ষণ ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে থেকে প্রস্তাবটা বিবেচনা করলেন। তারপর বললেন, 'পশ্চিমের মানুষের দল জিপাকণাকে মেরেছে ঠিক আছে, কিন্তু এরা নিজেরাও নিজেদেরকে মেরেছে।' তারপর হকারের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'সাদা মানুষ রাতের বেলা তার নিজেদের লোকের মৃত্যু ডেকে এনেছে।'

তার মানে ওরা চত্বরের দিকে ঠিকই নজর রাখছিলো। ড্যানিয়েলি অনেক চেষ্টা করেও ওদের আর কফম্যানের লোকদের মধ্যকার যুদ্ধটা যে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তা ভেবে পেলো না। বড় মুরুব্বি আবার বললেন, 'এভাবে কাউকে সাহায্য করা যায় না। নিজেরাই নিজেদেরকে আক্রমণ করলে আকাশ দেবতার রাগ আরো বাড়ে।'

'কিন্তু আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।' ড্যানিয়েলি বললো।

বৃদ্ধ সর্দার আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার দুই হাত মুঠো করে ঠোঁটের সামনে ধরলেন। আঙুলগুলো ঠিক একজন ইয়োগা প্রশিক্ষকের মতো করে আটকানো। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে ড্যানিয়েলি তার চোখে চেয়ে আগুনের নৃত্যের প্রতিফলন দেখলো। বৃদ্ধ কি ভাবছে তা অনুমান করার চেষ্টা করছে। তার ভেতরে যে প্রচণ্ড ঝড় চলছে, তা বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত ওদেরকে সাথে নিলে ধর্মীয় দিক থেকে কী কী সুবিধা অসুবিধা বা বাধ্যবাধকতা তা খতিয়ে দেখছে। ম্যাককার্টার বা ডেভারসের মতো ড্যানিয়েলি এদের সম্পর্কে অতটা জানে না। তবে ও একজন বৃদ্ধ মানুষের চেহারার দোটানা ঠিকই ধরতে পারে।

'আকাশ দেবতা রেগে আছে,' বৃদ্ধ সর্দার বললেন। চোখ আগুনের দিকে। 'যারা ঐ বিষাক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলো আর পাহাড়ের মুখ খুলে দিয়েছে, তাদের উপর আকাশ দেবতার খুব রাগ। তিনি রেগে আছেন। কারণ রাতদিন এখন গর্তের মুখটা তার দিকে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। আর এজন্য তিনি বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। আকাশ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হলে পশ্চিমের

মানুষদেরকে অবশ্যই গর্তের মুখ বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ের মুখ বন্ধ করলেই আবার কালো বৃষ্টি আসবে।'

ডেভারস কথাগুলো বলতেই ড্যানিয়েলির মনটা হতাশায় ছেয়ে গেলো। 'সেটা সম্ভব না, পাথরটা ভেঙ্গে গেছে,' অস্ফুটভাবে বললো ও।

ডেভারস কথাটা অনুবাদ করে শোনাতেই এবার ভয়ের একটা গুঞ্জন বয়ে গেলো সবার মাঝে। সবকটির মধ্যে এটাই ছিলো সবচেয়ে মর্মান্তিক খবর।

বৃদ্ধ সর্দার আবার তার সভাসদদের দিকে ফিরলেন। এবার তারা খুব দ্রুত কথা বলতে লাগলেন। ড্যানিয়েলির ধারণা কথাগুলো সব ভয়, অভিশাপ, দোষারোপ, আতঙ্কের। তারা তাদের কপাল কুঁচকে বারবার মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। এত দ্রুত আর সবাই একসাথে কথা বলতে লাগলেন যে ডেভারস ধরতে পারলো না তারা আসলে কি বলছে।

শেষমেষ সর্দার আলোচনা শেষ করলেন। আগের চেয়ে বহুগুণ কর্কশ শোনালো তার কণ্ঠ, 'যদি গর্তের মুখ বন্ধ করা না যায়, তাহলে জিপাকণারা আবার ফিরে আসবে। বৃষ্টি থামার আগ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে, কিন্তু শেষ হলেই আবার ফিরে আসবে। এই মহামারির আর কখনোই শেষ হবে না।'

ড্যানিয়েলি অন্য কিছু বলতে চাইলো কিন্তু সর্দার এতটাই রেগে গেছেন যে কোনো দিকেই কর্ণপাত করলেন না। এরকম হাড্ডিসার শরীর থেকেও অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিলেন। তারপর উল্টো পথে রওনা দিলেন।

ড্যানিয়েলির কেমন অসুস্থ বোধ হল। যদি বৃষ্টি না আসে, তাহলে জিপাকণাকে আর মন্দিরের ভেতর পাঠানো যাবে না। আর তাহলে আশেপাশের প্রাণীকূল খতম হতেই থাকবে। চোলোকোয়ানরাও মারা পড়বে প্রচুর। হয়তো সবাই মরবে। ওদের নিজেদের ভাগ্যও একই হবে। ড্যানিয়েলি এটা মেনে নিতে পারছে না। এরকম নিদারুণ পরিস্থিতিতেও যে এরা সাহায্যের প্রস্তাব এভাবে ফিরিয়ে দেবে তা ও চিন্তাও করেনি।

ও চিৎকার করে বললো, 'আপনারা একারা যুদ্ধ করে ওদের সাথে পারবেন না। ডেভারসের হাত ধরে টানতে টানতে ও চলন্ত বৃদ্ধের পিছনে ছুটলো।

ব্যাপারটা চোলোকোয়ানরা ভালোভাবে নিল না। একজন এগিয়ে এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। আরেকজন কুড়াল হাতে এগিয়ে গেলো। হকার দ্রুত সামনে এগিয়ে লোকটাকে ঠেলে দিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। ড্যানিয়েলি শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর আনত মস্তকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। হাত পা রাগের চোটে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে উত্তেজনা কেটে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে সর্দার আর তার দলবল চলে গেছে। আর কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। এরা আর পশ্চিমের মানুষদের সাথে কথা বলবে না।

ম্যাককার্টার ড্যানিয়েলির কাঁধে হাত রাখলেন। ড্যানিয়েলি ঘুরে তার চোখের দিকে তাকালো। সেখানেও একই হতাশা। ব্যর্থতার বেদনায় ওর হৃদয় ভারাক্রান্ত। মাথাটাও ঠিকমত কাজ করছে না। ম্যাককার্টার হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাজ হলো না। বরং এটা ওর কষ্টকেই আরো বেশি ফুটিয়ে তুললো।

পুটক হঠাৎ চিৎকার করে কিছু একটা বললো, আর লোকজন ওদেরকে বের হয়ে যাওয়ার জায়গা করে দিলো।

প্রথমেই ডেভারস বেরিয়ে গেলো। কিন্তু ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টার ইতস্তত করতে লাগলেন। আর হকার তো তাদেরকে ছেড়ে যাবে না। অবশেষে এখানে আসার পর হকার প্রথম কথা বললো, 'চলুন তো। আপনারা যা করতে পারতেন, করে ফেলেছেন। ফিরে চলুন এখন। কোনো না কোনো উপায় বের হবেই।'

ড্যানিয়েলি একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু ম্যাককার্টার তখনো ইতস্তত করছেন। তার হাতে তখনো মার্টিনের স্ফটিকের বক্সটা ধরা। তিনি ঝুঁকে আগুনের পাশের একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর বক্সটা রেখে দিলেন। বহুদিন পর আবার জিপাকণার চোখগুলো তাদের আসল ঠিকানায় ফিরে এলো।

অধ্যায় : ৪৬

আবারো দুঘণ্টা বনবাদাড় মাড়িয়ে ওরা সবাই চত্বরে ফিরে এলো। ভেরহোভেন ওদেরকে স্বাগত জানালো। তবে ওর স্বর শুনেই বোঝা গেলো ও খারাপটার আশাতেই বসে আছে।

'হয়েছেটা কী?'

'আমরা ওদেরকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আমরা কী করি না করি তা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এখন আমরাও মরবো। ওরাও মরবে।' বিমর্ষভাবে বললো ড্যানিয়েলি।

সব শুনে সুসান আর ব্রাজোসও প্রচণ্ড আশাহত হলো। হকার ওখান থেকে সরে গেলো। ওর আর এসব গ্যাঁজানি শুনতে ভালো লাগছে না। পশ্চিম আকাশে ডুবন্ত সূর্যের দিকে ও তাকিয়ে রইলো। সন্ধ্যা নামার আর এক ঘণ্টা বাকি। এখন রওনা দিলেও চত্বর থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে যেতে পারবে ওরা।

ও আবার ড্যানিয়েলির কাছে ফিরে গেলো। 'কথা পরে বলুন। চলুন, এখান থেকে কেটে পড়ি আমরা।'

ব্রাজোস লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু আর কেউ নড়লো না।

'সবার জিনিসপত্র নিয়ে নিন। আমাদের অনেকদূর যেতে হবে। আর অন্ধকার নামার আগেই রওনা দিতে হবে এখান থেকে।' বলতে বলতে নিজের ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়ে পানির বোতল ভরতে গেলো।

ড্যানিয়েলি হাত তুলে ওকে থামালো, 'আমরা কোথায় যাবো?'

'চোলোকোয়ানদের মতো নদীর কিনারে। আমরা ওদের মতোও থাকতে পারি বা একটা ভেলা বানিয়ে তাতে ভেসে থাকতে পারি। চাইলে ওটাতে করে আস্তে আস্তে এগুতেও পারি। শুধু একবার পানিতে পৌঁছাতে পারলেই হবে। আমরাও নিরাপদ থাকবো। আর ওখান থেকে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না।'

হকার ওদের ইতস্ততের কারণ বুঝতে পারলো। সবার মনই প্রচণ্ড ক্লান্ত, বিরক্ত। তাই এখন আর নতুন কিছু মাথায় ঢুকতে চাইছে না।

'এই জানোয়ারগুলোর কাছে পানি হচ্ছে বিষ। আর সূর্যের আলোও এরা সহ্য করতে পারে না। মাথার উপর আকাশ আর নদীর খোলা পানিই আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়। শুধু যথেষ্ট পরিমাণ পানি হতে হবে।'

হকার ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'আপনি না বুঝেই হয়তো তখন কথাটা বলেছেন। তবে আসলেই নদীই আমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তবে সেজন্য আমাদেরকে এক্ষুণি রওনা দিতে হবে। এখন বের হলেও সম্ভাবনা আছে।'

কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, 'হেলিকপ্টারের কি হবে?'

হকার মাথা নাড়লো, 'কফম্যান তো নেই। সিগন্যাল কে দেবে? ঠিকমত দিতে না পারলে যদি হেলিকপ্টার না নামে? আর যদি নামেও, আমরা যে ততক্ষণ অবধি বেঁচে থাকবো, তারই বা নিশ্চয়তা কী? গতরাতেই আমাদের অর্ধেকের বেশি গোলাবারুদ শেষ। আর তিনদিন তো দূরে থাক, আর একদিনও টিকে থাকা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। যুক্তিটা সবারই মনে ধরেছে।

হকার আবার বললো, 'হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পর আসার পথে আমি কয়েকটা জায়গা দেখেছিলাম যেখানে থাকা যায়। যদি আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারি, তাহলে সবচেয়ে কাছেরটাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবো। অন্ধকার হওয়ার আগেই। তবে আমাদেরকে এক্ষুণি রওনা দিতে হবে।'

এবার কাজ হলো। সবাই ঝটকা মেরে উঠে পড়লো। ব্রাজোস ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে ননিলো। সুসান আশেপাশের ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র এক করে ফেললো।

বাঁধাছাঁদা শেষে ড্যানিয়েলি ঘোষণা দিলো, 'বেশ, চলুন।'

'সময়মত পৌঁছাতে পারলেই হয়।' ভেরহোভেন বললো।

সবার মনে নতুন আশার সঞ্চার হওয়ায় কাজের গতিও বেড়ে গেলো দ্বিগুণ। আবার ওদের বিষণ্নতা কেটে উত্তেজনা ফিরে এসেছে। অভিশপ্ত জায়গাটা ছাড়তে পেরে আর বাঁচার নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সবাই খুবই রোমাঞ্চিত।

তবে প্রফেসর ম্যাককার্টার যেন এসবের মধ্যে থেকেও নেই। চোলোকোয়ানদের গ্রাম থেকে ফেরার পথেই তার মাথায় শুধু জন্ম, মৃত্যু, অস্তিত্বের লড়াই এসব ঘুরছে। বহু চেষ্টা করেও তিনি এত মৃত্যুর মাঝে তিন বছরের একটা বাচ্চার খেলা করার দৃশ্য ভুলতে পারছেন না। হকারের মাথায় নতুন পরিকল্পনাটা না আসলে আজ রাতটা ওরা টিকতে পারতো কিনা সন্দেহ। তবে তারপরও তার মনে হতে লাগলো, এখানে আসলে শুধু তাদের একার জীবনই হুমকির মুখে না। থাকতে না পেরে বলেই বসলেন, 'আমাদের বোধহয় যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।'

আশেপাশের সবাই থমকে দাঁড়ালো।

'কি?' কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলো।

'আমার মনে হয় আমাদের থাকা উচিত।' আবার বললেন ম্যাককার্টার।

ডেভারস হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বললো, 'ফাজলামির একটা সীমা আছে।'

'আমরা এখানে থাকলে বাঁচতে পারবো না। যদি বাড়ি ফিরতে চান, তাহলে উপায় এই একটাই।' নরম গলায় বুঝানোর চেষ্টা করলো হকার।

ম্যাককার্টার বললেন, 'সব দোষ আমাদের। এই জানোয়ারগুলোকে আমরাই ছেড়েছি। ডিক্সনদের মতোই আমরা গুহামুখ খুলেছি। এখন পাথরটাও ভেঙ্গে গেছে, আর মন্দিরটার মুখও আর আটকানো যাবে না। আর আমরা নিজেদের চামড়া বাঁচিয়ে পালিয়ে যাবো? চোলোকোয়ানদের জানোয়ারগুলোর মোকাবেলা করতে দিয়ে ভেগে যাব আমরা?'

অন্যরা কিছু বললো না। ম্যাককার্টার আবার বললেন, 'আর শুধু আমরাই বিপদে নেই, পুরো এলাকাটাই বিপদে আছে। এখানকার অন্যান্য গোত্রের মানুষজন, নূরী গোত্র, পশুপাখি–সব। এরা একটা মহামারি। পঙ্গপালের মতো সামনে যা পায়, গ্রাস করে নেয়। তবে এরা শুধু ফসল উজাড় করছে না, সমস্ত জ্যান্ত জিনিস এরা শেষ করে দিচ্ছে।'

ম্যাককার্টার সবার চেহারার দিকে তাকালেন। 'বৃষ্টি না আসলেও চোলোকোয়ানরা ওদেরকে কিছুটা প্রতিহত করতে পারবে। তবে ওরাও বেশিদিন পারবে না। আর যদি মন্দিরটা খোলাই থাকে, তাহলে বৃষ্টিও খুব বেশি ক্ষতি এদের করতে পারবে না। তেলাপোকা যেমন আলো দেখলেই পালায়, এরাও বৃষ্টি হলেই গিয়ে মন্দিরে লুকোবে, আবার থামলেই বেরিয়ে আসবে। আর এদের হত্যাযজ্ঞ চলতেই থাকবে। এক জায়গার সব প্রাণী শেষ হলে অন্য জায়গায় হানা দেবে। দাবানলের মতই সমগ্র বন শেষ করে হয়তো ওরা এমন জায়গাতেও পৌঁছে যাবে, যেখানে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ওরা অনেক জায়গা পাবে। দরজা-জানালাওয়ালা জায়গা। চোলোকোয়ানরা মরার আগ পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। তিন হাজার বছর আগে করা একটা শপথের সম্মান রাখতেই ওরা এ কাজ করছে। জীবনের বিনিময়ে শপথ ওরা রাখবে।'

সবার ভেতর থেকে ডেভারস কথা বলে উঠলো, 'তাতে আমাদের কী?'

ভেরহোভেন ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো, 'তোমার কথা কেউ শুনতে চায়নি।' তারপর ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'যা বলছেন, বুঝেশুনে বলছেন তো?'

ম্যাককার্টারের ভেতর এক অদম্য সাহস ভর করেছে। 'আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে হয়তো বেঁচে যাব। আবার নাও বাঁচতে পারি।' তারপর হকারের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি স্বীকার করছি যে, যতদূর দেখেছি, তাতে আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক পানির ধারে পৌঁছে গেলেই

কাজ হওয়ার কথা। কিন্তু পৌঁছাতে যে পারবোই, তার নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। আর মাত্র একঘণ্টা আলো আছে। অনেক কিছুই হতে পারে।' উনি ব্রাজোস এর দিকে তাকালেন। হাঁটতে পারে না বললেই চলে। চত্বরের ফাঁকা মাঠেই ওর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। জঙ্গলে কি হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর ব্রাজোস একাই সমস্যা না। সুসানের অ্যাজমা–ফলে ও দীর্ঘক্ষণ দৌড়াতে বা জোরে হাঁটতে পারবে না। ড্যানিয়েলিও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কিছুক্ষণ আগেও ফেরার পথে ওর অনেক কষ্ট হয়েছে। বারবার পায়ে টান লেগেছে। তাই হকার যেটাকে ভাবছে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, সেটা আসলে তিন থেকে চার ঘণ্টা লাগবে। তার উপর ওরা যাবে অন্ধকারে। ম্যাককার্টারের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকিরাও সেটা বুঝতে পেরেছে।

ম্যাককার্টার আবার বললেন, 'আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই, তাহলে পুরো একটা গোত্র ধ্বংসের দায়ভার হবে আমাদের। ওদের উপর এই অভিশাপ ডেকে এনে তারপর ওদেরকেই ফেলে চলে যাব। পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা–পুরো একটা গ্রাম। কিন্তু আমরা যদি থেকে যাই, তাহলে দৈহিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবো। আমরা নিজেরাই প্রাণীগুলোর সাথে লড়াই করে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি যাতে চোলোকোয়ানরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ পায়। আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সামর্থ্য ফিরে পায়। আমরা মন্দিরটা আবার আটকাতে পারবো না। তবে এমন কিছুতো করতে পারি যাতে ওরা আর এটার ভেতরে ঢুকতে না পারে। অন্তত কিছুদিনের জন্য। তাতেও হয়তো অনেকটা উপকার হবে।'

ম্যাককার্টার আসলেই মনে করেন না যে ওরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন। আর তাদের এভাবে যাওয়া উচিত কি-না এ ব্যাপারেও উনি নিশ্চিত ছিলেন না। 'এটা এখন শুধু আর বাঁচা-মরার ব্যাপার না। এটা হলো কিছুর জন্য বেঁচে থাকো, আর যদি দরকার হয় কিছুর জন্য মরা।'

ম্যাককার্টার থামতেই চারপাশে নীরবতা নামলো। কেউ দূরে কোথাও তাকিয়ে রইলো। কেউ মাটির দিকে। কিন্তু সরাসরি ম্যাককার্টারের দিকে কেউ তাকাতে পারলো না।

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এত এত ঘটনার কারণে ওর নিজের চিন্তা ভাবনাও কেমন এলোমেলো। ওর হকারের কথাগুলো মনে পড়লো। ও বলেছিলো এখানে থাকা নিয়ে ওর আফসোস হবে। ওর কর্মকাণ্ডের জন্য চড়া দাম দিতে হবে। এই মুহূর্তে আসলেই তা হচ্ছে। ওদের কারো পক্ষেই এখান থেকে জ্যান্ত বের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ব্রাজোস এর যে অবস্থা, তাতে ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সত্যি কথা হলো, ওদের

এখান থেকে বেঁচে ফেরার কোনো উপায় নেই। যদি ওরা থেকে যায়, তাহলে হয়তো শীঘ্রই জানোয়ারগুলো ওদেরকে মেরে আবার মন্দিরটার দখল নিয়ে নেবে। আর যদি চলে যায়, তাহলে জানোয়ারগুলো আরামে ওদের বাসায় থাকবে, তারপর আবার শিকার করতে জঙ্গলে ফিরে আসবে। ওদেরকেও খুঁজে পেতে জানোয়ারগুলোর বেশি সময় লাগবে না। পানির ধারে পৌছার আগেই হয়তো ওরা মরে গাছের আগায় ঝুলতে থাকবে। এতগুলো নিরীহ মানুষ, ভালো মানুষ হয়তো আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়বে। আরেকটা উপায় অবশ্য আছে। ওর এখানে আসার আর থাকার একটা কারণই ছিলো সেটা হলো যা করতে আসা সেটা শেষ করা। কিন্তু এত চেষ্টা করেও ওরা কিছুই খুঁজে পায়নি। করার মতোই একটা কাজই আছে। একটা কাজই করা বাকি এখনো তা হলো ওর দলকে সুস্থমতো বাড়ি পৌছে দেয়া। ওর সবকিছুর বিনিময়ে হলেও ও সেটা করবে।

ও ম্যাককার্টারের দিকে ফিরে বললো, 'আমি আপনাদের সবাইকে এখানে এনেছি। আমিই এখানকার বিপদ আপদ সম্পর্কে মিথ্যে বলেছি। কোনো কৈফিয়তেই তার মাফ হয় না কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

তারপর ম্যাককার্টারের চোখে তাকিয়ে বললো, 'বড় কথা হলো, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন থাকতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার থাকাটা ঠিক হবে না... আপনাকে যেতে হবে।' তারপর চারপাশে তাকিয়ে বললো, 'আপনাদের সবাইকেই যেতে হবে। এটা আমার দায়। আমি একাই থাকবো, আর যতক্ষণ পারি জানোয়ারগুলোকে ঠেকিয়ে রাখবো। হকার আর ভেরহোভেন যদি ব্রাজোসকে কাঁধে করে নিতে পারে, তাহলে আপনারা দ্রুতই যেতে পারবেন আশা করি। জানোয়ারগুলো যাতে আপনাদের পিছু না নেয়, সেই ব্যবস্থা আমি করবো। আশা করি আপনারা পানির ধারে পৌছার আগ পর্যন্ত ওগুলোকে আমি আটকে রাখতে পারবো। ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরেই আপনারা নিরাপদ স্থানে পৌছে যাবেন।'

ম্যাককার্টার সব শুনে হাসলেন। 'খুবই ভালো লাগলো শুনে। তবে তাতে আমার মত বদলাবে না। আমি কোথাও যাচ্ছি না। মানে এই মুহূর্তে না।'

সুসান বললো, 'সবাই রাজি হলে আমিও থাকবো।'

ব্রাজোস মাথা ঝাঁকালো, কারণ ও জানে যে ও জঙ্গল দিয়ে যেতে পারবে না। 'আশা করি হেলিকপ্টারটা আসবে।'

ডেভারস ভেরহোভেনের কাছ থেকে দূরে সরে গালিগালাজ করতে লাগলো। তারপর সবার নজর ঘুরে গেলো হকারের দিকে।

ঝামেলা লাগার পর থেকেই হকারের একমাত্র ইচ্ছা এই জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সুসান, ব্রাজোস, ম্যাককার্টারকে মানাউসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেখানেই এরা নিরাপদে থাকবে। ম্যাককার্টারও একই চিন্তাই

করছিলেন কিন্তু হঠাৎ অপরাধবোধ তার চিন্তাকে পাল্টে দিয়েছে। আর ড্যানিয়েলি... হকার তার দিকে তাকালো। শেষ বিকেলের আলোয় ওর ঘর্মাক্ত সুন্দর মুখটা দেখা যাচ্ছে। ড্যানিয়েলিও ম্যাককার্টারের কথায় পটে গেছে। এমনটা হবে ও ভাবেনি। শেষমেষ বললো, 'আমরা যে আর বেঁচে ফিরতে পারবো না, এ কথাটা বুঝতে পারছেন তো, না?'

ম্যাককার্টার কাঁধ ঝাঁকালেন।

ড্যানিয়েলি একটা হাসি দিলো, 'আমি তো জানি এ ধরনের লড়াইই আপনার বেশি পছন্দ।'

হকার ওর চারিপাশে তাকালো। তারপর অস্তগামী সূর্যের দিকে। ওর ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে এখান থেকে চলে যাওয়া। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে ভেতর থেকে ও এরকমই বোধ করছে। কিন্তু অন্য সবার চাইতে ও-ই ড্যানিয়েলি আর ম্যাককার্টারের কথাগুলোর মর্মার্থ ভালো ধরতে পেরেছে। ও এও জানে কেন ওরা এরকম সিদ্ধান্ত নিলো। ম্যাককার্টারের কাছে বাঁচলে কোনো কিছুর জন্য বাঁচাই সার্থকতা। মরলে কোনো কিছুর জন্য মরাটাই উচিত, তাহলে জীবনটা অন্তত একটা অর্থ খুঁজে পায়। আর ড্যানিয়েলির জন্য এটা হলো প্রায়শ্চিত্ত। অতীতের ভুলগুলোর জন্য জরিমানা। আর হকারের জন্য সম্ভবত দুটোই।

ও ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের আগুন জ্বালতে হবে। যত বেশি পারা যায়।'

চোলোকোয়ানদের গ্রামের কথা মনে পড়েছে ওর।

খানিক দূরে পিক ভেরহোভেন বিরক্তিতে মাথা নাড়লো। চোলোকোয়ান বা পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান বা ম্যাককার্টারের লম্বা বক্তৃতার কোনো কিছুতেই ওর কিছু যায় আসে না। কিন্তু ও মনেপ্রাণে একজন সৈনিক। আর সৈনিক কখনোই তার সঙ্গীদেরকে একা ফেলে যায় না। হকার ওদেরকে বাঁচাতে আবার চলে এসেছে। তাই ভেরহোভেন যদিও জানে যে ও এখন রওনা দিলে নদীর ধারে পৌঁছে যেতে পারবে কিন্তু ও যাবে না। ও হকারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তো? আরো একবার যুদ্ধ, হ্যাঁ?'

দুজন দুজনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো।

তারপর ভেরহোভেন অন্যদের দিকে ফিরে বললো, 'ঠিক আছে। সবাই তো শুনতে পেয়েছেন ঘোষণা। সবাই মিলে আগুন ধরাতে লেগে যান। এক্ষুণি।'

পরের এক ঘণ্টা ধরে ওরা চারিপাশে আগুন ধরাতে ব্যস্ত থাকলো। শুকনো কাপড় বা কাঠকে তেলে চুবিয়ে আগুন লাগিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলো। কিছুক্ষণ পরেই চারপাশে প্রায় ত্রিশটার মতো অগ্নিকুণ্ড দেখা গেলো। আর প্রতিটা গর্তের আশেপাশে দেখা গেলো আরো অনেককটা। আগুনের শিখায় সিক্ত হয়ে ওরা রাত নামার অপেক্ষা করতে লাগলো।

অধ্যায় : ৪৭

সেদিন রাতে ড্যানিয়েলি লেইডল স্বপ্ন দেখলো। ও দেখলো ও একটা মাঠে শুয়ে আছে। কিন্তু নড়াচড়া করতে পারছে না। এমনকি যখন বিশাল তিনটা পাখি ওর দিকে নেমে এলো তখনো না। দুটো পেঁচা আর একটা ঈগল। ওরা লড়াই করছে। আঁচড়ে, খামচে ফালা ফালা করে দিচ্ছে একজন আরেকজনকে। শেষে সবকটিই আহত হয়ে মাটির দিকে পড়তে লাগলো সাঁ করে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ওরা নিজেদেরকে আলাদা করে ফেললো। তারপর তিনজন তিন দিকে দৌড় দিলো। ঘাসের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে মন্দিরের ছাদে গিয়ে উঠলো। তারপর আবার মারামারি শুরু করলো। আবার মাটিতে পড়ে গেলো আর আশেপাশের গাছগুলো ঝাঁকাতে শুরু করলো। ওর ভেতর থেকে জিপাকণা দৌড়ে এলো ওদেরকে মারতে। কিন্তু ড্যানিয়েলি এক চুলও নড়তে পারলো না। এমনকি চিৎকার যে করবে, সে শক্তিও ওর নেই। জিপাকণা এবার ওর দিকে দৌড়ে এলো। ও চিৎকার করার চেষ্টা করলো আবারো, কিন্তু তার আগেই ওটা ওর কাছে পৌঁছে গেলো।

নিদারুণ আতঙ্কে ড্যানিয়েলি জেগে উঠলো। ওর হৃদপিণ্ড মনে হচ্ছে ফেটে যাবে। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। ও চারিদিকে তাকালো। চারপাশ কেমন শুনশান। একটা নরম, গা জুড়ানো বাতাস ওকে ছুঁয়ে চলে গেলো।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলেও ড্যানিয়েলির নিজেকে খুব তরতাজা মনে হচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম যে এত কাজের হতে পারে তা ওর জানা ছিলো না। অথবা এমনও হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিতে পেরেছে তাই এমন আনন্দ লাগছে।

আস্তে শ্বাস ফেলে ও ওর গর্তের ঢালু দেয়ালে হেলান দিলো। পাশেই হকার পাহারা দিচ্ছে। আগুনের আঁচে কেমন যেন মনে হলো ও হাসছে।

'কি করছেন?' ড্যানিয়েলি জিজ্ঞাসা করলো।

'ঘুমালে আপনাকে কেমন লাগে, সেটা দেখছি।' হকার জবাব দিলো।

'খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই?'

'আছে তো, তবে এটা করতেই ভালো লাগছে।'

ড্যানিয়েলি সন্দেহের চোখে হকারের দিকে তাকালো।

'আপনি তো ঘুমের ঘোরে কথা বলেন।' হকার বললো।

ড্যানিয়েলি বরাবরই ঘুমের সময় অস্থির থাকে।

'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। ম্যাককার্টার আমাকে তিনটা পাখির গল্প বলেছিলেন। ওরা নাকি ঈশ্বরের দূত। একটা ঈগল আর একটা এক পা খোঁড়া পেঁচা। স্বপ্নে দেখলাম ওরা মারামারি করছে। একজন আরেকজনকে ছিঁড়ে খুড়ে ফেলছে।'

'পা খোঁড়া পেঁচা?'

'হ্যাঁ। জিবালবার দূত। একটা পাথরে ছাপটা দেখেছিলাম।'

'আর ঈগল?'

'ওটা হলো হারিকেনের দূত। আকাশের দেবতা। যে বৃষ্টি পাঠায়। ওরা এই জায়গাটার দখল নিতে লড়াই করছিলো।'

ড্যানিয়েলি চারিপাশে তাকালো। আগের মতই চুপচাপ চত্বরটা। অদূরেই অগ্নিকুণ্ডগুলো জ্বলছে।

'কে জিতলো?' হকার জিজ্ঞাসা করলো।

ড্যানিয়েলি ঘাড় ডলতে ডলতে বললো, 'জানি না। হঠাৎ জিপাকণা আক্রমণ করলো আর আমি... আমি...' ড্যানিয়েলি থেমে গেলো। আচ্ছা স্বপ্নটার অর্থ কী এটাই যে ও বাকি সবাইকে মেরে ফেলছে। ও স্বপ্নে কিছু বলতে পারছিলো না। ঠিক সবাইকে যেমন মিথ্যা বলে এখানে নিয়ে এসেছে। সত্যটা বলতে পারছিলো না। আশেপাশে কিছু নড়ছে কি-না তা দেখার জন্য চারিপাশে তাকালো। কিন্তু কিছু দেখতে পেলো না। পরম নৈঃশব্দ ওকে অবাক করে দিলো।

'ওটা শুধুই একটা স্বপ্ন।' ড্যানিয়েলি এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললো যেন এই মাত্র ব্যাপারটা নিশ্চিত হলো।

হকার ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। এত দীর্ঘ সময় ধরে ওর চোখে তাকিয়ে থাকলো যে ড্যানিয়েলি নার্ভাস বোধ করতে লাগলো।

হকার বললো, 'হয়তোবা।' তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ড্যানিয়েলি হকারের চেহারাটা ভালো করে দেখলো। হাসিটা চেনা চেনা লাগছিলো এতক্ষণ, এখন চিনতে পারলো। চাতুরিমাখা এই হাসিটাই ও দেখেছিলো মানাউসে।

'আপনি কিছু একটা লুকোচ্ছেন।'

হকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। ড্যানিয়েলিও সেদিকে তাকালো। আকাশে পূর্ণিমা। একটা বীকন-এর মতোই ঝকঝক করছে চাঁদটা। মাটিতে গাছপালার লম্বা ছায়া পড়েছে তাতে। শহরে কখনো এই দৃশ্য দেখা সম্ভব না।

ছোটবেলায় ড্যানিয়েলির বাবা বাসায় একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি ওর আগ্রহেরও সেটাই সূচনা। অনেকদিন পর সেই ছোট্টবেলার আগ্রহ নিয়ে ও আবারো চাঁদটা দেখতে লাগলো। ও কয়েকটা তারার নাম মনে করার চেষ্টা করলো। কয়েকটা পারলো, কয়েকটা পারলো না। দৃশ্যটা দারুণ মোহময়, কিন্তু কেন যেন বেশিক্ষণ দৃষ্টি রাখতে পারলো না। চোখ সরাতেই কেমন একটা আরাম অনুভব করলো। হঠাৎই ড্যানিয়েলি ধরতে পারলো হকার আসলে ওকে কি দেখাতে চেয়েছে। চাঁদের চারিপাশে একটা অদ্ভুত সাদা বৃত্ত।

'মারেজো ভাষায় ওরা এটাকে বলে লুয়া ডি আগুয়া। পানির চাঁদ। বাতাসের আর্দ্রতা চাঁদের আলোকে পাতলা করে দিচ্ছে। তার মানে হলো বৃষ্টি আসছে।' হকার ব্যাখ্যা দিলো।

হঠাৎ আশার একটা তীব্র স্রোত ওর বুকে আলোড়ন তুললো। কিন্তু সাথে সাথেই ও জোর করে সেটাকে চাপা দিলো, যদি এটা মিথ্যে হয়!

'বাতাসও পাল্টে গেছে। এখন আসছে উত্তর থেকে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে। বাতাসের আর্দ্রতা চামড়াতেই টের পাবেন।' হকার আবার বললো।

ড্যানিয়েলি সেটা অনুভব করছে। বাতাসটা নরম, আর্দ্রতায় ভরা। এসব এলাকায় সাধারণত এমন বাতাসই সারা বছর থাকে। মানাউস ছাড়ার পর থেকেই ও এই বাতাসটার অভাব বোধ করছিলো তীব্রভাবে।

'বৃষ্টি আসছে। কাল হোক বা পরশু, বৃষ্টি আসবেই।' হকার আবার বললো।

ড্যানিয়েলি আবার আকাশের দিকে তাকালো। ভূতুড়ে চাঁদটাকে এখন আরো সুন্দর লাগছে। ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম ওর মনে হলো যে ওরা হয়তো বেঁচেও যেতে পারে।

অধ্যায় : ৪৮

রাতের প্রথমভাগ ভালোয় ভালোয় কেটে গেলো। সম্ভবত আগুনের জন্য বা আগের দিন প্রচুর পরিমাণে জানোয়ার আহত হয়েছে এজন্য। কিন্তু মাঝরাতের পর জিপাকণা আবার চত্বরে হানা দিলো। কমপক্ষে দশবার অ্যালার্মের শব্দ শোনা গেলো। আর প্রতিবারই গুলির শব্দ হতেই ভেগে গেলো। মাত্র দুবার ওগুলো চত্বরটা পার হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একবারও বেশি দূর আসতে পারলো না। দুবারই হকার বেরেট রাইফেলটার এক গুলিতে দুটো প্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলো। প্রথম জিপাকণাটা ঠাস করে পড়ে গেলো। আর নড়লো না। পরেরটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। এর কিছুক্ষণ পরেই বনের মধ্যে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেলো। নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রাণী গাছের ঐ লাশটা নামাতে উঠেছিলো। তারই ফলাফল এই বিস্ফোরণ।

এরপর থেকে প্রাণীগুলো সাবধান হয়ে গেলো। বনের ধারে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখতে লাগলো। আগুন বা রাইফেলের লেজার লাইট থেকে অনেক দূরে। সকাল হতেই ওরা চলে গেলো আর NRI-এর দলটা কাজে লেগে পড়লো। দিনের আলো ফুটতেই ওরা ওদের সব অস্ত্রশস্ত্র মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে জড়ো করলো। এই জায়গাটাকেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য লড়বে ওরা। পরিকল্পনাটা খুবই সাধারণ। বৃষ্টি আসার আগ পর্যন্ত জিপাকণাদেরকে মন্দিরে ঢুকতে দেয়া যাবে না। মন্দিরের ছাদ থেকে ওরা থাকবে উপরে। ফলে চারপাশে নজরও রাখতে পারবে। আক্ষরিক অর্থেই জিপাকণাদেরকে মন্দিরে ঢুকতে হলে ঝড় তুলেই ঢুকতে হবে। প্রথমে ওরা ভেবেছিলো, সম্ভবত সবদিক থেকে ওরা আক্রান্ত হবে। কিন্তু ম্যাককার্টার মন্দিরের চারধার পরীক্ষা করে মনে মনে মায়ান কারিগরদের ধন্যবাদ জানালেন। যে তিন পাশে সিঁড়ি নেই, সেগুলো প্রায় সত্তর ডিগ্রী কোণে ঢালু। পাথরের চাইগুলোর মাঝে কোনো ফাঁকা নেই। তলটা একেবারে মসৃণ আর পিচ্ছিল। জানোয়ারগুলোর বেয়ে ওঠার অস্বাভাবিক দক্ষতার পরেও তার সন্দেহ যে ওরা এই দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে না। তার মানে ওদের মোকাবেলা হবে সামনাসামনি। আর সেটা হবে

সিঁড়ি বরাবর। সিঁড়ির প্রতিরক্ষা হিসেবে ওরা সিঁড়ির গোড়ার দশফুট দূরে একটা ছোট গর্তমতো খুঁড়লো। সিঁড়ির দিকের পুরোটা আর তার সংলগ্ন দুদিকেও খানিকটা জুড়ে গর্তটা। তারপর তার ভেতর প্লাস্টিক, ময়লার ব্যাগ ইত্যাদি বিছিয়ে দিলো। এগুলো ওরা এনেছিলো উদ্ধার করা পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করার জন্য। তারপর ওরা গর্তটা কেরোসিন দিয়ে ভরে দিলো। আর তারপাশেই বাকি থাকা দুটো কেরোসিনের ড্রামের একটা রাখলো। ওটার সাথে বাকি বিস্ফোরকগুলোও লাগিয়ে দিলো। আরো শক্তিশালী করার জন্য সেদিনের ধাতব কাটাগুলোও এটার ভেতরের দিকে বসিয়ে দিলো। বেলা পড়ার আগ পর্যন্ত ওরা কাজ করে গেলো। বিকেলের মাঝামাঝি সময় থেকেই দিগন্তরেখা কেমন সাদাটে দেখাতে লাগলো। আর বাতাসও পাতলা কুয়াশায় ভারী হয়ে এলো। মন্দিরের চূড়া থেকে যে পাহাড়গুলো দেখা যেতো, সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর সূর্যটাকে দেখাতে লাগলো একটা কমলা চাকতির মতো। কোনো উজ্জ্বলতা নেই। কেমন একটা ঘোলাটে সাদা সমুদ্রে ভাসছে।

দলের সবাই এখন গতরাতে হকারের করা ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে জানে। বৃষ্টি আসছে, আর বৃষ্টিই ওদেরকে বাঁচাবে–যদি ওরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু ওরা এটাও জানে যে ঝড় আসলেই জিপাকণারা ওদের বাসার দিকে মানে এই মন্দিরের দিকে দৌড়ে আসবে। কারণ আশেপাশের দশ হাজার মাইলের মধ্যে জানোয়ারগুলো এই একটা জায়গাতেই আশ্রয় নিতে পারবে।

অভিযাত্রীদল তাই ব্যস্ত হাতে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। ড্যানিয়েলি আর হকার মিলে বনের ভেতর লাগানো সেন্সরগুলো ঠিকঠাক করে ওগুলোর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিলো। এখন এগুলো মাটির পাশাপাশি গাছ বেয়ে কিছু আসলেও সংকেত দিতে পারবে।

হকার সবচেয়ে সুস্থ কুকুরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ব্রাজোস কিছুক্ষণের জন্য আলার্ম বন্ধ করে দেয়। আর ড্যানিয়েলি সব ঠিক করে আবার সংকেত দিলে আবার চালু করে দিচ্ছে। প্রথম কয়েকটা কোনো ঝামেলা ছাড়াই ঠিকঠাক করা গেলো। কিন্তু চার নম্বরটায় হাত দিতে যেতেই হঠাৎ সেন্সরটা তীব্র শব্দে বেজে উঠলো। সাথে সাথে ওয়াকিটকিতে ব্রাজোসের গলা শোনা গেলো। 'করেছেন কী? পুরো কম্পিউটারেরই তো মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

ড্যানিয়েলি পিছনে সরে এলো।

হকার ব্রাজোসকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এখন?'

ব্রাজোস জবাব দিলো না। সম্ভবত কম্পিউটারের স্ক্রীন রিফ্রেশ করে দেখলো। তারপর জবাব আসলো, 'এখন ঠিক আছে।'

'আর্দ্রতার কারণে এমন হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করুন।' হকার বললো ড্যানিয়েলিকে।

ড্যানিয়েলি হকারের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ব্রাজোসকে নির্দেশ দিলো, 'অফ করো এটাকে।'

ব্রাজোস একটা সুইচ টিপতেই কম্পিউটারের পর্দা কালো হয়ে গেলো। পরবর্তী কয়েক মিনিটের জন্য ওরা অন্ধ হয়ে গেলো বলা চলে। ব্রাজোসের এতক্ষণ ধরে জিনিসটা বন্ধ রাখতে অস্থির লাগে। ও ক্যাম্পের দিকে তাকালো। মন্দিরের ছাদে ম্যাককার্টার ব্যারেট রাইফেলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এরিক দুটো ভারী গুলির বক্স মন্দিরের ছাদে তুলছে। কাছেই সুসান বাকি সবকিছু ঘেঁটে দেখছে কাজে লাগানোর মতো কিছু পাওয়া যায় কি-না। কাছেই ভেরহোভেন ডেভারসকে নির্দয়ের মতো খাটাচ্ছে–একটা বানানো টানাগাড়িতে করে পাথর তুলে এনে এনে গর্তটার পাশে ফেলা। দশ বারো বার আনা-নেয়া করতেই ভাষাবিদের শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলো। ঘাড়ের ক্ষত থেকেও রক্ত পড়া আরম্ভ হয়েছে। পাশে বাকি জীবিত কুকুরটা শান্ত হয়ে বসে আছে। মাঝেমাঝে ওর ক্ষতস্থান চাটছে আর হাঁপাচ্ছে। ব্রাজোস আর থাকতে না পেরে ওয়াকিটকি তুলে বললো, 'সুইচ অন করবো?'

বনের মধ্যে হকার ড্যানিয়েলিকে বললো, 'আমি আপনাকে তাড়াহুড়া করতে বলিনি, শুধু...'

ড্যানিয়েলি জবাব দিলো না। খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত ও। আরো কিছুক্ষণ খুটুর খুটুর করে পিছিয়ে এসে বললো, 'এতেই কাজ হওয়ার কথা।'

হকার কথা বলার সুইচটা টিপে বললো, 'চালাও।'

ব্রাজোসের জবাবের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ড্যানিয়েলি ওর নিচের ঠোঁট আলতোভাবে কামড়ে ধরলো।

'কাজ করছে?' ওয়াকিটকিতে হকার জিজ্ঞাসা করলো।

কেমন একটা অনিশ্চিত সুরে জবাব দিলো ব্রাজোস, 'আরো জোরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দুইনম্বর সেন্সরের দিকে সম্ভবত।'

দুই নম্বরটা ওখান থেকে আরো প্রায় অর্ধেক রাস্তা। 'তা কিভাবে হবে, আমরা তো ওখানে যাই-ইনি। ও বোধহয় ভুল দেখছে।'

কথাটা বলার জন্য হকার ওয়াকিটকি তুললো। কিন্তু কিছু বলার আগেই ওর পাশে দাঁড়ানো জার্মান শেফার্ড কুকুরটা শক্ত হয়ে গেলো। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। এক সেকেন্ড পরেই চত্বরের ভেতর বসে থাকা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠলো আর হকারের সাথের কুকুরটা গুলির বেগে সেদিকে ছুটে গেলো।

হঠাৎই সাইরেন বেজে উঠল আর একটা জন্তুকে দেখা গেলো খোলা চত্বর দিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সুসান আতঙ্কিত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে হাতের সবকিছু ফেলে ম্যাককার্টারের দিকে দৌড় দিলো। ফলে ও একেবারে প্রাণীটার যাত্রাপথের সোজাসুজি পড়ে গেলো। ভেরহোভেন চিৎকার দিলো, কিন্তু সুসান সে কথা শুনলো বলে মনে হলো না। ও ঝটপট নিজের শটগান তুলে নিয়ে সামনে বাড়লো। তারপর ট্রিগার টিপে দিলো। তপ্ত সীসা সরাসরি প্রাণীটার গায়ে আঘাত করলো কিন্তু ওটার শক্ত খোলসে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেলো। ফলে প্রাণীটার তেমন কিছু হলো না। এদিকে ব্যারেলের সাথে হাত বাঁধা না থাকায় ও নতুন গুলি ভরতে পারলো না। সেই সুযোগে প্রাণীটা ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিলো।

ভেরহোভেন মুগুরের মত করে শটগানটা দিয়ে প্রাণীটাকে বাড়ি মারলো। কিন্তু বন্দুকটাই ভেঙ্গে গেলো আর প্রাণীটা ওকে নিয়ে হুড়মুড় করে ধুলোর মধ্যে আছড়ে পড়লো। সবচেয়ে কাছে ছিলো ব্রাজোস। ও গুলি করলো। জিপাকণাটা এক মুহূর্তের জন্য পিছনে সরে গেলো। ঐ এক মুহূর্তেই ভেরহোভেন নিজের রক্তাক্ত দেহটা পা দিয়ে পিছনে ঠেলে বেল্ট থেকে হকারের পিস্তলটা বের করলো। জানোয়ারটা ঘুরে ওর দিকে লাফ দিলো। হাঁ করা চোয়াল ওর দিকে নেমে আসতে দেখতেই ভেরহোভেন সেদিকে তাক করে ট্রিগার চেপে দিলো। প্রাণীটার খুলির উপরের অংশ উড়ে গিয়ে মাথাটা কাত হয়ে একপাশে ঝুলে পড়লো। তবে তার আগেই জানোয়ারটা থাবা বসিয়ে পিস্তল আর ভেরহোভেনের হাতের খানিকটা খুবলে নিয়েছে। গুলি খেয়ে ওটা এক কদম পিছু হটলো, তারপর পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলো।

কয়েক সেকেন্ড পরেই হকার সেখানে পৌঁছে গেলো। প্রাণীটার কাণ্ড দেখে তো মুখ হা। ভেরহোভেনের মুখ আর গলায় কোনো আঘাত লাগেনি। কিন্তু হাতের ক্ষত থেকেই কুলকুল করে রক্ত বেরুচ্ছে। হকার আঘাত পাওয়া অংশটায় ভেরহোভেনের শার্ট টেনে ছিড়ে ফেললো। তারপর ওটা দিয়েই ভেরহোভেনের হাত বেঁধে ড্যানিয়েলিকে ডাকলো।

ভেরহোভেন ওর হাতের দিকে তাকালো। 'মেয়েটা কোথায়?'

হাতের চারপাশে একটা কাপড় বাঁধতে বাঁধতে হকার জবাব দিলো, 'মন্দিরে।'

ভেরহোভেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'থামো।'

হকার রশিটা বেঁধে আরেকটা বাঁধতে আরম্ভ করলো।

'এসবে আর কাজ হবে না। ঘরবাড়িতে বুড়ো হবার চেয়ে... এভাবে মরাই ভালো।' ফিস ফিস করে দুর্বল কণ্ঠে বললো ভেরহোভেন।

হকার থেমে ভেরহোভেনের দিকে তাকালো। ভেরহোভেন হঠাৎ কাশি দেয়া শুরু করলো, সাথে রক্ত।

'আমাকে মাফ করেছো তো?' ভেরহোভেন বললো।

হকার ওর পুরোনো বন্ধু বা শত্রুর দিকে তাকিয়ে রইলো। লোকটাকে এখনই দেখতে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'তোমার কোনো অপরাধ নেই।'

খুবই সূক্ষ্মভাবে ভেরহোভেন মাথা নাড়ালো, 'একদম ঠিক।'

ড্যানিয়েলি ওদের কাছে আসতে আসতে ওর সময় ঘনিয়ে এলো। হকারের শার্ট খামচে ধরে ভেরহোভেন বললো, 'সবকটিকে শেষ করবে। শেষ করে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

ভেরহোভেন জামাটা ধরে একবার ঝাঁকি দিলো। যেন আদেশের গুরুত্ব বাড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর হাতে আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। ও মাথাটা উঁচু করে হকারকে কিছুক্ষণ দেখলো, তারপর ওর হাত মাটিতে পড়ে গেলো।

চোখ বন্ধ করার আগেই পিক ভেরহোভেন মারা গেলো। ড্যানিয়েলি হকারের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো। হকার ভেরহোভেনের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিলো না।

হঠাৎ ব্রাজোস এর ডাকে চমক ভাঙলো ওদের। 'হায় খোদা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে ও। হকার আর ড্যানিয়েলি দুজনেই ওর দিকে তাকালো। ব্রাজোস কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে। চোখে মুখে ফুটে আছে নিদারুণ আতঙ্কের এক অনুভূতি। হকার হাত বাড়িয়ে ভেরহোভেনের চোখ বুজিয়ে দিলো। হকারের দেয়া কালো পিস্তলটা পাশেই পড়ে আছে। ও সেটা তুলে নিয়ে ড্যানিয়েলিসহ কম্পিউটারের দিকে এগুলো। প্রায় ডজনখানেক জানোয়ারের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। আবারো সেই পশ্চিম কিনারে জড়ো হয়েছে ওরা। ওগুলোর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। যেন যুদ্ধের জন্য জড়ো হচ্ছে সৈন্যের দল। হকার উপরে তাকালো। মাথার উপরের কুয়াশা ঘন হয়ে একটা অন্ধকার ধূসর স্তরে রূপ নিয়েছে। পশ্চিমাকাশে লালিমা আছে কিন্তু সূর্য ডুবে গেছে।

ঝড় কাউকেই ছাড় দেবে না। মানুষ বা পশু সবারই সময় ঘনিয়ে এসেছে।

অধ্যায় : ৪৯

হুকার কম্পিউটারের দিকে তাকালো। তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ এটাকে প্রায় নষ্টই করে ফেলেছে। তারপরও যেটুক দেখা যাচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিম পাশে ভালোই জানোয়ার জড়ো হয়েছে। ও ড্যানিয়েলিকে ডেকে বললো, 'মন্দিরে চলে যান।'

ড্যানিয়েলি পর্দার দিকে ফিরে বললো, 'আমি যাবো না।'

হুকার ব্রাজোসকে দেখিয়ে বললো, 'আপনাকে ছাড়া ও যেতে পারবে না।'

ড্যানিয়েলি হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকালো।

'গর্তটায় আগুন ধরিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি। আমাদের হাতে সময় কম।' হুকার বললো।

ড্যানিয়েলি ব্রাজোসের একটা হাত উঁচু করে ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো।

'সাবধানে,' বললো ড্যানিয়েলি। তারপর ওরা মন্দিরের দিকে হাঁটা শুরু করলো। কুকুরদুটোও গেলো পিছুপিছু।

হুকার বনের ধারে তাকিয়ে থাকলো। বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছগুলো থেমে থেমে বাঁকা হচ্ছে। ডালপালা বাড়ি খাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকেই নড়াচড়া চোখে পড়ছে। জানোয়ারগুলা ওখানে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করছে আবার মাঝেমাঝে ডাক ছেড়ে উঠছে। ওদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে। কেমন যেন ইতস্তত করছে। সম্ভবত আগুন বা দিনের শেষ আলোটুকুর জন্য বা প্রথম প্রাণীটার মৃত্যুর কারণে। কিন্তু যাই হোক, কিছু একটার কারণে ওরা আসতে চাইছে না। জিনিসটা যা-ই হোক বেশিক্ষণ এদেরকে আটকে রাখতে পারবে না। আকাশ আরো খানিকটা কালো হয়ে গেছে। বাতাসও এখন হিমশীতল। ঝড়ের আগমনীবার্তা। পাতা আর খড়কুটো উড়াউড়ি শুরু হয়ে গেছে। সূর্য ডোবার পর ঝড় আসার ফাঁকে যে সময়টুকু থাকবে, আক্রমণটা তখনই করবে এরা।

'দেখা যাক, তোমাদের জন্য আমরা কি করতে পারি।' বলতে বলতে হুকার ওগুলোর দিকে কিছু ফাঁকা গুলি ছুড়লো। তারপর ঘুরে চত্বরের মাঝখানে রাখা বাকি কেরোসিনের ড্রামটায় গুলি করলো। গুম গুম আওয়াজ করে ড্রামটা

বিস্ফোরিত হলো। জানোয়ারগুলো ভয় পেয়ে পিছন দিকে সরে গেলো। কিন্তু একটু পরেই আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। আর এক মিনিট পরেই একটা প্রাণীকে দেখা গেলো বন ছাড়িয়ে চত্বরে পা রাখতে। হকার আতঙ্কিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলো। জানোয়ারটার আকার একটা রোমান যুদ্ধ ঘোড়ার সমান হবে। কাঁধের কাছে নয় ফুট উঁচু। কাঁধ চওড়া আর বাঁকানো। ভারী নিঃশ্বাস নেয়ার কারণে মুখ সামান্য খোলা। ধারালো ছুরির মত দাঁত বেরিয়ে আছে। ওটা ওর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, তারপর বাতাসে গন্ধ শুঁকলো। ঠিক যেন আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছে কোনো পৌরাণিক দানব। তার ঠিক পিছনেই সামান্য ছোট একটা প্রাণী এসে দাঁড়ালো। হালকা ঘোঁত ঘোঁত করছে। ঘাড়ের পিছনের রোমগুলো বাতাসে দোলা নলখাগড়ার মতো দুলছে। ওটার চোখ হকারের উপর থেকে কেরোসিনের আগুনটার দিকে আসা যাওয়া করছে। আগুনটা এখন আস্তে আস্তে মন্দিরের সামনের পুরোটাই ঘিরে ফেলেছে। হকার হাতে একটা গ্রেনেড তুলে নিলো। তারপর পিন খুলে সবার সামনের প্রাণীটার দিকে ছুঁড়ে দিলো। জানোয়ারগুলো মাথা উঁচু করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। গ্রেনেডটা ওদের পাশে পড়ে বিস্ফোরণ হওয়া মাত্রই ও গুলি করা শুরু করলো। কালো রক্ত আর হাড়ের টুকরো ছুটলো চারদিকে। হকারের রাইফেল সামনের প্রাণীটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে একেবারে। কাটা গাছের মত ঢলে পড়লো একদিকে। দ্বিতীয় প্রাণীটা ঘুরে পালাতে চাইলো কিন্তু একগাদা গুলি খেয়ে মাঝপথেই থমকে গেলো। হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে কয়েকটা জিপাকণা পিছিয়ে গেলো। কিন্তু বাকিগুলো হামলা করতে সামনে বাড়লো। এবারের দলটা আরও খানিকটা এগুতে পারলো। তবে হকার নির্ভুল নিশানায় সবকটিকে শুইয়ে দিলো। ঠাণ্ডা মাথায় যন্ত্রের মতো গুলি করে চললো ও। প্রথম দফার শেষ প্রাণীটাও মাটিতে পড়ে যেতেই হকার দ্রুত হাতে রাইফেলে আরো একটা ক্লিপ ভরে নিলো। আর অটোমেটিকে টিপ দিয়ে বনের দিকে বন্দুক তাক করে ধরে রাখলো। বুলেটগুলো গাছগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে গেলো। ওখানে লুকানো জিপাকণাগুলোর খুলিও উড়ে গেলো সাথে। সেই মুহূর্তেই দূরে কোথাও থেকে বিদ্যুৎ চমকের শব্দ ভেসে এলো। আশেপাশে আলোর ঝলকানিও শুরু হয়ে গেলো। তবে হকার ওর আক্রমণ অব্যাহত রাখলো। গুলি করে, গুলি ভরে আবার গুলি করে। মুহুর্মুহু গুলি, বারুদের গন্ধ, গরম নলের ভেতরে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়লো। হকার ওর কাঁধে আর ঘাড়ের পিছনে বৃষ্টির ফোঁটা অনুভব করতে পারছে। ঠাণ্ডা আর ভারী। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি জাগায়। আর তারপরেই মুষলধারে নামলো বৃষ্টি। আকাশ চিরে কয়েকবার আলোর ঝলকানি দিয়েই কাছে কোথাও বাজ পড়লো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গুলির শব্দ ছাপিয়ে ঝড়ের গর্জন

জোরালো হয়ে এলো। চলমান ট্রেনের মতো শব্দ করে চত্বর আর বনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো বৃষ্টি। জানোয়ারগুলো গাছের নিচে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে আছে। বৃষ্টি আর গুলির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

নিজের ভেতরকার প্রচণ্ড অপরাধবোধ আর রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সামনে এগিয়ে ওদেরকে গুলি করতে লাগলো হকার। আগের মতই গুলি ভরছে আর করছে। আর কোনোদিকেই হুঁশ নেই। হুঁশ ফিরলো যখন রাইফেলের ঘোড়া আটকে গেলো। ইতোমধ্যে ও চৌদ্দটা ক্লিপ, মানে চারশোরও বেশি গুলি খরচ করেছে। তবে এটা এখন আর কোনো ব্যাপার না। বৃষ্টি ভালোই পড়ছে। মাটিতে কয়েক ইঞ্চি জমে গেছে। আর চত্বর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ ফিরে তাকাতেই ওটা দুইভাগ হয়ে গেলো। আশেপাশের সবকিছুই নড়ছে। গাছের ডালপালা আর ঝোপঝাড় পাগলের মতো মাথা দোলাচ্ছে। পাতাগুলো সব টুকরো কাগজের মতো উড়ছে। এটা ছিলো একটা ছোটখাটো হারিকেন, আর হকার ঠিক ওটার মাঝখানে পড়ে গেলো। ফলে ভারসাম্য রাখাটা দুঃসাধ্য হয়ে গেলো ওর জন্যে। তারপরও বৃষ্টির মধ্যেই গলা বাড়িয়ে তখনো বনের ধারে জন্তুগুলোর আনাগোনা খেয়াল করতে লাগলো। মৃত আর আহতগুলো মাটিতে পড়ে আছে। আহত একটা জানোয়ার বন থেকে পা টানতে টানতে বের হয়ে এলো। কিন্তু ওটা ওখানেই ঝুপ করে পড়ে খিঁচতে থাকলো। ওটার পেছনে দাঁড়ানোটাও পড়ে গেলো। আর দাঁড়ালো না। হকারের এখন উত্তেজনায় দম ফাঁটার জোগাড়। তাই খেয়াল না করেই বন্দুকটা একটু নামালো। হঠাৎ আশেপাশে কোথাও জিপাকণার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কান্না শুনতে পেলো ও। তীব্র যন্ত্রণাকাতর ডাকটা বাতাস আর বৃষ্টি ভেদ করেও শোনা যাচ্ছে। প্রাণীগুলো গুলি আর বৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে মারা পড়ছে। তারপরও এর ভেতরেই একটা জিপাকণা বনের ভেতর থেকে মাথা বের করলো। দৃষ্টি সোজা হকারের দিকে। কয়েকবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে একবার বৃষ্টির দিকে চেয়ে ওটা আবার নিকটস্থ আশ্রয়ে ফিরে গেলো।

এক সেকেন্ড পর আরেকটা আসলো। এটাও আগেরটার মতো ফিরে যেতে গেলো কিন্তু মাথাটা ঘুরিয়েই থেমে গেলো। তারপর জোরে জোরে ওটার মাথা দুদিকে নাড়তে লাগলো। যেন একটা ঘোড়া মাথার উপর বসা মাছিকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। বৃষ্টির প্রচণ্ড আওয়াজের মাঝেই প্রাণীটা হুমকি দেয়ার মতো করে গর্জে উঠলো। পিছনে যাওয়ার বদলে প্রাণীটা সামনে এক কদম আগালো। তারপর এটার ত্রিকোণাকার মাথাটা আকাশের দিকে তুলে ধরে প্রচণ্ড স্পর্ধার সাথে গর্জন করে উঠলো আবার।

ওটার পাশেই আরেকটা এসে দাঁড়ালো। মাটিতে থাবা দিচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে। তারপাশে তৃতীয় আরেকটাও এসে দাঁড়ালো। ওরা এখন বৃষ্টিতেই দাঁড়িয়ে

আছে। হকারের যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। বৃষ্টির পানি উপর থেকেও পড়ছে, আবার মাঠ থেকেও যাচ্ছে। কিন্তু তা জানোয়ারগুলোর গায়ে শুধু কামড় বা সামান্য ছ্যাঁকার মত অস্বস্তিরই সৃষ্টি করছে। এগুলোকে মেরে ফেলছে না। নতুন এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করতেই হকার অস্ফুট স্বরে একগাদা অভিশাপ দিয়ে সাবধানে পিছু হটলো। তারপর যে-ই সবচেয়ে বড় জানোয়ারটা ঠিক ওর দিকে সরাসরি তাকালো, ও ঘুরেই দিলো দৌড়।

জিপাকণাদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

অধ্যায় : ৫০

হুকার উর্ধ্বশ্বাসে মন্দিরের দিকে ছুটলো। কাঁধের রাইফেল ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ওকে ধাওয়া করছে দুটো জিপাকণা। সামনেরটা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লাফ দিলেই ওকে ধরতে পারবে এখন। কিন্তু তার আগেই পূর্ণ গতিতে মাটিতে আছাড় খেয়ে ভাঁজ হয়ে গড়িয়ে পড়লো। মন্দিরটার উপর থেকে কেউ গুলি করছে। বেরেট রাইফেলের ভারী গোলার আঘাতে ওটার ডান পা উড়ে গেছে। পিছনের প্রাণীটা ওটাকে লাফ দিয়ে পার হয়ে ধাওয়া করতেই থাকলো।

হুকার একবারের জন্যও পিছনে ফিরে তাকায়নি। ফলে জানেও না যে ওর পিছনে কয়টা প্রাণী আছে। দ্বিতীয় জানোয়ারটাকে পিছনে নিয়েই ও ট্রেঞ্চের কিনারে পৌঁছে গেলো। ও লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চটা পার হওয়া মাত্রই কেউ বিস্ফোরণের সুইচ টিপে দিলো। মুহূর্তে পুরো ট্রেঞ্চ আগুনে ভরে গেলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় হুকার উড়ে গিয়ে প্রায় সেই ধাতুর কাটাগুলোর উপর পড়লো। শরীরটাকে বাঁকিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একটার তীক্ষ্ণ মাথা ঠিকই ওর শার্ট ছিঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। ভাগ্য ভালো যে পাঁজরের হাড্ডিতে বেঁধে থেমে গেলো। আর ঢুকলো না।

তবে কিছুক্ষণের জন্য হুকার আর নড়তে পারলো না। যেন পিন দিয়ে একটা পোকাকে টেবিলের সাথে গেঁথে রাখা হয়েছে। উঠে বসে কাটাটা খুলতেই জিপাকণার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলো আশেপাশে। ট্রেঞ্চের দিকে ফিরতেই দেখে দ্বিতীয় জিপাকণাটা আগুন পেরিয়ে ঠিক ওর বরাবর ছুটে আসছে। ও নড়ার আগেই ওটা লাফ দিলো। হুকার আবার মাটিতে শুয়ে পড়লো। ফলে প্রাণীটা ওকে পেরিয়ে ধাতুর কাটাগুলোর উপর গিয়ে পড়লো। ব্যথায় কাতরে উঠে ওটা কাটাগুলো মাটি থেকে উপড়ে ফেললো। তারপর সামনে এগুতে গিয়ে আবার হোঁচট খেয়ে এত জোরে কেঁদে উঠলো যে হুকারের মনে হলো ওর কানের পর্দা ফেটে যাবে।

কিন্তু শয়তানটা এখনো মরেনি। আরো বড় বিপদের কথা হলো এই অবস্থায় একে কেউ গুলিও করতে পারবে না। ওরা মন্দিরের ঢালু প্রাচীরের

একেবারে কাছে। ট্রাইপডে বসানো বেরেট রাইফেল এতটা বাঁকিয়ে গুলি করা যাবে না।

জানোয়ারটা ওর দিকে ঘুরলো। বুকের মধ্যে চার ফুট লম্বা একটা ধাতব দণ্ড গেঁথে আছে। হকার যে কাঁটাটায় আটকে ছিলো সেটা মাটি থেকে উপড়ে নিলো। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জানোয়ারটা ওকে মারতে সামনের থাবা তুলে ফেলেছে। হকারকে ধরার জন্য সামনে বাড়তেই হঠাৎ একগাদা বুলেট এসে ওটার মাথায় আঘাত করলো। ঝাঁকি খেয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেলো সেটা।

হকার ঘুরতেই দেখলো সিঁড়ির সবার নিচের ধাপে ড্যানিয়েলি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রাইফেল–আরেকটা ক্লিপ ভরছে তাতে। হকারকে তাকাতে দেখে বললো, 'সবাইকে মরতে দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে আসুন এখন ওখান থেকে।'

আরো কয়েকটা জিপাকণাকে দেখা গেলো বন থেকে দৌড়ে আসছে। ও সেদিকে খালি করলো ক্লিপটা।

হকার মৃত জানোয়ারটার বুক থেকে দণ্ডটা টেনে বের করে নিলো। তারপর ও আর ড্যানিয়েলি সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে ছুটলো। ওরা ছাদে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো। গুলি, বজ্রপাত, বৃষ্টি মিলিয়ে ভয়ানক অবস্থা। চত্বরের ভেতর জিপাকণারা ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি করছে। একদিকে গুলি, আরেকদিকে জঙ্গল–যেখানে ওরা ফিরতে চায় না। ট্রেঞ্চের আগুন কমে আসছে দ্রুত। চত্বরে কমপক্ষে ত্রিশটা জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ কয়েকটাই আহত হয়ে খোঁড়াচ্ছে। মন্দির থেকে অটোমেটিক অস্ত্রগুলোর গুলিবর্ষণ শুরু হতেই সংখ্যাটা আরো কিছু কমলো। কিন্তু বাকিরা বারবার মন্দিরের দিকে এগুনোর চেষ্টা চালাতেই লাগলো। জঙ্গলের ভেতরেও জিপাকণাদের ছুটোছুটি বাড়ছে। বেরেট রাইফেলটা এরিকের হাতে। ওর নিশানা ভুল হচ্ছে না একটাও। ঠাণ্ডা মাথায় একটা জানোয়ারকে তাক করছে, ট্রিগার টিপে আরেকটাকে ধরছে। আর ছাদের বিভিন্ন স্থানে ড্যানিয়েলি, ব্রাজোস আর ম্যাককার্টার চালাচ্ছেন অ্যাসল্ট রাইফেল। সুসানের কাজ হচ্ছে বন্ধুকে গুলি ভরে দেয়া।

আর ডেভারস আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বন্দুক নেই কিন্তু সমান তালে চেঁচিয়ে বাকিদেরকে এদিক ওদিক কোনদিকে গুলি করতে হবে বলে দিচ্ছে। তাতে খুব বেশি লাভ অবশ্য হচ্ছে না। কয়েকটা প্রাণী ট্রেঞ্চের নিভু নিভু আগুন লাফিয়ে পার হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে এলো। কিন্তু অর্ধেক ওঠার আগেই ড্যানিয়েলি ওগুলোকে কিমা বানিয়ে দিলো। পাশেই ম্যাককার্টার সিঁড়ির পাশের দেয়াল বেয়ে আরোহণরত দুটো জানোয়ারের দিকে বন্দুক তাক

করলেন। যদিও তার ধারণা ছিলো এই ঢালু পিচ্ছিল দেয়াল বেয়ে এগুলো উঠতে পারবে না। দক্ষিণ পাশের দেয়াল বেয়েও একটা উঠতে গেলো। ব্রাজোস সেটাকে গুলি করে ফেলে দিলো। চত্বরে আবার প্রাণীগুলোর আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে। যদিও আগের মতো অত বেশি না। মুহুর্মুহু গুলি সত্ত্বেও আস্তে আস্তে মন্দিরের দিকে বাড়ার চেষ্টা করতেই থাকলো।

হকার একটা রাইফেল তুলে নিয়ে দেখে গুলি নেই। আরেকটা নিলো। কিন্তু সেটাও খালি। ও সুসানের দিকে তাকালো। সুসান মাথা নাড়লো। আর কোনো গোলাবারুদ নেই। ও সবাইকে চেঁচিয়ে সতর্ক করতে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। একে একে সবকটি রাইফেলের আওয়াজ থেমে গেলো। শুধু ফিফটি ক্যালিবারের পিস্তলটা তখনো জ্যান্ত। একটু পরেই ওটারও শেষ আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে গেলো বনের গহীনে। আর তার সাথে থেমে গেলো মানুষেরও সর্বশেষ প্রতিরোধ। এরিকের বন্দুকের নল ক্রমাগত গুলি করার কারণে প্রায় গলে যাওয়ার অবস্থা। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে হিসহিস করছে। ও ওটাকে ফেলে তাই বাকিদের কাছে চলে এলো। নিশ্চিত হওয়ার জন্য হকার আবার জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু আর কিছুই নেই। ও ছাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো। আকাশ চিরে বাজ পড়লো কোথাও। এক মুহূর্তের জন্য হলেও সেই আলোয় চত্বরটা পুরোপুরি দেখা গেলো। মাঠ ভরা মৃত জানোয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আরো ডজনখানেক মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে। ওদের শরীরের নিঃসরণ ওদেরকেই শেষ করে দিছে। আর আশেপাশের মাটি কালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাকিরা ঠিকই মন্দিরের দিকে এগুনোর চেষ্টা করছে। এরা সম্ভবত পরে এসেছে বনের ধারে। একটুর জন্য মরার হাত থেকে বেঁচে গেছে। তবে আগেরগুলোর চেয়ে অনেক ধীরে ধীরে এগুচ্ছে এরা। যেন পিঠে হাজার মণের বোঝা। বৃষ্টিতে ওদের সমস্যা হচ্ছিলো। যদিও পোকাটার মত নাটকীয়ভাবে এদেরকে মেরে ফেলছে না, তবে ক্ষতি ঠিকই হচ্ছে ওদের। যথেষ্ট সময় বৃষ্টিতে থাকলে সম্ভবত এরা মরেও যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণ সম্ভবত ওরা আর বেঁচে থাকবে না।

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। হকার গুনে দেখলো, ছয়টা জিপাকণা। অনেক ভেবেও অন্তত একটাকে মারার বুদ্ধিও বের করতে পারলো না। ওর পিস্তলে মাত্র তিনটা গুলি আছে। আর এটার নরম নাকের বুলেট প্রাণীগুলোর খোলসে লেগে উল্টো নিজেই ফেটে যাবে।

ছয়টার মধ্যে প্রথম প্রাণীটা মন্দিরের গোড়ায় পৌঁছে গেলো। হকার দাঁতে দাঁত চেপে ধাতুর দণ্ডটা হাতে চেপে ধরলো। তারপর চিৎকার করে বললো, রেডি হন। পিছনের সবাই মুগুর হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন সব কিছুই হাতে তুলে নিলো। রাইফেল বা হকারের মতো ধাতুর দণ্ড। একটা জিপাকণা

সিঁড়িতে একটা পা দিলো। আরো একটা ওটাকে অনুসরণ করলো। কিন্তু কয়েক ধাপ পরেই ওরা থেমে গেলো। চত্বরের মধ্যে থাকা জিপাকণাগুলোও থেমে গেলো। সবকটির চোখ এখন বনের দিকে।

ড্যানিয়েলি হকারের কাছে এসে বললো, 'ওরা উঠছে না কেন?'

জানোয়ারগুলো তখনো ওখানেই স্থির। সতর্কভাবে বনের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার পিছনে লেজ সাপের মত ফণা তুলে আছে, মাথাটাও অদ্ভুতভাবে পিছন ফিরে আছে। হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করলো। কিছু একটা শুনেছে ও। একটু পরে বাকিরাও শুনতে পেলো। ঝড়ের ভেতর শোনা যায় না বললেই চলে। বনের দিক থেকে একটা গুঞ্জন ক্রমাগত সামনে এগিয়ে আসছে। এক সেকেন্ড পরেই বনের ধার থেকে চোলোকোয়ানরা ছুটে বের হলো। প্রচণ্ড আক্রোশে চিৎকার করছে। চত্বরের চারপাশ থেকেই ওরা আক্রমণ করলো। হাতে বর্শা আর কুড়াল। মাথার উপর ধরে আছে। ঝাঁক বেঁধে ওরা চত্বরের বাকি জিপাকণাগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ওগুলো লুটিয়ে পড়লো। তারপরও আঘাত করতেই থাকলো। ঠিক যেন একটা মিষ্টিকে ঘিরে আছে একদল পিঁপড়া।

এদিকে সিঁড়ির গোড়ার জানোয়ার দুটো মাথা ঘুরিয়ে আবার ওঠা শুরু করলো। এদের মধ্যে একটা ছিলো আহত। ফলে জোর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারলো না। অর্ধেক উঠতেই চোলোকোয়ানরা ওটাকে ধরে ফেললো। কিন্তু অন্যটা ঠিকই উঠে গেলো। লক্ষ্য একটাই। যে করেই হোক মন্দিরের ভেতরের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাতে হবে। ছাদে পৌছাতেই হকার ওটার মাথা বরাবর ওর পিস্তলের শেষ তিনটা গুলি খরচ করলো। অন্য হাতে দণ্ডটা ধরা। গুলির আঘাতে প্রাণীটা বামে লাফিয়ে সরে গেলো। হকার দণ্ডটা দিয়ে ওটাকে আঘাত করলো। কিন্তু ওটার গায়ে দণ্ডটার বাড়ি পড়তেই খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ওটা মাথা বাঁকিয়ে হকারকে দিলো গুঁতো। হকার উড়ে গিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পড়লো, তারপর নিচে গড়িয়ে গেলো।

এদিকে বাকিরা মন্দিরের মুখের সামনে থাকায় এক প্রকার ফাঁদেই পড়ে গেলো বলা যায়। ড্যানিয়েলি ওর রাইফেলটা দিয়ে প্রাণীটার মাথায় বাড়ি দিলো। বাড়িটা যুতমতোই লাগলো বলা যায়। কারণ কিছুক্ষণ প্রাণীটা আর সামনে এগুলো না। ততক্ষণে এক চোলোকোয়ান যোদ্ধা কুড়াল হাতে ওটার পিঠে উঠে বসেছে। জিপাকণাটা ঝাঁকি দিয়ে লোকটাকে ফেলে দিলো তারপর কামড়ে ধরে ছাদের এক পাশে ছুঁড়ে ফেললো। কিন্তু আর কিছু করার আগেই বাকি আদিবাসীরাও পৌছে গেলো সেখানে। একজন কুড়াল হাতে ওটার পায়ের দিকে দৌড়ে গেলো। জানোয়ারটা তাকে এক পাড়া দিয়ে শুইয়ে

দিলো। আরেকজন চোখ লক্ষ্য করে আঘাত করলো। কিন্তু জানোয়ারটা মাথা সরিয়ে নিলো আর লেজ দিয়ে বাড়ি দিয়ে লোকটার ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তৃতীয় আরেকজন এই ফাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে কুড়াল চালালো। প্রাণীটার খোলস আর লোকটার কুড়াল দুটাই ফেটে গেলো।

জানোয়ারটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার ঘাড় কামড়ে ধরলো। তারপর মন্দিরের কিনারের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। জিপাকণাটা পুরোপুরি মুক্ত এখন। আবার মন্দিরের মুখে এগুতে গেলো কিন্তু সাথে সাথে আরেকদল চোলোকোয়ান যোদ্ধা উপরে উঠে ওটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন আদিবাসী একপাশ থেকে একটা বর্শা জিপাকণাটার গায়ে গেঁথে দিলো। কাঁধ আর বুকের হাড্ডির ঠিক মাঝখানে। রক্ত বেরিয়ে এলো দরদর করে। ব্যথা পেয়ে জানোয়ারটা আরো উন্মত্ত হয়ে গেলো। বৃষ্টিতে যেটুকু শক্তি ক্ষয় হয়েছিলো মনে হলো তার পুরোটাই আবার ফিরে পেয়েছে। এক থাবায় ওটা সামনের লোকটার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত দুভাগ করে দিলো। দ্বিতীয় আরেকজনকে কামড়ে ধরলো, একই সাথে তৃতীয় আরেকজনের বুকে থাবা বসিয়ে দিলো। আর লেজ একটা উড়ন্ত ব্লেডের মতো ঘুরতে ঘুরতে আরেকজনকে চিরে ফেললো। লোকটা নিজের পেট চেপে ধরে বসে পড়লো, প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজের নাড়িভুড়িকে পেটের ভেতর ঠেলে রাখতে। প্রবল উত্তেজনায় জন্তুটা সব ভয় ডর ভুলে গেছে। ভয়ানক রকম গর্জন করতে লাগলো। তবে চোলোকোয়ানরাও কম যায় না। মার খেয়েও পিছু হটলো না, বরং আরো জোরে আক্রমণ করতে লাগলো।

এবারের আক্রমণকারী দলে পুটকও আছে। আপাদমস্তক রক্তে ভরা। কিভাবে জন্তুটার নখ বা লেজের হাত থেকে বেঁচেছে কে জানে। জন্তুটা ওর দিকে ঘুরতেই এক সেকেন্ডের জন্য ওটার গলা আর দেহের মধ্যকার সন্ধির ফাঁকটা উন্মুক্ত হলো। সেই সুযোগে ও সজোরে ওর বর্শাটা সেদিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো। উষ্ণ, কালো রক্তে আবারো ওর সারা শরীর ভরে গেলো। আঘাত পেয়ে জিপাকণার মাথা উপর দিকে উঠে গেলো। আর ওটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এক বীভৎস আর অমানবিক সুরে চিৎকার করে উঠলো। আঘাতটা সামলে ওটা পুটককে হামলা করলো। পুটক সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু কাঁধ থেকে কোমর বরাবর একটা গভীর কাটাদাগ নিয়ে উল্টে পড়ে গেলো। তবে মরার আগে আসল কাজটা ও ঠিকই করে গেছে।

প্রাণীটা পাগলের মতো পুটকের গাঁথা বর্শাটা খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাতলটা ভেঙ্গে টুকরো করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না। আরো কিছুক্ষণ লড়াই করে যখন বুঝলো যে এদের সাথে পারবে না, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে আবার মন্দিরের ভেতরে ঢোকার গর্তটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

টেনেহিঁচড়ে সামনে এগুতে লাগলো ওটা, লড়াইয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু চোলোকোয়ানদের বেশিরভাগই তখন মন্দিরের ছাদে। ওরা দৌড়ে ওটাকে আঘাত করে করে ফেলে দিলো। তারপর ওটাকে মাটির সাথে চেপে ধরলো। জানোয়ারটা শেষবারের মতো আবারো সর্বশক্তি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বজ্র স্বরে ডেকে উঠলো, যেন ওটার প্রচণ্ড গর্জনে সবাই ওটাকে ছেড়ে পালাবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। আবারো ওটার গলা দিয়ে কেউ আরেকটা বর্শা ঢুকিয়ে দিলো। জিপাকণাটার শরীর বাঁকা হয়ে গেলো। তারপর স্বশব্দে ওটার মাথা মন্দিরের পাথরে আছড়ে পড়লো। আর কয়েকমিনিট ধরে চোলোকোয়ানরা ওটাকে খুঁচিয়ে গেলো। কিন্তু ওটার আর নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তারপর ওরা জন্তুটার কাছ থেকে সরে নিজেদের দিকে নজর দিলো। প্রায় সবার শরীরেই কাটা দাগ। বৃষ্টির পানিতে সেগুলো ধুতে লাগলো।

NRI-এর অভিযাত্রী দল এতক্ষণ একচুলও নড়েনি। চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে শুধু দেখেছে। কি করবে বা করা উচিত তা ওরা জানে না। ড্যানিয়েলি গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোথাও আর কোনো জানোয়ার দেখা গেলো না। চত্বরে শুধু আদিবাসী লোকজন আর ঝড়ো বাতাসসহ বৃষ্টি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সব থেমেছে।

কিছুটা স্বাভাবিক বোধ ফিরতেই সে ম্যাককার্টার আর ডেভারসকে বললো চোলোকোয়ানদের সাথে কথা বলতে আর নিজে দৌড়ে গেলো সিঁড়ির দিকে– হকারের খোঁজে। সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতেই হকারকে দেখা গেলো। বহু কষ্টে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাদের লাশগুলোর দিকে একবার তাকালো। তারপর ড্যানিয়েলির দিকে একবার তাকালো। ওরা সবাই ঠিক আছে বুঝতে পেরে ঘুরে সবার উপরের সিঁড়িতে বসে পড়লো। দৃষ্টি সামনের বৃষ্টি বিধৌত চত্বরের দিকে। ড্যানিয়েলি এগিয়ে গিয়ে হকারের পাশে বসলো, সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকালো। ঝড়ের আওয়াজ আরো বেড়েছে।

ড্যানিয়েলি চিৎকার করে বললো, 'আপনি ঠিক আছেন?'

হকার ওর দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো। বোঝা যাচ্ছে যে কথা বলতে ভালো লাগছে না। আবার বিদ্যুতের আলোয় ড্যানিয়েলি চত্বরটা ভালো করে দেখলো। তারপর মুখ থেকে ভেজা চুলগুলো টেনে সরালো। বৃষ্টি পড়া কমেনি মোটেও তবে বাতাস এখন ওদের উল্টোদিকে বইছে।

'বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, সব শেষ! বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমরা এখনো বেঁচে আছি!'

হকার আবারো কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালো। ড্যানিয়েলি আকাশের দিকে তাকালো। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চোখ কুঁচকে আছে। তারপর হঠাৎ হো হো করে

হেসে উঠলো। ওর খুব আনন্দ হচ্ছে। 'বেঁচে থাকা খুবই আনন্দের ব্যাপার।'

হকার ওর দিকে ফিরে হাসলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও নিজেও সন্তুষ্ট। 'আফ্রিকায় একটা প্রবাদ আছে : বৃষ্টিই জীবন।'

হকার চারিপাশে একবার দেখলো তারপর আবার ড্যানিয়েলির চোখের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর আবার বিড়বিড় করে উঠলো, 'বৃষ্টিই জীবন।'

আবার বজ্রপাত হতেই হকার চোখ বন্ধ করে ছাদের ভেজা পাথরে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়লো।

ড্যানিয়েলিও হাসলো, তারপর ঝুঁকে হকারের মুখের পানি মুছিয়ে দিলো। তারপর কোনো কথা না বলে হকারের পাশে শুয়ে পড়লো। দুজনেই এখনো জীবন্ত, বৃষ্টির পবিত্র পানি ওদেরকে নতুন জীবন দান করেছে।

অধ্যায় : ৫১

পুরো ব্রাজিলের আবহাওয়াই পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'এল নিনো' আর উচ্চচাপ, যার কারণে আমাজন জুড়ে গরম বাতাস বইছিলো, দুটোই শেষ। এখন সেখানে বইছে উত্তরের ঝিরঝিরে বাতাস। সাথে ওটা ক্যারিবিয়ান থেকে নিয়ে এসেছে বিপুল পরিমাণ জলীয়বাষ্প। ফলে ব্রাজিল আর এর উপকূল জুড়ে এখন টানা মেঘ আর বৃষ্টি। মন্দিরের ওখানে কোনো বিরতি ছাড়াই টানা নয় দিন বৃষ্টি পড়ার রেকর্ড আছে। এবার কয়দিন পড়বে কে জানে।

বৃষ্টি সত্ত্বেও চোলোকোয়ানরা বসে নেই। যুদ্ধ পরবর্তী কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে ওরা ওদের নিজেদের মৃতদের লাশ একে একে জড়ো করলো। সবশেষে পেলো পিক ভেরহোভেনের লাশ। সেটাকেও কোনো কথা না বলে অন্যদের পাশেই এনে রাখলো। তারপর ওগুলোর উপর কাঠ বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। সাথে চললো প্রার্থনা আর শোক সঙ্গীত। আগুনের ধোঁয়ায় চড়ে সব সাহসী আত্মারা পাড়ি জমালো স্বর্গে।

NRI-এর দলটা অবশ্য ওখানে যায়নি। ওরা চত্বরেই থেকে গিয়েছে। সাথে আছে কিছু চোলোকোয়ান যোদ্ধা। একটা ভাঙ্গাচোরা তাঁবুর নিচে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। আর বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। দ্বিতীয়দিন চোলোকোয়ানরা ওদের খাবার এনে দিলো। এমনিতেই তখন শিকারের অভাব, তার মাঝেও এমন আচরণে সবাই খুব আপ্লুত হলো। হকার একটুকরো মাছ মুখে দিয়ে ড্যানিয়েলিকে বললো, 'মন্দিরের ছাদটার জন্য আরেকটা পাথর কাটতে কতদিন লাগবে বলে আপনার মনে হয়?'

জবাব দিলেন ম্যাককার্টার। 'ওরা তো বলেছে বেশিদিন লাগবে না। তবে আমিতো ওদের গ্রামে কোনো পাথর-টাথর দেখিনি। সত্যি কথা বলতে, আমার সন্দেহ আছে যে ওরা আসলেই এসব পারবে কিনা। 'আমিও সেটাই ভাবছিলাম।' প্লেটটা রাখতে রাখতে বললো হকার।

তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির ভেতরেই মন্দিরের দিকে হেঁটে গেলো। ম্যাককার্টার আর ড্যানিয়েলিও গেল পিছুপিছু। মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে ওটার ভেতরে নেমে গেলো ওরা।

হকার সাবধানে ওখানকার বিস্ফোরকগুলো খুলে সরিয়ে ফেললো। তারপর বিশাল একটা হাতুড়ি দিয়ে কূপের প্রাচীরটা ভাঙ্গা শুরু করলো। আশেপাশে ধূলোর ঝড় উঠলো। আগুনের ফুলকি আর পাথরের চলটায় ভরে গেলো চারিপাশ। আরও কয়েক বাড়িতে একপাশের খানিকটা ভেঙ্গে ভেতরের পানিতে আছড়ে পড়লো।

শব্দ শুনে কয়েকজন চোলোকোয়ান মন্দিরের ভেতর নেমে এলো। হকারের কাণ্ড দেখে প্রথম প্রথম অবাক হলেও একটু পরেই বুঝে ফেললো ওর এহেন কর্মের কারণ। ওরাও ওকে সাহায্য করতে লেগে গেলো। প্রথমে কূপের বাকি দেয়ালটা ধসিয়ে পানিতে ফেলা হলো। তারপর ওদের নজর গেলো ছাদের গর্তে আটকানো থাকতো যে পাথরটা, সেটার ভগ্নাংশের দিকে। সবাই মিলে ওটাকে ঠেলে কূপের কাছে এনে ফেলে দিলো। পাথরটার বাকি টুকরাগুলোরও একই কায়দায় জায়গা হলো কূপের ভেতর।

কূপ ভাঙ্গাচোরা শেষ করে হকার নজর দিলো বেদিটার দিকে। আর আদিবাসীরা মন্দিরের ছাদে উঠে বাকিদেরকেও ডেকে আনলো। তারপর সবাই মিলে কূপ ভরাট করার কাজে লেগে গেলো। সবাই ঝুড়ি ভরে ভরে পাথর, কাঠ এমনকি নুড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে লাগলো। সব ঢালা হলো কূপের ভেতর।

হাঁপিয়ে গিয়ে হকার হাতুড়িটা ম্যাককার্টারের হাতে ধরিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর উনি দিলেন ড্যানিয়েলিকে। পালা করে করে ওরা পুরো বেদিটা ভেঙ্গে ফেললো। ত্রিশ মিনিট পর দেখা গেলো, মায়ান বেদিটা আর জায়গামত নেই। গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে। আর পাশের কূপটা পানির বদলে পাথরে উপচে পড়ছে। চোলোকোয়ানরা তখনো পাথর জমা করেই যাচ্ছে। পাথরের মোট ওজন হবে কমপক্ষে দশ টন বা আরো বেশি। নিচে যদি কোনো জিপাকণা থেকে থাকে, তাহলে এই ওজন ঠেলে বের হওয়া হবে অসম্ভব ব্যাপার।

চোলোকোয়ানরা আরো পাথর আনতে গেলে ড্যানিয়েলি হাতুড়ি নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিতে বসে পড়লো। হাতুড়িটার ওজন কম না। রুমের চারিপাশটায় চোখ বুলিয়ে ও আবার বেদিটার দিকে তাকালো। হঠাৎ একবিন্দু আলো ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'এটা আবার কি?' ধ্বংসস্তূপের মাঝের নরম আলোটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো ড্যানিয়েলি। হকার আর ম্যাককার্টারও সেদিকে তাকাতে ড্যানিয়েলি ওর হাতুড়িটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো। ভাঙ্গা পাথর আর ধুলোর মধ্যে ঝুঁকে ও আলোটার আশেপাশের কিছু ময়লা পরিষ্কার করলো। তাতে উজ্জ্বলতা আরো বাড়লো। তারপর হাত বাড়িয়ে একটা জ্বলজ্বলে জিনিস ধুলোর ভেতর থেকে তুলে আনলো। একটা তিনকোণা

পাথর। একটা বড় ডিকশনারির সমান বড় হবে। ড্যানিয়েলি হাত বুলিয়ে এটার গায়ের ধুলোময়লা পরিষ্কার করে দিলো। এটার কোণাগুলো মসৃণ আর কিনারের দিকটা ঢালু। এক ধরনের স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে জিনিসটা বানানো। ধরে মনে হচ্ছে জিনিসটা কোনো ধরনের ভারি প্লাস্টিক জাতীয় কিছু।

'কেমন গরম।' সাবধানে হাত বুলাতে বুলাতে বললো ড্যানিয়েলি।

'জিনিসটা কী?' হকার জিজ্ঞেস করলো।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'জানি না। তবে হয়তো এটা...'

ড্যানিয়েলি জানতো যে মার্টিনের স্ফটিকগুলো আর ঐ ছোট পাথরগুলো সবকটিই বেদির উপরেই রাখতে হয়। তবে তাতে কাজ না হওয়ায় ওর মনে খচখচানি ছিলোই যে এটাই সেই জিনিস কিনা যা ও খুঁজছে।

তারপর সুসানকে উদ্ধার করার সময়ও যখন আর কিছু খুঁজে পেলো না তখন ও জোর করে মেনে নিলো যে আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কফম্যান যখন ওকে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের কথা বললেন তখন আবার ওর মনে সন্দেহ ফিরে এলো। কারণ তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ তো কিছু একটা থেকে বের হতে হবে।

'তুলান জুয়ুয়ার কাহিনি মনে আছে? ঐ যে যখন সবাই তুলান জুয়ুয়া ছেড়ে চলে যায় তখন সব গোত্রের দেবতাদের ডাকার জন্য একটা বিশেষ পাথর দেয়া হয়।' ম্যাককার্টার বললেন।

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পাথরটার দিকে মনোযোগ দিলো। হঠাৎ বেদি ঘরটার দরজায় কেউ একজন এসে দাঁড়ালো। ড্যানিয়েলি ঘুরে দেখে বড় মুরুব্বি, আরেকজন আদিবাসী তাকে ধরে আছে। তাকে আগের মতই হাড্ডিসার দেখাচ্ছে, তবে আজ চোখজোড়া আরো উজ্জ্বল। উনি সোজা ড্যানিয়েলির দিকে এগিয়ে এসে পাথরটার দিকে তাকালেন। বোঝা যাচ্ছে যে মোটেও অবাক হননি।

'গারোন জিপাকণা।' উনি বললেন।

ডেভারস না থাকায় উনার কথা ওরা কিছুই বুঝলো না।

উনি আবার বললেন, 'গারোন জিপাকণা।' নিজের বুকের উপর চাপড় দিলেন এবার।

ম্যাককার্টার বললেন, 'আমার মনে হয় উনি বলছেন এটা জিপাকণার হৃদপিণ্ড।'

ড্যানিয়েলি পাথরটা বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিলো। কিন্তু উনি নিলেন না। আস্তে আবার ড্যানিয়েলির দিকেই ঠেলে দিলেন। তারপর কূপটার দিকে তাকালেন। পাথরে ভরা। সন্তুষ্ট হয়ে ম্যাককার্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর উনার সামনে নিজের হাতটা মেলে ধরলেন। সেখানে একটা ছোট

জিনিস। ম্যাককার্টার ভালো করে জিনিসটা খেয়াল করলেন। একটা কম্পাস। দেখে মনে হচ্ছে কমপক্ষে একশো বছরের পুরানো। নিশ্চিত ব্ল্যাকজ্যাক মার্টিনের জিনিস।

ম্যাককার্টার শ্রদ্ধাভরে সেটা গ্রহণ করলেন।

'ফিরে যাওয়ার সময় লাগবে।' বৃদ্ধ বললেন। আগেরবারের কথোপকথন থেকে যে কয়টা শব্দ মনে আছে, তাতে ম্যাককার্টারের কাছে সেরকমই লাগলো।

তারপর তিনি হকারের দিকে গিয়ে ওকে একটা কালো রঙের কাচের মতো পদার্থে নির্মিত বর্শার মাথা উপহার দিলেন। তারপর হকারের নতুন ক্ষতগুলো স্পর্শ করে আগেরবারের মতই বললেন, 'যোদ্ধা।' অবশ্যই চোলোকোয়ান ভাষায়।

হকার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখালো। তারপর বৃদ্ধ আবার ড্যানিয়েলির দিকে ফিরলেন। তারপর আবারো উনার দু'হাত একজন ইয়োগা প্রশিক্ষকের মতো ঠোঁটের কাছে তুললেন। ড্যানিয়েলির চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'উয়ালন।'

ম্যাককার্টারের এই শব্দটাও মনে পড়লো। উনি ড্যানিয়েলিকে বললেন, 'উনি তোমাকে মুরুব্বি বলে সম্বোধন করছেন। তবে এটার মানে বুড়ো না, এটার মানে হলো প্রধান।'

এমন সম্বোধনে ও খুবই অবাক হলো। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধের মতই হাত জড়ো করে হেসে একই শব্দ বললো। বৃদ্ধও হাসলেন। তারপর তার সহকারীর কাঁধে ভর দিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন।

পরের দিন বেশ কিছু চোলোকোয়ান যোদ্ধার প্রহরায় NRI-এর দলটা চত্বর ত্যাগ করলো। বৃষ্টি তখনো পড়ছে–আর কখনো থামবে বলে মনে হচ্ছে না। শুকনো সময়ে যেটা ছিলো মাত্র চারদিনের পথ, কাদাপানি মাড়িয়ে সেটা পার হতে লাগলো দুই সপ্তাহ। এমনকি ওরা যখন খুলির দেয়ালের পাশের নদীর ধারে পৌঁছালো, আকাশ তখনো কালো হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়েই যাচ্ছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ড্যানিয়েলি বেশ কিছু নতুন জিনিস খেয়াল করলো। আগেরবার চোখে পড়েনি। ঝোপঝাড়ের উপর তরল রূপার দানার মতো সূক্ষ্মপানির কণা জমে আছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেগুনি রঙের অর্কিড আর একটা দারুণ সুন্দর উজ্জ্বল হলুদ রঙ্গা ফুল। বৃষ্টি শুরু হতেই হঠাৎ ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেলো। একমাস হলো জঙ্গলে আছে। অথচ আজকের আগ পর্যন্ত এসবের কিছুই আগে চোখে পড়েনি ওর। মনে মনে আশা করলো আবার যেন ওরা শ্রমিক পিঁপড়ার একটা লাইন খুঁজে পায়। ম্যাককার্টারের লেকচার শুনতে এবার আর ওর আপত্তি নেই।

খুলির দেয়ালের এখান থেকে ওরা দক্ষিণে ঘুরে গেলো, তারপর নেগ্রোর দিকে হেঁটে এগুলো। পাঁচদিন পর একটা ট্রলারের দেখা মিললো। একটা ডিজেল চালিত ট্রলার। মেহগনি কাঠ দিয়ে ভরা। নদীর পানিতেও আরেকগাদা কাঠ। ট্রলারের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা। ঘাট না থাকায় হাতে পায়ে ভর দিয়ে বহু কষ্টে হাঁচড়েপাঁচড়ে ওরা ট্রলারটায় উঠলো। ড্যানিয়েলি বিদায় নেয়ার জন্য পিছনে তাকাতেই দেখে আদিবাসীরা সব চলে গেছে।

ট্রলারটায় চড়ে NRI-র দলটা তাদের নতুন মেজবানকে ধন্যবাদ দিলো। তবে ওদের করুণ দশা কিভাবে হলো, সে প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেলো। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো অভিযাত্রী দল বসে বসে নিজেদের অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরই খুঁজছে।

ম্যাককার্টার বসে বসে ফেলে আসা মন্দিরটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অনেকখানিই জেনেছেন, তারপরও মন্দিরটার আসল রহস্য এখনো লুকানোই থেকে গেলো। বিশেষ করে যে রহস্যটা পুরোপুরি অনুমান নির্ভর। প্রমাণ করা যাবে তবে বড়সড় ফাঁক রয়ে যাবে তাতে। অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারই এমন। তারপরও নিজেদের মধ্যে আলোচনায় উনি মন্দিরটা সম্পর্কে একটা ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরলেন। ড্যানিয়েলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি মন্দিরটা বা লাশটা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করতে আমার আসলেই অনেক কষ্ট হয়েছে। কিন্তু আপনার মতোই, আমিও এটাকে আর কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারছি না। বিশেষ করে যেসব জিনিস দেখলাম আর উদ্ধার করলাম, তারপর তো না-ই।' উনি ড্যানিয়েলির পাওয়া সর্বশেষ পাথরটার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'আপনার কথা ঠিক হলে যে বিকৃত লাশটা আমরা দেখেছি, সেটা সম্ভবত কোনো দলের একজন সদস্যের। একদল লোক, সম্ভবত যারা সময় পরিভ্রমণ পরীক্ষার অংশ হিসেবে এখানে এসেছিলো। যখন ওরা এখানে আসলো তখন দেখতে পেলো সম্পূর্ণ এক অচেনা পৃথিবী। পরিবেশ তাদের প্রতিকূলে। সূর্য এবং চাঁদের আলো তাদের সহ্য হয় না। আর কোনো উপায় না থাকায় ওরা স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়ে একটা গুহার উপর একটা ঢাকনা বানিয়ে নিলো। আদিবাসীদের পাথর টানার জন্য দড়ির ব্যবহার শেখালো। আর নিজেদেরকে দাবি করলো উপ-দেবতা হিসেবে। যা এই প্রাচীন লোকগুলোর বিশ্বাসের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। *পপুল ভাহ্*-তেই এই জিনিসটা দেখানো হয় সপ্ত ম্যাকাও এর আত্মপ্রকাশ এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা হিসেবে।'

সুসান পাশ থেকে বললো, 'আমি ভাবছিলাম সেসব বীরের কথা যারা জিপাকণাকে হারিয়ে দিয়েছিলো। বলা হয়ে থাকে যে ওরা ওকে ফাঁদে ফেলেছিলো। কিন্তু কখনোই বলা হয়নি যে জিপাকণা মরে গিয়েছে। বলা

হয়েছিলো যে পাথরের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়েছে। আমার মনে হয় এটা আসলে এক ধরনের সতর্কবার্তা ছিলো। এসব কাহিনি যারা বলেছে তারা সম্ভবত জানতো যে মন্দিরটা খোলা হলে জিপাকণা আবার দেয়াল বেয়ে উঠে আসতে পারবে।'

'হুম। সতর্কবার্তাটা চোখের সামনেই ঝুলছিলো। ঠিক পানিতে পাওয়া সেই লাশটার মতো।' পানির দিকে চেয়ে ড্যানিয়েলি বললো।

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'চোলোকোয়ানরা সম্ভবত লাশটা পানিতে ভাসিয়েছিলো নূরী উপজাতিদেরকে সতর্ক করতেই, সেই সাথে পানিতে থাকলে জিপাকণার লার্ভাগুলোও মরে যাবে তাই উদ্দেশ্যও ছিলো। সত্যি কথা হলো, এই জায়গাটা অনেককটি মায়ান লোক-কাহিনির উৎস। প্রেতলোকের দৈত্য দানো, জিবালবা, কাঠমানব, সপ্ত ম্যাকাও ও জিপাকণা। পশ্চিমা বিশ্বে আমরা সবকিছু সরলরেখায় চিন্তা করি। এক প্রশ্নের জবাব সবসময় একটাই হয়। কিন্তু প্রাচীন অনেক সংস্কৃতিতেই সবকিছু শুধু সাদা আর কালো ছিলো না। মুখে মুখে ছড়ানোর কারণে প্রতিটা গল্পে নিয়মিত পরিবর্তন হতো। একদল থেকে অন্য দলে ছড়ানোর সময় হয়তো একজন আরেকজনের কাহিনি মিশিয়ে ফেলতো বা অন্যের কাহিনি নিজের মতো করে চালিয়ে দিতো। তবে সবকটি সত্যের গোড়াটা কিন্তু এক জায়গাতেই।'

ড্যানিয়েলি ম্যাককার্টারের কথাগুলো ভেবে দেখলো, 'আমি বুঝতে পারছি। আমি এখানে এসেছিলাম স্ফটিকগুলোর উৎস খুঁজতে। ভেবেছিলাম সেগুলো বোধহয় কোনো প্রকার যন্ত্রের অংশ। ভবিষ্যতের কোনো সৃষ্টি। আমাদের কাছে এগুলো ছিলো একটা মেশিনের কিছু অংশ, আমাদের লক্ষ্য ছিলো পুরো যন্ত্রটা উদ্ধার করা। কিন্তু চোলোকোয়ানদের কাছে এটা অতি পবিত্র জিনিস, যা কিনা বৃষ্টি আনতে পারে। আদি আর আসল কালো বৃষ্টির মতোই। আর ওরা যে ভুল সে কথাই বা কে বলবে? আমরা স্ফটিকগুলো ফেরত দিতেই বৃষ্টি নামলো। সত্যের দুটো রূপ। কিন্তু যে যে বলছে তাদের দুজনের দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু দুটোই সঠিক।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। তারপর হকারের দিকে ফিরলেন। চত্বর ছাড়ার পর থেকেই হকার কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। কেমন আনমনা। এতো কি ভাবছে, তা ম্যাককার্টার ভেবে পান না। এই এখন যেমন ওরা সবাই মিলে ভাবছেন অভিযানের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি আর হকারকে মনে হচ্ছে ও যেন এখানেই নেই। ওর মনটা সুদূর কোথাও পড়ে আছে।

'আপনার কী মত?' ম্যাককার্টার ওকে জিজ্ঞেস করলেন।

হকার হাসলো। যেন লুকিয়ে কিছু করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

'আমি ভেবে দেখলাম আমি জীবনে ভ্রমণ করেছি খুবই কম। একবার একটা ট্রাকে করে সাতদিন ধরে একটা মরুভূমি পাড়ি দিয়েছিলাম। ক্রমাগত

ঝড়ের কারণে একবার একটা জাহাজে আটকে ছিলাম দুমাস। তবে গুরুত্বপূর্ণ না হলে ঐ দুটো ভ্রমণেও আমি যেতাম না। তবে এই সময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের ব্যাপারটা আমাকে খুবই ভাবাচ্ছে। ব্যাপারটা কত ভয়ানক, ভাবুন তো! এই জিনিস চেষ্টা করারই বা দরকার কি? আর যাবোই যদি, তাহলে এত প্রাচীন একটা জনপদে কেন? এতে তো দেখা যাচ্ছে এদের কোনো লাভ-ই হয়নি।'

সুসান জবাব দিলো, 'হয়তো পদ্ধতিটা পুরোপুরি উন্নত হয়নি। হয়তো অত পিছনে যেতে চায়নি কিন্তু চলে গেছে।'

ড্যানিয়েলিও একমত হলো, 'এটা সম্ভবত ছিলো একটা পরীক্ষা। ঠিক কলম্বাস যেমন ভারতের রাস্তা খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেন, সেরকম। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে আপনি এমন সব জায়গায় উপস্থিত হন, যেখানে আপনার জীবনেও যাওয়ার কথা না।'

হকার দূরে তাকিয়ে বললো, 'হয়তো। তবে আমার মন বলছে ব্যাপারটা এরকম না।'

ম্যাককার্টার কথাটায় নীরবে সম্মতি দিলেন। যদিও অন্য রকম ব্যাপারটা ঠিক কি তা তিনি ভেবে বের করতে পারছেন না। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে যা-যা জেনেছেন বা পেয়েছেন তা-ই যথেষ্ট। ব্যাপারটা এমন যে উনারা এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন যা একদিকে মায়ান সভ্যতার উৎস। এমন একটা সভ্যতা যা পুরো মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আর পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় প্রাক-শিল্প আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ছিলো এটাই। ভেঙ্গে পড়ার আগ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে এ সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছিলো। সারা দুনিয়ায় হয়তো এখন হাতে গোণা কয়েকজনই আছে এ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এইসব শুরু হয়েছিলো এদের প্রাচীনতম সদস্যদের দিয়ে। যারা এখনো টিকে আছে : আমাজনের চোলোকোয়ান উপজাতি।

ধীরে ধীরে নেগ্রোর কালো পানি কেটে ওদের যাত্রা চলতে লাগলো। অচিরেই ওরা পৌঁছে যাবে মানাউস।

ধীরে ধীরে নদীর ধারে গাছের সংখ্যা কমতে লাগলো। আরেকটু পরেই দূর দিগন্তরেখায় বিশাল বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়লো। ধোঁয়াগুলো সব নদীর তীরের ক্ষেতগুলো থেকে বেরুচ্ছে। শেষমেষ বৃষ্টি আসায় সবাই আগাছা পরিষ্কার করে ফসল বোনার জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করছে। আগাছা কাটা আর পোড়ানো প্রতি মৌসুমের প্রধান কাজ। এসব দেখে ম্যাককার্টারের মাথায় আরেকটা চিন্তা ভর করলো।

'আমরা ভেবেছিলাম বৃষ্টিতে জিপাকণারা সব ঐ লার্ভাটার মতই মরে যায়। কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম যে বাতাসের দূষণ কি পরিমাণ বেড়েছে। বাতাস ভরা সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। এখন বৃষ্টি

মানেই এসিড বৃষ্টি। একেবারে খুব বেশি না হলেও তিন হাজার বছর আগের বৃষ্টির চেয়ে অনেক গুণ বেশি।'

হকার বললো, 'তার মানে এজন্যই জিপাকণাগুলো মরতে এত সময় নিচ্ছিলো।'

ম্যাককার্টার মাথা ঝাঁকিয়ে আবার দূরের ধোঁয়ার দিকে নজর দিলেন। 'এই ধোঁয়ায় দূষণ খুব বেশি হয় না। কিন্তু পুরো আমেরিকা, এশিয়া বা ইউরোপে যেসব কয়লাচালিত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র আছে তা প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন টন সালফার বাতাসে ছেড়ে দেয়।' উনি ড্যানিয়েলির দিকে তাকালেন। এখন উনি অনেকটাই ড্যানিয়েলির এখানে আসার কারণটা ধরতে পারছেন। 'আমরা ভাবছি, আমরা বোধহয় পৃথিবীটাকে সাজাচ্ছি আরো সুন্দর করে। কিন্তু সত্যি হলো সামনের পৃথিবীতে আমরা থাকবো না, থাকবে অন্য রকম কেউ।'

কয়েক ঘণ্টা পর ওরা মানাউসের প্রান্তে পৌঁছে গেলো। ওরা যে আবার এই জায়গা দেখতে পাবে, সেই বিশ্বাস-ই ছিলো না। যাত্রার শেষ অংশটুকুতে ড্যানিয়েলি ট্রলারর গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলো। ওরা প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছে। সেখানেই বা ওদের জন্য কি অপেক্ষা করছে কে জানে।

ঘাটে নামার আর এক ঘণ্টা বাকি। ট্রলারের মাঝি ওদের খুঁজে বের করলো, 'আপনারা আমেরিকান?' ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো।

'আচ্ছা। কেউ একজন আপনাদের খুঁজছে। আপনারা নাকি হারিয়ে গেছেন?'

ড্যানিয়েলি সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'আরেকজন আমেরিকান। ঘাটের এখানে আছেন। আমাদেরকে রেডিওতে খবর পাঠিয়েছিলেন। একটা হারানো দলকে খুঁজছেন। সাথে একজন কালো চুলের সুন্দরী মহিলা, নাম ড্যানিয়েলি। আপনিই তো সেই, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই। কিন্তু এই আমেরিকানটা কে আপনি চেনেন?'

মাঝি মাথা নাড়লো। 'আমাকে বললো, আপনার নাকি বন্ধু।' মাঝির চোখে মুখে আনন্দ। যেন সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। 'উনি বললো আপনাদেরকে নাকি সব জায়গায় খুঁজেছে। উজান থেকে যত ট্রলার আসে, সবকটি নাকি খুঁজে দেখেছে। এরকম একজন তো বন্ধু না হয়ে পারে না।'

মাঝি চলে যেতেই হকারকে দেখা গেলো, 'এ আবার কি চায়?'

ড্যানিয়েলি নিরুৎসাহী কণ্ঠে বললো, 'ঘাটে নাকি আমাদের কোনো বন্ধু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

হকারের ভ্রু কুঁচকে গেলো, 'আমিতো ভেবেছিলাম আমাদের বন্ধুবান্ধব সব অক্কা পেয়েছে। আর নেই।'

ড্যানিয়েলি মাথা ঝাঁকালো, 'আসলেই নেই।'

ঘন্টাখানেক পরে ওরা একটা কাঠের ঘাটে এসে পৌছালো। প্রচুর ভিড়। ড্যানিয়েলি আর হকারকে যেখানে গুলি করার চেষ্টা করা হয়েছিলো সেটার কাছেই জায়গাটা। কয়েকটা ছোট ট্রলারকে পাশ কাটানোর পর ট্রলারটা মোটামুটি ঘাটের কাছাকাছি যেতে পারলো। ড্যানিয়েলি দেখলো স্থানীয়দের ভিড়ে তিনজন বিদেশি লোক দাঁড়ানো। দুজনের চোখে কালো সানগ্লাস। সম্ভবত অস্ত্রও আছে। তৃতীয় জনের গায়ে একটা লিলেন শার্ট। হাতটা বুকের সাথে একটা স্প্রিং-এ ঝোলানো। ড্যানিয়েলি সাথে সাথে চিনতে পারলো তাকে। 'আরনল্ড!'

মুরও ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'আহ! তোমাকে দেখে চোখ জুড়ালো।'

ট্রলারটা ঘাট স্পর্শ করামাত্র ড্যানিয়েলি লাফিয়ে নামলো। তারপর সাবধানে মুরকে জড়িয়ে ধরলো, 'আপনি নাকি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আগেও বলেছি, বাস্তবতার কূটনৈতিক বিবরণ আর সত্য বিবরণ এ দুটো কখনো মিশিয়ে ফেলবে না।'

ড্যানিয়েলি হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছিলো?'

'পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। ২৪ স্তরের কেভলার (শক্তিশালী কাপড়) ও এটা থামাতে পারেনি।' তারপর মুর গিবসের বেঈমানি আর উনি কিভাবে বুলেটের হাত থেকে বাঁচলেন তা পুরো খুলে বললেন। বুলেটের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ার সময়ই ব্রিজের একদম নিচের পাটাতন ধরে ফেলেন। বুলেটপ্রুফ গেঞ্জি পরে থাকায় গুলিতে কিছু হয়নি তবে উনার মাফলার উড়ে যায়। তারপর পাশের খাম্বাটা ধরে ঝুলে থাকেন। ঠাণ্ডায় মরতে মরতে বেঁচেছেন। অবশ্য তখনো উনি গিবসকে সন্দেহ করেননি। তবে এটা জানতেন যে ব্লানডিনের খুনির সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। তাই কোনো ঝুঁকি নেননি।

ড্যানিয়েলিও অতি সংক্ষেপে অভিযানের বর্ণনা দিয়ে দিলো। ততক্ষণে বাকিরাও চলে এলো। প্রথমে পৌছালো সুসান ব্রিগস। হাতে জার্মান কুকুরদুটোর দড়ি। ওর পিছনেই ম্যাককার্টার ব্রাজোসকে ট্রলার থেকে নামতে সাহায্য করলেন। তারপর বের হলো হকার। সাথে টানতে টানতে নিয়ে আসছে অচেতন ডেভারসকে। যাতে পালাতে না পারে সেজন্য ড্যানিয়েলি নামার আগেই ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছে। সবার শেষে বেরুলো এরিক। মুরের সাথে দুজন ওকে ধরতে গেলো। কিন্তু হকার বাঁধা দিলো।

'একে ধরতে হবে না।'

মুর বললেন, 'ওকে আমাদের লাগবে। তথ্য আছে অনেক ওর কাছে।'

হকার ডেভারসকে দেখিয়ে বললো, 'এর কাছেই সব পাবেন।'

'ওর কাছে আমি যা চাইছি তা পাবো না।'

'তাহলে আপনাকে অনুমানের উপরেই কাজ চালাতে হবে।' হকার ওর দাবি ছাড়লো না। মুর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আর হকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হকারও চোখ নামালো না, রাস্তাও ছাড়লো না। বেরেট হাতে সেদিন রাতে এরিক যদি এতো দক্ষতা না দেখাতো, তাহলে আজ আর হকারের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা লাগতো না। শেষমেষ ড্যানিয়েলিও বললো, 'ওকে ছেড়ে দিন। ওকে ধরা ঠিক কাজ হবে না। আমাদের জন্য সে যথেষ্ট করেছে।'

মুরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। যদিও মুখে হাসি রেখেই বললেন, 'ঠিক আছে।'

ড্যানিয়েলির এই পরিবর্তনটাকে উনি অনুমোদন দিলেন। তারপর এরিকের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি মুক্ত। আজ তুমি খুব দামি একটা উপহার পেলে– তোমার জীবন; জিনিসটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো।'

এরিক কি করবে ভেবে পেলো না। একবার মুর, একবার ড্যানিয়েলি, একবার হকারের দিকে তাকাতে লাগলো। হকার বললো, 'এখান থেকে চলে যাও। যদি পারো তো বাড়ি ফিরে যেয়ো।'

ধীর পায়ে ও ঘাট থেকে নেমে গেলো। এটুকুতেই অসংখ্যবার পিছন ফিরে তাকালো। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো।

মুর হকারের দিকে ফিরে বললো, 'বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে মনে হলো, আমি যদ্দূর জানি আপনার সাথে একটা চুক্তি করা হয়েছিলো। আর যদিও আমাদের অভিযান ব্যর্থ, কিন্তু আপনি আপনার শর্ত শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। আমরা সেজন্য কৃতজ্ঞ। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আসলে আমাদের শর্তটা রাখতে পারছি না। আমাদের ডিরেক্টর অব অপারেশনস গা ঢাকা দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তহবিল তছরূপ, খুন, জালিয়াতি। সবকটির তদন্ত চলছে। মিস. লেইডলকে নিখোঁজ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। তিনিও অভিযুক্তদের একজন। আর আমি... আমি অফিসিয়ালি মারা গেছি।'

মুর হালকাভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'তবে যতো যাই হোক। আমরা আপনার কাছে ঋণী। আর যদি জেলে পচে মরতে না হয়, তবে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো আপনার জন্য কিছু করতে।'

হকারও এসব জানতো। ও ড্যানিয়েলির দিকে ফিরে বললো, 'আপনি তো এখানেই থেকে যেতে পারেন। আমার একটা পরিচিত নাইট ক্লাবের মালিক আছে যে আপনাকে সানন্দে চাকরি দেবে।'

ড্যানিয়েলি হাসলো। থেকে যেতে ওরও খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু মুখে বললো, 'পরের বার। তার আগে কিছু জিনিস আমাকে ঠিকঠাক করতে হবে।'

অধ্যায় : ৫২

আমাজন ছেড়ে আসার পর তিনমাস হয়ে গেছে। প্রফেসর মাইকেল ম্যাককার্টার হ্যারি হপকিন্স ফেডারেল বিল্ডিং-এর আলোকিত উষ্ণ করিডোরে অপেক্ষা করছেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। চেরী রঙের কাঠ দিয়ে ঢাকা দেয়াল, চকচকে পিতলের তৈরি দরজার হাতল, সিঁড়ির রেলিং । ১৯২০ সালের দিকে এরকম আকর্ষণীয় আর স্টাইলিশ জিনিস দেখা যেত। মাত্রই ম্যাককার্টার সিনেট কমিটির হঠাৎ আহুত এক সভায় কিছু বিবৃতি প্রদান করেছেন। ওখানকার দমবন্ধ পরিবেশের পর এই জায়গাটা তাই তাকে পরম শান্তি দিচ্ছে।

গত চার ঘণ্টা ধরে সভার সদস্যরা তাকে বিনীত গলায় কিন্তু সরাসরি বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এমনভাবে যে শুরুতে তার নিজেকে বেশ স্বাগতই লাগছিলো। ভেবেছিলেন পরে হয়তো চেপে ধরবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন তাকে সেরকম কোনো কিছুই করা হলো না। শেষের দিকে উনি বুঝতে পারলেন ওরা আসলে ইচ্ছে করেই এরকম করছে। কি ঘটেছে পুরোপুরি জানাজানি হোক, এরা এটা চায় না।

শুনানির শেষে ম্যাককার্টার গুপ্তচর প্রতিরোধ আইন ১৯৪৯-এর অধীনে সবকিছু গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর সবাই তাকে ধন্যবাদ দিলো আর শুনানী শেষ হলো। তারপর থেকেই উনি এখানে বসে পত্রিকা পড়ছেন আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন আরেকজনের সাক্ষ্য প্রদান শেষ হওয়ার। ঘড়ির কাঁটা পাঁচের ঘরে পড়তেই সভাকক্ষের দরজা খুলে গেলো আর করিডোরটা আলোকিত হয়ে গেলো। ভেতরের সবাই বেরিয়ে আসতেই ম্যাককার্টার তার মধ্যে থেকে ড্যানিয়েলিকে খুঁজে বের করলেন। ড্যানিয়েলিই সবার শেষে সাক্ষ্য দিলো। সবকিছুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আজ ও ধরতে পেরেছে।

অবাক হয়ে ও দেখলো সিনেটররা NRI-র কোনো কর্মকাণ্ডকেই বাড়াবাড়ি বা এখতিয়ার বহির্ভূত অযাচিত মনে করছেন না। অথচ কমপক্ষে পনেরোটা আমেরিকান, আন্তর্জাতিক আর ব্রাজিলিয়ান আইন ভেঙ্গেছে ওরা। একজন সিনেটর তো এমনকি দেশের জন্য ড্যানিয়েলির সাহসী ভূমিকার প্রশংসা পর্যন্ত

করলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো আসল সমস্যা হলো স্টুয়ার্ট গিবস আর তার এই প্রযুক্তি ব্যক্তিগতভাবে হাসিলের চেষ্টা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো আর গিবসের অনুপস্থিতিতেই সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হলো। যেহেতু ড্যানিয়েলি আর মুর গিবসের এসব অবৈধ কর্মকাণ্ডের কিছুই জানতো না ওদেরকে তাই অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হলো। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসাও করা হলো।

শুনানি শেষ হয়ে গেলেও গুজব ঠিকই ডালপালা মেলছে। NRI থাকবে-আর আরনল্ড মুরকে পদোন্নতি দিয়ে ডাইরেক্টর বানানো হবে এমনটাই শোনা যাচ্ছে। যদিও লিখিত কোনো অনুমতি আসেনি। ড্যানিয়েলি ওর মাথা নাড়লো। কেবল ওয়াশিংটনেই এটা সম্ভব। হঠাৎ কেউ একজন ওর নাম ধরে ডাকলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে ম্যাককার্টার। ড্যানিয়েলি হেসে বললো, 'আপনার মতো একজন ভালো মানুষ এখানে কি করছে?'

ম্যাককার্টারও হেসে বললেন, 'কে বলেছে আমি ভালো মানুষ?'

'আমি বলছি।'

'ওরা বলেছে আপনি বের হওয়ার পর আমরা আমাদের সাক্ষ্য প্রদান বাদে আর সব বিষয়ে কথা বলতে পারবো।' তারপর সভাকক্ষের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার শেষ? নাকি পরে আবার আসবো?'

'আমার শেষ। আর নেই শুনানি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এবারের মতো বেঁচে গেলাম।' ড্যানিয়েলি জানালো।

ম্যাককার্টার নার্ভাসভাবে চারিপাশে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চলুন তাহলে এগিয়ে দেই।' বলে নিজের বাহু উঁচু করলেন। ড্যানিয়েলিও সেদিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলো। তারপর দুজন মিলে চকচকে মেঝে ধরে এগিয়ে গেলো।

একজন পোশাক পরা প্রহরী বাইরের দরজা খুলে ধরতেই টিপটিপ বৃষ্টির শব্দ কানে এলো। এপ্রিলের শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একটা ছোটোখাটো ঝড় বয়ে গেছে। দেশে ফেরার পর এই নিয়ে তিনবার হলো ঝড়।

ওরা রাস্তায় নামতেই পানি ছিটাতে ছিটাতে সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। তা থেকে একজন যাত্রী নেমে সাঁই করে বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়লো।

'আবারো বৃষ্টি।' ড্যানিয়েলি বললো।

'আমি আর কোনোদিন বৃষ্টি নিয়ে অভিযোগ করবো না।' ম্যাককার্টার বললেন।

'আমিও না।' ড্যানিয়েলি হাসলো।

ম্যাককার্টার নরম গলায় বললেন, 'হকারের সাথে আর যোগাযোগ হয়েছিলো নাকি?'

ড্যানিয়েলির হাসিমুখ মুছে গেলো, 'না, একবারও না। কারো সাথেই হয়নি।'

'ওরা কি ওকে কোনোভাবেই দেশে আসতে দেবে না?'

'এদের সাথে আমার বোঝাপড়া এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু এরা শুধু বাইরের জিনিসপত্র দেখিয়েই সংগঠনটাকে বাঁচাতে চাইছে। তাই আপাতত মনে হয় না হকারের মত কুখ্যাত কাউকে জড়িয়ে ব্যাপারটাকে ঝামেলায় ফেলবে।'

ম্যাককার্টারকে খুবই হতাশ দেখালো। ওদের সবারই হকারের প্রতি মায়া পড়ে গেছে।

ড্যানিয়েলি বললো, 'ওকে নিয়ে টেনশন করতে হবে না। আমার অনুমান সত্যি হলে ও এখন বসে বসে সূর্যস্নান করছে বা সমুদ্রতীরে বসে বসে বিয়ার খাচ্ছে। সাথে একটা অদ্ভুত সুন্দর মেয়ে। একের বেশিও হতে পারে; যারা ওর সেবা করে করে ব্যথা আর যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিচ্ছে।'

ম্যাককার্টার ওর দিকে চেয়ে হাসলেন। ড্যানিয়েলির কণ্ঠের ঈর্ষা টের পেয়েছেন কি-না কে জানে। যা-ই হোক, ম্যাককার্টার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

'ওরা কি আর আমাদের অভিযান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না?'

'আমি যদ্দূর জানি, ওরা যা চেয়েছিলো আমরা তা এনে দিতে পেরেছি। লাশটা... কেউই বেশি আগ্রহী না। তাছাড়া ওটা একটা বন্ধুপ্রতীম দেশ। ওদের সার্বভৌমত্ব ইতোমধ্যে আমরা একবার লঙ্ঘন করেছি। আবার ওটা উদ্ধারে যাওয়া মানে আবারো কেঁচো খুঁড়তে সাপই বেরুবে।'

ম্যাককার্টার বললেন, 'আসলে... আমি ভাবছিলাম যে লাশটা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম। এখান থেকে কিন্তু শেখার আর জানার অনেক কিছু ছিলো, যা পরে কাজে লাগতো।'

ড্যানিয়েলি নিজেও সেটা ভেবেছে। ভবিষ্যৎ মানুষের কোষ বা শরীর কেমন হবে তা ঐ কঙ্কালটা থেকে জানা যেতো। হয়তো তা থেকে এক ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যেতো। মানুষের পরিণতি কি আসলেই এমন হবে? হয়তো এটা না জানাই ভালো।

'এটা যেখানেই পড়ে আছে, থাকুক। হয়তো ওভাবে থাকাটাই বেশি ভালো।'

ম্যাককার্টারও ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা ঝাঁকালেন। 'হয়তো।'

তারপর ড্যানিয়েলির দিকে এক গর্বিত বাবার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি অনেক ভালো একজন মানুষ। আমি ভেবে পাই না এতো বেশি চাপ কিভাবে আপনি সহ্য করে চলেন। আমার বিশ্বাস আপনার দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টাই আপনি করেছেন।'

ড্যানিয়েলিও একসময় তেমনটাই ভাবতো। 'না, আমি করিনি। তবে করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

আরো একটা ট্যাক্সি বাঁকানো পথটা ধরে এসে থামলো। ওটার হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টির ধারাকে মনে হলো একটা সরু পেন্সিলের দাগের মতো।

'যাবেন নাকি আমার সাথে? আমি ওমনির দিকে যাবো।'

ড্যানিয়েলি মাথা নাড়লো, 'আমি উল্টোদিকে যাব।'

'ঠিক আছে। এটায় তাহলে আপনি যান।' বলে ম্যাককার্টার দরজা খুলে ধরলেন।

ড্যানিয়েলি সামনে এগিয়ে ম্যাককার্টারের গালে একটা চুমু দিলো। তারপর বললো, 'সুসানকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন। আর দয়া করে নিজের যত্ন নেবেন।'

'আপনিও নেবেন মিস. লেইডল।'

ড্যানিয়েলি গাড়িতে চড়ে বসতেই ম্যাককার্টার দরজা লাগিয়ে দিলেন আর ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলো। ড্যানিয়েলি পিছনে ফিরে দেখলো আরেকটা ট্যাক্সি ম্যাককার্টারের সামনে এসে থামলো আর উনি তাতে উঠে গেলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে ড্যানিয়েলি নিজের সীটে হেলান দিলো।

ট্যাক্সি মেইন রোডে ঢুকতেই ড্যানিয়েলি ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। এটা ওর পদোন্নতি পত্র। আমাজনে যাওয়ার আগেই গিবস ওকে এটা পাঠিয়েছিলো। একজন সিনেটর ওকে এটা নিয়ে আসতে বলেছিলো। কিন্তু কেন যেন এটা ওরা আর রাখতে চায়নি। ওদের ব্যাখ্যা হলো সাধারণ তদন্তের সাথে এটার আর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। একজন সিনেটর ওকে জানিয়েছে যে চাইলে ও পদোন্নতিটা নিতে পারবে।

ড্যানিয়েলি আবারো চিঠিটা পড়লো। তারপর প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে সীটের ফাঁকের ময়লা ফেলার বক্সে ফেলে দিলো। ওখানে আগে থেকেই শোভা পাচ্ছে একটা খালি সোডার বোতল আর কারো ফেলে দেয়া খাবারের মোড়ক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সীটে হেলান দিলো ড্যানিয়েলি। তারপর চোখ বন্ধ করে গাড়ির ওয়াইপার, ভেজা রাস্তায় টায়ারের শব্দ আর রেডিওর ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে লাগলো। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এই প্রথম ও পুরোপুরি বেকার। কাজ শেষ করার তাড়া নেই। কার কাছে জবাবদিহিতা নেই, পূরণ করার জন্য কোনো লক্ষ্য নেই। ও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, ব্যাপারটা ওর কাছে ভালোই লাগছে।

বিশ মাইল দূরে, VIC'র পাঁচ নম্বর ভবনের বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে আরনল্ড মুর। সাথে NRI- এর প্রধান গবেষক এবং আরেকজন ফিউশন বিক্রিয়া বিশেষজ্ঞ। ওরা ড্যানিয়েলির আনা তিনকোণাকার জ্বলজ্বলে বস্তুটা নিয়ে গবেষণা করছে।

প্রধান গবেষক বললেন, 'এটা নিশ্চিতভাবেই শক্তি উৎপাদন করছে। সামান্য না, প্রচুর। তবে কিভাবে করছে তা আমি জানি না।'

'শীতল ফিউশন না এটা?' মুর জিজ্ঞেস করলেন।

বিজ্ঞানী মাথা নাড়লেন। মনে হচ্ছে যে তারা খুঁজছিলেন এক জিনিস, আর পেয়ে গেছেন আরেক জিনিস।

'এটা তার চেয়েও আধুনিক।'

'এটা কি গরম?' মুর জিজ্ঞেস করলো।

'হালকা। তবে এটা থেকে সবচে কম যে জিনিসটা বেরুচ্ছে, তা হলো তাপ।'

'তাহলে শক্তি সব যাচ্ছে কোথায়?' মুরের জবাব প্রয়োজন।

'বেশির ভাগটাই তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ হিসেবে বেরিয়ে যাচ্ছে।' তারপর বিজ্ঞানী রুমের চারিপাশের দেয়াল দেখিয়ে বললেন, 'এজন্যই এটাকে এই সীসা নির্মিত ঘরটায় এনে রাখা হয়েছে।'

জ্বলজ্বলে পাথরটাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। ডানপাশ থেকে তাকালে এটাকে আর দেখাই যায় না। তবে মার্টিনের স্ফটিকগুলোর মতো এটাতে কোনো দাগ বা নকশা নেই। খালি চোখে এটার ভেতরে কোনো কিছু আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু সাদা আলোটা তাহলে আসছে কোথেকে? তাপ আর শক্তির উৎসই বা কি?

গবেষকেরা মাত্রই এটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করছে। মুর ভেবেছিলো এটা থেকেও মার্টিনের স্ফটিকগুলোর মতই তথ্য উপাত্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। সূক্ষ্ম সরলরেখা, অতিক্ষুদ্র আর সূক্ষ্ম ছিদ্র বা আরো জটিল কিছু। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি এখনো।

আজব ব্যাপার হলো এটা একটা যন্ত্র, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন শিল্প। একটা সম্মোহনী ক্ষমতা আছে এটার। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুরের মনে হলো, উনি বোধহয় এর ভেতরের স্পন্দনটা দেখতে পাচ্ছেন। কেমন ছন্দময় আর শান্তিময়।

'এটা কি সবসময়ই এরকম করে?' মুর জিজ্ঞেস করলেন।

বিজ্ঞানী মাথা ঝাঁকালেন। 'এটাই হলো স্পন্দন। তবে স্পন্দনের ধারাটা খুবই জটিল। কিছুক্ষণ পরপরই পরিবর্তন হয়। তবে জটিল হলেও এটা একটা ধারা, আর এটা নিয়মিত বিরতিতে আবার ফিরে ফিরে আসে।'

মুর তাকিয়েই থাকলেন। তিনি এটাকে দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে পারছেন।

গবেষক উনার মুখের ভাষা পড়তে পেরে বললেন, 'এটা কি, তা আপনি বুঝতে পারছেন?'

এখনো মুরকে সব তথ্য উপাত্ত দেখানো হয়নি। কিন্তু মুরের তবুও কেমন যেন লাগছিলো। খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।'

গবেষক দুজন চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। 'আমাদের ধারণা, আপনার অনুমান সঠিক।'

মুর বললেন, 'এটা এক ধরনের সিগন্যাল। কাউকে বার্তা পাঠাচ্ছে।'

লোকটা মাথা ঝাঁকালো। 'আগেই বলেছি, এটা বারবার একই কাঠামো অনুসরণ করে। একেবারে হুবহু–

এক, কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু...'

মুর লোকটার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, 'শুধু?'

'একটা ছোট পরিবর্তন ছাড়া। পুরো সিগন্যালটা ভাগ ভাগ করে পরীক্ষা করার আগে আমরা এটা ধরতে পারিনি।'

'কি ধরনের পরিবর্তন হয়?' মুর জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটা একটা কম্পিউটারের পর্দার দিকে দেখালো। জটিল সিগন্যালটার কম্পিউটারে উপস্থাপন। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা শব্দের চার্ট। হাজার হাজার উঁচু নিচু রেখা। মাউসে ক্লিক করতেই রেখাগুলো বামে সরতে লাগলো। সতেরো সেকেন্ড যাওয়ার পর থেমে গেলো। এক সেকেন্ড পরেই এটার উপরিপাতন শুরু হলো। উঁচু নিচু দাগগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছিলো। কিন্তু একেবারে শেষ দাগটা মিললো না। এটা আগেরটার চেয়ে সামান্য খাটো। আবারো তৃতীয়বারের মতো উপরিপাতন শুরু হলো এবারো শেষ লাইনটা আরো খাটো হয়ে গেলো।

'এটা কিছু একটা গুনছে।' ভেবেচিন্তে বললেন মুর।

'প্রতিটা স্পন্দন আগেরটার চেয়ে সামান্য করে খাটো।' বিজ্ঞানী জানালেন।

'আপনারা কী সময়টা মেপে দেখেছেন?' মুর জিজ্ঞাসা করলেন।

বিজ্ঞানী মাথা ঝাঁকালেন, 'আমাদের ধারণা শেষ হলে সিগন্যালটা শেষ হবে ২১শে ডিসেম্বর ২০১২ সালে।'

মুর তারিখটা জানেন। 'মায়ান বড় ক্যালেন্ডারের শেষ দিন।'

গবেষক বললেন, 'এর মানে আমাদের জানা নেই। তবে যে পরিমাণ শক্তি জিনিসটা থেকে বের হয় তাতে আমাদের খুব চিন্তা হচ্ছে।'

লোকটা আর কিছু বললো না। চেহারা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকলো। মুর টের পেলেন উনার নিজেরও টেনশন বাড়ছে।

আবার তিনি পাথরটার দিকে মনোযোগ দিলেন। চেষ্টা করেও এটার দিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছেন না। মন থেকেও এটার প্রতি যে আলাদা একটা সম্ভ্রমবোধ তৈরি হয়েছে সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। এটাও ভুলতে পারছেন না যে পাথরটাতে যা আছে তার উপর অনেক মানুষের নিয়তি জড়িয়ে আছে।

লেখকের বক্তব্য

লেখক হিসেবে একটা উপন্যাস লিখে শেষ করতে পারাটা বড় একটা লক্ষ্য পূরণের মতোই। আর পাঠক হিসেবে একটা উপন্যাস পড়া মানে হলো যাত্রার কেবল শুরু। হোক তা বীরদের উপন্যাস বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিংবা ডাইনোসোরের DNA-ক্লোনিং। সবকিছুই আমাকে আরো বেশি জানতে আগ্রহী করেছে।

যদি এই বইটা পড়েও আপনাদের তেমন অনুভূতি জাগে, তাহলে আমার এই ছোট্ট নিবেদন।

মায়া সভ্যতা

এই বইতে যেমন দেখানো হয়েছে যে মায়া জাতির উত্থান আসলে আমাজন থেকে, তার পুরোটাই কল্পনা প্রসূত। এতো দক্ষিণে মায়াদের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ নেই। প্রফেসর ম্যাককার্টারও তাই বইয়ের শুরুর দিকেই বলেন, "আমাজনে মায়া? আমার তা মনে হয় না। কিন্তু গল্পের প্রয়োজনেই এরকম দেখানো হয়েছে। এটা মূলত করা হয়েছে দুটো জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করতে। প্রথমত, চোলোকায়ানদেরকে যতদূর সম্ভব চিরন্তন মায়া সভ্যতার এলাকাগুলো থেকে আলাদা করতে। আর NRI-টিমকেও আধুনিক সভ্যতা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে নিয়ে যেতে।

তবে এখানে যেসব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তার সবই মায়ান পুঁথি। *পপুল ভাহ* থেকে নেওয়া। এই অনবদ্য পুঁথিতে মায়াদের সৃষ্টির সব কথা লেখা আছে। কিভাবে এই পৃথিবী আর মানবজাতি সৃষ্টি হলো। কিভাবে দুজন বীরের কৃতিত্বে পুরো পৃথিবী নিরাপদে রক্ষা পেলো সব। দুর্দান্ত সব চিত্রকর্ম, মনোমুগ্ধকর অভিযান দিয়ে ভরা পুরো পুঁথিটা। এতে যে পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে তা আমাদের পৃথিবীর সাথে একই সাথে প্রচুর পার্থক্য আবার অদ্ভুত সব মিলও আছে।

এক সময়ে *'পপুল ভাহ'*-এর অনেক লিখিত রূপ দেখা যেতো। দুর্ভাগ্যক্রমে সব মায়ান পুঁথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে ইতিহাস থেকে শুধু *'পপুল ভাহ'* এর

হায়ারোগ্লিফিক পুঁথিই হারায়নি, আরো কয়েক হাজার ছবি, বই, নকশা আর কাজ হারিয়ে গেছে।

লজ্জার ব্যাপার এই যে, আমরা এক সময়কার দিগ্বিজয়ী আর বহুমুখী সভ্যতাটা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। আরো বেশি লজ্জার কারণ হলো এদের পুঁথিপত্র ধ্বংসের পেছনে মূল ভূমিকা ছিলো গির্জার যাজকদের। অথচ একজন যাজকই সর্বপ্রথম একটা '*পপুল ভাহ*' উদ্ধার করেন। ১৭০১ থেকে ১৭০৩ সাল পর্যন্ত ফাদার ফানসিসকো জিমেনেজ সর্বপ্রথম '*পপুল ভাহ*' এর কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন। হয়তো কোনো আগের কোনো লিপি থেকে বা মুখে মুখে শুনে। ফাদার জিমেনেজ কুইশ আর স্প্যানিশ দুই ভাষাতেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তার নিজ হাতের লেখাগুলো এখনো শিকাগোর নিউ-বেরী লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

এখন পর্যন্ত বহু ভাষায় '*পপুল ভাহ*' অনূদিত হয়েছে। আমার কাছে তিনটা বেশ ভালো লেগেছে। একটা হলো ১৯৫৪ সালে ডেলিয়া গোয়েটজ আর সিলভানাস গ্রিসওল্ড মুরলির করা Book of the People : Popul Vuh. স্পষ্ট আর সুখপাঠ্য একটা বই। দ্বিতীয়টা হলো ২০০৩ সালে অ্যালেন জে. ক্রিসটেনসনের করা *Popul Vuh . The Sacred Book of the Maya.* এই বইটাকে প্রচুর তথ্য আর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যে কিভাবে এই বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উৎপত্তি হয়েছে। সবশেষে ভেনিস টেডলকের অনুবাদের পুস্তক রূপ, *The Popul Vuh : The Mayan Book of The Dawn of Life and the Glories of Gods and Kings.* এই বইটা পড়লে মনেই হবে না যে নিজে পড়ছেন। মনে হবে কেউ যেন ঘটনা নিজ চোখে দেখে এসে আপনাকে গল্পটা শোনাচ্ছে। কেউ যদি মায়া সভ্যতা নিয়ে আগ্রহী হন তাহলে অবশ্যই এই বইটা পড়বেন।

ফিউশন

নতুন শতাব্দীর যাত্রার শুরু থেকেই আমরা বিগত দুই শতাব্দীতে আবিস্কৃত জ্বালানির উপর চরমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। কিন্তু এগুলোও এখন অ্যাবাকাস কম্পিউটার বা কালির কলমের মতো পুরনো হয়ে গেছে। তাহলে প্রাকৃতিক জ্বালানির বদলে নতুন কি ব্যবহার করা যাবে? ফিউশন কি প্রকৃতপক্ষেই নতুন দিনের শক্তির উৎস হতে পারবে? আমার ধারণা সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বর্তমানের সবচে বড় প্রকল্প হলো G-20 ভুক্ত দেশগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত ITER. বইতে সেটার উল্লেখ আছে। ITER এর অর্থ যদিও করা হয় রাস্তা বা পথ, তবে এটার পূর্ণ রূপ হলো Internatonal Thermonuclear Experimental Reactor. সত্যিকার অর্থেই এটা একটা বিশাল পরীক্ষা। এটার ওজন প্রায় ২৩,০০০ টন, উচ্চতা

প্রায় ১০০ ফুট। আরো জানতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। ITER-এর ওয়েবসাইট http://www.iter.org থেকে।

শীতল ফিউশনের পুরো ব্যাপারটা এখনো রহস্যময়। ব্যাপারটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভ্যাম্পায়ের মতো। কিছুদিন পরপর এটাকে বাতিল করে দেয়া হয়, আবার এটা কয়েকদিন পর জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসে। ১৯৮৯ সালে এটাকে ভুয়া বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আবার ১৯৯০ সালে এটা নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু বেশি দূর অগ্রগতি না হওয়ায় আবার এটার প্রতি সবাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

তবে আবার এটা নিয়ে বিভিন্ন স্বনাম ধন্য গবেষণাগারে কাজ শুরু হয়েছে। আবারো বিভিন্ন জায়গা থেকে অতিরিক্ত শক্তি প্রবাহ এমনকি ট্রিশিয়াসের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। যা শুধু এক ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া থেকেই পাওয়া সম্ভব, এখন অন্তত এটাকে যারা আগে পণ্ডশ্রম ভাবতো তারাও কিছু বলার আগে একবার তথ্য উপাত্তগুলোতে চোখ বুলানোর ব্যাপারে আগ্রহী। কে জানে কেউ হয়তো একদিন পৃথিবীকে আলোকিত করার উপায়টা বেরও করে ফেলবে।

তবে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো সেটা হবে না। জাতিসংঘের গবেষণা মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে নয়শো কোটিতে। এখনি যদি শক্তির নতুন কোনো উৎস না পাওয়া যায়। যদি শক্তির অপচয় রোধ করা না যায় তাহলে আমাদের বায়ুমণ্ডলের কি হবে? আমাজনের মতো জায়গাগুলোর কি হবে? সমুদ্রগুলোর কি হবে? এভাবে চলতে পারে না। যদি এখনি ঘুরে না দাঁড়াই, তাহলে অচিরেই আমাদের পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর যদি বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে অভিযোজিতই হতে হয়, তাহলে কে জানে দ্বাবিংশ শতাব্দীর মানুষ জন দেখতে কেমন হবে। প্রফেসর ম্যাককার্টার যেমনটা বলেছিলেন, "সামনের পৃথিবীতে আমরা থাকবো না, থাকবে অন্য রকম কেউ।"

আমার সাথে সময় কাটানোর জন্যে ধন্যবাদ।

গ্রাহাম ব্রাউন

আমাজনের গহীনে মানব জাতির সবচেয়ে মারাত্মক গোপন রহস্য উদ্ধারের অভিযান...

হকারের প্রাক্তন CIA সহকর্মীরা চায় ওকে খুন করতে, ইন্টারপোল চায় ওকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু হকারের লক্ষ্য কোনোটাই হতে না দেওয়া। এই উপন্যাসের প্রধান নায়িকা চরিত্র ড্যানিয়েলি লেইডলই হতে পারে তার একমাত্র উপায়। পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া মায়া শহর তুলান জুয়ুয়া খোঁজার গোপন অভিযানে ড্যানিয়েলির একজন দক্ষ পাইলট দরকার। হকারই হলো সেই পাইলট। হকার ড্যানিয়েলি কে সাহায্য করলে সে হকারকে জীবিত অবস্থায় দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিলো।

কিন্তু আমাজনের গহীন অরণ্যে অভিযাত্রী দল মুখোমুখি হলো এক অচেনা শত্রুর। বন্ধুদের লাশের পাশে বসে ওরা আবিষ্কার করলো নতুন চমক তুলান জুয়ুয়া আর তার গোপন রহস্যের খোঁজে শুধু ওরা একাই আসেনি।

হঠাৎ আগ্রাসী হয়ে ফিরে এলো পৌরাণিক দানব। এদিকে যুদ্ধ করতে করতে ওদের গোলা বারুদও শেষ...।

"এটি একটি রোমাঞ্চ সন্ধানী দুর্দান্ত এক অভিযান, পড়ে দারুণ মজা পেয়েছি। এতে আছে বুদ্ধি আর সাহসের চমৎকার মিশেল। চরম লেগেছে বইটা।"

–লিনউড বারক্লে

"উত্তেজনা আর চমকে ভরা দারুণ এক বই।" –স্টিভ বেরি

ISBN 978-984-91336-8-1